ভিডিও বক্তৃতার পাঠক্রম:

প্রভুর প্রার্থনা

১৪টি পাঠ

পাঠ উপস্থাপক: জেরাল্ড প্রসি, পিএইচ.ডি.

জন নক্স ইনস্টিটিউট অফ হায়ার এডুকেশন

আমাদের সংস্কারধর্মী ঐতিহ্যকে বিশ্বব্যাপী মন্ডলীর কাছে অর্পণ

© ২০১৯ জন নক্স ইনস্টিটিউট অফ হায়ার এডুকেশন

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত। এই প্রকাশনার কোনো অংশই মুনাফার উদ্দেশ্যে কোনো রূপে বা কোনো পদ্ধতিতে পুনরুৎপাদন করা যাবে না, পর্যালোচনা, মন্তব্য বা পাণ্ডিত্যমূলক কাজের জন্য সংক্ষিপ্ত উদ্ধৃতি ব্যতীত, জন নক্স ইনস্টিটিউটের লিখিত অনুমতি ছাড়া, পি.ও. বক্স ১৯৩৯৮, কালামাজু, এমআই ৪৯০১৯–১৯৩৯৮, ইউএসএ।

যদি না ভিন্নভাবে উল্লেখ করা হয়, তবে সমস্ত পবিত্র শাস্ত্র উদ্ধৃতি অধিকৃত কিং জেমস সংস্করণ থেকে নেওয়া হয়েছে।

আমাদের ওয়েবসাইট দেখুন: www.johnknoxinstitute.org

শ্রদ্ধেয় গেরাল্ড প্রসি নেদারল্যান্ডসের ক্রাইস্টেলিজকে গেরেফর্মির্ডে কের্ক (Christelijke Gereformeerde Kerk), মিডেলহারনিস-এর এক জন খ্রীষ্টের সুসমাচারের পালক।

পাঠক্রম

প্রভুর প্রার্থনা

ড. জেরাল্ড আর. প্রসি

প্রার্থনার সৌন্দর্য

নামে ১৪টি বক্তৃতায় উপস্থাপিত

বাইবেলভিত্তিক প্রেক্ষাপট এবং পাঠ্যক্রমের রূপরেখা 5

হে আমাদের স্বর্গস্থ পিতঃ 11

তোমার নাম পবিত্র বলিয়া মান্য হউক 19

তোমার রাজ্য আইসুক 27

তোমার ইচ্ছা সিদ্ধ হউক, যেমন স্বর্গে তেমনি পৃথিবীতেও হউক 34

আমাদের প্রয়োজনীয় খাদ্য আজ আমাদিগকে দেও 41

আর আমাদের অপরাধ সকল ক্ষমা কর, যেমন আমরাও আপন আপন অপরাধীদিগকে ক্ষমা করিয়াছি 47

আমাদিগকে পরীক্ষাতে আনিও না, কিন্তু মন্দ হইতে রক্ষা কর 54

কারণ রাজ্য, পরাক্রম ও মহিমা তোমারই 60

আমেন 67

প্রার্থনা সম্পর্কিত ব্যবহারিক বিষয়গুলি 73

পালকদের প্রার্থনার জীবন 79

প্রার্থনায় সমস্যা 86

প্রার্থনার আশীর্বাদ 93

বক্তৃতা ১

ভূমিকা:

বাইবেলভিত্তিক প্রেক্ষাপট এবং পাঠ্যক্রমের রূপরেখা

প্রার্থনার সৌন্দর্য নিয়ে এই ধারাবাহিক পাঠে আপনাকে স্বাগতম। এই ১৪ টি পাঠে প্রার্থনার বিভিন্ন দিক নিয়ে আমরা গভীরভাবে ধ্যান করতে চাই। আমরা আশাবাদী, এই পাঠগুলি আপনার জন্য আশীর্বাদস্বরূপ হবে, এবং আপনাকে আমাদের সঙ্গে এগিয়ে চলার আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। এই প্রথম পাঠে আমরা একটি পরিচিতি তুলে ধরব এবং প্রার্থনার বাইবেলভিত্তিক প্রেক্ষাপট নিয়ে আলোচনা করব। আমরা পরবর্তী পাঠগুলোর একটি রূপরেখাও উপস্থাপন করতে চাই।

প্রার্থনা, এটি একটি অত্যন্ত মহিমান্বিত, আশীর্বাদময়, এবং কোমল বিষয়। এটি একটি অত্যন্ত রোমাঞ্চকর বিষয়, কারণ প্রার্থনায় আপনি ঈশ্বরের সাথে কথা বলেন, এবং ঈশ্বর আপনাকে তাঁর সাথে কথা বলার জন্য আহ্বান করেন। ঈশ্বর স্বর্গে আছেন, তবুও তিনি একজন ব্যক্তির এত কাছে থাকতে পারেন।। বাইবেল আমাদের শেখায় যে সর্বশক্তিমান, অনন্তকালীন ঈশ্বর এবং দুর্বল মানবের মধ্যে একটি জীবন্ত সম্পর্ক স্থাপন সম্ভব, এবং তা ঘটে প্রার্থনার মাধ্যমে। এটি এমন একটি অলৌকিক ঘটনা যে অনন্তকালীন ঈশ্বর, যিনি অনধিগম্য আলোতে বাস করেন এবং স্বর্গ ও পৃথিবীতে সমস্ত ক্ষমতাঁর অধিকারী—তিনি পবিত্র। তিনি মহিমাময়। তিনি সর্বশক্তিমান, মহিমান্বিত। তাঁর কাউকেই প্রয়োজন নেই।—তবুও তিনি দুর্নীতিগ্রস্ত মর্ত্য মানবের সঙ্গে একটি জীবন্ত সম্পর্ক স্থাপন করতে ইচ্ছুক।

কে আমাদের মধ্যে একজন রাজার কাছে পৌঁছাতে পারে? আমাদের মধ্যে কে একজন রাষ্ট্রপতির সঙ্গে কথা বলতে পারে? কিন্তু আমাদের পক্ষে রাজাধিরাজ ও প্রভুদের প্রভুর সঙ্গে কথা বলা সম্ভব—এটি এক অলৌকিক বিষয়, এক মহামূল্যবান সুযোগ। এটি অনুগ্রহ। কারণ আমরা কারা? আমরা পতিত সৃষ্টি। আমরা স্বর্গোদ্যানে ঈশ্বরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছি। আমরা ঈশ্বরের সমস্ত আদেশ অমান্য করে পাপ করেছি, এবং তাই মানুষ চিরতরে বহিষ্কৃত হয়ে বাইরের অন্ধকারে নিক্ষিপ্ত হওয়ারই যোগ্য। তবুও আমরা ঈশ্বরের কৃপার সেই আশ্চর্য ঘটনা দেখি, যেমনটি যোহন তাঁর সুসমাচারের তৃতীয় অধ্যায়ের ১৬ পদে বলেন: "কারণ ঈশ্বর জগৎকে এমন প্রেম করিলেন যে, আপনার এক জাত পুত্রকে দান করিলেন, যেন, যে কেহ তাঁহাতে বিশ্বাস করে, সে বিনষ্ট না হয়, কিন্তু অনন্ত জীবন পায়"।

"অনন্ত জীবন" এর প্রকৃত অর্থ কী? এর অর্থ হলো, আপনি ঈশ্বরকে জানেন, তাঁকে ভালোবাসেন, এবং তাঁর সঙ্গে জীবন অতিবাহিত করেন। অনন্ত জীবন মানে শুধু মৃত্যুর পরে নয়, এটা এই পৃথিবীতেই শুরু হয়। এই পার্থিব জীবনে মানুষ প্রভু যীশু খ্রীষ্টের উপরে বিশ্বাস করতে শেখে। পবিত্র আত্মা তাদের পরিপূর্ণ করে, এবং তারা প্রভু যীশুর জন্য ও তাঁর সঙ্গে জীবন যাপন করতে শুরু করে। তারা এক নতুন ও ধার্মিক জীবনযাত্রায় প্রভুর সঙ্গে চলতে থাকে। এই জীবনেই একজন ব্যক্তি মনঃশান্তির অভিজ্ঞতা লাভ করে।

তখন একজন ব্যক্তি দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি পায়। তিনি তাঁর প্রিয় সর্বশক্তিমান বাহুতে শান্তিতে বিশ্রাম নিতে পারেন। তিনি সর্বশক্তিমান ঈশ্বরে বিশ্রাম করেন। ঈশ্বর তাঁর পালক হয়ে ওঠেন, এবং তিনি আর কোনো অভাব অনুভব করেন না। সেই ব্যক্তি ঈশ্বরের প্রেমময় যত্নে আশ্রয় ও বিশ্বাস রাখতে পারেন। তাকে প্রভু যীশু খ্রীষ্টের দ্বারা, তাঁর রক্তের মাধ্যমে, ক্রয় করা হয়েছে। তাঁর মধ্যে বাস করেন পবিত্র আত্মা। স্বর্গ তাঁর গৃহ। আর এই পৃথিবীতে তিনি আহ্বানপ্রাপ্ত হোন ঈশ্বরের বাক্য শুনতে এবং সেই বাক্য ও ঈশ্বরের পবিত্র আত্মা দ্বারা পরিচালিত হতে। তিনি আহ্বানপ্রাপ্ত হোন ঈশ্বরের সঙ্গে এক সম্পর্কপূর্ণ জীবন যাপন করতে; আর সেই জীবনই প্রার্থনার জীবন।

তবুও, প্রায়শই দেখা যায় ঈশ্বরের সন্তানরাও ব্যক্তিগত প্রার্থনাকে উপেক্ষা করার প্রলোভনে পড়ে যায়। তখন এই জীবনের উপর ও জীবনের সমস্যাগুলোর ওপর তারা অত্যধিক মনোনিবেশ করে ফেলে। অনেক সময় ঈশ্বরের সন্তানরা মাটির ধূলোর মধ্যে হামাগুড়ি দেওয়া একটি শুঁয়োপোকার মতো হয়ে পড়ে, অথচ তাদের ডাকা হয়েছে একটি প্রজাপতির মতো আকাশে উড়ে যেতে—যে আনন্দ পায় সূর্যের আলো ও প্রকৃতির সৌন্দর্যে। ঠিক তেমনি, ঈশ্বরের এক সন্তান প্রার্থনার মাধ্যমে ঈশ্বরের কাছে উড়ে যেতে আহ্বানপ্রাপ্ত, যাতে সে ঈশ্বরের সৌন্দর্য উপলব্ধি ও উপভোগ করতে পারে—যা ঈশ্বরের আছে এবং যা ঈশ্বর আমাদের দেন। এটি একমাত্র অনুগ্রহ যে আমরা ঈশ্বরকে ডাকতে পারি। এটি একটি অলৌকিক ঘটনা, যেটি আমরা যিশাইয় ৫৭:১৫ পদে দেখতে পাই —যেখানে লেখা আছে, সর্বশক্তিমান ঈশ্বর উচ্চ স্থানে বিরাজ করেন, কিন্তু তবুও তিনি দৃষ্টিপাত করেন সেই দীন-দুঃখীদের প্রতি, যারা তাঁর বাক্যের প্রতি কম্পিত চিত্তে শ্রদ্ধাশীল।

প্রার্থনার মাধ্যমে একজন দুর্বল মানুষ সর্বশক্তিমান, মহিমাময় ঈশ্বরের সঙ্গে সংযুক্ত হতে পারে। পবিত্র আত্মার কার্যক্রমের মাধ্যমে একটি ব্যক্তিগত সম্পর্কের অভিজ্ঞতা হয়। তাই, যখন ঈশ্বরের আত্মা আমাদের প্রভুর সঙ্গে সহভাগিতাঁর জীবনে পরিচালিত করেন, তখন তিনি আমাদের নানা শিক্ষা দেন। ঈশ্বরের আত্মা একজন পাপীকে প্রথম যেটা শেখান, তা হলো প্রভুর প্রতি গভীর ভক্তি ও শ্রদ্ধা। তখন সেই ব্যক্তি ঈশ্বরের মহিমা ও মহত্ত্বের এক গভীর প্রভাব ধারণা লাভ করেন এবং উপলব্ধি করেন যে ঈশ্বর অবশ্যই গৌরব, প্রশংসা ও আরাধনার প্রাপ্য। একই সময়ে, পবিত্র আত্মা যিনি চোখকে আলোকিত করেছেন, সেই ব্যক্তিকে নিজেকে একজন দুর্বল, পাপপূর্ণ মানুষ হিসেবে দেখতে সহায়তা করেন। তিনি দুর্নীতিতে পূর্ণ। তখন এই কলুষিত পাপী এই মহান ঈশ্বরের সামনে আরাধনায় মাথা নত করে, যিনি অত্যন্ত মহিমান্বিত ও উচ্চে উত্থিত। তারপর, সে অনুরোধ করে যেন খ্রীষ্টের রক্তে শুচি ও ধৌত হতে পারে, এবং যেন আরও বেশি ঈশ্বরের পবিত্র আত্মা তাকে এমন এক জীবনযাত্রায় পরিচালিত করেন যা উৎসর্গ ও ভক্তিতে পরিপূর্ণ—এই সদাপরোপকারী, মহিমাময় ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে নিবেদিত।

তখন অভিজ্ঞতা হয় ঠিক যেমন রাজা সলোমন প্রথম রাজাবলি আট অধ্যায় ২৩ পদে প্রার্থনা করেছিলেন —"হে সদাপ্রভু, ইস্রায়েলের ঈশ্বর, উপরিস্থ স্বর্গে বা নিচস্থ পৃথিবীতে তোমার তুল্য ঈশ্বর নাই। সর্বান্তঃকরণে যাহারা তোমার সাক্ষাতে চলে, তোমার সেই দাসগণের পক্ষে তুমি নিয়ম ও দয়া পালন করিয়া থাক।" তারপর, একজন ব্যক্তি ঈশ্বরকে আরাধনা করতে শেখে, তিনি যা দেন তাঁরজন্য নয়, বরং তিনি যিনি, সেইজন্য।

আরাধনা হলো প্রার্থনার সর্বোচ্চ রূপ। এটি স্বর্গীয় মহিমায় পূর্ণতা লাভ করবে, যেখানে প্রভু স্তব ও আরাধনা গ্রহণ করবেন। এখন পৃথিবীতে, প্রার্থনা ও মিনতি ঈশ্বরের ভান্ডার খুলে দেওয়ার চাবিকাঠি হয়ে দাঁড়ায়, কারণ ঈশ্বর আমাদের প্রত্যাশার চেয়েও অনেক বেশি দিতে পারেন। তিনি আশ্চর্য কাজ করতে পারেন। শক্তি পুনরায় নবীকৃত হতে পারে। অশ্রু মুছে যেতে পারে। প্রার্থনার মধ্যেই যুদ্ধ লড়া ও জয়লাভ হয়। সংগ্রাম চলে, এবং প্রভুর পথ স্পষ্টভাবে বোঝা যায়। প্রার্থনার মাধ্যমেই মানুষ জ্ঞান লাভ করে এবং দৈনন্দিন জীবনের জটিল প্রশ্ন ও সমস্যার মধ্যেও কী করা উচিত তা জানতে পারে। জীবনের কোনো নির্দিষ্ট পথে চলার জন্য প্রার্থনার মাধ্যমেই আলো লাভ হয়। প্রার্থনার মাধ্যমেই প্রভুর প্রতি প্রেম ও আনন্দ লাভ হয়, এবং একটি দৃঢ় আশা জন্মায়।

সুতরাং, একজন ঈশ্বরের সন্তানের জীবনের প্রধানতম কাজ হলো প্রার্থনা করা। প্রার্থনা একজন খ্রীষ্ট বিশ্বাসীর প্রধান কার্য। জার্মান সংস্কারক মার্টিন লুথার এ কথাই শিখিয়েছিলেন—যেমন একটি মুচি জুতো মেরামত করে এবং একটি দর্জি জামা সেলাই করে, ঠিক তেমনই একজন খ্রীষ্ট বিশ্বাসী প্রার্থনা করে। সেটাই তাঁর কাজ। প্রভু পাপীদের নতুন করে গড়ে তোলেন যাতে তারা ভাববাদী, রাজা ও যাজক হয়। ঈশ্বরের সন্তান রাজা হয়ে ওঠে কারণ সে সাহসের সঙ্গে শয়তান ও পাপের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে, এবং পরবর্তীতে খ্রীষ্টের সঙ্গে মহিমায় রাজত্ব করবে। ঈশ্বরের সন্তান ভাববাদী হয়ে ওঠে, অর্থাৎ তারা ঈশ্বরের বাক্য বোঝে, ঈশ্বরের বাক্য প্রচার করে এবং প্রভু যীশুর সাক্ষী হয়। তারা যাজক হয়ে ওঠে কারণ তারা নিজেদের একটি জীবন্ত উৎসর্গ হিসেবে প্রভুকে অর্পণ করে; তাদের সম্পূর্ণ জীবন প্রভুর প্রতি নিবেদিত হয়, এবং তারা নিজেদের প্রার্থনার জন্য উৎসর্গ করে।

তাহলে, আমরা বলতে পারি একজন খ্রীষ্ট বিশ্বাসীর জীবন প্রার্থনা দ্বারা চিহ্নিত। প্রকৃত প্রার্থনা ছাড়া আত্মিক জীবন নেই। কিছু শব্দকে ভাবনাহীনভাবে উচ্চারণ করা মাত্র যদি প্রার্থনা হয়, তাহলে সেটি প্রকৃত প্রার্থনা নয়। যখন প্রার্থনা কেবল আনুষ্ঠানিক, অথবা যখন প্রার্থনা সম্পূর্ণভাবে অনুপস্থিত থাকে, তখন তা আত্মিক জীবনের অভাবকে প্রকাশ করে। যখন প্রভুর জন্য কোনো আকুলতা থাকে না, ঈশ্বরের অনুগ্রহের জন্য কোনো আকাঙ্ক্ষা থাকে না, যখন প্রভুর জন্য তৃষ্ণা অনুপস্থিত, যখন পাপ স্বীকারের প্রয়োজন বোধ হয় না এবং ঈশ্বরকে

আরাধনা ও মহিমান্বিত করার ইচ্ছাও থাকে না—তখন আপনি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারেন যে এমন ব্যক্তি খ্রীষ্ট বিশ্বাসী নন, এবং তা তাঁর প্রার্থনার অভাব দ্বারা প্রকাশ পায়।

পবিত্র শাস্ত্রে আমরা দেখি, ঈশ্বরের সন্তানরা পুরুষ ও নারী প্রার্থনাশীল ব্যক্তি ছিলেন। আমরা অব্রাহাম সম্পর্কে পড়ি, তিনি কীভাবে প্রার্থনা করেছিলেন, কীভাবে ইয়োব তাঁর বন্ধুদের জন্য প্রার্থনা করেছিলেন, কীভাবে মোশি জনগণের জন্য প্রার্থনা করেছিলেন—এবং আরও অনেক উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। প্রাচীন মন্ডলী প্রার্থনায় যুক্ত ছিল। যখন পিতর কারাগারে বন্দী ছিলেন, তখন যিরূশালেমের মন্ডলী তাঁর জন্য অবিরত প্রার্থনা করেছিল। আমরা দেখি, ইসহাক মাঠে গিয়ে প্রার্থনা করতেন। দানিয়েল দিনে তিনবার যিরূশালেমের দিকে জানালা খুলে প্রার্থনা করতেন। দাউদ মাঝরাতে জেগে উঠে প্রভুকে উপাসনা করতেন। পৌল ও সীল বন্দী অবস্থায়, তাদের পিঠ নির্মম প্রহারে রক্তাক্ত হওয়া সত্ত্বেও, প্রভুকে উপাসনা ও স্তব করতেন।

এমনকি প্রভু যীশু প্রার্থনায় নিবেদিত ছিলেন, যদিও তাঁর কোন পাপ স্বীকার করার ছিল না, যদিও তাঁর সমস্ত ক্ষমতা ছিল। তিনি দুষ্ট আত্মাদের আদেশ দিতে পারতেন। তিনি বাতাস ও ঢেউকে আদেশ দিয়েছিলেন, এবং সেগুলো তাঁর কথা মেনে নিয়েছিল। তিনি মানুষকে সব ধরনের অসুস্থতা থেকে মুক্তি দিতে পারতেন। তিনি সর্বশক্তিমান ছিলেন, তবুও তাঁর প্রার্থনার প্রয়োজন ছিল। তাঁর প্রয়োজন ছিল নিজেকে এই পাপময় জগতের পরিবেশ থেকে আলাদা করা এবং প্রার্থনার মাধ্যমে তাঁর পিতাঁর সঙ্গে সম্পর্ক অন্বেষণ করা। তাই আমরা সুসমাচারে বারবার পড়ি—যা আমরা এই বক্তৃতাগুলিতে পরে দেখতে পারব—যে প্রভু যীশু একা প্রার্থনা করতে গিয়েছিলেন।

ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরা,সর্বপ্রথমে প্রার্থনার পুরুষ ও নারী ছিলেন। এটি প্রার্থনার মাধ্যমেই একজন তাঁর দুর্বলতাকে অনুভব করে। যখন কেউ ঈশ্বরের সামনে একা থাকে এবং নিজের হৃদয় ঈশ্বরের কাছে উজাড় করে দেয়, তখন সে বুঝতে পারে যে তাঁর ঈশ্বরের সাহায্যের প্রয়োজন। প্রার্থনায় একজন পাপী নিজের দুর্দশা উপলব্ধি করে, আর সেই দুর্দশা হলো, আমাদের স্বভাবগতভাবে ঈশ্বরের সঙ্গে সংযোগ হারিয়ে ফেলেছি। আমরা ঈশ্বরের পরিবর্তে নিজেদের ভালোবাসি। এটাই আমাদের দুর্দশা, এবং এটাই প্রভু আপনার সামনে প্রকাশ করেন।

ব্যক্তিগত প্রার্থনায়, আপনি প্রকৃতপক্ষে কে, আপনি দেখতে শুরু করেন, এবং তাই আপনি নিজেকে নম্র করেন। আপনি আপনার পাপময় প্রবৃত্তিগুলিকে ঘৃণা করেন। আপনি আপনার ব্যক্তিগত পাপের জন্য শোক প্রকাশ করেন। আপনি এটি মানুষের সামনে খুব বেশি করেন না, বরং বিশেষভাবে ঈশ্বরের সামনে করেন। এইভাবে প্রভুর সঙ্গে সম্পর্ক পুষ্ট হয়, এবং ঈশ্বরের প্রেম আমাদের হৃদয়ে ঢেলে দেওয়া হয়, এবং ঈশ্বরের সঙ্গে জীবন্ত সম্পর্ক স্থাপনের জন্য খ্রীষ্টের রক্ত কার্যকরী হিসেবে দেখানো হয়।

এই ব্যক্তিগত প্রার্থনার অবস্থাতেই একজন ব্যক্তি ঈশ্বরের মধ্যে আনন্দ করতে শেখে। হৃদয় থেকে ঈশ্বরের প্রতি এক গভীর ভালবাসা প্রবাহিত হয়। এভাবেই ঈশ্বরের আত্মা আমাদের শিক্ষা দেন। তারপর, সেই স্থান যেখানে আপনি প্রার্থনা করেন, তা একটি পবিত্র স্থান হয়ে ওঠে। যেখানে আপনি ঈশ্বরের সঙ্গে একান্তে থাকেন, সেই স্থান আপনার জন্য অমূল্য হয়ে ওঠে। ঠিক সেখানেই স্বর্গের দ্বার উন্মুক্ত হয় এবং প্রভু নেমে আসেন, আর আপনি খ্রীষ্ট যীশুর পরিত্রানের অনুগ্রহে আনন্দ করতে শেখেন। ঠিক সেখানেই আপনি ভবিষ্যতে ঈশ্বরের সঙ্গে গৌরবময় জীবনকে প্রত্যাশা করেন। সেখানে আপনি রোমীয় আট ২৮ পদ উপলব্ধি করেন—"যাহারা ঈশ্বরকে প্রেম করে, যাহারা তাঁহার সঙ্কল্প অনুসারে আহূত, তাহাদের পক্ষে সকলই মঙ্গলার্থে একসঙ্গে কার্য করিতেছে।" এটি একটি গৌরবময় এবং অত্যন্ত কোমল বিষয় যা আমরা আগামী বক্তৃতাগুলিতে অধ্যয়ন করব।

প্রার্থনা বিষয়টি নিয়ে অনেক কিছু বলা যায়, তবে আমাদের নিজেদের সীমিত করতে হবে। তবে শুরুতেই বলা যাক, ব্যক্তিগত আত্মিক সুস্থতার জন্য প্রার্থনার জীবনের মতো কিছুই এত প্রাণবন্ত নয়। এটিই সেই বিশ্বাসের জীবনের হৃদস্পন্দন, যা এটিকে এত মূল্যবান করে তোলে। প্রার্থনায় আপনি ঈশ্বরের আত্মার দ্বারা পরিচালিত হোন। আর স্বর্গে, প্রভু যীশু আপনার সঙ্গে প্রার্থনা করেন, আপনার প্রার্থনাগুলি ঈশ্বরের কাছে তুলে ধরেন।

প্রভু আমাদের প্রার্থনা করার জন্য সমৃদ্ধ অনুপ্রেরণা প্রদান করেন। ঈশ্বর প্রার্থনা শোনেন। শুনুন প্রভু যীশু মথি ছয় অধ্যায় ছয় পদে,কী বলেন "কিন্তু তুমি যখন প্রার্থনা কর, তখন তোমার অন্তরাগারে প্রবেশ করিও, আর দ্বার রুদ্ধ করিয়া তোমার পিতা, যিনি গোপনে বর্তমান,

তাঁহার নিকটে প্রার্থনা করিও; তাহাতে তোমার পিতা, যিনি গোপনে দেখেন, তিনি তোমাকে ফল দিবেন।" আর মথি ৭ অধ্যায় ৭ থেকে ১১ পদে আমরা উৎসাহজনক বাক্য পড়ি, "যাচ্ঞা কর, তোমাদিগকে দেওয়া যাইবে; অন্বেষণ কর, পাইবে; দ্বারে আঘাত কর, তোমাদের জন্য খুলিয়া দেওয়া যাইবে। কেননা যে কেহ যাচ্ঞা করে, সে গ্রহণ করে; এবং যে অন্বেষণ করে, সে পায়; আর যে আঘাত করে, তাহার জন্য খুলিয়া দেওয়া যাইবে।"

প্রভু যীশু তাঁর শিষ্যদের উৎসাহিত করেছিলেন যোহন ১৪:১৩ এবং ১৪ পদে, "আর তোমরা আমার নামে যাহা কিছু যাচ্ঞা করিবে, তাহা আমি সাধন করিব, যেন পিতা পুত্রে মহিমান্বিত হোন। যদি আমার নামে আমার কাছে কিছু যাচ্ঞা কর, তবে আমি তাহা করিব।" এবং পরের অধ্যায়ে, যোহন ১৫:৭ পদে, "তোমরা যদি আমাতে থাক, এবং আমার বাক্য যদি তোমাদের মধ্যে থাকে, তবে তোমাদের যাহা ইচ্ছা হয়, যাচ্ঞা করিও, তোমাদের জন্য তাহা করা যাইবে।" আর প্রেরিত পৌল তাঁরলোকদের সর্বদা প্রার্থনা করতে উৎসাহিত করেন (১ থিষলনীকীয় ৫:১৭)। এবং যাকোব আমাদের যাকোব একের পাঁচ পদে উৎসাহিত করেন, "যদি তোমাদের কাহারও জ্ঞানের অভাব হয়, তবে সে ঈশ্বরের কাছে যাচ্ঞা করুক; তিনি সকলকে অকাতরে দিয়া থাকেন, তিরস্কার করেন না; তাহাকে দত্ত হইবে।"

তাহলে, এখানে আপনি দেখতে পারেন কিভাবে আমাদের যা কিছু প্রয়োজন তা পাওয়ার প্রত্যাশা করতে প্রভু আমাদের উৎসাহিত করেন, এবং এমনকি প্রভু আমাদের প্রার্থনার আগেই দিতে পারেন। যিশাইয় ৬৫:২৪ পদে বলা হয়েছে, "আর তাহাদের ডাকিবার পূর্বে আমি উত্তর দিব, তাহারা কথা বলিতে না বলিতে আমি শুনিব।" জীবনের অনেক দুঃখ-কষ্ট ও সমস্যা প্রার্থনার অভাবের সঙ্গে সম্পর্কিত হতে পারে। প্রার্থনার অবহেলা উষ্ণতাহীন মণ্ডলীর দিকে নিয়ে যায়, যখন যাদের ঈশ্বরের নামে ডাকা হয়েছে তারা জগতের আনন্দ, জীবনের গর্ব, এবং শরীরের লালসার দ্বারা মুগ্ধ হয় পড়ে, তখন প্রার্থনা অবহেলিত হয় এবং ফলস্বরূপ দুঃখ ও বিপদ দেখা দেয়।

এভাবেই রাজা হিষ্কিয় যিহূদার জনগণের আত্মিক অবস্থা মূল্যায়ন করেন, যা দ্বিতীয় বংশাবলি ২৯:৬ এবং ৮ পদে লেখা আছে: "কেননা আমাদের পিতৃপুরুষেরা সত্যলঙ্ঘন করিয়াছেন ও আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর দৃষ্টিতে যাহা মন্দ তাহাই করিয়াছেন, আর তাঁহাকে ত্যাগ করিয়াছেন ও সদাপ্রভুর আবাস হইতে পরাঙ্মুখ হইয়া তাঁহার দিকে পৃষ্ঠদেশ ফিরাইয়াছেন। এই জন্য যিহূদার ও যিরূশালেমের উপরে সদাপ্রভুর ক্রোধ বর্তিল; তাই তোমরা স্বচক্ষে দেখিতেছ যে, তিনি তাহাদিগকে ভাসিয়া বেড়াইবার, বিস্ময়ের ও শিস শব্দের পাত্র হইবার জন্য সমর্পণ করিয়াছেন।" এই সমস্ত কিছু প্রার্থনার অবহেলার কারণে, ঈশ্বরকে অন্বেষণ করার অবহেলার কারণে, দুঃখ-কষ্ট আসে কারণ আমরা নিজেদের প্রত্যেক আশীর্বাদের উৎস থেকে বিচ্ছিন্ন করছি।

প্রার্থনা হল অনুগ্রহ পাওয়ার একটি মাধ্যম, কিন্তু প্রার্থনা একটি লক্ষ্যও —ঈশ্বরের মানুষজনের জন্য এই পৃথিবীতে প্রার্থনা চর্চা করা লক্ষ্য হওয়া উচিত, যেন তারা প্রার্থনার জীবন পরিচালনা করে। বিশ্বাস মানে জীবন্ত ঈশ্বরে ভরসা করা ও আশা রাখা। বিশ্বাস হল সেটি যার মাধ্যমে প্রার্থনা স্বর্গে উত্থিত হয়। রোমীয় ১০:১৪ পদে লেখা আছে, "তবে তাহারা যাঁহাতে বিশ্বাস করে নাই, কেমন করিয়া তাঁহাকে ডাকিবে?" সুতরাং, বিশ্বাস অপরিহার্য। এই বিশ্বাসের মাধ্যমে ঈশ্বর মহিমান্বিত হোন। যখন পবিত্র আত্মা ঈশ্বর একজন পাপীর ঠোঁট খুলে দেন এবং তাঁদের প্রার্থনা করতে শেখান, যাঁরা পূর্বে ঈশ্বরের প্রতি নিরব ছিল, এটি ঈশ্বরের জন্য গৌরবজনক। এটি অত্যন্ত উজ্জীবক এবং প্রাণবন্ত আত্মিক জীবনের জন্য।

সুতরাং, প্রভু যীশু প্রার্থনা সম্পর্কে বিস্তারিত নির্দেশনা দিয়েছেন। বিশেষ করে যখন শিষ্যরা তাঁর কাছে এসেছিলেন এবং শুনলেন কীভাবে তিনি এত কোমল, এত সুন্দরভাবে প্রার্থনা করছিলেন, তারা তাঁকে অনুরোধ করলেন, "আমাদের প্রার্থনা করতে শেখান।" শিষ্যেরা আগে কখনো এমনভাবে কাওকে প্রার্থনা করতে শুনেনি। তারা ফরীশীদের আনুষ্ঠানিক এবং ভণ্ডামিপূর্ণ প্রার্থনার সাথে পরিচিত ছিলেন। কিন্তু যেভাবে প্রভু যীশু প্রার্থনা করতেন, তা ছিল মৃদু, প্রেমময় এবং ঘনিষ্ঠ। এটির দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে, তারা প্রভু যীশুকে তাদের প্রার্থনা শেখাতে অনুরোধ করলেন। তখন প্রভু যীশু তাঁদের প্রার্থনার একটি আদর্শ দিয়েছিলেন। এটিই 'প্রভুর প্রার্থনা' নামে পরিচিত।

আমরা এটি মথি ছয় অধ্যায়ে পড়ি, "হে আমাদের স্বর্গস্থ পিতঃ, তোমার নাম পবিত্র বলিয়া মান্য হউক, তোমার রাজ্য আইসুক, তোমার ইচ্ছা সিদ্ধ হউক, যেমন স্বর্গে তেমনি পৃথিবীতেও হউক; আমাদের প্রয়োজনীয় খাদ্য আজ আমাদিগকে দেও; আর আমাদের অপরাধ সকল ক্ষমা কর, যেমন আমরাও আপন আপন অপরাধীদিগকে ক্ষমা করিয়াছি; আর আমাদিগকে পরীক্ষাতে আনিও না, কিন্তু মন্দ হইতে রক্ষা কর,

কারণ রাজ্য, পরাক্রম, ও মহিমা যুগে যুগে তোমারই। আমেন" (পদ ৯-১৩)। আমরা এটিকেই 'প্রভুর প্রার্থনা' বলে উল্লেখ করি, কিন্তু এটি কেবলমাত্র আকারগত ভাবে মুখস্থ করে আবৃত্তি করার জন্য দেওয়া হয়নি। এটি আমাদের প্রার্থনার একটি রূপরেখা হিসেবে দেওয়া যার অনুসরণে আমরা প্রার্থনা করতে পারি, একটি 'আদর্শ প্রার্থনা' হিসেবে প্রদান করা হয়েছে, আমরা এটিতে একটি ভারসাম্যপূর্ণ নকশা খুঁজে পাই যে কেমন ভাবে আমাদের ব্যক্তিগত প্রার্থনা সাজানো যেতে পারে।

এই ধারাবাহিক বক্তৃতায়, আমরা এই প্রার্থনার বিভিন্ন দিক, এই আদর্শ, এবং কীভাবে প্রার্থনা করতে হয় তা বিবেচনা করতে চাই। আমরা দেখতে পাই ঈশ্বরকে 'পিতা' হিসেবে সম্বোধন করা হয়েছে, যিনি স্বর্গে আছেন, এটি প্রার্থনায় সঠিক মনোভাব জাগানোর জন্য দেওয়া হয়েছে—একটি শিশুর মতো ভক্তি, এক প্রত্যাশা। পিতা— শব্দটি প্রেমের বিষয় বলে। তিনি স্বর্গে— তিনি সর্বশক্তিমান। এরপর প্রার্থনার প্রথম তিনটি আবেদন আমরা দেখি, যেগুলোর শুরু "তোমার" দিয়ে। সব আবেদনগুলি ঈশ্বরকেন্দ্রিক— ঈশ্বরের নাম, ঈশ্বরের রাজ্য, ঈশ্বরের ইচ্ছা।

তাহলে, যখন আমরা বলি ঈশ্বরের রাজ্য , "তোমার রাজ্য আইসুক," তখন এটি মণ্ডলীর সংরক্ষণ ও বৃদ্ধি, ঈশ্বরের রাজ্যের বিরোধিতাকারী সকল কিছুর ধ্বংস, এবং জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে খ্রীষ্টের রাজত্বের অগ্রগতির সঙ্গে সম্পর্কিত। তাই, এই প্রার্থনায় প্রথমে ঈশ্বরের নামে মনোযোগ দেওয়া হয়েছে— "তোমার নাম পবিত্র বলিয়া মান্য হউক" ঈশ্বর যেন সমস্ত গৌরব পান। তারপর আসে— "তোমার রাজ্য আইসুক," অর্থাৎ, ঈশ্বরের রাজ্য যেন পৃথিবীতে প্রসারণ হয়, মন্ডলী যেন বৃদ্ধি পায় ও সমৃদ্ধ হয়। এরপর বলি— "তোমার ইচ্ছা সিদ্ধ হউক, যেমন স্বর্গে তেমনি পৃথিবীতেও হউক।" এটি সেই প্রার্থনা যা মানুষ যাতে ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন করতে, নিজেদের অস্বীকার করতে, নিজেদের ক্রুশ বহন করতে, এবং প্রভু যীশুকে অনুসরণ করতে শেখে।

অতঃপর, প্রভু যীশু আমাদের শেখান, আমরা যেন ঈশ্বরের কাছে আমাদের দৈনন্দিন খাদ্য ও প্রয়োজনীয়তাগুলির জন্যও প্রার্থনা করি। আমরা এই প্রয়োজনগুলো প্রভুর সামনে উপস্থাপন করতে পারি, উপলব্ধি করতে পারি যে তিনি আমাদের সমস্ত সরবরাহের একটি অবিরাম উৎস এবং তাই আমাদের সন্তুষ্ট ও বিশ্বাসী মনোভাব নিয়ে থাকা উচিত। তারপর, প্রভু যীশু আমাদের শিক্ষা দেন, আমাদের সমস্ত পাপের ক্ষমা চাইতে, কারণ আমাদের উচিত প্রতিদিনের পাপ ঈশ্বরের সামনে স্বীকার করা। আর প্রভু যীশু আমাদের দেখান, যদি ঈশ্বর আমাদের পাপ ক্ষমা করেন, তাহলে যে আমাদেরও অন্যদের প্রতি ক্ষমাশীল হওয়া উচিত। যদি আমরা অন্যদের ছোট ঋণ ক্ষমা করতে না পারি বা ইচ্ছুক না হই, তবে ঈশ্বরও আমাদের বড় ঋণ ক্ষমা করবেন না।

ঈশ্বরের সন্তানরা এখনও এই প্রলোভনপূর্ণ জগতেই বাস করেন, আর তাঁদের হৃদয় মন্দের প্রতি ঝুঁকে থাকে। শয়তান ঈশ্বরের সন্তানদের আক্রমণ করে, এবং তাই আমাদের প্রতিদিন প্রার্থনা করতে হবে যাতে আমরা প্রলোভনের দিকে পরিচালিত না হই বরং শয়তানের শক্তি থেকে মুক্তি পাই। আমরা ঈশ্বরের পরিচর্যার উপর নির্ভরশীল, যে তিনি আমাদের প্রলোভনের মুখে না ফেলেন। এরপর, প্রভু যীশু আমাদের প্রার্থনায় একটি প্রার্থনা করার ভিত্তি প্রদান করেন, যাকে আমরা প্রার্থনার ভিত্তি বলি, — একটি অনুনয়ের স্থান, এমন কিছু যার ওপর আপনি আবেদন জানাতে পারেন, আপনার প্রার্থনার একটি ভিত্তি। আর সেই ভিত্তি হল—তাঁর রাজ্য আসবে, এবং ঈশ্বরের সমস্ত ক্ষমতা রয়েছে আমাদের উদ্ধার করার, এবং তিনি সবকিছু তাঁর মহিমার জন্য করেন। আর তাই, এটি শেষ হয়— "রাজ্য, পরাক্রম ও মহিমা যুগে যুগে তোমারই।" এবং প্রার্থনা শেষ হয় ছোট একটি শব্দে— "আমেন।" তবে এই ছোট্ট শব্দটির মধ্যেও রয়েছে গভীর অর্থ, "আমেন" যদি তা বিশ্বাস সহকারে বলা হয়। আমাদের আশা, ভবিষ্যতের পাঠে আমরা এই "আমেন"। আমেন। আমরা এই বক্তৃতাগুলোর একটিতে এই ছোট্ট শব্দ "আমেন" নিয়ে আলোচনা করার আশাও রাখি — যার মধ্যে রয়েছে অপার অনুগ্রহ ও শক্তি।

এই প্রার্থনার আদর্শ অনুসরণ করলে আমরা উপলব্ধি করব, প্রার্থনা আসলে এক উদ্দীপনাপূর্ণ ও অনুপ্রেরণাদায়ক বিষয়। কারণ ঈশ্বরের সন্তানেরা কোনো দূরবর্তী এবং অজানা ঈশ্বরের সঙ্গে কথা বলেন না, বরং এমন এক ঈশ্বরের সঙ্গে কথা বলেন যিনি ঘনিষ্ঠ। তিনি আমাদের জানেন, এবং তিনি আমাদের বুঝতে দেন যে তিনি আমাদের জানেন এবং তিনি আমাদের যত্ন নেন; ঈশ্বরের এই যত্নের অনুভব বিশেষ করে ব্যক্তিগত প্রার্থনায় ঘটে তাহলে, প্রভুর প্রার্থনার এই বিভিন্ন আবেদন ছাড়াও প্রার্থনার সঙ্গে সম্পর্কিত কিছু ব্যবহারিক বিষয়ও রয়েছে আমরা এই বক্তৃতায় আলোচনা করতে চাই, সেগুলোও আমরা পরবর্তী বক্তৃতাগুলোতে আলোচনা করবো। — যেমন: আমাদের কখন প্রার্থনা করা

উচিত বা কাদের সঙ্গে আমাদের প্রার্থনা করা উচিত, পরিবারের সঙ্গে কীভাবে প্রার্থনা করা উচিত? তাছাড়া, উদাহরণস্বরূপ, প্রার্থনার বিষয়বস্তু কী হতে পারে? অন্যভাবে বললে, কোন রূপরেখা অনুযায়ী আমাদের প্রার্থনা করা উচিত? কীভাবে আমাদের প্রার্থনা করা উচিত? আমরা কি পিতাঁরকাছে প্রার্থনা করি, নাকি পুত্রের কাছে, নাকি পবিত্র আত্মার কাছে? অথবা আমরা সরাসরি প্রভু যীশুর কাছে প্রার্থনা করতে পারি? এবং এটি কীভাবে বলা উচিত?

যারা এই বক্তৃতাগুলি অনুসরণ করছেন, তাদের অনেকেই ভবিষ্যতে পালক হতে চান, অথবা হয়তো আপনি ইতিমধ্যেই একজন পালক। তাই, একজন পালকের প্রার্থনার জীবন নিয়ে ভাবা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রত্যেক পালককে একজন প্রার্থনাশীল ব্যক্তি হতে হবে। এবং আমরা এটি পরবর্তী বক্তৃতায় আলোচনা করবো। তবে, প্রার্থনার সঙ্গে নানান প্রকার কঠিনতাও জড়িত থাকে, কারণ প্রার্থনার জন্য শক্তি প্রয়োজন। প্রার্থনা একপ্রকার সংগ্রাম। প্রার্থনা সহজ নয়। আমাদের মধ্যে অনেকেই সময়ের সীমাবদ্ধতার মধ্যে রয়েছেন। আমরা কীভাবে প্রার্থনার জন্য সময় বের করব? কখনও কখনও, আমাদের প্রয়োজনগুলো স্পষ্টভাবে প্রকাশ করা কঠিন হতে পারে, আমাদের আকাঙ্ক্ষাগুলোকে শব্দে প্রকাশ করা কঠিন হতে পারে। এমন সময়ও আসে যখন আমরা ভাবি আমাদের প্রার্থনা মূল্যহীন, ঈশ্বর সেগুলো উত্তর দিচ্ছেন না, এবং তা অত্যন্ত নিরুৎসাহজনক হতে পারে। তাই, 'অপ্রাপ্ত প্রার্থনা' বলে আমরা যা বলি, সেই বিষয়টিকে আমরা কীভাবে দেখব তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

এছাড়াও, আমাদের অবশ্যই প্রার্থনার মধ্যে দৃঢ়ভাবে অবিচল থাকার প্রয়োজনীয়তার দিকে মনোযোগ দিতে হবে, যেন আমরা হাল না ছেড়ে দিই, কারণ শয়তান খ্রীষ্টবিশ্বাসীর প্রার্থনার জীবনকে আক্রমণ করতে তাঁর তীর ছোড়ে । সে চায় না একজন বিশ্বাসী প্রার্থনা করুক। কারণ সে প্রার্থনাকে ভয় পায়। সে জানে না কীভাবে ঈশ্বর এই প্রার্থনাগুলোর উত্তর দেবেন, তাই শয়তান ব্যক্তিগত প্রার্থনাকে বাধাগ্রস্ত করতে চায়। এজন্য, পরবর্তী বক্তৃতাগুলির একটিতে আমরা প্রার্থনার বাধাগুলো নিয়েও আলোচনা করব।

এরপর, সবশেষ বক্তৃতাটি হবে প্রার্থনার আশীর্বাদ নিয়ে। গভীর প্রার্থনার ফল হল একজন ব্যক্তির ঈশ্বরভক্তি চর্চা করা। তারপর একজন ব্যক্তি পরিত্রাণের নিশ্চয়তা লাভ করেন। তিনি প্রার্থনায় ঈশ্বরের সঙ্গে জীবন্ত সংযোগ অনুভব করেন। ঈশ্বরের প্রেম তাঁর হৃদয়ের মাধ্যমে প্রবাহিত হয়। এই আশীর্বাদ লাভ করার জন্য, অবিরত প্রার্থনার জীবন সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া গুরুত্বপূর্ণ। একজন ব্যক্তিকে এই অনুশীলনে নিজেকে শৃঙ্খলিত করতে হবে। তাই, আমাদের অবিরত প্রার্থনা করতে হবে, এবং আমরা হাল ছেড়ে দিতে পারি না। এইভাবে, আপনি আপনার জীবনে অনেক ফল দেখতে পাবেন, এবং এইসব প্রার্থনার মাধ্যমেই লাভ হয়। তাহলে, আমরা কি এই বক্তৃতাগুলো শুরু করতে পারি? এটি মূলত একটি যাত্রা যেখানে আমরা প্রার্থনার বিভিন্ন দিক পর্যবেক্ষণ করব, এবং আমরা আশা করি এটি আমাদের উজ্জীবিত এবং উৎসাহিত করবে।

বক্তৃতা ২

হে আমাদের স্বর্গস্থ পিতঃ

আমাদের প্রথম বক্তৃতায় আমরা প্রার্থনার বাইবেলভিত্তিক প্রেক্ষাপট নিয়ে আলোচনা করেছি। প্রভু যীশু আমাদের বারংবার প্রার্থনা করতে অনুপ্রাণিত করেন, কারণ ঈশ্বর প্রার্থনা শুনেন। প্রার্থনার মাধ্যমেই আমরা জীবন্ত, শক্তিশালী এবং মঙ্গলকারী ঈশ্বরের সঙ্গে যুক্ত হই, এবং তাই প্রভু যীশু আমাদের একটি কাঠামো দিয়েছেন যার মাধ্যমে আমাদের প্রার্থনা করতে বলা হয়েছে—এটি একধরনের আদর্শ, একটি রূপরেখা, এবং এটিই আমরা দেখতে পাই সেই প্রার্থনায়, যাকে আমরা 'প্রভুর প্রার্থনা' বলে জানি।

এই প্রার্থনায়, আমরা দেখি কাকে এবং কীভাবে আমাদের সম্বোধন করা উচিত, এবং আমাদের কেবল ঈশ্বরের কাছেই প্রার্থনা করা উচিত, সেই জীবন্ত ঈশ্বর। বাইবেল খুব স্পষ্টভাবে বলে যে, মানুষ কেবল ঈশ্বরের কাছেই প্রার্থনা করতে পারে। প্রভু যীশু নিজেই মথি ৪, -এ বলেছেন, "তোমার ঈশ্বর প্রভুকেই প্রনাম করিবে, কেবল তাঁহারই আরাধনা করিবে।" (১০ পদ)। এটি সেই প্রতিধ্বনি যা আমরা দশ আজ্ঞার প্রথম আজ্ঞায় দেখি, যা মোশি ইস্রায়েলের জনগণের কাছে প্রদান করেছিলেন, যেখানে প্রভু বলেন "আমার সাক্ষাতে তোমার অন্য দেবতা না থাকুক।" আমরা শুধুমাত্র ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতে পারি।

তবুও, আমাদের হৃদয়ে, এক ধরনের প্রবণতা রয়েছে, যেখানে আমরা নানা ধরনের দেবতা তৈরি করি বা কল্পনা করি,—যাদের উপর আমরা ভরসা রাখি, বা যাদের প্রতি আমাদের নির্ভরতা থাকে। প্রকৃতিগতভাবেই আমরা মূর্তিপূজার দিকে ঝুঁকে পড়ি, এবং এটি একটি বড় পাপ। শুধুমাত্র যারা প্রতিমা পূজা করে তারাই মূর্তিপূজক নয়, বরং তারাও যারা আমাদের আধুনিক জগতে, আধুনিক সমাজে বাস করে। আমাদের মধ্যে অনেকে অর্থ, সম্পদ, ঐশ্বর্য কিংবা কিছু বিশেষ ব্যক্তিদের প্রতি আমাদের সম্পূর্ণ মনোযোগ নিবদ্ধ করি,—এমন কি তাঁদের উপর বিশ্বাস স্থাপন করি, যা প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বরের পরিবর্তে তাঁদের আরাধনা করি। তাই, মূর্তিপূজা মানুষের জীবনে এক গুরুতর পাপ।

এটিও ইস্রায়েলের এক ভয়ংকর পাপ ছিল । ইস্রায়েলের নির্বাসনের পূর্বে, তারা বারবার মূর্তিপূজার দিকে ফিরে যেত। বাবিল থেকে নির্বাসন শেষে, তারা যখন ফিরে আসে, আমরা আর মূর্তিপূজা সম্পর্কে তেমন কিছু পড়ি না, কিন্তু তবুও তারা মূর্তিপূজা করেছিল। তারা নিজেদেরই আরাধনা করত—নিজেদের ধার্মিকতাকে, এবং তাদের অর্থের উপর তাদের মনোযোগ নিবদ্ধ করেছিল। তাদের এখনও মূর্তি ছিল। মূর্তিপূজা এক গুরুতর পাপ। আমরা কেবল ঈশ্বর প্রভুকেই উপাসনা করতে পারি।

প্রভু বারবার তাঁর জাতিকে ঘোষণা করেছিলেন যে, তিনি তাদের ঈশ্বর, এবং ভাববাদীরা ঈশ্বরের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ককে বিবাহবন্ধনের সাথে তুলনা করেছেন, যেমন একজন স্বামী এবং স্ত্রীর মধ্যে প্রেম, এখন একজন স্ত্রী একাধিক স্বামীকে ভালবাসতে পারে না। তাঁকে শুধুমাত্র তাঁর বৈধ ও বিশ্বস্ত স্বামীকে ভালবাসতে হবে। ঠিক তেমনি প্রভু ইস্রায়েলকে বলেন "আমি তোমার বৈধ স্বামী; তুমি কেবল আমাকেই উপাসনা করবে ও সেবা করবে।" এই কারণে, তাদের অন্য দেবতাদের উপাসনা

করার অনুমতি ছিল না, এবং অনুরূপভাবে আমরাও অন্য দেবতাদের উপাসনা করতে পারি না। প্রভু ঈশ্বর অন্য দেবতাদের মধ্যে একজন দেবতা নন। না, তিনি একমাত্র ঈশ্বর, এবং আমরা শুধুমাত্র প্রভু ঈশ্বরকে আরাধনা করতে পারি।

আমরা সাধুদের উপাসনা করতে পারি না, পূর্বপুরুষদেরও না, অন্য কোনো ব্যক্তি বা বস্তুকেও না। কিছু মণ্ডলীতে, যেমন মেরি বা প্রভু যীশুর মূর্তির উপাসনায় উৎসাহ দেওয়া হয়—কিন্তু আমরা কোনো মূর্তিরও উপাসনা করতে পারি না। কিছু জায়গায় স্বর্গদূতদের ডাকা হয়, এটি বলতেও দুঃখজনক যে কিছু মানুষ শয়তানের উপাসনা করে, কিন্তু আমরা কেবল ঈশ্বরকেই আরাধনা করতে পারি। তিনি আমাদের সৃষ্টিকর্তা। তিনিই আমাদের জীবন ধারণ করেন, এবং তাঁর সমস্ত প্রশংসা, সম্মান এবং আরাধনা পাওয়া উচিত। আমাদের তাঁর মুখ অন্বেষণ করতে হবে, এবং এবং আমাদের তাঁর উপর নির্ভর করতে আহ্বান জানানো হয়েছে, কারণ কেবল ঈশ্বরই আমাদেরকে সময় ও অনন্ত জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় সব কিছু দিতে পারেন।

যখন আমরা ঈশ্বর প্রভুকে ডাকি, তখন আমাদের অবশ্যই উপলব্ধি করতে হবে আমরা কীভাবে তাঁকে ডাকছি। আমাদের তাঁকে শ্রদ্ধা করতে হবে। অর্থাৎ, আমাদের তাঁকে নম্রতার সঙ্গে সম্বোধন করতে হবে, এবং তাঁকে একজন পবিত্র ঈশ্বর হিসেবে গণ্য করতে হবে—যাঁর সামনে আমরা আসি, আমাদের দেহকে একটি জীবন্ত বলিরূপে উৎসর্গ করতে, যা তাঁর কাছে পবিত্র ও গ্রহণযোগ্য হবে।

যখন আমরা ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি, আমাদের প্রথমে উপলব্ধি করতে হবে যে কে ঈশ্বর । তিনি আমাদের বোধগম্যতার অনেক উর্ধ্বে, এবং তবুও তিনি তাঁর বাক্যে নিজেকে প্রকাশ করেছেন। তিনি অনন্তকালীন, মঙ্গলময়, প্রেমময় ও দয়ালু ঈশ্বর হিসেবে নিজেকে প্রকাশ করেছেন। ঈশ্বর হলেন প্রেম, তিনি প্রেমময় করুণায় পরিপূর্ণ। এই "প্রেমময় করুণা" হল একটি বিশেষ রকমের প্রেম ও যত্ন, যা তাঁর নিজস্ব লোকদের প্রতি রয়েছে। আমরা ঈশ্বরের এই যত্ন ও করুণা দেখতে পাই—যে তিনি আমাদের প্রয়োজনীয়তা পূরণ করেন। আপনি অনেকবার অভিজ্ঞতা করেছেন, কিভাবে প্রভু আপনার যত্ন নিয়েছেন, কিভাবে তিনি আপনার প্রার্থনার উত্তর দিয়েছেন, কিভাবে তিনি আপনাকে একটি নির্দিষ্ট প্রয়োজন থেকে উদ্ধার করেছেন। তাই আমাদের উপলব্ধি করতে হবে, যে ঈশ্বর হলেন প্রেমের ঈশ্বর।

এছাড়াও, প্রভু ঈশ্বর গৌরবময়। তিনি স্বয়ংসম্পূর্ণ, স্বয়ংস্থিত। তিনি এতটাই গৌরবময় যে, তাঁকে অন্য কোনো সত্তার প্রয়োজন নেই। তিনি পরিপূর্ণতায় পূর্ণ। অনধিগম্য একটি আলোতে তিনি বাস করেন।। তাঁর পূর্ণতাগুলি কোনও কিছুর সঙ্গে তুলনা করা যায় না। আমাদের মানুষের জন্য তাঁর প্রকৃতি সম্পূর্ণভাবে বোধগম্যতার অতীত। তিনি অসীমভাবে আমাদের উর্ধ্বে, এবং তাই আমরা বলতে পারি ঈশ্বর অমর। তিনি অনন্তকাল থেকে অনন্তকাল পর্যন্ত আছেন, তিনি তাঁর নিজস্ব লোকেদের পরিবর্তনহীন প্রেমে ভালোবাসেন। তাঁর নিজের লোকদের প্রতি প্রেম চিরস্থায়ী—তাঁদের ভালো কাজ বা তাঁদের পেছনে ফিরে যাওয়া, কোনোটিই সেই প্রেমকে প্রভাবিত করে না। প্রভু ঈশ্বর তাঁর লোকদের প্রতি চিরস্থায়ী, অব্যাহত, অপরিবর্তনীয় প্রেম রাখেন, এবং এই কারণেই প্রভু কখনই তাঁর হাতের কাজ ত্যাগ করবেন না।

ঈশ্বর প্রভু হলেন পবিত্র ঈশ্বর। তিনি সম্পূর্ণ ধার্মিক, পবিত্র, বিশ্বস্ত এবং নিজের প্রতি নিবেদিত, এবং তাই আমরা তাঁর উপর নির্ভর করতে পারি। ঈশ্বরের মধ্যে কোনও প্রতারণা নেই। তাঁর বাক্য সত্য। তিনি সত্য বলেন। তাঁর বিচার শুদ্ধ। তিনি নিজেই সত্য। তিনি সম্পূর্ণ সুন্দর। ঈশ্বর সর্বশক্তিমান। ঈশ্বর তাঁর আনন্দ অনুযায়ী সমস্ত কিছু করার ক্ষমতা রাখেন, এবং তাই ঈশ্বর একমাত্র যিনি কেবল আমাদের সমস্ত বিপদ থেকে রক্ষা করতেই সক্ষম নন, বরং তিনি সম্পূর্ণভাবে আমাদের জীবনকে ধরে রাখতে এবং আমাদের এই অস্থায়ী, দৈনন্দিন জীবনের জন্য যা প্রয়োজন তাও দিতে সক্ষম।

তিনি সম্পূর্ণরূপে আমাদের সকল পরিস্থিতিতে সাহায্য করতে সক্ষম। তিনি আমাদের দৈনিক খাদ্য ও পানীয় দেন, আমাদের বস্ত্র প্রদান করেন। তিনি মাটিকে উর্বর করেন, আর পৃথিবী ফল উৎপাদন করে এবং গাছপালা বৃদ্ধি পায়। সমস্ত জীব তাঁর হাত থেকে আসে। তিনি প্রত্যেক জীবিত সৃষ্টিকে ধারণ করে রাখেন, এবং তাই তিনি সর্বশক্তিমান ঈশ্বর।

আমরা যখন ঈশ্বরকে সম্বোধন করি, তখন আমাদের উপলব্ধি করতে হবে কে তিনি, এবং তিনি সর্বজ্ঞ ঈশ্বরও। তিনি আমাদের সম্পর্কে সব কিছু জানেন। তিনি আপনার এবং আমার সমস্ত প্রয়োজনের কথাও জানেন, এবং যেহেতু ঈশ্বর প্রভু সর্বজ্ঞ, তাই আমাদের তাঁর কাছে আমাদের প্রয়োজনের প্রতিটি বিস্তারিত ব্যাখ্যা করার দরকার নেই। তিনি তা আগেই জানেন। জানেন, আমাদের জন্য এটি ভালো যখন আমরা আমাদের প্রয়োজন ঈশ্বরের সামনে রাখি, যে আমরা আমাদের সমস্ত বোঝা ঈশ্বরের কাছে উন্মোচন করি। এটি এমন নয় যে ঈশ্বরকে আমাদের প্রয়োজন সম্পর্কে তথ্য দিতে হবে যেন তিনি তা জানেন না;—তিনি সব জানেন। আপনি আপনার সমস্ত প্রয়োজন উজাড় করে দিতে পারেন, এবং আপনি আপনার হৃদয়ের সমস্ত বোঝা প্রভুর সামনে খালি করে দিতে পারেন।

প্রভু যীশু আমাদের বলেন যে যখন আমরা প্রার্থনা করি, তখন আমাদের দীর্ঘ বাক্য এবং কঠিন শব্দ এবং সতর্কতার সঙ্গে গঠিত বাক্য ব্যবহার করার প্রয়োজন নেই। আমরা একটি শিশুর মতো ঈশ্বরকে ডাকতে পারি, কারণ প্রভু যীশু বলেছেন, "তোমাদের কি কি প্রয়োজন, তাহা যাচ্ঞা করিবার পূর্বে তোমাদের পিতা জানেন" (মথি ৬:৮)। কারণ তিনি সর্বজ্ঞ ঈশ্বর।

আমাদের উপলব্ধি করতে হবে যে আমরা যেকোনো পরিস্থিতিতে থাকি, তিনি প্রতিটি বিষয় সম্পূর্ণরূপে জানেন। সরলতা এবং নম্রতার সঙ্গে, আমরা আমাদের সমস্ত প্রয়োজন প্রভুর সামনে সহজভাবে উপস্থাপন করতে পারি, এবং আমাদের সমস্ত প্রয়োজন, ছোট হোক বা বড়, সবই প্রভুর সামনে উজাড় করে দেওয়া ভালো। প্রভুর জন্য একটি বড় প্রয়োজন এবং একটি ছোট প্রয়োজনের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই, কারণ তিনি সর্বশক্তিমান ঈশ্বর। আপনার দৈনন্দিন ছোট ছোট প্রয়োজনগুলিকে প্রভুর সামনে প্রকাশ করতে লজ্জা পাবেন না। যেমন একটি শিশু তাঁর পিতার কাছে সমস্ত কিছু চায়, এমনকি সাধারণ জিনিসগুলিও, ঠিক তেমনই আপনি আপনার সমস্ত প্রয়োজন প্রভুর সামনে রাখতে পারেন। "কেননা সদাপ্রভুর প্রতি যাহাদের অন্তঃকরণ একাগ্র, তাহাদের পক্ষে আপনাকে বলবান দেখাইবার জন্য তাঁহার চক্ষু পৃথিবীর সর্বত্র ভ্রমণ করে" দ্বিতীয় বংশাবলি ১৬:৯।

আমরা যখন ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি, তখন আমাদের অবশ্যই উপলব্ধি করতে হবে কে ঈশ্বর, এবং এটি কেবল নয় যে তিনি সর্বশক্তিমান এবং সর্বজ্ঞ, বরং তিনি সর্ব বিরাজমান। এটি আমাদের জন্য কত মহান সান্ত্বনা যে ঈশ্বর সর্বত্র উপস্থিত। আপনি যেখানেই থাকুন না কেন, আপনি যেই পরিস্থিতির মধ্যেই পড়ুন না কেন, ঈশ্বর সেখানে উপস্থিত থাকবেন। তিনি তাঁর লোকেদের পথ দেখান। তাঁর লোকেরা কখনোই একা নয়—যে পরিস্থিতিতেই তারা থাকুক না কেন।

আপনি জানেন, আমরা বুঝতে পারি না আমাদের সামনে কী রয়েছে, কিন্তু আমাদের উদ্বিগ্ন হওয়ার দরকার নেই কারণ ঈশ্বর সেখানে থাকবেন। প্রভুর কাছে সবকিছু উন্মুক্ত ও স্পষ্ট। তাঁর কাছে অন্ধকার ও আলো সমান। প্রভু জানেন আমরা কোথায় আছি এবং আমরা কী করছি, এবং এমনকি যখন তাঁর লোকেরা পথভ্রষ্ট হয় এবং পিছিয়ে পড়ে, তিনি তাঁদের ফিরিয়ে আনবেন। হতে পারে যে তিনি তখন তাঁর লোকেদের শাসন করবেন। তিনি তাঁদের আঘাত করতে পারেন যাতে তারা

তাঁর কাছে ফিরে আসেন, কিন্তু কারণ ঈশ্বর সবকিছু জানেন, পরিস্থিতি যাই হোক না কেন, আমরা প্রভুকে ডাকতে পারি এবং তিনি শুনবেন।

আমরা যেখানেই থাকি না কেন, কখনোই তাঁর নাগালের বাইরে নই। এইটা জানা কত বড় সান্ত্বনা যে ঈশ্বর সর্বশক্তিমান, সর্বজ্ঞ, এবং সর্ব বিরাজমান। যখন আমরা এটি দেখি, তখন আমাদের উপলব্ধি করতে হবে যে এভাবেই আমরা প্রভুকে প্রার্থনায় সম্বোধন করতে পারি। কী অপার এক বিশেষ অধিকার—যে আমরা এমনভাবে ঈশ্বরের সামনে আসতে পারি। আমরা আমন্ত্রিত। আমাদের প্রভুর কাছে আসতে এবং তাঁর উপস্থিতিতে থাকতে উৎসাহিত করা হয়েছে। এটি এক অপ্রাপ্য করুণা যে আমরা সর্বশক্তিমান ও মঙ্গলময় ঈশ্বরের সামনে আসতে পারি।

যখন আমরা প্রভু ঈশ্বরকে সম্বোধন করি, তখন আমাদের উপলব্ধি করতে হবে কে ঈশ্বর, এবং প্রভু কে, সে বিষয়ে অন্তত কিছুটা হলেও আমাদের বুঝতে হবে, আমাদের উপলব্ধি করতে হবে যে তিনি সেই ঈশ্বর যিনি স্বর্গে বিরাজমান , "হে আমাদের স্বর্গস্থ পিতঃ।" আর আমরা পৃথিবীতে আছি। আমরা ধূলির পাপী, এবং আর কীভাবে সম্ভব যে আমরা, নশ্বর ও পাপপূর্ণ মানুষ, আমাদের প্রয়োজনগুলি এই সর্বশক্তিমান ও সর্বগৌরবময় ঈশ্বরের সামনে উপস্থাপন করতে পারি? এর উত্তরটি নিহিত রয়েছে প্রভু যীশু খ্রীষ্টের মাধ্যমে আমাদের প্রতি ঈশ্বরের প্রেমে, কারণ ঈশ্বর জগতকে প্রেম করলেন যে তিনি তাঁর একমাত্র পুত্রকে দান করলেন, আর ঈশ্বরের পুত্র এই জগতে এসেছিলেন ঈশ্বর ও মানুষের মধ্যকার সকল বাধা ও প্রতিবন্ধকতা দূর করতে।

এই কারণে, মানবজাতির বিরুদ্ধে ঈশ্বরের সমস্ত ক্রোধ তাঁকে বহন করতে হয়েছিল। তাই, প্রভু যীশু আমাদের জন্য একটি নতুন, জীবন্ত ও সজীব পথ উন্মুক্ত করেছেন, কিন্তু যীশু নিজেই সেই পথ। আমরা যখন ঈশ্বরকে আহ্বান করি, তখন আমাদের অবশ্যই তা প্রভু যীশু খ্রীষ্টের নামে করতে হবে কারণ তিনিই পথ খুলে দিয়েছেন। ঈশ্বর তাঁর ঐশ্বরিক ক্রোধ তাঁর পুত্রের উপর ঢেলে দিয়েছিলেন। তাঁর পুত্র ঈশ্বরের ক্রোধ বহন করেছেন। এটা কখনো না ভুলে যাই যে, ঈশ্বর তাঁর প্রেম এইভাবে প্রমাণ করেছেন, যখন আমরা এখনো পাপী ছিলাম, তিনি তাঁর পুত্রকে আমাদের জন্য ক্রুশে মৃত্যুবরণ করতে দিয়েছেন (রোমীয় ৫:৮)।

আমরা ঈশ্বরকে তাঁর পুত্রের মাধ্যমে সম্বোধন করতে পারি, এবং এই সত্যটির উপর মনোযোগ দেওয়া উচিত যে প্রভু ঈশ্বর স্বর্গে বিরাজমান: "হে আমাদের স্বর্গস্থ পিতঃ" (মথি ৬:৯)। এটা সত্যি যে, ঈশ্বর সর্বত্র উপস্থিত। তিনি সব কিছু জানেন, সব কিছু দেখেন। তবুও, স্বর্গকে, তাঁর নিবাস বলা যায়। বাইবেলে বলা হয়েছে, পৃথিবী হলো তাঁর পাদপীঠ, আর স্বর্গ হলো তাঁর সিংহাসন (যিশাইয় ৬৬:১)। সেখানেই তিনি এক অনধিগম্য আলোতে বিরাজ করেন, যেখানে তাঁর স্বর্গদূতেরা সদা তাঁর প্রশংসা, আরাধনা ও বন্দনা করেন।

আর বাইবেলে প্রায়ই আপনাকে আহ্বান করা হয়েছে যেন আপনি তাঁর প্রতি দৃষ্টি তোলেন। — কেন চোখ তুলে তাকাতে বলা হয়? এটি একটি প্রতীকী অভিব্যক্তি, যা প্রকাশ করে যে প্রভু স্বর্গে আছেন। তিনি আমাদের অতীত আমাদের উর্ধ্বে। অন্যদিকে, আমরা প্রায়ই পড়ি যে প্রভুকে স্বর্গ থেকে নিচের দিকে চেয়ে দেখার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে। স্বর্গ মহিমার স্থান। এটি অনন্তকালীন বিশ্রামের স্থান। এটি সেই স্থান যেখানে সমস্ত ঈশ্বরের লোকেরা একত্রিত হবে যখন তারা এই জীবন ছাড়বে। তাদের তৎক্ষণাৎ স্থানান্তর করা হবে সেখানে, যেখানে তাদের আসল স্থান। তারা তাঁদের সেই বিশ্বস্ত, প্রেমময় পিতার, যিনি তাদের এই জীবন যাত্রার মধ্য দিয়ে পরিচালিত করছেন যতক্ষণ না একদিন তারা তাঁর সঙ্গে থাকবে।

স্বর্গের সৌন্দর্য এই যে সেখানে কোনো পাপ নেই, এবং সেখানে প্রভু যীশু খ্রীষ্ট আছেন, এবং সেখানে সবকিছুই পবিত্র ও মহিমান্বিত। সেখানে জীবনবৃক্ষ রয়েছে, সেখানেই ঈশ্বরের সিংহাসন রয়েছে, সেই সঙ্গে মেষশাবক এবং অগণিত ঈশ্বরের লোকেরা, যারা পৃথিবী থেকে মুক্তি পেয়েছে। স্বর্গ হল প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বরের সন্তানদের আবাস। কারণ ঈশ্বরের সন্তানরা কী কামনা করে? তারা প্রভুর জন্য আকুল হয়: "জীবন্ত ঈশ্বরেরই জন্য আমার প্রাণ তৃষ্ণার্ত" (গীতসংহিতা ৪২:২)। যেমন প্রেরিত পৌল বলেছেন—, "যেন আমি তাঁহাকে জানিতে পারি" — অর্থাৎ খ্রীষ্টকে — "এবং তাঁহার পুনরুত্থানের পরাক্রম" (ফিলিপীয় ৩:১০)।

আপনি দেখুন, আমাদের এই পার্থিব জীবনে, আমরা কখনই ঈশ্বর কে তা সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধি করতে পারি না, এবং ঈশ্বরকে আরও ভালো করে জানার শিক্ষা চলতেই থাকে। ঈশ্বরকে আপনার সমস্ত হৃদয় ও সমস্ত প্রাণ দিয়ে ভালবাসতে চাওয়া, সব আকাঙ্ক্ষার ঊর্ধ্বে, এটা কি আপনার সর্বোচ্চ আকাঙ্ক্ষা নয়? এখানে পৃথিবীতে আমরা এটি করতে পারি না। আমরা এটি করতে অক্ষম। তাই আমাদের উপলব্ধি করতে হবে যে স্বর্গ ঈশ্বরের লোকদের আবাস। স্বর্গই আমাদের জীবনের লক্ষ্য করা উচিত, সুতরাং, আমরা যেন এই বর্তমান জীবনের জন্য না বাঁচি। এই জীবন হয়তো অত্যন্ত আকর্ষণীয় মনে হতে পারে, কিন্তু আমাদের ভবিষ্যতের জীবনের জন্য বেঁচে থাকতে হবে, স্বর্গীয় মহিমায় প্রভুর সঙ্গে।

প্রভু যীশু এখানে আমাদের দেখান ঈশ্বর হলেন পিতা। ঈশ্বরকে সম্বোধন করার এটি একটি সুন্দর উপায় নয় কি? আমরা নিজেরা কখনো ঈশ্বরকে 'পিতা' বলে সম্বোধন করতে সাহস করতাম না। অবিশ্বাসীদের মধ্যে, কেউ তাদের ঈশ্বরকে 'পিতা' বলে সম্বোধন করার সাহস করেন না। পিতা মানে ভালোবাসা, যত্ন, সহানুভূতি, এবং সন্তানদের কল্যাণের জন্য নিজের ত্যাগ। ঈশ্বর হচ্ছেন পিতা, যেন উপলব্ধি করতে পারি ঈশ্বর কত মঙ্গলময়। প্রভু যীশু বিশেষভাবে আমাদের দেখিয়েছেন যে ঈশ্বর হলেন পিতা, কারণ যীশু চিরকাল পিতার বক্ষের মাঝে অবস্থান করেছেন, এবং তিনি তাঁর ভালোবাসা আমাদের কাছে প্রকাশ করেছেন। খ্রীষ্ট হয়তো পিতার চিন্তা ও ইচ্ছাকে আমাদের কাছে প্রকাশ করেছিলেন, কিন্তু তিনি বিশেষভাবে পিতার হৃদয়কে প্রকাশ করতে এসেছিলেন— এবং সেই হৃদয় হল প্রেমের হৃদয়। এখানে আমরা গভীরতম ভাবনাগুলি দেখি, এবং ইতিহাসের সবচেয়ে কোমল শব্দগুলি শুনি —যে আমরা ঈশ্বরকে 'পিতা' বলে ডাকতে পারি।

আমাদের মনে করা উচিত নয় যে প্রভু যীশু আমাদের জন্য ঈশ্বর পিতার প্রেম অর্জন করেছেন। এমনটা নয় যে ঈশ্বর পিতা আমাদের উপর ক্রোধিত ছিলেন, আর তারপর পুত্র এই জগতে আসতে চাইলেন যেন পিতার মন পরিবর্তন হয়। না। ঈশ্বর পিতা চিরকাল থেকেই তাঁর মানুষদের প্রেম করেছেন, এবং প্রেম থেকেই তিনি তাঁর পুত্রকে দিয়েছেন কারণ তিনি এই পাপীদের তাঁর সঙ্গে মিলিত করতে চেয়েছিলেন। প্রভু যীশু প্রেমে থেকেই নিজেকে উৎসর্গ করে দেওয়ার জন্য এই জগতে এসেছিলেন এবং পবিত্র আত্মা, প্রভু যীশু স্বর্গে আরোহণের পর যাকে সেচন করা হয়েছিল হয়েছিলেন, তিনি প্রেমের সঙ্গে পাপীদের হৃদয়ে কাজ করেন এবং তাঁদের কাছে খ্রীষ্টকে প্রকাশ করেন।

সবই ঈশ্বর পিতার প্রেম থেকে প্রবাহিত হয়। তিনিই সমস্ত প্রেমের উৎস। তিনি তাঁর পুত্রকে পাপের শাস্তি বহন করতে দিলেন; আর এটা একটি চিরন্তন আশ্চর্য ঘটনা — এমন এক অলৌকিক ব্যাপার, যা যতদিন আমরা বেঁচে থাকব, কখনোই সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করতে পারব না। এই অলৌকিক ঘটনা আরও মহান হয়ে ওঠে যত বেশি আমরা এই পবিত্র, মহিমান্বিত, এবং সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের কাছে আমাদের প্রয়োজন নিয়ে আসতে শিখি। আমি, ধূলির পাপী, কীভাবে ঈশ্বরের কাছে আমার সমস্ত প্রয়োজন নিয়ে আসতে পারি? এটি শুধুমাত্র মধ্যস্থতাকারীর মাধ্যমে সম্ভব, কারণ তিনি ঈশ্বরের কাছে যাওয়ার জীবন্ত পথ; এবং এভাবেই আমরা প্রভুর প্রার্থনার মধ্যে প্রভু যীশুকে খুঁজে পাই।

অনেক সময় আমরা শুনি, কেউ কেউ বলেন, “প্রভুর-প্রার্থনায় তো যীশুর নাম নেই, সেখানে তো কোথাও লেখা নেই যে আমরা প্রার্থনাগুলি যীশুর নামে করছি।” কিন্তু আপনাকে বুঝতে হবে, গোটা প্রভুর-প্রার্থনাটাই খ্রীষ্টের মধ্যস্থতামূলক কাজের মাধ্যমে সম্ভব। একমাত্র তাঁর জন্যই আমরা এই প্রার্থনাগুলি ঈশ্বরের উদ্দেশে বলতে পারি। পুরো প্রভুর প্রার্থনার মধ্যে, আমরা খ্রীষ্টকে দেখতে পাই। আমরা ঈশ্বরকে "আমাদের পিতা" বলে সম্বোধন করতে পারি শুধুমাত্র প্রভু যীশু খ্রীষ্টের মাধ্যমে। প্রভু যীশু ছাড়া, যদি আমরা ঈশ্বরকে 'পিতা' বলি, তাহলে তা অবমাননা, কারণ আমরা তাঁর বিরুদ্ধে ভয়ানকভাবে পাপ করেছি।

অতএব, যখন একজন পাপী পৃথিবীতে প্রভু ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনায় আশ্রয় নেয়, তখন তা সম্ভব হয় একমাত্র শুধুমাত্র খ্রীষ্ট যীশুর সমাপ্ত কর্মের মাধ্যমে। তিনি ঈশ্বরের কাছে যাওয়ার সেই অধিকার অর্জন করেছেন, আর তা তিনি অর্জন করেছেন কারণ তিনি নিজেই সেই অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছিলেন। যখন তিনি ক্রুশে ছিলেন, তখন তিনি ঈশ্বরের উপস্থিতি থেকে বহিষ্কৃত হয়েছিলেন। তিনি সেই বাইরের অন্ধকারে ছিলেন এবং সেখানে তিনি তাঁর ঈশ্বরের কাছে চিৎকার করেছিলেন, কিন্তু তাঁর ঈশ্বর তাঁকে শুনলেন না। তাঁর ঈশ্বরের কাছে তখন কোনো প্রবেশাধিকার ছিল না। তিনি সেই বাইরের অন্ধকারে ছিলেন—সেই স্থান যেখানে আপনার এবং আমার অনন্তকাল থাকার কথা ছিল। কিন্তু তিনি সেই স্থান গ্রহণ করলেন তাঁদের জন্য, যারা তাঁকে বিশ্বাস করে। এবং তাঁর মাধ্যমে, এখন আমরা ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতে পারি এবং অনুগ্রহের দ্বারা, ঈশ্বরের দয়া এবং যত্নের প্রত্যাশা করতে পারি।

প্রভু যীশু আমাদের এখানে বলতে শেখান, “হে আমাদের স্বর্গস্থ পিতঃ” (মথি ৬:৯), কিন্তু আপনি জানেন, সত্যিকার অর্থে এই “আমাদের পিতা” বলতে গেলে, আমাদের ব্যক্তিগতভাবে খ্রীষ্টের সঙ্গে যুক্ত হতে হবে। তিনিই পথ, তিনিই সত্য, তিনিই জীবন। শুধুমাত্র প্রভু যীশুর মাধ্যমেই একজন মানুষ ঈশ্বরের কাছে যেতে পারে (যোহোন ১৪:৬)। এইজন্য আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টকে একজন মধ্যস্থতাকারী হিসেবে ব্যক্তিগতভাবে জানতে হবে। খ্রীষ্টকে ছেড়ে আমরা ঈশ্বরের কাছে যেতে পারি না।

যদি আমরা খ্রীষ্টকে আমাদের উদ্ধারকর্তা হিসেবে না জানি, তাহলে আমরা ঈশ্বর কে ভয় পেতে পারি, আর তখন আমি অবিশ্বাসীদের মতোই হয়ে যাবো। তারা তাঁদের দেবতাদের অত্যাচারী হিসেবে দেখে, এবং সেই অবিশ্বাসীরা তাঁদের দেবতাদের সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করে, তাঁদের অনুগ্রহ কিনতে চায়, এবং আপনি যদি এখনো খ্রীষ্টের বাইরে থাকেন, তাহলে ঈশ্বরকে আপনি ঠিক এইভাবে দেখেন। অবিশ্বাসীরা শুধু তখনই তাদের দেবতাদের কাছে যায়, যখন তারা আর নিজেরা কোনো উপায় খুঁজে পায় না—এবং খ্রীষ্টের বাইরে থাকা একজন মানুষের অবস্থাও ঠিক এমনই। সে ঈশ্বরের প্রতি আগ্রহ দেখায় না, কিন্তু যখন কোনো বিপদে পড়ে, তখনই কিছু কাজ করে ঈশ্বরের অনুগ্রহ অর্জন করতে চেষ্টা করে।

বাস্তবতা হল, প্রকৃতিগতভাবে আমরা ঈশ্বরের শত্রু, আর আমরা তাঁর কর্তৃত্বের সামনে নত হতে অস্বীকার করি। কেবল নবজন্মের মাধ্যমে পাপীরা ঈশ্বরের সন্তানরূপে গৃহীত হয়। আমাদের পাপ এবং ঈশ্বরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের কারণে, কেবল আমরা ধরে নিতে পারি না বা বলতে পারি না যে ঈশ্বর আমাদের পিতা। আমরা এর একটি সুন্দর উদাহরণ দেখতে পাই হারানো পুত্রের উপমায়, হারিয়ে যাওয়া পুত্র যে তাঁর পিতার কাছ থেকে দূরে চলে গিয়েছিল, এবং তাঁর পিতার সমস্ত সম্পত্তি ভিন্ন দেশে অপচয় করেছিল। পরে, যখন সে দারিদ্র্যের মধ্যে পড়ল, তখন সে উপলব্ধি করে তাঁর পিতা কত ভালো ছিলেন এবং সে কী লজ্জাজনকভাবে তাঁর পিতার বিরুদ্ধে আচরণ করেছিল। সেই হারানো পুত্র তখন ফিরে যেতে চায় তাঁর পিতার কাছে। সে তখনও তাকে “পিতা” সম্বোধন করে, কিন্তু সে উপলব্ধি করে যে সে আর পুত্র বলে সম্বোধিত হওয়ার যোগ্য নয়। তাই আমরা লূক ১৫:১৮ আর ১৯ পদে পড়ি “আমি উঠিয়া আমার পিতার নিকটে যাইব, তাঁহাকে বলিব, পিতঃ, স্বর্গের

বিরুদ্ধে এবং তোমার সাক্ষাতে আমি পাপ করিয়াছি; আমি আর তোমার পুত্র নামের যোগ্য নই; তোমার একজন মজুরের মত আমাকে রাখ"।

এই হারানো পুত্র প্রকৃতপক্ষে আমাদের প্রতিচ্ছবি। আমরা ঈশ্বর পিতাকে পরিত্যাগ করেছি। আমরা লজ্জাজনকভাবে আচরণ করেছি; এবং যেমন হারানো পুত্র তাঁর পুত্রত্বের অধিকার পরিত্যাগ করেছিল, তেমনি যখন একজন পাপী তাঁর পাপ এবং নিজের অযোগ্যতার জন্য গভীরভাবে অনুতপ্ত হয়, তখন সেও বলবে, "আমি আর তোমার পুত্র নামের যোগ্য নই।" কারণ এখন তাদের পাপ কী? তাঁর পাপ হল ঈশ্বরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। এটা ঈশ্বরের মত হতে চাওয়া। এমন এক আকাঙ্ক্ষা যেন ঈশ্বরের অস্তিত্বই না থাকত, আর আমরা নিজেরাই নিজের ঈশ্বর হয়ে যা খুশি তা করতে পারতাম। আমরা ঈশ্বরকে তাঁর সিংহাসন থেকে উৎখাত করতে চাই। এটাই আমাদের পাপের ভয়াবহতা, এটাই এর গম্ভীরতা। তবুও প্রভু যীশু আমাদের শিখিয়েছেন ঈশ্বরকে "আমাদের পিতা" বলে সম্বোধন করতে, কারণ পিতার আবাস এখনো আদমের পালিয়ে যাওয়া সন্তানদের জন্য খোলা। প্রভু যীশু আমাদের আহ্বান জানান ঈশ্বরের সামনে শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস প্রদর্শন করতে, কিন্তু একইসঙ্গে নম্রতাও রাখতে।

আপনি কি কখনো আপনার জীবনে দেখেছেন, এই স্বাভাবিক প্রবণতা যা ঈশ্বরের বিরুদ্ধে যেতে চায়? আপনি কি উপলব্ধি করেছেন যে আপনি ঈশ্বরের সন্তান হওয়ার যোগ্য নন, এবং এমনকি ঈশ্বরকে 'পিতা' বলে ডাকবারও যোগ্য নন? তবুও এটি এক মহান অলৌকিক ঘটনা যে অযোগ্য মানুষদের এখনও ঈশ্বর পিতাঁরগৃহে আসার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। তারা এখনও ঘরে ফিরে আসতে পারেন, এবং সেটাই ঈশ্বরের প্রেমের আশ্চর্য কাজ। তাঁর পায়ের কাছে, আপনি তাঁর প্রেম দ্বারা অভিভূত হবেন—যে তিনি আপনাকে গ্রহণ করতে প্রস্তুত, আপনি যা-ই করে থাকুন না কেন। তিনি এখনও প্রভু যীশুতে আপনার প্রেমময় পিতা হতে চান, এবং তারপর তাঁর পবিত্র আত্মা আপনাকে "আব্বা, পিতা!" বলে প্রার্থনা করতে শেখান। পিতার পায়ের কাছে আপনি অভিভূত হবেন, যখন বুঝতে পারবেন—তিনি এখনো আপনাকে গ্রহণ করতে ইচ্ছুক, আপনি যা-ই করে থাকুন না কেন। তিনি এখনো খ্রীষ্টের মাধ্যমে একজন প্রেমময় পিতা হতে ইচ্ছুক। এবং তখন তাঁর পবিত্র আত্মা আপনাকে "আব্বা, পিতা" বলে প্রার্থনা করতে শেখাবেন। তখন আপনি ঈশ্বরের সন্তানদের সাথে, এবং তাঁর মন্ডলীর সঙ্গে একত্রে প্রার্থনা করেন, "হে আমাদের স্বর্গস্থ পিতঃ"।

এই বিনয়ী মনোভাব, এই বিশ্বাসী মনোভাব এবং ঈশ্বরের প্রতি শ্রদ্ধাশীল মনোভাবই প্রকৃত প্রার্থনার বৈশিষ্ট্য। যেমন একটি শিশু তাঁর পিতামাতাকে শ্রদ্ধা করে এবং বিশ্বাস করে, তেমনি আমরাও প্রভু ঈশ্বরের প্রতি শ্রদ্ধা, ভক্তি ও বিশ্বাস রাখতে পারি। আমরা যেন পবিত্র ঈশ্বরের সামনে আসতে গিয়ে তাড়াহুড়ো না করি। আমরা যেন ঈশ্বরকে অসম্মানজনকভাবে সম্বোধন না করি। কারণ তিনি এখনো সেই মহিমান্বিত উচ্চতম, যিনি স্বর্গে অধিষ্ঠিত। প্রভু যীশু যখন বলেন, "হে আমাদের স্বর্গস্থ পিতঃ" এটি সেই দূরত্ব প্রকাশ করে। ঈশ্বর স্বর্গে আছেন, অথচ একইসঙ্গে তিনি আমাদের কাছে আছেন। আমাদের দূরত্ব বজায় রাখতে বলা হয়নি; বরং ঈশ্বরের কাছে আসতে বলা হয়েছে, প্রত্যাশায় যে তাঁর পুত্র প্রভু যীশু খ্রীষ্টের কারণে তিনি আমাদের শুনতে প্রস্তুত।

শ্রদ্ধা আমাদের, ঈশ্বরের পবিত্রতা ও মহিমার কারণে তাঁর সামনে মাথা নত করতে শেখায়। এবং আত্মবিশ্বাস আমাদের ঈশ্বরের ঈশ্বরের নিকটবর্তী হতে শেখায়, তাঁর মঙ্গল ও বিশ্বস্ততার ওপর ভরসা রেখে তাঁর শক্তিতে উৎসাহিত হয়ে তাঁর সান্নিধ্যে আসতে। যীশুর কারণে, আমি এক শিশুর মতো প্রার্থনা করতে পারি , যেমন সে তাঁর পিতার কাছে কিছু চায়। এবং তেমনি আমরাও রাজাধিরাজ ও প্রভুদের প্রভুর (প্রকাশিত বাক্য ১৯:১৬) রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করতে পারি, এবং তাঁর পবিত্র সিংহাসনের সামনে এসে এমনভাবে কথা বলতে পারি, যেমন একটি শিশু তাঁর পিতার সঙ্গে কথা বলে।

প্রভু যীশু যখন আমাদের বলেন, “আমাদের পিতা” বলে প্রার্থনা করতে, তখন এর উদ্দেশ্য এই যে, আমরা যেন ঈশ্বরের দিকে একটি সন্তানের মতো ভয়, শ্রদ্ধা ও প্রত্যাশা নিয়ে তাকাই, এটাই আসলে প্রার্থনার ভিত্তি। “হে আমাদের স্বর্গস্থ পিতঃ”—এটি প্রার্থনার মূল ভিত্তি প্রকাশ করে, এবং এটি আমাদের সান্ত্বনা ও সাহস জোগায় এই বিশ্বাসে যে, এই পার্থিব জীবনের সকল বিষয়ে আমাদের স্বর্গীয় পিতা আমাদের যত্ন নেবেন ও আমাদের প্রয়োজন পূরণ করবেন। কারণ ঈশ্বর কখনোই আমাদের প্রার্থনায় সত্য বিশ্বাসের সাথে আমরা যা কিছু চাই, তা প্রত্যাখ্যান করবেন না, যেমন আমাদের পার্থিব পিতামাতাও আমাদের ভাল কিছু দিতে অস্বীকার করেন না। এটি কি আশীর্বাদপূর্ণ একটি চিত্র নয়? একটি শিশু তাঁর পিতার কাছে কিছু চায়, কারণ সে জানে তাঁর প্রয়োজন আছে, এবং সে জানে তাঁর পিতা তাকে অস্বীকার করবেন না। পিতা আমাকে সাহায্য করবেন। এমনকি যখন পিতা কিছু না দেন, তখনও এক বিশ্বাসী সন্তান অভিযোগ করে না, বরং সেই সন্তান বুঝবে যে পিতা সর্বোৎকৃষ্ট জানেন। বিশ্বাসের জীবনও ঠিক এমনই। বিশ্বাস সবসময় এই নির্ভরতার মধ্যে বাস করে যে ঈশ্বর আমাকে কোন ভালো জিনিস থেকে বঞ্চিত করবেন না, যদি তা আমার জীবনের জন্য সত্যিই প্রয়োজন হয়। যদি কোন কিছু আমাকে না দেওয়া হয়, তবুও আমি বিশ্বাস রাখতে পারি যে প্রভু জানেন আমার জন্য সর্বোৎকৃষ্ট কী, এবং যারা ঈশ্বরকে ভালোবাসে, যাদের তাঁর ইচ্ছা অনুসারে ডাকা হয়েছে, সবকিছুই একসাথে তাদের মঙ্গলের জন্য কাজ করে। তখন আমি হয়তো বুঝতে পারব না কেন কিছু কিছু ঘটনা আমার জীবনে ঘটে, কিন্তু যদি এই ঈশ্বর, যিনি তাঁর ভালোবাসা প্রমাণ করেছেন তাঁর পুত্রকে আমার জন্য দিয়ে, তিনি যদি কোনো কিছু থেকে আমাকে বঞ্চিত রাখেন, তবে আমি বিশ্বাস করতে পারি যে তিনি বিশ্বস্ত। তিনি আমার চেয়ে বহু গুণ জ্ঞানী। আমি তো কেবল একটি মূর্খ সন্তান, তাঁর “না” আমার “হ্যাঁ”-এর চেয়ে অনেক বেশি জ্ঞানপূর্ণ। আর তাই আমি আমার সমস্ত উদ্বেগ তাঁর সামনে রেখে দিতে শিখি, আর তাঁর আত্মা আমাকে অনুগ্রহ ও সাহস দেন, যেন আমি এইসকল উদ্বেগ তাঁর কাছে ছেড়ে আসতে পারি। আমি সাহস রাখতে পারি যে, তিনি আমাকে সেই সবকিছুই দেবেন, যার প্রয়োজন আমার রয়েছে। অবশেষে, প্রভুর প্রার্থনার এই প্রথম সম্বোধনের একটি সুন্দর অংশ রয়ে গেছে, এবং তা হল সেই অভিব্যক্তি "আমাদের,"

"আমাদের পিতা।" প্রভু যীশু আমাদের শেখাননি “আমার পিতা” বলে প্রার্থনা করতে, বরং “আমাদের পিতা" বলতে। এটি দেখায় যে সমস্ত ঈশ্বরের সন্তান একত্রিত এই প্রার্থনায়। আমরা শুধু ব্যক্তি নই যারা আলাদা আলাদা প্রার্থনা করি, বরং ঈশ্বরের সব সন্তান একত্রে একটি দেহ, একটি ঐক্য গঠন করে, তাই আমাদের অন্যদের সঙ্গে একসঙ্গে প্রার্থনা করা এবং অন্যদের কথা আমাদের প্রার্থনায় স্মরণে রাখা উচিত। কারণ যারা প্রভুকে ভালোবাসে ও শ্রদ্ধা করে, তাদের মধ্যে একটি বিশেষ বন্ধন থাকা উচিত। তারা খ্রীষ্টে এক, এবং তাই তারা একত্রে প্রার্থনা করে—একে অপরের জন্য ও একে অপরের সঙ্গে প্রার্থনা করে, “আমাদের পিতা।” “আমাদের পিতা” এই শব্দটি আমাদের শেখায় যে, আমাদের অন্যদের জন্য প্রার্থনা করা দরকার, এবং এই অনুরোধ আমাদের ঈশ্বরের উপস্থিতিতে তুলে ধরে। কিন্তু আমরা সেখানে একা নই। আমরা সেখানে অন্যদের সঙ্গে একত্রিত, এবং সমস্ত সময়ের, সমস্ত দিনের, সমস্ত যুগের ঈশ্বরের সন্তানরা একত্রিত এই এক প্রার্থনায়, “হে আমাদের স্বর্গস্থ পিতঃ”। কত আশীর্বাদপূর্ণ যে আপনার ঈশ্বর হলেন আপনার স্বর্গীয় পিতা। কত আনন্দের যে আপনি এমন একজন পিতার সন্তান, যিনি স্বর্গে আছেন। এই পৃথিবীতে আপনি কখনো করুণার পাত্র নন, কারণ আপনার এমন একজন স্বর্গীয় পিতা আছেন, যিনি আপনাকে সাহায্য করবেন, আপনার যত্ন নেবেন, আপনাকে পরিচালনা করবেন এবং আপনাকে ধরে রাখবেন। জীবনেও ও মৃত্যুতেও তিনি আপনাকে পথ দেখাবেন। আপনি কতই না আশীর্বাদিত একজন এমন পিতাঁরদ্বারা। তাহলে “হে আমাদের স্বর্গস্থ পিতঃ” এটিতে বিশ্বাস রাখুন। ধন্যবাদ।

বক্তৃতা ৩

তোমার নাম পবিত্র বলিয়া মান্য হউক

প্রার্থনার সৌন্দর্য ধারাবাহিক বক্তৃতার তৃতীয় পর্বে আপনাকে স্বাগত। আজ আমরা প্রভুর প্রার্থনার প্রথম আবেদনটির ওপর মনোনিবেশ করব, যা হলো "তোমার নাম পবিত্র বলিয়া মান্য হউক" (মথি ৬:৯)। এটি আশ্চর্যের বিষয় যে প্রার্থনার জন্য প্রভু যীশু প্রথমে এই বিষয়টি নির্দেশ করেছেন। প্রভু যীশু আমাদের বলেননি প্রথমেই আমাদের প্রয়োজন বা শারীরিক প্রয়োজনগুলোর জন্য প্রার্থনা করতে, যা আমরা প্রায়শই করি। বরং প্রার্থনার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রথম বিষয় হলো ঈশ্বর যেন সম্মানিত হোন।

আমাদের জীবনের সর্বাংশ ঈশ্বরে কেন্দ্রীভূত হওয়া উচিত। তাঁকে ভালোবাসতে হবে, মহিমান্বিত করতে হবে। আমাদের তাঁর আনুগত্যতা এবং তাঁকে ভালোবাসতে শিখতে হবে। ঈশ্বর সর্বপ্রথম, এবং এই কারণেই এই প্রথম আবেদনটি ঈশ্বরের সম্মানের জন্য একটি অনুরোধ: "তোমার নাম পবিত্র বলিয়া মান্য হউক" অর্থাৎ, "তুমি যেন সমস্ত সম্মান, প্রশংসা এবং আরাধনা পাও।" এটিই আমাদের জীবনের লক্ষ্য হওয়া উচিত। এটি আমাদের সর্বোচ্চ আকাঙ্ক্ষা হওয়া উচিত, যে আমাদের সাথে যা-ই ঘটুক না কেন, আমাদের জীবনে ঈশ্বর মহিমান্বিত হোক; কারণ যদি আমরা ঈশ্বরকে মহিমান্বিত করতে না শিখি, তবে আমাদের জীবন ব্যর্থ।

সেই কারণেই ঈশ্বর আমাদের সৃষ্টি করেছেন, যেন আমরা নিজের জন্য না বাঁচি, বরং তিনি আমাদের মধ্যে মহিমান্বিত হোন, আমাদের শেখা উচিত কীভাবে তাঁকে মহিমান্বিত করতে হয়, —আমাদের মন, হৃদয়, জ্ঞান, বাক্য, শরীর, এবং আমরা যা কিছু করি বা যা কিছু আমাদের রয়েছে সবকিছুর মাধ্যমে (মার্ক ১২:৩০) কীভাবে তাঁকে সম্মান করতে হয়। কিন্তু, দুঃখের বিষয়, এই ক্ষেত্রে আমরা ব্যর্থ, কারণ প্রায়শই আমরা নিজের সম্মান চাই।

এবং ঈশ্বরের সন্তানেরা যারা অনুগ্রহের সাথে অবগত, তারাও নিজেদের সম্মান খোঁজার চেষ্টা করতে পারেন এবং অহংকারী হয়ে উঠতে পারেন। কিন্তু যখন ঈশ্বর হৃদয়ে কাজ করেন, তখন তিনি আমাদের নিজেদের ত্যাগ করতে শেখান এবং ঈশ্বরের সম্মান এবং গৌরব আমাদের জীবনের লক্ষ্য হয়ে ওঠে। এভাবেই প্রভু একজন পাপীকে নতুন করে তোলেন। তিনি এটি তাঁর নামের গৌরবের জন্য করেন। যখন প্রভু হৃদয়ে প্রবেশ করেন, তখন সেখানে শুরু হয় যে প্রভু নিজেকে মহিমান্বিত করবেন, এবং তারপর এটি তাঁর লোকেদের আকাঙ্ক্ষা হয়ে ওঠে।

আত্মিকভাবে যদি বিষয়গুলো ভালো হয়, সেই আকাঙ্ক্ষা আরও বাড়বে এবং আরও তীব্র হবে। আর সেই কারণেই প্রভু যীশু আমাদের শেখান "তোমার নাম পবিত্র বলিয়া মান্য হউক।"

আপনি জানেন, এটি জীবনের সবচেয়ে গৌরবময় বিষয়। ঈশ্বরকে মহিমা দেওয়া আমাদের জন্য কতই না উত্তম। এটি মানুষের পক্ষে পৃথিবীতে করা সবচেয়ে আশীর্বাদপূর্ণ কাজ, যাতে ঈশ্বর সম্মান, প্রশংসা এবং আরাধনা গ্রহণ করেন। কিন্তু ঈশ্বরের নাম পবিত্র করতে হলে, আমাদের অবশ্যই ঈশ্বরের নাম জানতে হবে। আমাদের জানতে হবে ঈশ্বর কে, এবং এই কারণেই প্রভু তাঁর বাক্যে আমাদের কাছে নিজেকে প্রকাশ করেন—যাতে আমরা জানতে পারি তিনি কে, যেন আমরা তাঁর নাম জানতে পারি।

বিশেষ করে তাঁর নামের মাধ্যমেই প্রভু নিজেকে প্রকাশ করেন। দেখুন, আমরা এমন কোনো নাম তৈরি করিনি যেগুলো দ্বারা আমরা ঈশ্বরকে ডাকি। ঈশ্বর নিজেই এই নামগুলো স্থির করেছেন; এবং তাঁর নামে, তিনি প্রকাশ করেন তিনি কে। আমরা যে নাম বহন করি, আমাদের পিতামাতা আমাদের এই নামগুলি দিয়েছেন। কিন্তু এই নামগুলি আমাদের প্রকৃতি নির্দেশ করে না। কিন্তু যখন ঈশ্বর নিজেকে নাম দেন, সেই নামগুলো ঈশ্বরের আত্মপ্রকাশ। তারা ব্যাখ্যা করে ঈশ্বর কে।

তাই, প্রভু নিজেকে “যিহোবা” নামে প্রকাশ করেন। এটি হিব্রু শব্দ। এই নামটি প্রকৃতপক্ষে যিহোবা বা ইয়াহওয়ে; যার অর্থ "আমি যে আছি, সেই আছি" (যাত্রাপুস্তক ৩:১৪)। এটি আপনার একটি অদ্ভুত নাম মনে হতে পারে, কিন্তু এটি একটি অত্যন্ত সুন্দর নাম, কারণ এটি প্রকাশ করে যে ঈশ্বর সর্বদা একই রকম। আমরা পরিবর্তন হই। আমরা নিজেদের সম্পর্কে বলতে পারি না—"আমি আছি," কারণ আমরা পরিবর্তিত হই। কিন্তু ঈশ্বর প্রভু অনন্তকালীন 'আমি' এবং এটি দেখায় যে তিনি বিশ্বাসযোগ্য। "তিনি কল্য ও অদ্য এবং অনন্তকাল যে, সেই আছেন" (ইব্রীয় ১৩:৮)।

তিনি বিশ্বাসযোগ্য। তিনি বিশ্বস্ত। তিনি স্বয়ংসম্পূর্ণ। এজন্য আপনি তাঁকে বিশ্বাস করতে পারেন। প্রভু নিজেকে আরও অনেক নামে প্রকাশ করেছেন। আমরা "এল শাদ্দাই" (আদিপুস্তক ১৭:১) নামের কথা ভাবতে পারি, যার অর্থ “সর্বশক্তিমান শাসনকর্তা,” অথবা হিব্রু ভাষায় আরেকটি নাম "আদোনাই" (আদিপুস্তক ১৫:১২), যা তাঁকে স্বর্গ ও পৃথিবীর অধিপতি এবং প্রভু হিসেবে প্রকাশ করে। তিনি প্রভু।

এছাড়াও, প্রভু নিজেকে "সাবাওত প্রভু" (রোমীয় ৯:২৯) নামে উল্লেখ করেন। এই নামটি প্রকাশ করে যে তিনি বাহিনীগণের সদাপ্রভু, এবং সব স্বর্গদূত তাঁর অধীনে রয়েছে, এবং আর তিনি তাঁর স্বর্গীয় বাহিনী নিয়ে তাঁর মণ্ডলীকে উদ্ধার করতে আসেন।

আমরা তাঁর নাম থেকে ঈশ্বর কে তা জানতে পারি, কিন্তু আমরা ঈশ্বরকে জানতে পারি তাঁর বৈশিষ্ট্য এবং গুণাবলীর মাধ্যমেও। আবার, আমরা দেখি কিভাবে প্রভু নিজেকে তাঁর গুণাবলীর মাধ্যমে প্রকাশ করেন। উদাহরণস্বরূপ, তিনি অনন্তকালীন। তাঁর কোনো শুরু নেই, কোনো শেষ নেই। তিনি করুণাময়। তিনি মানুষের যত্ন নেন। তিনি মানুষের প্রতি যত্নশীল। তাঁর করুণা খাঁটি। তারা প্রতিদিন সকালে নতুন হয় (বিলাপ ৩:২২-২৩)। তিনি প্রেম। তিনি ধৈর্যশীল (গণনাপুস্তক ১৪:১৮), এবং এটি তাঁর মানুষের প্রতি যত্নশীল, প্রেমময় ধৈর্য।

ঈশ্বর উচ্চ ও উন্নত। তবু তিনি নম্রদের সঙ্গে বাস করতে আনন্দ পান। যিশাইয় ৫৭:১৫, পরিচিত বাক্যটি বলে "কেননা যিনি উচ্চ ও উন্নত, যিনি অনন্তকাল-নিবাসী, যাঁহার নাম “পবিত্র”, তিনি এই কথা কহেন, আমি ঊর্ধ্বলোকে ও পবিত্র স্থানে বাস করি, চূর্ণ ও নম্রাত্মা মনুষ্যের সঙ্গেও বাস করি, যেন নম্রদের আত্মাকে সঞ্জীবিত করি ও চূর্ণ লোকদের হৃদয়কে সঞ্জীবিত করি।"

ঈশ্বর পরাক্রমী। তাঁর শক্তির দ্বারা আমরা তাঁকে জানি। উদাহরণস্বরূপ, সৃষ্টির দিকে তাকান। ঈশ্বর তাঁর শক্তির দ্বারা সৃষ্টি কার্য সম্পন্ন করলেন। তিনি শূন্য থেকে সমস্ত কিছু উদ্ভূত করতে আদেশ দিয়েছেন, এবং তিনি তা করেছেন তাঁর বাক্যের দ্বারা (আদিপুস্তক ১)। তাঁর বাক্য শক্তিসম্পন্ন। আমরা সৃষ্টিতে সেটি দেখি, কিন্তু এটি পুরো পবিত্র শাস্ত্র জুড়েই আমরা দেখি যে তিনি সেই ঈশ্বর যিনি বলেন, এবং তাই হয়ে যায়। তিনি তাঁর বাক্যের দ্বারা বস্তুকে অস্তিত্বে আনেন। তিনি বাতাস ও সমুদ্রকে আদেশ দেন, এবং তারা তাঁকে মান্য করে (মার্ক ৪:৩৯)। তাঁর বাক্যের মাধ্যমে তিনি মৃতদের জীবিত করেন (মার্ক ৫:৪১-৪২; যোহোন ১১:৪৩-৪৪)। তাঁর বাক্যের মাধ্যমে তিনি তাঁর শক্তি প্রকাশ করেন।

ঈশ্বর তাঁর সকল ব্যবহারে এবং কার্যে বিচক্ষণ। তিনি তাঁর লোকেদের পরিচালনা করেন, এবং তাদেরকে বিচক্ষণতায় নির্দেশনা দেন। হয়তো আপনি নিজেও আপনার জীবনে কখনো লক্ষ্য করেছেন , কিভাবে প্রভু আপনাকে এমন পথে পরিচালনা করেছেন যা আপনি কখনোই বেছে নিতেন না, কিন্তু এটি করতে প্রভু কত জ্ঞানী ছিলেন? কত যত্নশীল, কত প্রেমময়? তাই, ঈশ্বরের মঙ্গল আমরা দেখতে পাই, যে তিনি এই জগতের যত্ন নেন। তিনি সমস্ত মানুষের যত্ন নেন। তিনি তাঁর হাত উন্মুক্ত করেন। তিনি প্রত্যেক জীবন্ত প্রাণীকে আহার দেন। তিনি তাঁর সূর্যকে ভালো এবং মন্দদের ওপর উদিত হতে দেন (মথি ৫:৪৫)। তিনি বৃষ্টি ও সূর্যালোক প্রদান করেন। তিনি এটি সেইসব মানুষদের জন্য করেন যারা তাঁকে ভালোবাসে, কিন্তু তিনি সেইসব মানুষের প্রতিও মঙ্গলময়, যারা তাঁকে ভালোবাসে না। প্রভু আপনার এবং আমার প্রতি কতটা মঙ্গলময় থেকেছেন?

যখন আমাদের ঈশ্বরকে তাঁর বৈশিষ্ট্য দ্বারা জানতে বলা হয়, তখন তাঁর ন্যায়বিচার আমরা দেখি। তিনি এতই ন্যায়পরায়ণ যে তিনি কোনো অন্যায় সহ্য করতে পারেন না, যে তিনি চান না পাপ শাস্তি ছাড়া চলে যাক, এবং এজন্য তিনি তাঁর পুত্রের মধ্যে সেই পাপের শাস্তি দান করেন। এটি পাপীদের তাঁর সঙ্গে মিলিত করার জন্য। যেটি ন্যায়পরায়ণ ও ধার্মিক, ঈশ্বর সেটি ভালোবসেন, এবং তাই ধার্মিকতা ও ন্যায়বিচারের পথেই তিনি তাঁর লোকেদের উদ্ধার করেন। তাদের সব পাপের মূল্য দিতে হয়, এবং সেই মূল্য তাঁর পুত্রের দ্বারাই দেওয়া হয়।

তাই, ঈশ্বর ন্যায়পরায়ণ। তিনি পাপের শাস্তি তাঁর পুত্রের মধ্যে অথবা পাপীর মধ্যে দেন, কিন্তু তিনি পাপের শাস্তি দেবেন। একইসঙ্গে, করুণায় পরিপূর্ণ, কারণ তিনি তাঁর বাক্যে বলেন তিনি দুষ্টের মৃত্যুতে আনন্দ পান না, বরং চান যে দুষ্টরা ফিরে আসুক এবং ঈশ্বরের মধ্যে করুণা লাভ করুক (যিহিষ্কেল ৩৩:১১)। আমাদের অযোগ্যতার পরেও, প্রভু এখনও আমাদের আহ্বান জানান তাঁতে পরিত্রান লাভ করার জন্য। তিনি করুণায় আনন্দিত হন ।

ঈশ্বর সত্য। তিনি সত্যে পূর্ণ। তাঁর বাক্যই সত্য। প্রভু যীশু নিজেকে বলেন "আমি সত্য" (যোহোন ১৪:৬), এবং এই কারণেই তাঁর বাক্য সর্বদা পূর্ণ হবে। এভাবে, ঈশ্বরকে আমরা তাঁর গুণাবলী দ্বারা দেখতে পাই। আমরা তাঁর শক্তি, তাঁর প্রজ্ঞা, তাঁর মঙ্গল, তাঁর ন্যায়পরায়ণতা, তাঁর করুণা এবং তাঁর সত্য দেখতে পাই। এই সমস্তই স্পষ্টভাবে প্রকাশিত। ঈশ্বরে অনেক কিছুই আছে!

আমরা বাইবেলে পড়ি ঈশ্বর কে। যা শেষ পর্যন্ত প্রয়োজন, তা হলো এই মঙ্গলময়, শক্তিশালী, প্রেমময় ঈশ্বর আমাদের সাথে সম্পর্কে থাকা। দেখুন, ঈশ্বর কে তা যখন আপনি অনুভব করেন, তখন আপনি নিজের জীবনে ঈশ্বরের বাক্যের সত্যতা অনুভব করেন, তখন আপনি দেখেন ঈশ্বর কতটা ন্যায়পরায়ণ, তখন আপনি অনুভব করেন ঈশ্বর কতটা কৃপাময়, সে কতটা প্রেমময়, আপনার সাথে তার আচরণে তিনি কতটা জ্ঞানী। যেহেতু এটি বাইবেল তখন আর শুধু এই কারণে বাইবেলকে বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হয় না, বরং আপনি হৃদয়ে অনুভব করেন যে এগুলো সবই সম্পূর্ণ সত্য, এবং এইভাবেই আপনি ঈশ্বর কে তা জানতে শেখেন।

এটিকেই বিশ্বাসের জ্ঞান বলা হয়। এটি ঈশ্বরে ভরসা করা। এটি শুধুমাত্র মস্তিষ্কের বিষয় নয়, বরং এটি হৃদয়ের বিষয়। এভাবে ঈশ্বর কে তা আপনি জানতে পারেন, এবং এই কারণেই আপনি তাঁকে ভালোবাসেন এবং আরও বেশি তাঁকে জানতে চান, আরও বেশি তাঁকে ভালোবাসতে চান। তখন তিনি আপনার জীবনের লক্ষ্য হয়ে ওঠেন। তখন আপনি ঈশ্বরের জন্য বাঁচতে শেখেন, এবং তখন আপনি চান যে তিনি এবং তাঁর নাম আপনার জীবনে পবিত্র মান্য হোক।

এই বিশ্বাসের জ্ঞান ঈশ্বরের প্রতি ভালোবাসায় রূপান্তরিত হয়। শেষ পর্যন্ত প্রভু তাঁর পুত্র, প্রভু যীশু খ্রীষ্টের মাধ্যমে নিজেকে আমাদের কাছে প্রকাশ করেন। প্রেরিত যোহন, যোহন ১:১৮ পদে বলেন—"ঈশ্বরকে কেহ কখনও দেখে নাই; একজাত পুত্র, যিনি পিতার ক্রোড়ে থাকেন, তিনিই [তাঁহাকে] প্রকাশ করিয়াছেন।" যাঁরা খ্রীষ্টকে দেখেছেন, তারা তাঁর পিতাকে দেখেছেন। খ্রীষ্টে আমরা পিতার প্রতিবিম্ব দেখতে পাই। তাই, যদি ঈশ্বর কে তা আপনি জানতে চান , তাহলে প্রায়ই খ্রীষ্টের চরণে বসুন এবং যীশুর দিকে তাকান। তাঁর পুত্র, খ্রীষ্ট যীশুর মাধ্যমে ঈশ্বর কে তা আপনি জানতে শিখবেন।

ঈশ্বরকে জানা আমাদের জন্য অত্যাবশ্যক। আপনি যখন তাঁর প্রেম এবং অনুগ্রহের সম্পর্কে কিছু জানেন, আপনি তখন তাঁর মতো হতে চাইবেন। তখন আপনি খ্রীষ্টের দ্বারা আবৃত হতে চাইবেন। তখন আপনি প্রার্থনা করবেন যে ঈশ্বর তাঁর প্রতিমূর্তি আপনার ওপর স্থাপন করুন। তখন আপনি বুঝতে পারবেন কেন প্রেরিত পৌল বলেছিলেন যে তাঁর জীবনের লক্ষ্য হল প্রকৃতপক্ষে খ্রীষ্টকে এবং তাঁর পুনরুত্থানের শক্তিকে জানা (ফিলিপীয় ৩:৮-১৪)।

আপনি কি প্রভুকে জানার আকাঙ্ক্ষায় পূর্ণ হয়েছেন? আপনি কি আস্বাদন করেছেন যে প্রভু মঙ্গলময়? আপনি কি তাঁকে ভালোবাসতে শিখেছেন? তাহলে আপনি সবার প্রথমে চাইবেন আপনার জীবনে যে তাঁর নাম পবিত্র বলে মান্য হোক। তাই আমাদের জীবনের সর্বাংশে ঈশ্বরকে গৌরবান্বিত করা দরকার। এই অনুরোধের অর্থ মূলত এটাই: "তোমার নাম পবিত্র বলিয়া মান্য হউক।" এর অর্থ হলো আমরা যা কিছু করি না কেন তাতে ঈশ্বরকে গৌরবান্বিত করতে শিখি। এবং তাই, আমাদের জীবনে এই আনুগত্যতা কাজ করার জন্য আমাদের ঈশ্বর প্রভুর প্রয়োজন।

কিন্তু, আমি আগে বলেছি, আমাদের মধ্যে এই দুষ্ট প্রবৃত্তিটি রয়েছে যে প্রায়শই খুবই সূক্ষ্মভাবে, আমরা নিজেদের গৌরবান্বিত করতে চাই । ঈশ্বরকে গৌরবান্বিত করার পরিবর্তে আমরা বরং আমাদের নিজের নাম এবং আমাদের নিজের গৌরব প্রচার করতে চাই। এটি প্রথম আজ্ঞার বিরুদ্ধে পাপ "আমার সাক্ষাতে তোমার আর অন্য দেবতা না থাকুক" (যাত্রাপুস্তক ২০:৩; দ্বিতীয় বিবরণ ৫:৭)। এটি প্রথম অনুরোধের বিরুদ্ধেও পাপ, তোমার নাম পবিত্র বলিয়া মান্য হউক। কারণ এই জীবন আমাদের নামের জন্য নয়, তার নামের জন্য।

কত দুর্ভাগা আমরা যে প্রায়শই অহংকারী হয়ে উঠি, এবং আমরা নিজেদের গৌরব খুঁজি এবং ভাবি যে আমরা কত গুরুত্বপূর্ণ। সেই মন্দ থেকে মুক্তি পাওয়া এবং হৃদয়ে কোমল ও নম্র হতে শেখা কতই না আশীর্বাদের বিষয় হবে! যদি আমরা ঈশ্বরের গৌরব সবার আগে খুঁজতে শিখতাম, তবে নিজ গৌরব খোঁজার দাসত্ব থেকে মুক্তি পাওয়া এক অসাধারণ পরিত্রাণ হত।

আমরা কি দেখতে শিখেছি যে আমরা কতটা আত্মকেন্দ্রিক? যে কতবার আমরা নিজেদের খুঁজি এবং একজন মঙ্গলকারী ঈশ্বরের বিরুদ্ধে পাপ করি, আপনি কি এই বিষয় ইতিমধ্যে সচেতন হয়েছেন? আমরা কি আমাদের অন্তরের সেই প্রবৃত্তির কারণে শোক ও দুঃখ অনুভব করতে শিখেছি? আমরা কি সেই প্রবৃত্তি কে প্রতিরোধ করতে শিখেছি? কারণ যখন আপনার হৃদয়ে আপনি ঈশ্বরের প্রেম জানেন, তখন আপনি তাঁকে গৌরবান্বিত করতে চাইবেন। তখন আপনি খ্রীষ্টের পায়ের কাছে থাকবেন এবং তাঁর কাছে প্রার্থনা করবেন তিনি যেন আপনাকে নিজের গৌরব ও নিজেকে খোঁজার এই প্রবৃত্তি থেকে মুক্ত করেন।

প্রভু যীশুর কথা ভাবুন। তিনি কখনোই নিজের গৌরব চাননি। তিনি হৃদয়ে কোমল ও নম্র ছিলেন, তিনি আমাদের কোমল ও নম্র হৃদয়ের হতে তাঁর কাছ থেকে শিখতে বলেন (মথি ১১:২৯)। খ্রীষ্টের পায়ে, তাঁর দিকে তাকিয়ে, তাঁর শ্রীমুখের দিকে চাইলে আপনি তাঁকে দেখতে পাবেন যিনি নিজের গৌরব নয়, বরং তাঁর প্রেরকের গৌরব করতে চান। আর তখন আপনার হৃদয় লজ্জায় এবং একইসঙ্গে একটি ইচ্ছা, একটি আকাঙ্ক্ষায় পূর্ণ হবে যে প্রভু যীশু যেন আপনাকে তাঁর আত্মায় পূর্ণ করেন। আর এই যীশু নাম দ্বারা সান্ত্বনা পাওয়া কতই না আশীর্বাদের বিষয়, কারণ তিনি তাঁর লোকেদের তাদের পাপ থেকে রক্ষা করবেন (মথি ১:২১)।

তিনি শুধুমাত্র যে পাপ ধুয়ে ফেলেন তা নয়, বরং তিনি আপনার প্রবৃত্তিও পরিবর্তন করেন। তাঁর আত্মার মাধ্যমে, তিনি ধাপে ধাপে আপনাকে ঈশ্বরকে গৌরবান্বিত করতে শেখান। তিনি আপনাকে প্রার্থনা করতে শেখান—"হে ঈশ্বর তোমার ইচ্ছায় আমাকে বাঁচতে শেখাও,তুমি আপন ধর্মশীলতায় আমাকে চালাও (গীতসংহিতা ৫:৮) এবং যেন আমার সমস্ত কিছু দিয়ে তোমায় গৌরবান্বিত করিতে পারি।

ঈশ্বরকে গৌরবান্বিত করতে চাওয়া মানে আমাদের চারপাশের মানুষের মঙ্গল চাওয়া। আমাদের আন্তরিকভাবে অন্যদের প্রতি চিন্তা করা উচিত, তাঁদের কষ্টে অংশীদার হওয়া উচিত, তাঁদের প্রয়োজনে তাঁদের পাশে থাকা উচিত। ঈশ্বরের প্রতি প্রেমের কারণে মানুষ তাঁদের চারপাশের মানুষের প্রতি প্রেম ও করুণা প্রকাশ করবে। এর দ্বারা তারা ঈশ্বরকে গৌরবান্বিত করবে। যখন তারা তাঁদের চারপাশের মানুষদের প্রতি প্রেম প্রদর্শন করেন এবং তাঁদের প্রতি সহানুভূতিশীল হোন, তখন ঈশ্বর তাঁদের জীবনে গৌরবান্বিত হোন।

মথি ২৫ অধ্যায়ে যীশু কি বলেননি? তিনি তাঁর লোকদের এইভাবে উল্লেখ করবেন—যে তারা সেই মানুষরা, যারা যখন কেউ প্রয়োজনে ছিল, তখন তাদের সাহায্য করেছিলেন, তাদের খেতে দিয়েছিলেন, যারা তৃষ্ণার্ত ছিল তাদের পানীয় দিয়েছিলেন; এবং যখন কেউ বস্ত্রহীন ছিল, তখন তাদের বস্ত্র দিয়েছিলেন, এবং যারা অসুস্থ ও কারাগারস্থ ছিল, তাঁদের সঙ্গে দেখা করেছিলেন। মথি ২৫:৪০ পদে প্রভু যীশু বলেন, "আমি তোমাদিগকে সত্য কহিতেছি, আমার এই ভ্রাতৃগণের- এই ক্ষুদ্রতমদের- মধ্যে একজনের প্রতি যখন ইহা করিয়াছিলে, তখন আমারই প্রতি করিয়াছিলে"।

আপনি দেখবেন—যখন আমরা আমাদের প্রতিবেশীর প্রতি ভালোবাসা ও করুণা প্রকাশ করি, যখন আমরা আমাদের চারপাশের মানুষের প্রতি যত্নশীল হই—তখন তা ঈশ্বরকে গৌরবান্বিত করে। এভাবেই প্রতিদিনের জীবনে আমরা ঈশ্বরের নামকে পবিত্র মান্য করি। আমাদের জীবনের সর্বাংশে ঈশ্বরকে গৌরবান্বিত করতে হবে। কিন্তু এটি করার জন্য, আমাদের নম্র হতে হবে। ঈশ্বর আমাদের নম্র করবেন। তিনি আমাদের নম্রতা শেখান। তিনি আমাদের শেখান যে আমরা সমস্ত বিষয়ে ঈশ্বরের ওপর নির্ভরশীল এবং কেবলমাত্র প্রভু ঈশ্বরই আমাদের সমস্ত প্রয়োজন পূরণ করতে পারেন।

এইভাবে আমরা তাঁর মহিমা, তাঁর মঙ্গল, এবং তাঁর করুণা উপলব্ধি করি এবং বুঝি যে আমরা নিজেরা কিছুই করতে পারি না। তাই আমরা নিজেদের ঈশ্বরের সামনে নম্র করি। প্রভু আমাদের মধ্যে নম্রতা আনেন, যখন তিনি নিজেকে আমাদের কাছে তাঁর মহিমায়, প্রেমে এবং করুনায় প্রকাশ করেন। অন্যদিকে, প্রভু আমাদের নম্রতা শেখান আমাদের প্রকৃতি প্রকাশ করে। এর মাধ্যমেই আমরা ঈশ্বরের জ্ঞানে বৃদ্ধি,

এবং নিজেদের সম্পর্কে জ্ঞানে বৃদ্ধি পাই। অতএব, প্রভু আমাদের জীবনে আরও পাপ উন্মোচিত করেন এবং আমাদের পাপময় স্বভাব ক্রমাগত আরও স্পষ্টভাবে দেখান।

এই পৃথিবীতে থাকাকালীন, আমরা কখনওই আমাদের পাপস্বভাবকে ছাড়িয়ে যেতে পারব না। উদাহরণস্বরূপ, প্রেরিত পৌল যিনি একজন পবিত্র এবং ধার্মিক ব্যক্তি ছিলেন, তিনি নিজেকে "পাপীদের মধ্যে অগ্রগণ্য" বলে অভিহিত করেন (১ তিমথিয ১:১৫)। পবিত্রশাস্ত্রে আমরা প্রায়ই দেখি—যারা ঈশ্বরের অনুগ্রহ সর্বাধিক উপলব্ধি করে, তারা নিজেদের ঈশ্বরের সামনে নম্র করা শেখে। তারা সর্বাধিক ঈশ্বরের সামনে নম্র হোন কারণ ঈশ্বর তাঁদের স্পষ্টভাবে দেখান যে, ঈশ্বরের গৌরব-বিহীন হয়েছে।

একজন কুষ্ঠরোগীর চেয়ে আমরা বেশি কিছুই নই, ইস্রায়েলে যাদের "অশুচি, অশুচি!" বলে চিৎকার করতে হতো, কারণ এই অশুচি প্রবৃত্তি আমরা সর্বদা সঙ্গে বহন করি। যদিও প্রভু আমাদের মধ্যে বাস করেন, যদিও প্রভু আমাদের ওপর তাঁর প্রতিমূর্তি অঙ্কিত করেন, এবং যদিও আমরা ঈশ্বরের পবিত্র আত্মার ফল বহন করি, তবু আমাদের মধ্যে সেই পুরনো প্রবৃত্তি কাজ করে, আমরা নিজেদের মধ্যেই অশুচি। আমাদের চিন্তা, বাক্য, এবং কাজের মাধ্যমে, আমরা এখনও অনেক সময় ঈশ্বরের বিরুদ্ধে যাই এবং এটি জীবনের সবচেয়ে গভীর দুঃখ দেয়—যে আমার যেমন করা উচিত তেমন আমি ঈশ্বরকে ভালোবাসতে ও গৌরবান্বিত করতে পারি না। তাই, আমি প্রার্থনা করি, প্রভু, তোমার নাম আমার জীবনে গৌরবান্বিত হোক, তোমার নাম আমার জীবনে সমস্ত মহিমা পাক, তোমার নাম পবিত্র বলিয়া মান্য হোক।

তাই, আমাদের সমস্ত হৃদয়, সমস্ত প্রাণ, সমস্ত মন, ও সমস্ত শক্তি দিয়ে ঈশ্বর সদাপ্রভুকে প্রেম করতে আহ্বান জানানো হয়েছে। আমাদের প্রতিবেশীকে নিজেদের মতো করে প্রেম করতে আহ্বান জানানো হয়েছে, কিন্তু এই বিষয়গুলোতে আমরা ব্যর্থ হই। এই পার্থিব জীবনে, আমরা এটি সম্পূর্ণভাবে করতে সক্ষম হব না। তাই, ঈশ্বরের বাক্যে আমরা দেখি ঈশ্বরের বিশেষাধিকারপ্রাপ্ত সন্তানেরা যাঁরা প্রভুর থেকে প্রচুর অনুগ্রহ, বিশ্বাস এবং গভীর ভরসা লাভ করেছিলেন, তাঁদের জীবনেও পাপ ছিল। এই কারণেই যখন আমরা তাঁদের প্রার্থনা শুনি, আমরা দেখতে পাই তারা বারবার ঈশ্বরের সামনে নিজেদের নম্র করছেন।

দেখুন, ঈশ্বরের বন্ধু অব্রাহাম কীভাবে আদিপুস্তক ১৮ অধ্যায়ে প্রার্থনা করছেন। তিনি নিজের জন্য কিছু চাইছেন না, তিনি প্রার্থনা করছেন সদোমের জন্য—আসলে তাঁর ভাইপো লোট ও তার পরিবারের জন্য। তিনি ২৭ পদে বলেন "দেখুন, ধূলি ও ভস্মমাত্র যে আমি, আমি প্রভুর সঙ্গে কথা কহিতে সাহসী হইয়াছি।" দেখুন কিভাবে তিনি নিজেকে প্রভুর সামনে নম্র করেন।

আমরা যাকোবের কথা ভাবি, যিনি প্রভুর দর্শন পেয়েছিলেন, যিনি ঈশ্বরের কাছ থেকে এই প্রতিশ্রুতি পেয়েছিলেন যে ঈশ্বরই হবেন তাঁর ঈশ্বর। কিন্তু তবুও আদিপুস্তক ৩২:১০ পদে তিনি বলেন, "তুমি এই দাসের প্রতি যে সমস্ত দয়া ও যে সমস্ত সত্যাচরণ করিয়াছ, আমি তাহার কিছুরই যোগ্য নই।" আমরা ইয়োবের বিষয়ও পড়ি, একজন ধার্মিক, ঈশ্বরভয়শীল মানুষ, ইয়োব ৪০:৪ পদে তিনি বলেন "দেখ, আমি আকিঞ্চন; তোমাকে কি উত্তর দিব? আমি নিজ মুখে হাত দিই।"

এবং ভাববাদী যিশাইয়ের কথা ভাবুন অধ্যায় ৬:৫ পদে তিনি বলেন— "হায়, আমি নষ্ট হইলাম, কেননা আমি অশুচি-ওষ্ঠাধর মনুষ্য এবং অশুচি-ওষ্ঠাধর জাতির মধ্যে বাস করিতেছি; আর আমার চক্ষু রাজাকে, বাহিনীগণের সদাপ্রভুকে, দেখিতে পাইয়াছে।" এবং প্রেরিত পৌল রোমীয় ৩:১০–১২ পদে বলেন: "ধার্মিক কেহই নাই, একজনও নাই, বুঝে, এমন কেহই নাই, ঈশ্বরের অন্বেষণ করে, এমন কেহই নাই। সকলেই বিপথে গিয়াছে, তাহারা এক সঙ্গে অকর্মণ্য হইয়াছে; সৎকর্ম করে এমন কেহই নাই, একজনও নাই।"

এবং তাই আমরা যখন ঈশ্বরকে গৌরবান্বিত করতে চাই, প্রকৃতপক্ষে আমরা কারা তা উপলব্ধি করে আমাদের অবশ্যই সেটি নম্রতার সাথে করতে হবে। কিন্তু একইসঙ্গে, যখন আমরা ঈশ্বরের সান্নিধ্যে যাই, তখন আমাদের আশা এবং প্রত্যাশার সঙ্গে যাওয়া উচিত। আমরা প্রভুর সম্মুখে আসতে পারি যেমন একটি শিশু তার পিতা বা মাতার কাছে আসে। আমরা তা আগের বক্তৃতায় দেখেছিলাম। কিন্তু যখন আমরা প্রার্থনার মাধ্যমে ঈশ্বরের সান্নিধ্যে আসতে চাই এবং তাঁর নামকে গৌরবান্বিত করতে চাই, তখন আমরা তাঁর কাছ থেকে সমস্ত ভাল জিনিস প্রত্যাশা করতে পারি, কারণ তিনি একজন দয়ালু, মঙ্গলকারী ঈশ্বর।

তিনি আমাদের প্রয়োজনের সমস্ত কিছু দিতে ইচ্ছুক। আমরা উত্সাহিত হতে পারি, কারণ ঈশ্বরে ক্ষমা রয়েছে (গীতসংহিতা ১৩০:৪), এবং তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে তিনি তাঁর লোকেদের তাদের সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত করবেন (গীতসংহিতা ১৩০:৮), এবং ঈশ্বর একটি ভগ্ন হৃদয় এবং অনুতপ্ত আত্মাকে তুচ্ছ করবেন না (গীতসংহিতা ৫১:১৭)। এবং তাই, আমরা প্রত্যাশা নিয়ে নিজেকে নম্র করতে পারি, ঈশ্বরের প্রতি সত্য আশায়, কারণ ঈশ্বর প্রভু দিতে ইচ্ছুক। তিনি উদারভাবে দেবেন। অবশেষে, তাঁরই সমস্ত গৌরব পাওয়া উচিত, এবং তিনিই সমস্ত গৌরব লাভ করবেন। শেষপর্যন্ত প্রত্যেকে তাঁর সামনে নতজানু হবে (ফিলিপীয় ২:১০), কিন্তু এখন তিনি দিতে ইচ্ছুক। তিনি যত্ন নিতে ইচ্ছুক।

ভাবুন কিভাবে প্রভু যীশু তাঁর শিষ্যদের প্রতি যত্নশীল ছিলেন, যে এমনকি তিনি নিজেকে নত করে তাদের পা ধুতে পর্যন্ত প্রস্তুত হলেন। তেমনি, তিনি আমাদের প্রাপ্যর চেয়ে অনেক বেশি দিতে ইচ্ছুক। আপনার সমস্ত প্রয়োজন আপনি তাঁর কাছে রাখতে পারেন। এবং যখন প্রভু যীশু শিষ্যদের সামনে নিজেকে নম্র করেছিলেন, তখন আমরা কতটা অন্যদের সামনে নিজেদের নম্র করা উচিত, এবং অতএব, আমাদের উচিত অন্যদের মঙ্গল কামনা করা। আমাদের প্রস্তুত থাকবে হবে তাদের সেবক হওয়ার জন্য, তাদের নিমিত্ত প্রার্থনা করার জন্য। যেমন প্রেরিত পৌল বলেন, আমাদের উচিত বিনতি, প্রার্থনা, অনুরোধ, ঈশ্বরের সামনে নিবেদন করা।

১ তিমথিয় ২:১ পদে এটি আমরা সব মানুষের জন্য করি। ঈশ্বরের সন্তানরা নম্রতা এবং পাপ স্বীকারোক্তির মাধ্যমে ঈশ্বরের সান্নিধ্যে আসতে পারেন। তারা নিজেদের অযোগ্যতা স্বীকার করতে পারে এবং একই সাথে এও উপলব্ধি করতে পারে যে, স্বর্গের তাদের পিতা ঈশ্বর তাদের প্রয়োজনীয় সব কিছুই দেবেন, তিনি বিশ্বস্ত ও মঙ্গলকারী ঈশ্বর, এবং এটি কত মহিমান্বিত বিষয় যে আমরা প্রত্যাশার সঙ্গে এই ঈশ্বরের সামনে আসি। আমরা ঈশ্বরের গৌরব করি।

তাই যখন আমরা ঈশ্বরের গৌরব করতে চাই, তখন আমাদের তাঁর গুণাবলিকে জানার মাধ্যমে তা করতে হবে। আমাদের জীবনের সর্বাংশে ঈশ্বরকে গৌরবান্বিত করতে হবে, যেন আমাদের মধ্যের সবকিছু তার প্রতি নিবেদিত হয়, এবং ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি ও নম্রতা প্রদর্শনের মাধ্যমে, এবং তাঁর সম্মুখে নিজেকে নত করে, আমাদের তাঁকে গৌরবান্বিত করা উচিত।

আমরা ঈশ্বরের বাক্যে বারবার দেখেছি, আমরা যখন আমাদের প্রয়োজনগুলি তাঁর সম্মুখে উপস্থাপন করি ঈশ্বর গৌরবান্বিত হোন। ঈশ্বরের বাক্য এমন মানুষদের দ্বারা পরিপূর্ণ, যাদের নিজের কোনো শক্তি ছিল না, কিন্তু ঈশ্বর তাঁদের নির্দিষ্ট কিছু কাজ সম্পন্ন করার জন্য আহ্বান জানিয়েছিলেন। ঈশ্বর আপনার জীবনে যেকোনো কিছু করার জন্য যে আহ্বান দিয়েছেন, সেই কাজ করার জন্য আপনার নিজস্ব শক্তি নেই; এবং প্রভু আপনাকে এটিও বুঝতে শেখাবেন যে এটি করার মতো শক্তি আপনার নেই, আপনাকে সাহায্য করার জন্য, শক্তি দান করার জন্য ঈশ্বরের প্রয়োজন।

সুতরাং, ঈশ্বরের বাক্যে আমরা বারবার ঈশ্বরের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের দেখি, যারা নিজেরা দুর্বল ছিলেন, আর তারা তাঁদের সমস্ত দুর্বলতা ও সমস্ত অক্ষমতা ঈশ্বরের সম্মুখে তুলে ধরতেন—আর সেটিই ছিল ঈশ্বরের দৃষ্টিতে গৌরবজনক। এমনকি যখন ঈশ্বর তাঁদের উত্তর দিতেন না, তখনও তারা নিরবচ্ছিন্নভাবে তাঁদের প্রয়োজনগুলো ঈশ্বরের সামনে উপস্থাপন করতেন, এবং সেটিই ছিল ঈশ্বরের কাছে সম্মানজনক। "প্রভু, তোমাকে ছাড়া আমি কিছুই করতে পারি না" (যোহন ১৫:৫)।

উদাহরণস্বরূপ, মোশিকে দেখুন—ঈশ্বরের একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি, যিনি পুরাতন নিয়মে ঈশ্বর ও ইস্রায়েলের মধ্যে মধ্যস্থ ছিলেন। তিনি স্পষ্টভাবে কথা বলতে পারতেন না, এবং এই দুর্বলতা তিনি ঈশ্বরের কাছে প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু ঈশ্বর বললেন, "আমি তোমার সহবর্তী হইব।" (যাত্রাপুস্তক ৩:১২)। আর যিহোশূয়, তিনি মিশরে একজন দাস ছিলেন। পরে তাঁকে মরুপ্রান্তরের মধ্যে দিয়ে পরিচালিত করা হয়, এবং অচিরেই ঈশ্বর তাঁকে তাঁর সেনাবাহিনীর অধিনায়ক নিযুক্ত করেন। তাঁকে অমালেকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হয়েছিল, এবং পরে একটি বিশাল দুর্গনগরী—যিরীহো—দখল করতে হয়।

তিনি তা করতে সক্ষম ছিলেন না, কারণ তিনি কখনো কোনো সামরিক বিদ্যালয়ে যাননি। যুদ্ধ বা কৌশল সম্পর্কে তাঁর কোনো জ্ঞান ছিল না। তবুও, ঈশ্বর তাঁকে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ ও শক্তি প্রদান করেছিলেন। ভাববাদী যিরমিয় এক তরুণ ছিলেন, আর ভাববাদী যিশাইয় নিজেকে

অশুচি ওষ্ঠাধরের মানুষ হিসেবে বিবেচনা করতেন এবং দানিয়েল নিজের মধ্যে ও তাঁর জাতির মধ্যে পাপ দেখতে পেতেন। সুতরাং তারা প্রত্যেকেই অনুপযুক্ত ছিলেন কিন্তু ঈশ্বর প্রায়শই এমন অনুপযুক্ত ও অপ্রস্তুত ব্যক্তিদেরই নিজের সেবাকার্যের জন্য বেছে নেন।

এটি আপনার জন্য এক সান্ত্বনার বিষয় হোক, যখন আপনি একজন পালক হিসেবে ভাবেন—"আমি কীভাবে এই আহ্বান পূর্ণ করব?" সত্য কথা হলো, আপনি নিজে থেকে তা করতে পারবেন না, কিন্তু ঈশ্বর তা করবেন আপনার মাধ্যমে। আর সেটিই ঈশ্বরের কাছে গৌরবজনক। এই ভাবেই ঈশ্বর তাঁর পবিত্র নামকে সম্মানিত করেন আপনার জীবনে। প্রেরিতদের কথা ভাবুন, তাঁদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন সাধারণ হিব্রু জেলে। তাহলে কীভাবে তারা অবিশ্বাসী জগতের মধ্যে সুসমাচার প্রচার করতে পারলেন? আমরা সকলেই অনুপযুক্ত, সকলেই অযোগ্য।

আমরা কি আমাদের সন্তানদের ঠিক সেইভাবে লালন-পালন করতে পারি, যেমনভাবে করা উচিত? কে একজন ত্রুটিহীন স্বামী বা স্ত্রী, কিংবা এক জন ধার্মিক জীবনসঙ্গী হতে সক্ষম? প্রভু আমাদের যা কিছু করবার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন, তা পালন করার শক্তি আমাদের নিজেদের মধ্যে নেই। তাই জীবনে ঈশ্বরের উপর নির্ভরশীল হওয়া, এবং তাঁর কাছ থেকে সমস্ত সাহায্য খোঁজা সর্বোত্তম। তিনি সেই ঈশ্বর, যিনি দরিদ্রকে উত্তোলন করেন, এবং যাঁরা তাঁকে ডাকেন, তাঁদের আর্তনাদ তিনি শুনে থাকেন (গীতসংহিতা ৭২:১২)। অতএব, আমাদের শক্তি আমাদের নিজেদের মধ্যে নেই, কিন্তু সেই শক্তি ঈশ্বরের মধ্যে রয়েছে। সুতরাং ঈশ্বর আপনাকে যা কিছু করতে আহ্বান করেছেন, তিনি আপনাকে তাতে শক্তিশালী করে তুলবেন। তাই নিজের জীবনের আহ্বান থেকে সরে যাবেন না। প্রার্থনা আপনাকে শক্তি দেবে। এবং এইভাবে ঈশ্বরের নাম পবিত্র বলে মান্য হবে।

তাহলে, যখন আমরা আমাদের প্রয়োজনগুলি ঈশ্বরের সম্মুখে উপস্থাপন করি, তখন আমাদের প্রকৃতপক্ষে কোন বিষয়গুলি নিয়ে প্রার্থনা করা উচিত? আমাদের প্রার্থনার মূলত হওয়া উচিত—যেমন আমরা পরে প্রভুর প্রার্থনায় দেখতে পাবো—সকল পাপের জন্য ব্যক্তিগত ক্ষমা প্রার্থনা করা। আমাদের প্রার্থনা হওয়া উচিত। যেন যীশুর প্রতিমূর্তিতে আমাদের মধ্যে নূতনীকরণ ঘটে। এইভাবেই ঈশ্বর গৌরবান্বিত হোন—যখন তাঁর পুত্রের প্রতিচ্ছবি আমাদের জীবনে প্রতিফলিত হয়। মানুষ যেন আমাদের জীবন দেখে বুঝতে পারে, আমরা খ্রীষ্টের সঙ্গেই থেকেছি, যেমনভাবে তারা প্রেরিতদের মধ্যে তা দেখতে পেয়েছিল।

যীশুর প্রতিচ্ছবির কারণে মানুষ হয়তো আপনাকে বলতে পারে—আপনি প্রার্থনায় আপনার গোপন কক্ষে ঈশ্বরের সঙ্গে ছিলেন। আক্ষরিক অর্থে নয়, যেন আপনার মুখমণ্ডলে কিছু পরিবর্তন এসেছে বা তেমন কিছু নয়। কিন্তু আপনি যেভাবে আচরণ করবেন, আপনার কাজে, আপনার ব্যবহারে—সেইখানেই তা প্রতিফলিত হবে। আপনি জানেন, আপনি হয়তো নিজেও এই বিষয়ে অবগত হবেন না; আর এটাই প্রায়শই সর্বোত্তম। এমনকি আপনি নিজেও এই বিষয়টি নিজের মধ্যে দেখতে পারবেন না, কারণ তাহলে আপনি সহজেই অহংকারী হয়ে উঠতে পারেন। কিন্তু অন্যেরা অবশ্যই এটি লক্ষ করবে, আর এর কারণ হলো—আপনি গোপন কক্ষে আপনার প্রভুর সঙ্গে ছিলেন এবং নিজের হৃদয় তাঁর সামনে উজাড় করে দিচ্ছিলেন। ঈশ্বরের সম্মুখে নিবেদন করছিলেন, যেন খ্রীষ্টের প্রতিমূর্তি আপনার মধ্যে প্রতিফলিত হয়, যেন বিশ্বাসের জীবনে আপনাকে সে উৎসাহিত করে, সে আপনাকে সাহসী বানায়, আপনাকে অন্তর্দৃষ্টি ও প্রজ্ঞা দিয়ে সজ্জিত করে। আর এইভাবেই আপনি তাঁর মঙ্গল ও দান করার ইচ্ছার জন্য প্রার্থনা করেন, যেন তিনি আপনাকে আপনার প্রয়োজনের সমস্ত কিছু দান করেন।

আপনার প্রার্থনায় আপনি প্রভু যীশু খ্রীষ্টের সমাপ্ত কাজের ওপর নির্ভর করতে পারেন, যীশুর জন্য ঈশ্বর আপনার সমস্ত পাপ ক্ষমা করবেন। ঈশ্বর আপনার সমস্ত প্রয়োজনগুলি দিয়ে আপনাকে সজ্জিত করবেন, যেমন তিনি বলেছেন, "যাচ্ঞা কর, তোমাদিগকে দেওয়া যাইবে; অন্বেষণ কর, পাইবে" (মথি ৭:৭)। এইসবই ঈশ্বরের নামকে পবিত্র মান্য করে। তিনি গৌরব, প্রশংসা ও উপাসনা লাভ করেন; এবং যীশু খ্রীষ্টের প্রতি একটি নতুন আনুগত্যপূর্ণ জীবনে আপনি পরিচালিত হোন। এবং এইভাবেই জগৎকে অস্বীকার করার, নিজেকে অস্বীকার করার, এবং তাঁকে প্রেম ও অন্বেষণ করার জন্য ঈশ্বর আমাদের অনুগ্রহ দান করেন।

তাই আমরা আমাদের জীবনে অবিরত পবিত্র আত্মার জন্য প্রার্থনা করে যাই। ঈশ্বর আমাদের সেই প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন—তিনি তাঁদের তাঁর পবিত্র আত্মা প্রদান করবেন, যারা তাঁর কাছে যাচ্ঞা করবে। লূক ১১:১৩ পদে বলা হয়েছে, "অতএব তোমরা মন্দ হইয়াও যদি তোমাদের সন্তানদিগকে উত্তম উত্তম দ্রব্য দান করিতে জান, তবে ইহা কত অধিক নিশ্চয় যে, স্বর্গস্থ পিতা, যাহারা তাঁহার কাছে যাচ্ঞা করে, তাহাদিগকে পবিত্র আত্মা দান করিবেন।" আপনি জানেন, একমাত্র ঈশ্বরের আত্মার দ্বারাই আমরা একটি খ্রীষ্টিয় জীবন যাপন করতে পারি।

পবিত্র আত্মার মাধ্যমেই ঈশ্বর আপনার জীবনে পবিত্র বলে মান্য এবং গৌরবান্বিত হবেন, কারণ পবিত্র আত্মা প্রেম, অনুগ্রহ ও করুনা দান করেন। তিনি জীবনের সকল প্রয়োজনীয় বিষয় প্রদান করেন। তিনি ঈশ্বরের লোকেদের পরিচালনা করেন। তাঁদের রক্ষা করেন। তিনি তাঁদের সঙ্গে তখনও থাকেন, যখন তারা এই পার্থিব জীবন ত্যাগ করেন (গীতসংহিতা ২৩:৪)। এবং তাঁর আত্মার দ্বারাই ঈশ্বর আপনাকে পথ নির্দেশ দেন ও শিক্ষা দেন কোন পথে আপনাকে অগ্রসর হতে হবে। তাঁর আত্মার মাধ্যমেই আপনি পাপে পতিত হওয়া থেকে রক্ষিত থাকবেন; এবং তাঁর আত্মার দ্বারাই আপনি শয়তানের প্রলোভনসমূহ প্রতিরোধ করতে শিখবেন। তাঁর আত্মার মাধ্যমেই আপনি পবিত্র আত্মার ফলে ফলবান হবেন।

তার আত্মার মাধ্যমেই আপনি প্রতিদিনের জীবনে বুদ্ধি ও অনুগ্রহ লাভ করবেন। তাঁর আত্মার মাধ্যমেই আপনার জীবনে ঈশ্বরভীতি বৃদ্ধি পাবে; এবং আপনি নম্র হয়ে ঈশ্বরের সঙ্গে পথ চলবেন। অনন্তকালীন ঈশ্বর হবেন আপনার আশ্রয় ও নির্ভরতা—তিনি হবেন আপনার সব কিছু, আপনার সর্বেসর্বা (১ করিন্থীয় ১৫:৫৮)। এবং এইভাবেই ঈশ্বর আপনার জীবনে গৌরবান্বিত ও পবিত্র বলে মান্য হবেন। তিনি সমস্ত কিছুই উত্তমভাবে সম্পন্ন করেন। এই কারণেই প্রার্থনার মাধ্যমে প্রভুর সম্মুখে আসা এক বিশাল আশীর্বাদ ও সম্মানের বিষয়—যে আপনি আপনার সমস্ত মিনতি ও প্রার্থনাগুলি তাঁর সামনে উজাড় করে দিতে পারেন। তিনি এমন একজন ঈশ্বর, যিনি সব কিছুই উত্তমরূপে করেন (মার্ক ৭:৩৭)।

আপনি জানেন কখন আপনি এটি দেখতে পারবেন? আপনি এটি আপনার জীবনের শেষে দেখতে পারবেন, যখন আপনি তাঁর সম্মুখে আসবেন। ঠিক একটি কৃষকের পুত্রের মতো—কৃষক তাঁর পুত্রকে নিজের সঙ্গে নিয়ে যান, এবং তারা একসাথে জমিতে লাঙল চালান। প্রথমে বাবা মাটিতে একটি সোজা রেখা তৈরি করেন, তারপর তিনি লাঙলটি ছেলেকে দেন। ছেলে সেটি ধরে, কিন্তু বাবা তাঁর নিজের হাতটি ছেলের হাতের উপর রাখেন। এবং সেইভাবেই ছেলে জমিতে একটি সোজা রেখা কাটে। রেখার শেষে পৌঁছালে ছেলেটি হেসে তার পিতার দিকে তাকায়। পিতা নিচে তাকিয়ে বলেন, "সাবাশ, আমার পুত্র!" কিন্তু পুত্র জানে, এটা সে একা করেনি—পিতার হাতই ছিল তার উপর। সে জানে, "আমার পিতাই সব করেছে।"

সুতরাং, যখন ঈশ্বরের লোকেরা স্বর্গে প্রবেশ করবেন, যেমন আমরা দৃষ্টান্তে পড়ি, তখন ঈশ্বর বলবেন, "বেশ! উত্তম ও বিশ্বস্ত দাস" (মথি ২৫:২১)। কিন্তু বাস্তবে, তাঁর সন্তানেরা বলবেন, "আপনিই এই সকল করেছেন; সমস্ত গৌরব আপনারই। আমার জীবনে আমাকে আপনি বহন করেছেন, এই সকল আপনার দ্বারাই সম্পন্ন হয়েছে। অনন্তকাল ধরে আপনার নাম পবিত্র বলে মান্য হোক।" এবং তারা তাঁদের মুকুটগুলো ঈশ্বরের চরণে অর্পণ করবেন, কারণ একমাত্র তিনিই গৌরবের যোগ্য। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত—সবকিছুই তিনিই করেছেন। আমেন।

ধন্যবাদ।

বক্তৃতা ৪

তোমার রাজ্য আইসুক

প্রার্থনার সৌন্দর্য ধারাবাহিক বক্তৃতার চতুর্থ পর্বে আপনাকে স্বাগত। এখন আমি সেই প্রার্থনার বিষয়টি তুলে ধরতে চাই, যা প্রভু যীশু আমাদের শিখিয়েছেন—"তোমার রাজ্য আসুক"। এখন পর্যন্ত আমরা প্রভুর প্রার্থনায় দেখেছি, তিনি আমাদের এইভাবে প্রার্থনা করতে বলেন: "হে আমাদের স্বর্গস্থ পিতা, তোমার নাম পবিত্র বলে মান্য হউক, তোমার রাজ্য আসুক।" "তোমার নাম পবিত্র বলে মান্য হউক" এবং "তোমার রাজ্য আসুক"—এই প্রথম ও দ্বিতীয় অনুরোধের মধ্যে কি কোনো সম্পর্ক রয়েছে?

কোনো সম্পর্ক রয়েছে? হ্যাঁ, অবশ্যই রয়েছে. কারণ উভয় আবেদনই ঈশ্বর-কেন্দ্রিক, তাঁর মহিমা-কেন্দ্রিক, এবং তাঁর গৌরব-কেন্দ্রিক। প্রথম অনুরোধে আমরা দেখি, ঈশ্বর পবিত্র; এবং সমস্ত গৌরব, প্রশংসা ও উপাসনা কেবল তাঁরই প্রাপ্য। তাঁর নাম পবিত্র বলিয়া মান্য হওয়া উচিত। আমরা উপলব্ধি করি, তিনি সেই পরম প্রেমযোগ্য, সার্বভৌম সর্বশক্তিমান ঈশ্বর—প্রভুদের প্রভু, রাজাদের রাজা। সমস্ত গৌরব তাঁরই। প্রকৃতপক্ষে, আমরা কখনোই ঈশ্বরের নামের মহিমা সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধি করতে সক্ষম হব না।

ঈশ্বর কে তা কল্পনা করাও আমাদের পক্ষে দুরূহ, কারণ তিনি আমাদের ঊর্ধ্বে। এইজন্যই তাঁর নাম অবশ্যই পবিত্র বলে মান্য হোক, এবং গৌরবান্বিত হোক। এটি আমাদের জীবনের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এই অনুরোধের সঙ্গে সম্পর্কিত দ্বিতীয় আবেদন—তাঁর রাজ্য আসুক, কারণ ঈশ্বরের রাজ্যও তাঁর মতোই গৌরবময়। তাঁর রাজ্য বিশাল ও বিস্তৃত। এই অনুরোধের মাধ্যমে প্রভু যীশু যেন আমাদের হাত ধরে ঈশ্বরের রাজ্যের মধ্যে দিয়ে পরিচালিত করেন। তিনি আমাদের দেখান এই রাজ্য কত গৌরবময়। যেমন ঈশ্বর স্বয়ং গৌরবময়, তেমনই তাঁর রাজ্যও গৌরবময়। এই রাজ্য প্রভু যীশু খ্রীষ্টের, এবং তা আসছে। এই রাজ্য গঠিত হচ্ছে। এই রাজ্য পৃথিবীতে এসেছিল যেদিন প্রভু যীশু আগমন করেছিলেন। তিনি ঈশ্বরকে আমাদের মধ্যে প্রকাশ করেছিলেন। তিনি সর্বত্র প্রচার করেছিলেন স্বর্গরাজ্য সন্নিকট, অতএব অনুতপ্ত হও এবং সুসমাচারে বিশ্বাস করো।

যেই দিন থেকে তাঁর আগমন হয়েছে, সেদিন থেকেই ঈশ্বরের রাজ্য আমাদের জগতে আসতে শুরু করেছে। প্রভু যীশু তাঁর রাজ্যকে বাস্তবায়ন করার জন্য জগৎ ইতিহাসের প্রতিটি ঘটনাকে পরিচালনা করছেন। যখন এই স্বর্গরাজ্য সম্পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত হবে, তখন তাঁর সব লোকেরা—সমস্ত যুগের ও সমুদয় জগতের তাঁর মনোনীতরা—তাঁর সঙ্গে থাকবে, পাপমুক্ত হয়ে তাঁকে সেবা করবে। তারা অনন্তকাল ধরে সদাপ্রভুর গৌরব করবে। তারা সব কিছুর ঊর্ধ্বে ঈশ্বরকে ভালোবাসবে। কতই না গৌরবময় এই রাজ্য, যেখানে কোনো পাপ, কোনো অন্ধকার, কোনো দাগ বা কলঙ্ক থাকবে না। সবাই হবে নিখুঁত। বিভিন্ন জাতির অসংখ্য মানুষ সেই রাজ্যে উপস্থিত থাকবে। এই পৃথিবীতে এই রাজ্যই হলো তাঁর মণ্ডলীর আকাঙ্ক্ষা।

এই পৃথিবীতে তাঁর রাজ্যের আগমনই সবচেয়ে গৌরবময় বিষয়, এবং এইজন্যই তাঁর লোকেরা তাঁর মণ্ডলীকে ভালোবাসে। মণ্ডলী হলো তাঁর রাজ্যের প্রকাশ। তারা তাঁর রাজ্যের আগমনের অন্বেষণ করে, কারণ সেটিই হবে ঈশ্বরের গৌরবের পরিপূর্ণ প্রকাশ।

এই বিষয়টি বিবেচনা করার সময় একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা হলো, প্রভু যীশু নিজেই আমাদের শেখান: তোমার নাম পবিত্র বলে মান্য হোক, তোমার রাজ্য আসুক। এটির সঙ্গেই সম্পর্কিতভাবে প্রভু যীশু আমাদের শেখান, “তোমার ইচ্ছা সিদ্ধ হউক, যেমন স্বর্গে, তেমনি পৃথিবীতেও

হউক।" এই সমস্ত বিষয় আমাদের দেখায় যে, সমস্ত গুরুত্ব ও মনোযোগ ঈশ্বরের ওপরেই কেন্দ্রীভূত হওয়া উচিত। ঈশ্বর ও তাঁর গৌরব সবকিছুর উর্ধ্বে। যখন প্রভু যীশু আমাদের প্রার্থনা করতে শেখান, তিনি আমাদের প্রথমে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতে শেখান।—তাঁর গৌরবের জন্য, তাঁর রাজ্যের বিস্তারের জন্য, যেন পাপীরা তাঁর ইচ্ছা পূরণ করা শিখতে পারে। এটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের প্রার্থনায় ঈশ্বরকেই সর্বাধিক গুরুত্ব ও অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত।

তারপর আমরা আমাদের সমস্ত প্রয়োজন ঈশ্বরের সম্মুখে উপস্থাপন করতে পারি। যেমন যীশু আমাদের চতুর্থ অনুরোধে শেখান, "আমাদের প্রয়োজনীয় খাদ্য আজ আমাদিগকে দেও"—এই বিষয়টি আমরা পরবর্তী বক্তৃতাগুলিতে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করবো। আমরা দেখতে পাই, যদিও আমাদের ব্যক্তিগত প্রয়োজনগুলি গুরুত্বপূর্ণ, প্রার্থনা জীবনের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো এটি যেন ঈশ্বরকেন্দ্রিক ও তাঁর রাজ্যকেন্দ্রিক হয়—যেন তাঁর ইচ্ছা তাঁর লোকেদের জীবনে পরিপূর্ণ হয়, এবং তারা যেন তাঁকে অনুসরণ করতে শেখেন। আমাদের ব্যক্তিগত প্রার্থনায় এই বিষয়গুলিকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিতে হবে।

এবার আমরা এই বিষয়টির উপর, এই আবেদনটির উপর মনোনিবেশ করব—"তোমার রাজ্য আইসুক।" সর্বপ্রথম, আমরা একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন করতে পারি: ঈশ্বরের রাজ্য বলতে কী বোঝায়? তারপর আমরা ঈশ্বরের প্রকৃতির রাজ্যের কথা উল্লেখ করতে পারি। ঈশ্বর প্রভু স্বর্গ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছিলেন। তিনি প্রত্যেক জীবিত সত্তার সৃষ্টি করেছেন। প্রত্যেক প্রাণী, প্রত্যেক উদ্ভিদ তিনি সৃষ্টি করেছেন, তাই প্রকৃতিতে আমরা ঈশ্বরের রাজ্য দেখতে পাই যা তিনি সৃষ্টি করেছেন। সাগর, এই জগৎ, প্রত্যেকটি তিনি সৃষ্টি করেছেন। তিনি সবকিছু কে আজ্ঞা দিতে পারেন। বাতাস এবং সমুদ্র সব কিছু তাঁরই।

এই প্রকৃতির রাজ্যের সাথেই যুক্ত আমরা তাঁর প্রভুত্বের রাজ্যকেও উল্লেখ করতে পারি। বাস্তবতা হলো, কোনো মানুষ ঈশ্বরকে ছেড়ে বাঁচতে পারে না। তাঁর মধ্যে আমরা বাস করি এবং তাঁর মধ্যেই আমাদের জীবন্ত সত্তা। আমরা তাঁকে ছেড়ে কিছুই করতে পারি না। এই জগৎ ভাগ্যের দ্বারা শাসিত হয় না, ঈশ্বরের দ্বারা শাসিত হয়, তাঁর প্রভুত্বের দ্বারা শাসিত হয়। প্রভু ঈশ্বর সব কিছুকে আদেশ দেন, এবং জগতের ওপর তাঁর প্রভুত্বের মাধ্যমে ঈশ্বর তাঁর ক্ষমতা, তাঁর মহিমা, তাঁর মঙ্গল প্রদর্শন করেন। সবকিছুই তাঁর নিয়ন্ত্রণে।

যখন আমরা উল্লেখ করছি "তোমার রাজ্য আইসুক", তখন আমরা ঠিক ততটা ঈশ্বরের প্রাকৃতিক রাজ্যের কথা বা, এর সাথে সম্পর্কিত, এই পৃথিবী এবং আমাদের জীবনে সমস্ত কিছু পরিচালনায় তাঁর প্রভুত্বের কথা, শাসনের কথা, উল্লেখ করছি না। বরং, যখন আমরা "তোমার রাজ্য আইসুক" বলি, আমরা ঈশ্বরের একটি বিশেষ রাজ্যের বিষয় উল্লেখ করছি। এটি সেই জগৎ, যেখানে ঈশ্বরকে মান্য করা হয় ও ভালোবাসা হয়। আমরা বলতে পারি, ঈশ্বরের রাজ্য গঠিত তাঁদের নিয়ে, যারা ঈশ্বরকে ভালোবাসে, যারা তাঁকে শাসক ও প্রভু হিসেবে স্বীকার করে, যাঁরা তাঁর সামনে নত হতে শেখে এবং তাঁকে মান্য করতে আগ্রহী। আমরা দেখি, তাঁর রাজ্য স্বর্গে বিদ্যমান, এবং সেখানে এটি নিখুঁত। সেখানেই আমরা স্বর্গদূতদের দেখি। স্বর্গদূতেরা ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন করতে এবং তাঁর ইশারা অনুসরণ করতে সর্বদা প্রস্তুত। কোনো আপত্তি ছাড়াই তারা ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন করতে প্রস্তুত ও তৈরি।

এবং সেই স্বর্গরাজ্যে সমস্ত যুগের, সমস্ত উদ্ধারপ্রাপ্ত, অসংখ্য জাতির মানুষ একত্রিত হচ্ছেন। তারা ইতিমধ্যেই সেখানে ঈশ্বরের প্রশংসা ও গৌরব করছেন, এবং তাঁকে ভালোবাসছেন। এটি স্বর্গে ঈশ্বরের রাজ্যের প্রকাশ। পাশাপাশি, ঈশ্বরের রাজ্য এই পৃথিবীতেও বিদ্যমান। তাঁর রাজ্য পৃথিবীতে সেখানে দৃশ্যমান, যেখানে তাঁর লোকেরা তাঁর সম্মুখে প্রণিপাত করে। এটি কোনো শহর-ভিত্তিক বাহ্যিক রাজ্য নয়, কোনো ভৌগোলিক রাজ্য নয়; এটি একটি আত্মিক রাজ্য। এটি গঠিত তাঁদের নিয়ে—যাঁরা তাঁর সম্মুখে প্রণিপাত করেন। তারা চিন, আফ্রিকা কিংবা আমেরিকায় যেখানেই অবস্থান করুন না কেন, যাঁরা তাঁকে অনুসরণ করতে ও ভালোবাসতে শিখেছেন, যাঁরা তাঁকে মান্য করতে আকাঙ্ক্ষী—তারাই একত্রে পৃথিবীতে ঈশ্বরের রাজ্য গঠন করেন।

আমরা এটিকে সেই রাজ্যও বলতে পারি, যেখানে তাঁর অনুগ্রহ প্রকাশিত হয়। সদাপ্রভু এই পৃথিবীর রাজ্য তাঁর শক্তি, প্রেম ও যত্নের মাধ্যমে শাসন করেন, কারণ তিনি তাঁর লোকেদের প্রতি যত্নশীল। তিনি তাঁদের নতুন করে গঠন করেছেন। তিনি তাঁদের নিজের রক্তের মাধ্যমে ক্রয় করেছেন। তিনি তাঁদের ওপর সদা নজর রাখেন, এবং জীবনে ও মৃত্যুর মাঝেও তাঁদের রক্ষা করেন। তারা তাঁরই।

আমরা বলতে পারি, পৃথিবীতে ঈশ্বরের রাজ্য আসলে তাঁর মণ্ডলী। তবে এটি সেই বাহ্যিক মণ্ডলী নয়, যেটি আমরা চোখে দেখি, কারণ আমরা শাস্ত্র থেকে জানি যে, যারা বাহ্যিকভাবে মণ্ডলীর অংশ, তারা সবাই সত্যিকারের সদস্য নয়। কেবল তারাই সত্যিকারের সদস্য, যারা নতুন করে জন্ম লাভ করেছে, যারা হৃদয় থেকে প্রভু যীশুকে ভালোবাসতে শিখেছে, যারা তাঁর ভালোবাসায় আকৃষ্ট হয়েছে, যারা তাঁর রক্তে উদ্ধারপ্রাপ্ত, যাদের হৃদয় পরিবর্তিত হয়েছে—তারাই খ্রীষ্টের মণ্ডলীতে অন্তর্ভুক্ত। তারা তাঁর। তারা তাঁকে গৌরবান্বিত করতে চায়। সেখানেই ঈশ্বরের লোকেরা তাঁর নামকে গৌরবান্বিত করতে ভালোবাসে এবং তাঁর রাজ্যকে এগিয়ে নিয়ে যেতে চায়।

এই রাজ্য অত্যন্ত সুন্দর। এই পৃথিবীতে এটি একটি আনন্দের বিষয়। এটি আশীর্বাদস্বরূপ, যখন প্রভু কোনো জাতির মধ্যে তাঁর রাজ্য স্থাপন করেন। এই পৃথিবীর বিভিন্ন জাতির মধ্যে ঈশ্বরের নিজস্ব লোকেরা রয়েছেন। কোনো জাতির জন্য, কোনো সমাজের জন্য এটি এক আশীর্বাদের বিষয়, যখন সেখানে খ্রীষ্টবিশ্বাসীরা থাকেন, যারা ঈশ্বরকে ভালোবাসতে ও মান্য করতে শেখে। এরা সবাই তাঁদের রাজা, প্রভু যীশু খ্রীষ্টের, কারণ তিনি তাঁদের পাপের মূল্য পরিশোধ করেছেন। তিনি তাঁদের শয়তানের শক্তি থেকে উদ্ধার করেছেন, এবং এখন তারা ভালোবাসার বন্ধনে ঈশ্বরের সঙ্গে যুক্ত। এই সবকিছুই ঈশ্বরের পবিত্র আত্মার কার্য।

ঈশ্বরের এই রাজ্য পৃথিবীতে বৃদ্ধি পাচ্ছে। এটি বৃদ্ধি পাচ্ছে কারণ প্রতিদিন মানুষের বিশ্বাস পরিবর্তন হচ্ছে। আমরা বলতে পারি, স্বর্গেও ঈশ্বরের রাজ্য প্রসার লাভ করছে, কারণ প্রতিদিন পৃথিবী থেকে কিছু মানুষ ঈশ্বরের কাছে স্বর্গে প্রবেশ করছেন। সেখানে তারা তাঁর সঙ্গেই আছেন। স্বর্গে জনসমষ্টি প্রতিদিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। আমরা বলতে পারি, ঈশ্বরের রাজ্য স্বর্গেও প্রসারিত হচ্ছে, তবে বিশেষভাবে পৃথিবীতেই এটি আরও বেশি করে প্রসার লাভ করছে—এই প্রার্থনায় আমরা সেই বিষয়টির দিকেই মনোনিবেশ করছি। আমরা প্রার্থনা করছি যেন তাঁর রাজ্য পৃথিবীতে বিস্তৃত হয়। আমরা বিশ্বাস করতে পারি, প্রতিদিন পৃথিবী জুড়ে মানুষ পরিবর্তিত হচ্ছে, এবং পবিত্র আত্মা তাঁর শক্তিশালী কার্যের মাধ্যমে ঈশ্বরের রাজ্যের জন্য নতুন নাগরিক অর্জন করছেন। প্রভু কাজ করছেন পাপীদের একত্রিত করতে, এবং সুতরাং এই রাজ্য বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই জন্য প্রভু সেবকদের, কর্মচারীদের, প্রবীণ ও উপ-পরিচরকদের ব্যবহার করেন। তিনি তাঁর লোকেদের সাক্ষ্যকেও ব্যবহার করেন, কারণ ঈশ্বরের সব সন্তানই সাক্ষী হবার জন্য আহ্বানপ্রাপ্ত। তাঁদের ডাকা হয়েছে, যাতে তারা তাঁদের রাজার আশীর্বাদসমূহ সম্পর্কে কথা বলে। তবে বিশেষভাবে, পালকদের ঈশ্বরের বাক্য প্রচারে বিশ্বস্ত হবার জন্য আহ্বান করা হয়েছে।

অনেক সময় পালকদের মনে হতে পারে, "আমার সমস্ত পরিশ্রমের ফল কী? মনে হয় সবই বৃথা।" তবু, আপনি জানতে পারেন, যেমন পৌল ১ করিন্থীয় ১৫ অধ্যায়ে বলেছেন— "প্রভুতে তোমাদের পরিশ্রম নিষ্ফল নয়" (৫৮ পদ)। প্রভু তাঁর দাসদের পরিশ্রমকে শক্তিশালীভাবে ব্যবহার করেন, যখন তারা তাঁর রাজ্যের প্রচার করেন। অনেক সময় আমাদের অজানায়, প্রভু তাঁর দাসদের মাধ্যমে তাঁর বাক্যের প্রচারকে ব্যবহার করেন। এটি কত মহান আহ্বান! তারা খ্রীষ্টের সহকর্মী হিসেবে আহ্বানপ্রাপ্ত। এটি গৌরবময়। এটি একজন ব্যক্তির করা সবচেয়ে আশীর্বাদপূর্ণ কাজ। এটি এমন এক কাজ, যা মানুষ করতে পারে—যার অনন্তকালীন প্রভাব রয়েছে। প্রভু তাঁর দাসদের আশীর্বাদ করেন, তাঁদের শক্তিশালী করেন। তাঁদের সেবার মাধ্যমে প্রভু তাঁর রাজ্যকে বিস্তার লাভ করান।

এখন প্রভু তাঁর রাজ্যকে বৃদ্ধি করছেন পাপের বাস্তবতার কারণেই। আমাদের জীবনে এই সত্য রয়েছে মানবজাতি পাপের শক্তি ও কর্তৃত্বের অধীন। মানুষকে সেই কর্তৃত্ব থেকে মুক্তি পেতে হবে। তারা পাপের দাসত্বে বন্দী। তাদের ধোয়া ও উদ্ধার করা প্রয়োজন, আর যীশুর সঙ্গে একটি নতুন জীবনের দিকে পরিচালিত হওয়ার প্রয়োজন। এই সমাজে এবং আমাদের পৃথিবীতে পাপের উপস্থিতির কারণেই ঈশ্বরের রাজ্য বৃদ্ধির সম্ভাবনা রয়েছে। প্রতিদিন বহু মানুষ পাপের দাসত্ব থেকে মুক্তি পাচ্ছে এবং খ্রীষ্টের সঙ্গে এক নতুন জীবনে প্রবেশ করছে।

আপনাকে বুঝতে হবে যে, ইতিহাসে একসময় এমন দিন ছিল, যখন পুরো পৃথিবী ঈশ্বরের রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। তখন ছিল জীবন, প্রাচুর্য, সুখ ও শান্তি। কিন্তু তারপর পাপ আমাদের জগতে প্রবেশ করল, কারণ মানুষ ঈশ্বরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করল এবং শয়তানের পক্ষ বেছে নিল। এর ফলাফল ছিল ভয়াবহ—মৃত্যু ও দুর্দশা পৃথিবীতে প্রবেশ করল, এবং পৃথিবীতে ঈশ্বরের রাজ্য ভেঙে পড়ল।

তখন ঈশ্বর, তাঁর ব্যাখ্যাতীত ভালোবাসায়, তাঁর পুত্রকে পাঠালেন, যাতে তিনি পাপের পরিণতি বহন করেন এবং তার মূল্য প্রদান করেন, পাপের শাস্তি। তিনি মৃত্যুকে জয় করলেন। তিনি জীবনদায়ী পবিত্র আত্মাকে অর্জন করেছেন, তিনি সেটির যোগ্যতা অর্জন করেছিলেন। আসলে ঈশ্বরের এই রাজ্য পুরাতন নিয়ম থেকেই শুরু হয়েছিল। তখন এটি খুব ছোট ছিল। আদম ও হবা থেকে শুরু হয়েছিল, তারপর হেবলের

মাধ্যমে এগিয়েছে। তারপর প্রভু নোহের সঙ্গে আবার শুরু করলেন। আবার, যখন ঈশ্বরের মানুষ তাঁকে ত্যাগ করল এবং সারা পৃথিবী দুরাচারে নিমজ্জিত হয়ে পড়ল, তখন প্রভু আবার শুরু করলেন অব্রাহামের সঙ্গে, এবং অব্রাহামের মাধ্যমে ইস্রায়েল জাতিকে গঠন করলেন।

তারা ঈশ্বরের বাক্যের আলো গ্রহণ করেছিল। তাদের জানানো হয়েছিল, প্রতিশ্রুত উদ্ধারকর্তা—মশীহ—তাদের মধ্য থেকেই আসবেন। প্রভু যীশু যখন এলেন, তখন তিনি লোকদের বললেন (মার্ক ১:১৫), "কাল সম্পূর্ণ হইল, ঈশ্বরের রাজ্য সন্নিকট হইল; তোমরা মন ফিরাও, ও সুসমাচারে বিশ্বাস কর।" কিন্তু আমরা জানি কী হয়েছিল—ইস্রায়েল জাতি প্রভু যীশুকে প্রত্যাখ্যান করল। ইস্রায়েল এবং পরজাতীয়রা একসঙ্গে প্রভু যীশুকে ক্রুশবিদ্ধ করল। সমগ্র মানবজাতিই খ্রীষ্টের সামনে নত হতে চায়নি।

তাঁর পুনরুত্থান ও স্বর্গারোহণের পর ঈশ্বর তাঁর পবিত্র আত্মা ঢেলে দিলেন। তখন তাঁর প্রেরিতরা সারা পৃথিবী জুড়ে ঈশ্বরের রাজ্যের প্রচার শুরু করলেন। তখন ঈশ্বরের রাজ্য সব জাতির মধ্যে বিস্তার লাভ করতে লাগল। আর তাই, যদিও কেউ ঈশ্বরকে অন্বেষণ করছিল না এবং কেউ ঈশ্বরের সন্ধান করছিল না, তবুও ঈশ্বর নিজেই নিশ্চিত করলেন যেন কিছু মানুষ পরিবর্তন হয়—এমন এক জনগোষ্ঠী যেন গঠিত হয়, যারা ঈশ্বরের ইচ্ছানুযায়ী জীবন যাপন করবে, ঈশ্বরকে ভালোবাসবে, ও তাঁর নামের গৌরব করবে। পাপীদের উদ্ধার করার এই মহিমাময় কার্য শেষ দিন পর্যন্ত স্থায়ী থাকবে এবং নিরবচ্ছিন্নভাবে চলতে থাকবে।

তখন, সেই শেষ দিনে, ঈশ্বর তাঁর সমস্ত শত্রুদের পরাজিত করবেন। তিনি শয়তানকে দণ্ডিত করবেন, এবং তারপর ঈশ্বর প্রভু এই পৃথিবীতে তাঁর রাজ্য স্থাপন করবেন। এই পৃথিবী নতুন করে গঠিত হবে। স্বর্গ ও পৃথিবী একত্রিত হবে, এবং প্রভু যীশু তাঁর প্রজাদের সঙ্গে মহিমা ও শান্তিতে চিরকাল রাজত্ব করবেন।

যখন আমরা প্রার্থনা করি, 'তোমার রাজ্য আইসুক,' তখন আমরা সেই মহিমান্বিত রাজ্যের আগমনের জন্য প্রার্থনা করি। অতএব এখন, এই বর্তমান সময়ে, অর্থাৎ বিচারের দিন আসার আগে পর্যন্ত সময়টিতে, আমরা প্রার্থনা করি যেন ঈশ্বর তাঁর রাজ্য বিস্তার করেন, যেন বহু মানুষ পরিবর্তিত হয়, যেন সর্বত্র সুসমাচার মানুষের জীবনে প্রবেশের সুযোগ পায়। যেমন আমরা প্রার্থনা করি 'তোমার রাজ্য আইসুক,' আমরা আসলে প্রার্থনা করি, যেন মানুষ ভ্রান্ত ধর্মগুলির—যেমন ইসলাম, বৌদ্ধ ধর্ম এবং হিন্দুধর্ম ইত্যাদি—থেকে উদ্ধার পায়। আমরা প্রার্থনা করি ইহুদিদের পরিবর্তনের জন্য। আমরা প্রার্থনা করি, যেন সমগ্র বিশ্বের মানুষ নত হতে শেখে, কারণ প্রভু যীশুই হলেন প্রকৃত উদ্ধারকর্তা। আর তাই আমাদের প্রার্থনা করতে আহ্বান জানানো হয়েছে—'তোমার রাজ্য আইসুক।'

এই প্রার্থনার সঙ্গে যুক্ত থাকে প্রভু যীশুর জন্য যারা কষ্ট ভোগ করছেন, তাঁদের জন্য প্রার্থনা করা। আমরা প্রার্থনা করি, যেন অন্যান্য মানুষ পরিবর্তিত হয়। আমরা প্রার্থনা করি, ঈশ্বরের মণ্ডলী যেন মানুষের অজ্ঞানতা, অত্যাচার এবং দুঃখ-কষ্টের মাঝেও স্থায়ী থাকে। যখন আমরা আমাদের চারপাশের মানুষদের জন্য প্রার্থনা করি, তখন আমরা বিশ্বাস রাখতে পারি যে, ঈশ্বর আমাদের প্রার্থনা শুনবেন। প্রভু ঈশ্বর বন্দি থাকা মানুষদের, যাঁরা যীশুর নামে লাঞ্ছনা ভোগ করছেন, তাঁদের শক্তি প্রদান করবেন। আমরা বিশ্বাস করি, ঈশ্বর সেইসব মানুষদেরও পরিবর্তন করবেন, যারা এখনো সুসমাচার থেকে অজ্ঞ। আমরা বিশ্বাস করি, ঈশ্বর পাপীদের পরিবর্তন করবেন এবং তাঁর লোকদের তাঁদের সংগ্রামে শক্তি প্রদান করবেন।

আমরা যখন প্রভুর কাছে তাঁর রাজ্যের আগমনের জন্য প্রার্থনা করি, তখন আমরা প্রার্থনা করি যে ভুল এবং ধর্মবিরোধী মতবাদগুলি উন্মোচিত হোক, যেন অনেকেই ধার্মিকতার শক্তি লাভ করে। আমরা প্রার্থনা করি যে ঈশ্বরের লোকেরা পুনরুজ্জীবিত হয়, যেন মন্ডলীর সকল শত্রুরা পরাজিত হয়, যেন শয়তানের সব কু-চক্রান্ত ব্যর্থ হয়। এই সমস্তই 'তোমার রাজ্য আসুক' প্রার্থনার অন্তর্ভুক্ত।

আপনার প্রার্থনার জীবন কেমন? আমরা কি আমাদের চারপাশের মানুষদের জন্য প্রার্থনা করি? আমরা কি প্রার্থনা করি যেন অন্যরাও এই মহান পরিত্রাণ দেখতে পাক? যদি তাই হয়, তবে আমাদের দায়িত্ব এই পরিত্রাণের সাক্ষী হওয়া। আমাদেরকে আমাদের চারপাশের মানুষদের সাথে এই মহান পরিত্রাণের বিষয় কথা বলতে হবে। আমাদের ধার্মিকতার জীবিত একটি উদাহরণস্বরূপ হতে হবে। এটি সব চাইতে কঠিন অংশ। প্রভু যীশু খ্রীষ্টের বিষয়ে কথা বলা কঠিন, কিন্তু তার থেকেও বেশি কঠিন আমাদের কাজে ও আচরণে একটি জীবন্ত সাক্ষী হওয়া। এবং তাই "তোমার রাজ্য আসুক" প্রার্থনার সাথে জড়িত রয়েছে এই দায়িত্ব—যে আমরা যেন প্রভু যীশু খ্রীষ্টের জীবন্ত সাক্ষী হই। কারণ শয়তানের

দাসত্ব থেকে মুক্তি পাওয়া এবং এই জাগতিক সমস্ত বাতাস থেকে মুক্ত হওয়া এবং অহংকারের জীবন থেকে মুক্তি পাওয়া এবং শূন্যতা পূর্ণতায় পরিবর্তিত হয়ে যায় এবং আমরা ঈশ্বরের মহিমা দেখতে পাই, তাঁকে ভালোবাসতে শিখি, এটি গৌরবের বিষয়। তারপর আমাদের জীবনে একটি লক্ষ্য থাকে।

"তোমার রাজ্য আইসুক" এই প্রার্থনাটি বিবেচনা করার সময় আমাদের নিজেদেরও বিবেচনা করতে হবে, আমরা কি তাঁর রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত কিনা। এর মানে হলো, ঈশ্বরের আত্মা কি আমাদের জীবন পূর্ণ করেছেন? পবিত্র আত্মা কি আপনার জীবনকে পূর্ণ করেছেন? যখন পবিত্র আত্মা জীবনে কাজ করেন, তিনি আমাদের দেখান যে আমরা ঈশ্বরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছি। তিনি আমাদের দেখান আমাদের হৃদয় ঈশ্বরের বিরুদ্ধে, যে আমরা জীবনে নিজেদের ইচ্ছার ওপর মনোযোগ দিতে চাই। পবিত্র আত্মা আমাদের অপরাধ আমাদের নিজেদের কাছে প্রকাশ করেন। তিনি আমাদের বিনম্র করেন, এবং আমরা দেখতে পাই, অনুগ্রহের অভিজ্ঞতা লাভ করার পরেও আমরা আমাদের নিজস্ব পথে চলতে কতটা আগ্রহী, আমরা এখনও প্রায়শই নিজেদের ইচ্ছার অন্বেষণ করি।

তারপর পবিত্র আত্মা আমাদের ঈশ্বরের সম্মুখে নত হওয়ার আকাঙ্ক্ষা দেন। পবিত্র আত্মা আমাদের ঈশ্বরকে সবকিছুর ঊর্ধ্বে ভালোবাসতে শেখান। যখন আমরা প্রার্থনা করি 'তোমার রাজ্য আসুক', তখন আমরা প্রার্থনা করি যেন আমরা নিজেরাই সেই রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হই। আসলে আমরা মৌখিকভাবে এই অনুরোধটি করি, যেন বলি: 'তোমার বাক্য ও আত্মার দ্বারা আমাদের ওপর রাজত্ব করো, যেন আমরা নিজেদের আরও বেশি করে তোমার কাছে সমর্পণ করতে পারি।' এবং তাই এই আবেদন 'তোমার রাজ্য আসুক' আমাদের ব্যক্তিগত আনুগত্যের প্রয়োজন প্রকাশ করে, কারণ ঈশ্বরের রাজ্য আনুগত্যের মাধ্যমে, নম্র আনুগত্যের মাধ্যমে আমাদের জীবনে জায়গা তৈরি করে।

পবিত্র আত্মা আমাদের শেখান যেন আমরা সম্পূর্ণরূপে প্রভু ঈশ্বরের উপর নির্ভরশীল হই। মানুষের স্বাভাবিক প্রবণতা হলো, মানুষ তার নিজের জীবন শাসন করার স্বপ্ন দেখে; কিন্তু প্রভু যীশু মানুষকে শেখান এই প্রার্থনা করতে: 'তোমার বাক্য ও আত্মার দ্বারা আমাদের শাসন করো, যেন আমরা আরও বেশি করে তোমার কাছে আত্মসমর্পণ করি।' এটি কি আপনার প্রার্থনাও? এটি কি আপনাকে উৎসাহিত করে? আমাদের জীবনের আকাঙ্ক্ষা হওয়া উচিত, যেন আমরা প্রভুকে আমাদের রাজা হিসেবে গ্রহণ করি, যেন তিনি আমাদের জীবন শাসন করেন, যেন তিনি আমাদের পরিচালিত করেন। আমরা কি শিখেছি এইভাবে প্রার্থনা করতে: "প্রভু, আমাদের তোমার নামের গৌরবের দিকে পরিচালিত করো"? আমরা কি এইভাবে প্রার্থনা করতে শিখেছি: "প্রভু, আমাদের জীবনে নিজেকে গৌরবান্বিত করো"?

যদি এমনটি হয় যে আমরা এই প্রার্থনাটি না জানি, তবে আমরা এখনো ঈশ্বরের বিরোধিতাই করছি, এবং আমরা চাই না তিনি আমাদের জীবন শাসন করুন। তখন আমরা একা হয়ে পড়ি। যদি আমরা এই রাজাকে ছেড়ে থাকি, যদি আমরা তাঁর রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত না হই, তবে আমাদের নিজেদের উপর নির্ভর করেই বাঁচতে হবে। কিন্তু কেউ আমাদের যত্ন নেবে না। শয়তান কখনোই আমাদের যত্ন নেবে না। জগৎও আমাদের যত্ন নিতে পারে না। আর আমরা নিজেরাই নিজেদের যত্ন নিতে অক্ষম। তখন বিপদে কে আপনাকে রক্ষা করবে? কে এই জীবনের পথে আপনাকে পরিচালনা করবে? আপনার মৃত্যুর সময় কে আপনার পাশে থাকবে? প্রভু যীশুর কাছে সত্য অর্থে মাথা নত না করে, আপনি নিজেকে সমস্ত জীবনের উৎস থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলছেন। এই অবস্থায় থাকা খুবই শোচনীয়।

দেখুন যীশু কত মঙ্গলময়! কোনো কিছুই ঈশ্বরের লোকেদের তার ভালোবাসা থেকে বিচ্ছিন্ন করতে পারে না, তিনি তাদের যত্ন নেন। যখন তিনি আপনার রাজা, তখন আপনি কখনোই একা নন। তিনি আপনাকে শক্তিশালী করেন। তিনি আপনাকে পরিচালনা করেন। তাহলে, ঈশ্বর কীভাবে আপনাকে পরিচালনা করেন? তিনি তাঁর বাক্য এবং পবিত্র আত্মার মাধ্যমে আমাদের পরিচালনা করেন। পবিত্র আত্মা আমাদের তাঁর বাক্যের অনুযায়ী আনুগত্য হতে শেখান।

আমরা এটিও দেখি যে এই আবেদনটি পূর্ণ হবে। "তোমার রাজ্য আসুক" অনুরোধের পরিপূর্ণতা দেখা যায় সেই সকল মানুষের জীবনে, যারা তাঁর প্রতি বাধ্য। এই মানুষেরা খ্রীষ্টকে ভালোবাসতে শেখে। তারা তাঁর মণ্ডলীকে ভালোবাসে, এটাই তাঁর রাজ্যের প্রকাশ। তারপর আমরা ঈশ্বরের মণ্ডলীকে সহায়তা করতে আকাঙ্ক্ষিত হই। আমরা দেখবো পাপীরাও তাঁকে অনুসরণ করবে। যখন আমরা প্রভু যীশুর জন্য অর্জিত হই, তখন আমরা তাঁর মন্ডলীর অন্তর্ভুক্ত, আর আমরা তাঁর মণ্ডলীকে ভালোবাসবো। আমরা তাঁর যত্ন নেবো, আমরা তাঁকে সহায়তা করবো এবং আমরা তাঁর জন্য প্রার্থনা। আমরা এও প্রার্থনা করবো যেন তাঁর মণ্ডলী শয়তানের আক্রমণ থেকে মুক্তি পায়, কারণ ঈশ্বরের রাজ্যের

অগ্রগতিকে বাধাগ্রস্ত ও থামানোর চেষ্টায় দিয়াবল সর্বদা কর্মরত। দিয়াবল প্রভুর এক বড় প্রতিপক্ষ এবং শত্রু। সে সর্বদা মণ্ডলীকে ধ্বংস করার চেষ্টায় কর্মে লিপ্ত থাকে। সে মণ্ডলীকে ঘৃণা করে, কারণ সে মণ্ডলীর রাজাকে ঘৃণা করে। দিয়াবল এই কাজ করে, কারণ সে স্বভাবে মন্দ। যখন আমরা প্রার্থনা করি "তোমার রাজ্য আসুক," তখন আমরা প্রার্থনা করি যেন ঈশ্বর শয়তানের সব দুষ্ট পরিকল্পনা ধ্বংস করে দেন।

প্রত্যেক সম্ভাব্য উপায়ে দিয়াবল মণ্ডলীকে ক্ষতিগ্রস্ত করার চেষ্টা করে — অত্যাচারের মাধ্যমে, জাগতিকতার মাধ্যমে, এবং মিথ্যা ধর্মের মাধ্যমে। আমাদের প্রার্থনা করতে হবে, যেন প্রভু তাঁর লোকদের তাড়নার মধ্যেও স্থায়ী রাখেন। যখন আমরা প্রার্থনা করি, "তোমার রাজ্য আইসুক," তখন আমরা প্রার্থনা করি, যেন উদাসীন হয়ে পড়া মণ্ডলী আবার পুনরুজ্জীবিত হয়, যেন ভ্রান্ত মতবাদসমূহ পরাস্ত হয়। আমরা প্রার্থনা করি, যেন সর্বত্র তাঁর মণ্ডলী বৃদ্ধি পায়, সুস্থ ও শক্তিশালী হয়। এই প্রার্থনা আমাদের নিজের স্বভাবের বিরুদ্ধেও—আমাদের উদাসীনতা ও প্রাকৃতিক অলসতার বিরুদ্ধে এক প্রার্থনা। এই আবেদনটি আমাদের নিজেদেরকে ব্যক্তিগতভাবে অভিযুক্ত করে যে আমরা স্বার্থকেন্দ্রিক এবং আমরা তাঁর মন্ডলীর প্রতি যেমন মনোযোগী হওয়া উচিত তেমন মনোযোগী নই।

যখন আমরা প্রার্থনা করি, "তোমার রাজ্য আসুক," তখন আমরা আসলে প্রার্থনা করি, "আমার রাজ্য অধঃপতিত হোক এবং আমার সম্মান সামান্য বা একেবারেই গুরুত্বপূর্ণ না হোক, কিন্তু তোমার রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হোক।" তখন তোমার সত্য স্বীকৃত হবে, এবং মানুষ খ্রীষ্টের মধ্যে অনন্ত জীবন ও প্রকৃত পরিত্রাণ লাভ করবে।" আমরা প্রার্থনা করি, "হে প্রভু, তোমার মণ্ডলীর বিস্তার ও সংরক্ষণের মাধ্যমে এবং শত্রুদের হাত থেকে রক্ষা করার মাধ্যমে তুমি নিজেকে গৌরবান্বিত করো।

এই আবেদনটি অবশেষে ঈশ্বরের মহিমার দিকে নিয়ে যাবে, কারণ ঈশ্বরের রাজ্য অবশ্যই আসবে। এটি নিশ্চিতভাবেই আসবে। তখন প্রভু সব কিছুর মধ্যে সর্বেসর্বা হবেন। তিনি তাঁর সমস্ত লোকদের জন্য সবকিছু হয়ে উঠবেন। এটাই ঈশ্বরের সমস্ত লোকেদের আশা ও প্রত্যাশা। এই কারণেই তারা সাহস ধরে রাখে। এই কারণেই তারা এগিয়ে চলে। তারা জানে, তাঁর রাজ্য অবশ্যই আসবে। সুতরাং, আমাদের মনোযোগ যেন নিজেদের স্বাচ্ছন্দ্য, নিজেদের আনন্দ, বা নিজেদের সমৃদ্ধির উপর না থাকে, বরং আমাদের আকাঙ্ক্ষা হোক ঈশ্বরের মহিমার জন্য, তাঁর রাজ্যের বিস্তারের জন্য — যেন পাপীরা উদ্ধার পায় এবং ঈশ্বরকে সমস্তকিছুর ঊর্ধ্বে ভালোবাসতে শেখে।

তখন আমাদের আকাঙ্ক্ষা হবে যেন ঈশ্বরের মহিমাময় আলোতে ভরা রাজ্য আসুক এবং দিয়াবলসহ সমস্ত শত্রু পরাজিত হোক। যখন প্রভু আপনাকে তাঁর রাজ্যের জন্য জয় করবেন, তখন এটি আপনার জীবনে বাস্তব হয়ে উঠবে। তাহলে এটির অন্যথা হবে না, তখন আপনি স্বাভাবিকভাবেই আকাঙ্ক্ষা করবেন যেন তাঁর রাজ্য বিস্তার লাভ করে — শুধু বিশ্বব্যাপী নয়, আপনার নিজের জীবনেও, যাতে আপনি ক্রমশ তাঁর জন্য আরও বেশি করে অর্জিত হোন। 'তোমার ইচ্ছা পালন করতে আমাকে শেখাও, হে প্রভু। আমার নিজের দেহকে ক্রুশবিদ্ধ করতে শেখাও। আমার ভেতরের পুরাতন মানুষটি যেন মরে, আর তোমার আত্মার ফল বহন করতে শেখাও যাতে তোমার রাজ্য আমার মধ্যে আসে। তোমার ভালোবাসা, হে প্রভু, আমাকে বাধ্য করবে। অন্যদের জন্য আশীর্বাদ হতে শেখাও, যদিও আমি আসলে কিছুই নই।'

তখন আপনি প্রার্থনা করবেন, "হে প্রভু, তোমার আত্মায় আমাকে পরিপূর্ণ করো এবং আমার ঠোঁট খুলে দাও, যেন আমি তোমার বাক্য বলতে পারি।" এইভাবে আপনার হৃদয়ে থাকবে শান্তি। আপনার জীবনে থাকবে একটি লক্ষ্য; আপনার পাশে থাকবে সর্বশক্তিমান শক্তি। প্রভু সেই আবেদনটি আপনার জীবনে পরিপূর্ণ করবেন। ঈশ্বর আপনার জীবনে মহিমা লাভ করবেন। এবং আমরা আকাঙ্ক্ষা করি ও বিশ্বাস করি, ঈশ্বর আরও অনেক মানুষের জীবনেও মহিমা লাভ করবেন। এটা কতই না সুন্দর একটা দৃষ্টিভঙ্গি যখন সমস্ত পাপ মুছে ফেলা হবে, যখন ঈশ্বরের আইন তাঁর লোকেদের জীবনে সম্পূর্ণরূপে বাস্তবায়িত হবে, যখন ঈশ্বরের লোকেরা নতুন জেরুজালেমে তাঁর মহিমান্বিত আলোয় চিরকাল তাঁর সাথে থাকবে একটি নতুন দেহ নিয়ে, একটি নতুন নাম নিয়ে, নিখুঁত নতুন আকাঙ্ক্ষা নিয়ে, যখন তিনি তাদের সর্বস্ব হবেন। তিনি কী এক দৃষ্টিকোণ থেকে বলেছেন, "দেখো, আমি সমস্ত কিছু নতুন করছি।" এটাই হবে তাঁর রাজ্যের চূড়ান্ত প্রকাশ। এটি চিরকাল স্থায়ী হবে। আর কখনও কোনও আক্রমণ হবে না। আর কখনও কোনও প্রলোভন হবে না। শয়তানকে উৎখাত করা হবে। তারপর আমার পাপী দেহ শুদ্ধ হবে। একটি নতুন পৃথিবী আসবে যেখানে ধার্মিকতা বাস করবে। ঈশ্বরের এই রাজ্যের অর্থ এটাই হবে।

প্রকাশিত বাক্য ২১ অধ্যায়ে, যোহন দেখলেন — "এক নূতন আকাশ ও এক নূতন পৃথিবী" দেখিলাম; কেননা প্রথম আকাশ ও প্রথম পৃথিবী লুপ্ত হইয়াছে;" (পদ ১)। "আর তিনি তাহাদের সমস্ত নেত্রজল মুছাইয়া দিবেন; এবং মৃত্যু আর হইবে না; শোক বা আর্তনাদ বা ব্যথাও

আর হইবে না; কারণ প্রথম বিষয় সকল লুপ্ত হইল" (পদ ৪)। এটি ঘটবে কারণ এটি খ্রীষ্টের মৃত্যু এবং পুনরুত্থানের উপর প্রতিষ্ঠিত, যাকে স্বর্গ ও পৃথিবীতে সমস্ত ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে, এবং তাই আমরা প্রত্যাশার সাথে প্রার্থনা করতে পারি। আমরা উৎসাহের সাথে প্রার্থনা করতে পারি। আমরা ক্রমাগত প্রার্থনা করতে পারি, "তোমার রাজ্য আসুক।" ধন্যবাদ।

বক্তৃতা ৫

তোমার ইচ্ছা সিদ্ধ হউক, যেমন স্বর্গে তেমনি পৃথিবীতেও হউক

প্রার্থনার সৌন্দর্য নিয়ে ধারাবাহিক বক্তৃতার পঞ্চম পর্বে আপনাকে স্বাগতম। আজ আমরা প্রভুর প্রার্থনার তৃতীয় আবেদন নিয়ে মনোনিবেশ করবো: "তোমার ইচ্ছা সিদ্ধ হউক, যেমন স্বর্গে তেমনি পৃথিবীতেও হউক।" অনেক মানুষ যখন এই আবেদন নিয়ে চিন্তাভাবনা করেন, তখন তারা প্রভু যীশু যে অভিজ্ঞতা গেথসমানি উদ্যানে সহ্য করেছিলেন, সেই কথাই স্মরণ করেন। আপনি জানেন, প্রভু যীশু সেই সময় গভীর অশান্তিতে ছিলেন, কারণ তখনই তিনি ঈশ্বরের ক্রোধের ভয়ংকর যন্ত্রণা তাঁর দিকে এগিয়ে আসতে দেখেছিলেন। সেখানে তিনি গভীর অন্ধকারের মধ্যে কঠিন সংগ্রামে নিপতিত ছিলেন এবং অত্যন্ত ভীত ছিলেন, কারণ তিনি জানতেন তাঁর সামনে কী অপেক্ষা করছে। তাঁকে ঈশ্বরের পূর্ণ ক্রোধ সহ্য করতে হবে, এবং সেই ক্রোধ সম্পূর্ণরূপে তাঁর ওপর প্রকাশিত হবে। তাঁর আত্মা এতই ভারাক্রান্ত ছিল যে তিনি তাঁর শিষ্যদের মার্ক ১৪ অধ্যায়ে ৩৪ পদে বলেছিলেন, "আমার প্রাণ মরণ পর্যন্ত দুঃখার্ত হইয়াছে"। এবং তখন তিনি ১৪ অধ্যায়ে ৩৬ পদে প্রার্থনা করেছিলেন, "আব্বা, পিতঃ, সকলই তোমার সাধ্য; আমার নিকট হইতে এই পানপাত্র দূর কর; তথাপি আমার ইচ্ছামত না হউক, তোমার ইচ্ছামত হউক"। এইভাবে প্রভু যীশু নিজেকে অস্বীকার করলেন। তিনি সেখানে বললেন — "তথাপি আমার ইচ্ছামত না হউক, তোমার ইচ্ছামত হউক"।

এখন প্রায়ই এই তৃতীয় আবেদনের এভাবে ব্যাখ্যা করা হয়, এবং মানুষ বুঝতে পারেন যে এই আবেদনটির অর্থ হলো— আমাদের জীবনে শিখতে হবে নিজেদের অস্বীকার করতে এবং ঈশ্বরের ইচ্ছা যেন আমাদের হৃদয়ে সম্পন্ন হয়, যেন মানুষ প্রার্থনা করতে শেখে "আমার ইচ্ছামতো নয়, কিন্তু তোমার ইচ্ছামতো হোক।" অবশ্যই আমাদের জীবনে এমন কিছু দিন আসে যখন আমরা কোনো নির্দিষ্ট সংগ্রামের মধ্য দিয়ে যাই। আমরা হয়তো চাই জীবনের একটি নির্দিষ্ট পথে এগিয়ে যেতে, কিন্তু ঈশ্বর আমাদের শিক্ষা দেন, আমাদের ইচ্ছা নয়, বরং তাঁর ইচ্ছাই পূর্ণ হোক। এবং তাই, আমাদের জীবনে এমন মুহূর্ত আসতে পারে যখন আমরা ঈশ্বরের পথনির্দেশনা পুরোপুরি বুঝতে পারি না। তখন আমাদের প্রয়োজন হয় বিনম্রতার, এবং আমরা এইভাবে প্রার্থনা করি: "প্রভু, আমার ইচ্ছামত না হউক, তোমার ইচ্ছামত হউক।"

এটি এক ধরনের আত্ম-অস্বীকারের প্রার্থনা, এবং এটি সম্পূর্ণরূপে প্রয়োজনীয় এবং বৈধ এবং সত্য, কিন্তু তবুও এটি এই তৃতীয় আবেদনের সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা নয়। বলা যায়, এটি এই আবেদনের একটি অংশ, কিন্তু এই অনুরোধের প্রকৃত অর্থ হলো—আমরা প্রার্থনা করব যেন আমরা এবং অন্যান্য মানুষ সক্রিয়ভাবে ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন করতে শিখি। সুতরাং, প্রথমত আমরা নিজেদের অস্বীকার করতে শিখি তা নয়, বরং এটি হলো—ইতিবাচকভাবে, আমরা আমাদের পুরো জীবনে ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুসারে বাঁচতে শিখি।

ঈশ্বর আমাদের কী করতে চান? এটি ঈশ্বরের ইচ্ছা, যেন আমরা আমাদের সমস্ত হৃদয়, সমস্ত প্রাণ, সমস্ত শক্তি, সমস্ত মন দিয়ে তাঁকে ভালোবাসতে পারি। এটি ঈশ্বরের ইচ্ছা, যেন আমরা আমাদের প্রতিবেশীকে নিজের মতো করে ভালোবাসি। প্রভু যীশু মথি ২২ অধ্যায়ে এই বিষয়ে শিক্ষা দেন, এই হলো ঈশ্বরের ইচ্ছা—তাঁর প্রকাশিত ইচ্ছা—আমাদের জীবনের জন্য। এবং তাই, যখন আমরা প্রার্থনা করি, "তোমার ইচ্ছা সিদ্ধ হউক, যেমন স্বর্গে তেমনি পৃথিবীতেও হউক," তখন আমরা প্রার্থনা করছি যেন মানুষ ঈশ্বরের ইচ্ছানুযায়ী জীবনযাপন করতে শেখে। তারা যেন ঈশ্বরের প্রকাশিত ইচ্ছানুযায়ী জীবনযাপন করতে শেখে, যেন তারা যা কিছু করে, সবকিছুতে ঈশ্বরকে এবং নিজেদের প্রতিবেশীকে নিজের মতো করে ভালোবাসে। এটি একটি ইতিবাচক প্রার্থনা। এটি এমন এক প্রার্থনা যা আমাদের সারাজীবন ধরে চলবে, কারণ প্রতিদিনই আমাদের ঈশ্বরের পথে চলতে শিখতে হবে।

এই আবেদনটি শুরু হয় স্বর্গের কথা উল্লেখ করে—"তোমার ইচ্ছা সিদ্ধ হউক, যেমন স্বর্গে।" সুতরাং, ঈশ্বরের ইচ্ছা স্বর্গে সম্পন্ন হয়। এখানে "স্বর্গে" বলতে কী বোঝানো হয়েছে? স্বর্গে কারা আছেন? স্বর্গে রয়েছেন স্বর্গদূতগণ এবং মুক্তিপ্রাপ্ত মণ্ডলী। স্বর্গে স্বর্গদূতেরা সর্বদা ঈশ্বরের আদেশ শুনে পালন করেন। তারা সর্বদা আজ্ঞাবহ এবং বিশ্বস্ত, ঈশ্বর তাঁদের যা কিছু করতে বলেন, তা সম্পন্ন করেন। ঠিক যেমন স্বর্গদূতেরা সর্বদা ঈশ্বরের প্রতি বাধ্য, প্রভু যীশু আমাদের বলেন, ঠিক তেমনি পৃথিবীতেও আমাদের তাঁর ইচ্ছা পালন করা উচিত। এই আবেদনটি দৈনন্দিন জীবনের ব্যবহারিক বিষয়গুলোকেও উল্লেখ করে। সদাপ্রভু চান, আমরা যেন তাঁর ইচ্ছানুযায়ী জীবনযাপন করি, এবং তা সম্পূর্ণ নিষ্ঠার সঙ্গে করি। আবার, যখন আমরা স্বর্গদূতদের কথা বিবেচনা করি, দেখি তারা কোনো অভিযোগ ছাড়াই ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন করেন। আমাদেরও তেমনি করা উচিত—যেন আমরা ঈশ্বরের আহ্বান, তাঁর ইচ্ছা ও নির্দেশনা অনুসরণ করি। যেন আমরা ঈশ্বরকে ঠিক ততটাই ইচ্ছাপ্রবণ এবং বিশ্বস্তভাবে মান্য করি, যেমন স্বর্গদূতগণ স্বর্গে করেন।

ঈশ্বরের ইচ্ছানুযায়ী জীবনযাপন করার একটি উদাহরণ আমরা প্রভু যীশু খ্রীষ্টের জীবনে দেখি। তাঁর সমগ্র জীবনই ঈশ্বরের উপর কেন্দ্রীভূত ছিল। আমরা এমনকি এটি তাঁর শৈশবকালেও দেখতে পাই । যখন প্রভু যীশু বারো বছর বয়সী এক কিশোর ছিলেন, তিনি মন্দিরে ছিলেন এবং সেখানে থাকতে ভালোবাসতেন। তিনি তিন দিন ধরে সেখানে অবস্থান করেছিলেন এবং ধর্মগুরুদের সঙ্গে আলোচনা করছিলেন, তিনি তাঁদের প্রশ্ন করছিলেন এবং তারা ওনাকে প্রশ্ন করছিলেন। আহা, তাঁর আকাঙ্ক্ষা ও ভালোবাসা ছিল তাঁর পিতার কাজে নিবেদিত থাকা। তিনি ব্যবস্থার বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে কথা বলছিলেন। এটাই ছিল তাঁর আনন্দ। যখন তাঁর মা এবং যোসেফ উদ্বেগ ভরে তাঁকে খুঁজছিলেন, তখন তাঁকে নাসরত ফিরে যেতে হয়েছিল, এবং তখন তিনি আর মন্দিরে আর থাকতে পারেননি। তাঁকে আজ্ঞাপালন করতে হয়েছিল। কেননা, এই সময়ে এটাই ছিল ঈশ্বরের ইচ্ছা তাঁর জীবনের এই পর্যায়ে।

আমরা লূক ২ অধ্যায়ের ৫১ পদে পড়ি, "পরে তিনি তাঁহাদের সঙ্গে নামিয়া নাসরতে চলিয়া গেলেন, ও তাহাদের বশীভূত থাকিলেন।" তিনি ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন করছিলেন, যেটি করতে তাঁকে আহ্বান করা হয়েছিল। নাসরতে তাঁকে প্রতিদিন কাজ করতে হতো। তিনি ছিলেন একজন কাঠমিস্ত্রির পুত্র, তাই তাঁকে কাঠমিস্ত্রি হিসেবে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছিল। এটি ছিল তাঁর আহ্বান, এবং তিনি তা গ্রহণ করেছিলেন। তাঁকে সেই ধুলোভরা গ্রামে কাজ করতে হয়েছিল, নাসরতের সেই অজ্ঞাত গ্রামে, তাঁর পিতার গৃহ থেকে বহু দূরে। তথাপি, তিনি কোনো অভিযোগ ছাড়াই কাজ করেছিলেন। তিনি নিষ্ঠার সাথে তাঁর কাজ সম্পন্ন করেছিলেন। তিনি সম্পূর্ণরূপে সেই কাজে নিবেদিত ছিলেন, যেটি প্রভু তাঁকে প্রদান করেছিলেন। আমরা নিশ্চিত থাকতে পারি যে, প্রভু যীশু একজন দক্ষ কাঠমিস্ত্রি ছিলেন। তিনি উৎকৃষ্ট কাজ সম্পন্ন করেছিলেন, কারণ তিনি জানতেন এটি তাঁর প্রতি ঈশ্বরের ইচ্ছা। আমরাও আমাদের দৈনন্দিন কাজ সততার সাথে এবং আন্তরিক পরিশ্রমে সম্পন্ন করতে আহ্বানপ্রাপ্ত।

এটি আমাদের দৈনন্দিন জীবনে ঈশ্বরের ইচ্ছা। কিন্তু তখন আমাদের আত্মিক জীবনেও আনুগত্য থাকা প্রয়োজন, কারণ আমরা ঈশ্বরের ইচ্ছা পূরণ করতে এবং তাঁর নির্দেশ অনুসারে জীবনযাপন করতে শিখি। বাস্তবতা হলো, আমরা একটি পতিত সৃষ্টি। আমরা ঈশ্বর থেকে বিচ্যুত হয়েছি, এবং তাই, আমাদের ইচ্ছা বিকৃত হয়ে গেছে। আমরা আমাদের নিজের ইচ্ছা পূরণ করতে চাই, ঈশ্বরের ইচ্ছা নয়। আমি স্বভাবতই ঈশ্বর এবং আমার প্রতিবেশীকে ঘৃণা করি, এবং তাই আমি ঈশ্বরের ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করি। এটাই আমার প্রবৃত্তি, আমার কলুষিত প্রবৃত্তি। এখন আমাদের ইচ্ছা পরিবর্তিত হতে হবে। আমাদের ভেতরের সমস্ত প্রবণতা আমাদের ঈশ্বর থেকে বিপরীত দিকে নিয়ে যায়, এবং এখন ঈশ্বরের পবিত্র আত্মা আমাদের জীবনে প্রবেশ করতে হবে, এবং তিনি আমাদের ঈশ্বরের দিকে পরিচালিত করবেন। পবিত্র আত্মা মানুষকে একটি নতুন হৃদয় প্রদান করেন। তিনি পাথরের হৃদয় অপসারণ করেন এবং তাঁদের একটি মাংসের হৃদয় দান করেন। এভাবে মানুষ তাঁদের জীবনে ঈশ্বরের পবিত্র আত্মা গ্রহণ করেন, এবং তখন তাঁদের ইচ্ছা পরিবর্তিত হয়। ঈশ্বর ও তাঁদের মধ্যে যে শত্রুতা ছিল, তা ভেঙে যায়। তাঁদের ইচ্ছা বশীভূত হয়, এবং এখন তারা ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন করতে আকাঙ্ক্ষা করেন। তারা ঈশ্বরের প্রেম দ্বারা চালিত হোন।

এটি সম্পূর্ণভাবে ঈশ্বরের আত্মার কার্য। ঈশ্বরের আত্মা আপনাকে আপনার পতন ও অপরাধ দেখান, এবং পবিত্র আত্মা আপনাকে নতুনীকরণ করেন। এটি কি আপনার জীবনে ঘটেছে? কে আপনার জীবন পরিচালনা করেন? কে আপনার ইচ্ছাকে নিয়ন্ত্রণ করেন? কে আপনাকে নির্দেশনা দেন? আমরা হয় অন্ধকারের শাসকের দ্বারা পরিচালিত হচ্ছি, অথবা রাজাধিরাজ দ্বারা। ঈশ্বর কি আপনার জীবন পরিচালনা করছেন? তিনি কি আপনার ইচ্ছাকে নতুনীকরণ করেছেন? ঈশ্বরের পবিত্র আত্মার শক্তিশালী কার্য আপনার মধ্যে সম্পন্ন হবার জন্য তাঁকে অনুরোধ

করুন। আপনি নিজের হৃদয় পরিবর্তন করতে পারেন না। আপনি নিজের ইচ্ছাকে নতুনীকরণ করতে পারেন না, কিন্তু ঈশ্বর তা পারেন। তিনি আপনাকে নতুনীকরণ করতে পারেন। যখন ঈশ্বরের আত্মা আপনার জীবনে প্রবেশ করেন, তখন কী ঘটে? তখন আপনি আর আগের মতো জীবনযাপন করতে পারবেন না। আপনি বুঝতে পারবেন যে আপনি ঈশ্বরকে হারিয়েছেন। আপনি অস্থির হয়ে উঠবেন। আপনাকে ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুসারে জীবনযাপন করতেই হবে।

আপনি এটি বুঝতে পারবেন, এবং তাই পবিত্র আত্মা আপনাকে প্রেমময় করুণার দ্বারা আকর্ষণ করবেন, এবং তিনি আপনাকে প্রার্থনার দিকে পরিচালিত করবেন— "আমাকে তোমার ইচ্ছা পালন করতে শেখাও, হে প্রভু।" আপনি আর নিজের অন্তর্দৃষ্টিতে বিশ্বাস করবেন না। আপনি আর নিজের ইচ্ছা পালন করতে চাইবেন না। আপনার ঈশ্বরের শক্তির প্রয়োজন হবে, এবং আপনি বুঝতে পারবেন যে আপনি দুর্বল। আপনার তাঁর অনুগ্রহের প্রয়োজন হবে, এবং তা শুধু একবার নয়, বরং আপনার সমগ্র জীবনে, কারণ আমরা বারবার আমাদের নিজস্ব পথে যেতে আগ্রহী থাকি, কিন্তু আমাদের ঈশ্বরের পথে যেতে হবে। এই কারণেই গীতসংহিতা ৮৬ বলে— "আমাকে এক অখণ্ড হৃদয় দাও, যেন আমি তোমার নাম সম্ভ্রম করতে পারি" (পদ ১১)। কারণ স্বভাবগতভাবে আমাদের হৃদয় আমাদের হাতের আঙুলের মতো, এবং আমাদের হৃদয় নানান দিকে ছুটে চলে, কিন্তু এখন এই সমস্ত আঙুলকে একত্রিত হতে হবে, যাতে আমরা ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন করতে শিখি— "আমাকে এক অখণ্ড হৃদয় দাও, যেন আমি তোমার নাম সম্ভ্রম করতে পারি।" তখন প্রভু যীশুর প্রতিমূর্তি আপনার উপর গঠিত হবে, এবং আপনি পবিত্র আত্মার ফল প্রকাশ করবেন। আপনি তাঁর ইচ্ছা পালন করতে আনন্দ অনুভব করবেন। আর পৃথিবীতে এটি কেবল একটি সূচনা। আপনি সম্পূর্ণভাবে ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন করতে শিখবেন, যখন আপনি মহিমায় প্রভুর সঙ্গে থাকবেন। সেখানে আপনার ইচ্ছা নতুনীকরণ হবে।

যদি আমরা এই ঈশ্বরের বিরোধিতা করি এবং আমাদের জীবনে তাঁর আহ্বানকে অস্বীকার করি, তবে জেনে রাখুন, আপনি নিশ্চয়ই ধ্বংস হবেন। যারা ঈশ্বরের বিরোধিতা করে এবং তাঁর ইচ্ছা পালন করতে অস্বীকার করে, যারা তাঁর বিরুদ্ধে যায় এবং নিজেদের অস্বীকার করে না, তারা অবশ্যই ধ্বংস হবে। আহা, এই ঈশ্বরের কাছে আত্মসমর্পণ করা কত আশীর্বাদপূর্ণ! নিজের ইচ্ছা ত্যাগ করতে এবং তাঁর ইচ্ছা পালন করতে শেখা কত আনন্দের বিষয়! এটি অত্যন্ত আশীর্বাদপূর্ণ যখন প্রভু আপনার জীবন গ্রহণ করেন, এবং তিনি আপনাকে তাঁর পথে চলতে শেখান। তখন আপনি অবিরত প্রার্থনা করেন—"হে প্রভু, আমাকে তোমার ইচ্ছা পালন করতে শেখাও।"

যখন আমরা দেখি যে আমরা প্রায়ই ঈশ্বরের বিরুদ্ধে যাই, তখন তা তাঁর সম্মুখে স্বীকার করুন। হয়তো আপনি ব্যর্থ হয়েছেন, হয়তো বহুবার। কিন্তু ব্যর্থতার মধ্যে বিশ্রাম নেবেন না এবং ঈশ্বর থেকে দূরে থাকবেন না। খ্রীষ্ট থেকে বিচ্ছিন্ন হবেন না, বরং আপনার ব্যর্থতাগুলি স্বীকার করুন এবং তাঁর অনুগ্রহ খুঁজুন, যেন আপনি আপনার জীবনে তাঁর ইচ্ছা পালন করতে পারেন। যখন আমাদের প্রার্থনা করতে আহ্বান জানানো হয়—"তোমার ইচ্ছা সিদ্ধ হউক, যেমন স্বর্গে তেমনি পৃথিবীতেও হউক," তখন আমরা প্রার্থনা করি যেন আমরা ব্যক্তিগতভাবে ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুযায়ী জীবনযাপন করতে শিখি। এটি একটি আজীবন সংগ্রাম, কিন্তু তারপর আমরা অন্যদের জন্যও প্রার্থনা করি, এবং এটি একজন খ্রীষ্টবিশ্বাসীর আহ্বান—পরস্পরের জন্য প্রার্থনা করা। তখন আমরা প্রার্থনা করি যেন ঈশ্বরের ইচ্ছা অন্যান্য মানুষের জীবনেও সম্পন্ন হয়। তবে আবার, আমরা বলতে চাই না যে ঈশ্বরের সার্বভৌম নির্দেশনা এবং শাসন তাঁদের জীবনে কার্যকর হবে না, কারণ ঈশ্বরের শাসনকারী নিয়ম যেভাবেই হোক কার্যকর হবেই, কিন্তু আমরা প্রার্থনা করি যেন অন্য মানুষরা ঈশ্বরের ইচ্ছার সামনে মাথা নত করতে শেখেন। যেন তারা ক্রমশ তাঁদের জীবন প্রভু ঈশ্বরের কাছে সমর্পণ করতে শেখেন। এটিকেই আমরা "মধ্যস্থতার প্রার্থনা" বলে উল্লেখ করি।

আমাদের অবশ্যই প্রার্থনাশীল পুরুষ ও নারী হতে হবে। জন বুনিয়ান তাঁর ঐশ্বর্যশালী রচনা *দ্য পিলগ্রিমস প্রোগ্রেস*-এ এটিকে সুন্দরভাবে চিত্রিত করেছেন। সেখানে তিনি আমাদের একটি মানুষের চিত্র দেখান, যিনি একটি চিত্রকর্মে চিত্রিত হয়েছেন, এবং তাঁর চোখ স্বর্গের দিকে উত্তোলিত। সর্বোত্তম বইটি তাঁর হাতে ছিল। সত্যের বিধান তাঁর ঠোঁটে লেখা ছিল। পৃথিবী তাঁর পেছনে ছিল, এবং তিনি দাঁড়িয়ে ছিলেন যেন তিনি মানুষের কাছে আবেদন করছিলেন একটি স্বর্ণমুকুট তাঁর মাথার উপর ঝুলে ছিল। এটি একজন খ্রীষ্টবিশ্বাসীর প্রতিমূর্তি। তিনি আর পৃথিবীর জন্য বাঁচেন না। তিনি ঈশ্বরের পবিত্র প্রকাশ অনুসারে জীবনযাপন করেন। তিনি একজন প্রার্থনাশীল ব্যক্তি।

একজন খ্রীষ্টবিশ্বাসীর উচিত, তাঁর চারপাশের মানুষের জন্য প্রার্থনা করা। একজন বিশ্বাসীকে সবকিছুর আগে প্রার্থনা করতে হবে। তাই আমরা প্রার্থনা করি, ঈশ্বরের কার্য যেন আমাদের নিজস্ব জীবন এবং হৃদয়ে সম্পন্ন হয়। কিন্তু আমরা এটিও প্রার্থনা করি, যে ঈশ্বরের কার্য আমাদের চারপাশের মানুষের জীবন এবং হৃদয়েও সম্পন্ন হোক। আমরা শাস্ত্রে এটি বারংবার গুরুত্ব সহকারে উল্লেখিত দেখতে পাই। প্রার্থনা একটি বিশেষ শক্তি। প্রেরিত পৌল প্রার্থনার শক্তির প্রতি নিশ্চিত ছিলেন, যদিও এটি সম্পূর্ণ অনুগ্রহ, যদিও আমাদের কোনও শক্তি নেই, তবু আমরা সেই ঈশ্বরের কাছে আহ্বান জানাচ্ছি, যাঁর সকল ক্ষমতা রয়েছে—যিনি অন্য মানুষদের শিক্ষা দিতে পারেন, যেন তারা তাঁর ইচ্ছা অনুযায়ী জীবনযাপন করতে পারেন। মানুষেরা—আপনার নিজের পরিবার, হতে পারে আপনার স্বামী বা স্ত্রী, হতে পারে আপনার বাবা-মা বা আপনার সন্তান, হতে পারে আপনার চারপাশের অন্যান্য মানুষ, যাঁদের আপনি চেনেন, যাঁদের আপনি সাক্ষ্য দেন—ঈশ্বর তাঁদের জীবন পরিবর্তন করতে সক্ষম। যেন তারা শিখতে পারেন ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন করতে, যেন তারা এটি আনন্দ এবং উল্লাসের সঙ্গে করেন। ঈশ্বর তাঁদের হৃদয় পরিবর্তন করতে পারেন। তিনি প্রার্থনা শুনতে ইচ্ছুক।

প্রেরিত পৌল প্রার্থনার গুরুত্ব দিয়েছেন। আমরা এটি বারবার রোমীয় ১৫:৩০ পদে দেখতে পাই— "ভ্রাতৃগণ, আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের নিমিত্ত এবং ঈশ্বরের আত্মার প্রেমের নিমিত্ত আমি তোমাদিগকে বিনতি করি, তোমরা ঈশ্বরের কাছে আমাদের নিমিত্ত প্রার্থনা দ্বারা আমার সহিত প্রাণপণ কর।" পৌলের নিজেরই প্রার্থনার প্রয়োজন ছিল। তাঁর ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন করতে শেখার প্রয়োজন ছিল। তাঁর পরিত্রাণের পথে আরও এগিয়ে যাওয়ার প্রয়োজন ছিল। তাই ইফিষীয় ৬:১৯–২০ পদেও তিনি প্রার্থনা করেন— "সমস্ত পবিত্র লোকের জন্য এবং আমার পক্ষে বিনতি কর, যেন মুখ খুলিবার উপযুক্ত বক্তৃতা আমাকে দেওয়া যায়.....যেমন কথা বলা আমার উচিত, তেমনি যেন সেই বিষয়ে সাহস দেখাইতে পারি।" ২ থিষলনীকীয় ৩:১ পদে বলা হয়েছে— "শেষকথা এই; হে ভ্রাতৃগণ, আমাদের নিমিত্ত প্রার্থনা কর; যেন, যেমন তোমাদের মধ্যে হইতেছে, তেমনি প্রভুর বাক্য দ্রুতগতি ও গৌরবান্বিত হয়।" ইব্রীয় ১৩:১৮ পদে বলা হয়েছে— "আমাদের নিমিত্ত প্রার্থনা কর, কেননা আমরা নিশ্চয় জানি, আমাদের সৎবিবেক আছে, সর্ববিষয়ে সদাচরণ করিতে বাঞ্ছা করিতেছি।" পৌলের তাঁর চারপাশের মানুষের প্রার্থনার প্রয়োজন ছিল, কারণ তিনি বিশ্বাস করতেন যে ঈশ্বর এই প্রার্থনা শুনবেন। এবং তাই, তিনি নিজেও তাঁর চারপাশের মানুষের জন্য অনেক প্রার্থনা করেছিলেন। এটি একজন খ্রীষ্টবিশ্বাসীর আহ্বান—অন্য মানুষের জন্য প্রার্থনা করা, যেন তারা পরিবর্তিত হয়, যেন তারা ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন করতে শেখে।

এটি একটি ব্যক্তিগত প্রার্থনা, যা আমাদের ব্যক্তিগত জীবনে জানা উচিত। কিন্তু এর পাশাপাশি, এই প্রার্থনাটি—যাতে মানুষ ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন করতে শেখে—তা মণ্ডলীর পক্ষ থেকেও নিবেদিত একটি প্রার্থনা। এ কারণেই আমাদের উচিত, মণ্ডলী হিসেবে একত্রিত হয়ে প্রার্থনা করা, যেন অন্য মানুষরা ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন করতে শিখতে পারে। প্রভু আনন্দিত হোন, যখন তাঁর লোকেরা এমন প্রার্থনার জন্য একত্রিত হয়। আমরা এটি গীতসংহিতা ৮৭ অধ্যায়ে অত্যন্ত সুন্দরভাবে লিখিত দেখতে পাই। আমরা ২ পদে নিম্নলিখিত শব্দগুলো পড়ি— "সদাপ্রভু সিয়োনের পুরদ্বার সকল ভালবাসেন, যাকোবের সমুদয় আবাস অপেক্ষা ভালবাসেন।"

এই লেখাটি কী বোঝাতে চায়? সিয়োনের পুরদ্বার কী? এটি ঈশ্বরের লোকদের আনুষ্ঠানিক সমাবেশের স্থান। এই দ্বারগুলো প্রশস্ত ও বিস্তৃত ছিল। মানুষ সেখানে একত্রিত হতে পারত। একজন শহরের দ্বারে বসা মানে ছিল, সে শহরের পরিষদের সদস্য। উদাহরণস্বরূপ, লোট সদোমের দ্বারে বসেছিলেন। বোয়স দশজন লোককে তাঁর চারপাশে একত্রিত করেছিলেন, যেন তারা বেথলেহেমের দ্বারে বসে—কারণ তিনি রূৎকে তাঁর বধূ হিসেবে নিশ্চিত করতে চেয়েছিলেন। সিয়োনের পুরদ্বার— ছিল ঈশ্বরের লোকদের সমাবেশের স্থান। এটি, তাই, মণ্ডলীর সম্মিলিত উপাসনার দিকে ইঙ্গিত করে। সেখানে প্রার্থনা করা হয়। ঈশ্বরের লোকেরা একসাথে যৌথ প্রার্থনা করেন।

"যাকোবের সমুদয় আবাস" কথাটি লোকদের ব্যক্তিগত গৃহগুলিকে বোঝায়। সেখানেও তারা প্রভুর কাছে প্রার্থনা নিবেদন করেন, এবং সেই প্রার্থনা কার্যকর হয়। প্রভু এই প্রার্থনা শুনেন। তারা নিরর্থকভাবে প্রার্থনা করেন না, কিন্তু শাস্ত্র আমাদের বলে যে প্রভু বিশেষ আনন্দ পান, যখন তাঁর লোকেরা একত্রিত হয়ে আনুষ্ঠানিক উপাসনায় প্রার্থনা করেন। তাই, এই লেখাটি—"সদাপ্রভু সিয়োনের পুরদ্বার সকল ভালবাসেন, যাকোবের সমুদয় আবাস অপেক্ষা ভালবাসেন"—মণ্ডলীগুলিকে সমবেত প্রার্থনার জন্য একত্রিত হতে উৎসাহ দেয়। এই প্রার্থনাগুলি ঈশ্বরের রাজ্যের বিস্তারের জন্য—যেন পাপীরা ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন করতে শেখে, যেন মানুষ খ্রীষ্টের জন্য অর্জিত হয়, তাঁদের হৃদয় নতুনীকরণ হয়, তাঁর বাক্য তাঁদের জীবনে প্রবেশ করে, এবং ঈশ্বর গৌরবান্বিত হোন।

এই কি সেই কথাটি নয়, যা প্রভু যীশু মথি ১৮:১৯ পদে বলেছেন? "তোমাদের মধ্যে দুজন এই পৃথিবীতে একমত হয়ে যা কিছু চাইবে, আমার স্বর্গস্থ পিতা তোমাদের জন্য তাই করবেন।" এটি আবারও সমবেত, যৌথ প্রার্থনার প্রয়োজনীয়তা দেখায়। প্রভু আনন্দিত হোন, যখন তাঁর লোকেরা ঐক্যবদ্ধভাবে প্রার্থনা করতে একত্রিত হয়। তিনি এই প্রার্থনা শুনেন।

এছাড়াও, এই আবেদনটি "তোমার ইচ্ছা সিদ্ধ হউক, যেমন স্বর্গে তেমনি পৃথিবীতেও হউক," এই আবেদনটি আমাদের ব্যক্তিগত প্রার্থনার অন্তর্ভুক্ত, যাতে আমরা ব্যক্তিগতভাবে প্রার্থনায় প্রচেষ্টা করি, যাতে আমরা ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন করতে শিখি, তবে কাছের এবং দূরের অন্যান্য লোকেরাও ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন করতে শেখে। এই প্রার্থনা অপরিহার্য। এই প্রার্থনা প্রয়োজনীয়। এটি কঠোর পরিশ্রম। এতে সময় লাগে। এতে আত্মত্যাগ লাগে, তবে এটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কারণ ঈশ্বর প্রার্থনা শোনেন এবং তিনি তাঁর পরিত্রাণের পরিকল্পনায় আপনার প্রার্থনা অন্তর্ভুক্ত করেন। আপনার প্রার্থনা একটি পার্থক্য তৈরি করে।

আপনি দেখুন, আমরা একজন ব্যক্তিকে পরিবর্তন করতে পারি না। আমরা একজন পাপীকে পরিবর্তন করতে পারি না। এটি ঈশ্বরের কাজ, এবং ঈশ্বরই এটি করবেন। তিনি আশ্চর্যজনক কাজ করবেন, যখন আপনি শুধু দেখছেন, এমনকি যখন আপনি যুক্তও নন—কিন্তু আপনি এটির জন্য প্রার্থনা করেছেন। ঈশ্বর শোনেন, এবং তিনি এটি তাঁর নিজস্ব উপায়ে, তাঁর নিজস্ব সময়ে করেন। কিন্তু ঈশ্বর প্রার্থনা শোনেন। মণ্ডলীর ইতিহাসে অসংখ্য উদাহরণ রয়েছে, এবং হয়তো আপনার নিজের জীবনেও এমন কিছু ঘটেছে, যেখানে আপনি অন্য কারো পরিবর্তনের জন্য প্রার্থনা করছিলেন, এবং প্রভু সেই প্রার্থনা শুনেছিলেন—কারণ প্রভু বিশ্বস্ত। যখন আপনি তাঁর কাছে প্রার্থনা করেন, তিনি শুনছেন। তিনি আপনার প্রার্থনাকে গুরুত্ব সহকারে নেন, এবং তিনি আপনাকে আপনার অনুরোধ প্রদান করতে সম্পূর্ণ সক্ষম এবং সম্পূর্ণ ইচ্ছুক। তাই, প্রত্যাশার সাথে প্রার্থনা করুন। আমরা ২ বংশাবলি ১৬:৯ এর লেখাটি নিয়ে বিবেচনা করি— "কেননা সদাপ্রভুর প্রতি যাহাদের অন্তঃকরণ একাগ্র, তাহাদের পক্ষে আপনাকে বলবান দেখাইবার জন্য তাঁহার চক্ষু পৃথিবীর সর্বত্র ভ্রমণ করে।" এর অর্থ হলো, ঈশ্বর তাঁদের খোঁজেন, যারা তাঁর দিকে চেয়ে থাকেন, যারা এমন ঘটনার জন্য প্রার্থনা করেন, যা তারা নিজেরা করতে পারেন না। তাই, প্রত্যাশার সাথে প্রার্থনা করুন।

উৎসাহ সহকারে প্রার্থনা করুন। এই সচেতনতার সাথে প্রার্থনা করুন যে আপনি অস্তিত্বের সর্বশ্রেষ্ঠ শক্তির কাছে আহ্বান জানাচ্ছেন—সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের শক্তি, এবং তিনি এই প্রার্থনা শুনবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। আপনার প্রার্থনায় আন্তরিক হোন। স্বর্গের রাজ্যকে দৃঢ়তার সাথে ধরুন। যাকোবের কথা ভাবুন, আদিপুস্তক ৩২:২৬ পদে যিনি পনূয়েলে প্রভুর কাছে আকুলভাবে অনুরোধ করেছিলেন—"আপনি আমাকে আশীর্বাদ না করিলে আপনাকে ছাড়িব না।" দানিয়েলের কথা ভাবুন, দানিয়েল ৯:১৯ পদে যিনি আকুলভাবে বলেছিলেন—"হে প্রভু, শুন; হে প্রভু, ক্ষমা কর; হে প্রভু, মনোযোগ কর ও কর্ম কর, বিলম্ব করিও না; হে আমার ঈশ্বর, তোমার নিজের অনুরোধে কার্য কর, কেননা তোমার নগরের ও তোমার প্রজাগণের উপরে তোমার নাম কীর্তিত হইয়াছে।" বিশ্বাস সহ প্রার্থনা করুন, কারণ মার্ক ১১:২৪ পদে আমরা পড়ি— "এই জন্য আমি তোমাদিগকে বলি, যাহা কিছু তোমরা প্রার্থনা ও যাচ্ঞা কর, বিশ্বাস করিও যে, তাহা পাইয়াছ, তাহাতে তোমাদের জন্য তাহাই হইবে।" বিশ্বাস সহ প্রার্থনা করুন।

প্রার্থনায়ও নির্দিষ্ট হোন। যখন আপনি অন্যদের প্রয়োজনগুলি প্রভুর সম্মুখে উপস্থাপন করেন, যখন আপনি দেখেন তারা কতটা কঠোর হতে পারে, যখন আপনি দেখেন তারা কতটা উদাসীন হতে পারে—তবুও তা সব ঈশ্বরের কাছে তুলে ধরুন। একজন ব্যক্তি, যিনি প্রার্থনায় গভীরভাবে নিযুক্ত, তিনি একটি দেশ, একটি মণ্ডলী, একটি পরিবারের চারপাশে অগ্নিপ্রাচীরের মতো হতে পারেন। ঈশ্বরের কোনো সন্তান, যে হয়তো সম্পূর্ণ একাকী—হয়তো কারাগারে, অথবা হয়তো তার বাড়িতে আবদ্ধ—যখন সে প্রার্থনা করে, সেই প্রার্থনা ঈশ্বরের অনুগ্রহে এক শক্তিশালী শক্তিতে পরিণত হতে পারে। সুসমাচারের শত্রুরা এমন প্রার্থনাকে ভয় পায়। এ কারণেই শয়তান প্রার্থনায় নিযুক্ত মানুষদের আক্রমণ ও বাধা সৃষ্টি করে।

স্কটল্যান্ডের রানি, প্রোটেস্ট্যান্ট সংস্কারের সময়ে, স্কটিশ ধার্মিক সংস্কারক জন নক্সের প্রার্থনাকে ভয় পেতেন। তিনি তাঁর প্রার্থনাকে এক সম্পূর্ণ সৈন্যবাহিনীর চেয়েও বেশি ভয় পেতেন। জন নক্সের জামাইও একজন প্রভুর সেবক ছিলেন—জন ওয়েলচ। তিনি পরিচিত ছিলেন এইজন্য যে তিনি মধ্যরাতে উঠে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতেন। একবার, তাঁর স্ত্রী আশঙ্কা করেছিলেন যে তাঁর স্বামীর ঠান্ডা লেগে যেতে

পারে। তাই তিনি তাঁর পিছনে সেই কক্ষে ঢুকলেন, যেখানে তিনি নিজেকে নির্জন করেছিলেন। তিনি তাঁকে ভাঙা বাক্যে প্রার্থনা করতে শুনলেন—"প্রভু, আপনি কি আমাকে স্কটল্যান্ড দান করবেন?" তিনি প্রার্থনা করছিলেন যেন ঈশ্বরের ইচ্ছা পূর্ণ হয়, যাতে স্কটিশ জনগণ ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন করতে শেখে। তিনি তাদের পরিবর্তনের জন্য প্রার্থনা করছিলেন। আর এই প্রার্থনার প্রকৃত অর্থ ছিল—"তোমার ইচ্ছা সিদ্ধ হউক, যেমন স্বর্গে তেমনি পৃথিবীতেও হউক।" 'প্রভু, পাপীদের পরিবর্তন করুন।'

আমাদের এমন সাহসিকতার সঙ্গে প্রার্থনা করতে জানতে হবে। আপনি এমন কিছু জিনিসের জন্য প্রার্থনা করতে পারেন যা আপনার কাছে অত্যাশ্চর্য বা অবিশ্বাস্য মনে হতে পারে, কিন্তু এগুলোই ঈশ্বর করবেন তাঁদের জন্য, যারা তাঁর জন্য অপেক্ষা করেন। তাই আমাদের প্রার্থনায় সাহসিকতা থাকতে হবে, এবং আমাদের আত্মাদের খুঁজতে হবে, যেন ঈশ্বরের কাজের মাধ্যমে পরিত্রাণ প্রবাহিত হয়। বিশেষত পালকদের প্রার্থনা করা উচিত, যেন পাপীরা ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন করতে শেখে। আমরা শাস্ত্রে দেখি—বিশেষত পালকেরা ছিলেন প্রার্থনাশীল ব্যক্তি। কীভাবে শমূয়েল ঈশ্বরের কাছে জনগণের জন্য অনুনয় করতেন, এবং তিনি কখনো এটি ছেড়ে দিতে চাননি। যদিও জনগণ অবাধ্য ছিল, অনিচ্ছুক ছিল, এবং প্রভুর বিরুদ্ধে বিদ্রোহী ছিল, তবুও শমূয়েল এটি তাঁর কাজ হিসেবে দেখতেন যে, তিনি অবিরত ইস্রায়েলের জনগণের জন্য প্রার্থনা করবেন, যেন তারা ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন করতে শেখে। ১ শমূয়েল ১২:২৩ পদে আমরা শমূয়েলের এই প্রার্থনা শুনি— "আর আমিই যে তোমাদের জন্য প্রার্থনা করিতে বিরত হইয়া সদাপ্রভুর বিরুদ্ধে পাপ করিব, তাহা দূরে থাকুক; আমি তোমাদিগকে উত্তম ও সরল পথ শিক্ষা দিব।" শমূয়েল সদাপ্রভুর পথ শিক্ষা দিতে থাকলেন, এবং তিনি তাঁর শিক্ষা ব্যক্তিগত, আন্তরিক, উষ্ণ ও সাহসী প্রার্থনার সঙ্গে যুক্ত করলেন। শমূয়েল কখনো প্রার্থনা বন্ধ করতে চাননি, কারণ তিনি এটি তাঁর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হিসেবে দেখেছিলেন—মধ্যস্থতাকারী প্রার্থনা।

আমরা ঈশ্বরের আরেকজন মানুষের উদাহরণ স্মরণ করি—যিরমিয়, যিনি যিহূদার জনগণের জন্য প্রার্থনা করেছিলেন। তিনি তাদের অধার্মিকতার কারণে অত্যন্ত কষ্ট সহ্য করেছিলেন, কিন্তু তবুও তিনি তাদের জন্য প্রার্থনা করা অবহেলা করেননি, যতক্ষণ না তাদের পাপের পরিমাণ এতটাই পূর্ণ হয়ে যায় যে প্রভু তাঁকে আদেশ দেন, তিনি যেন আর এই জাতির জন্য প্রার্থনা না করেন। যিরমিয় ৭:১৬ পদে আমরা প্রভুর এই কঠোর নির্দেশ শুনি— "অতএব তুমি এই জাতির নিমিত্ত প্রার্থনা করিও না, তাহাদের জন্য আমার কাছে কাতরোক্তি ও প্রার্থনা উৎসর্গ করিও না, অনুরোধ করিও না; কেননা আমি তোমার কথা শুনিব না।"

আমরা হিষ্কিয়র উদাহরণ দেখি, যিহূদার মহিমান্বিত, সৎ রাজা, যখন তিনি বড় সংকটে ছিলেন, কারণ অশূরীয়রা যিরূশালেম নগরী ঘিরে ফেলেছিল। তখন তিনি ভাববাদী যিশাইয়কে জনগণের জন্য প্রার্থনা করতে বলেন, কিন্তু আমরা দেখি যে তিনি নিজেও মন্দিরে যান, এবং অশূরীয় রাজা তাঁকে যে পত্র দিয়েছিলেন—যাতে বলা ছিল যে, তাঁর ঈশ্বরের উপর বিশ্বাস রাখা উচিত নয়—সেই সমস্ত পত্র তিনি প্রভুর সামনে রেখে দেন। তিনি ঈশ্বরের সামনে তা সব তুলে ধরেন, এবং তিনি প্রার্থনা করেন ও অনুনয় করেন, তিনি প্রার্থনা করেন যেন ঈশ্বর তাঁর জনগণকে মুক্ত করেন, তাদের রক্ষা করেন, এবং ঈশ্বর যেন গৌরব অর্জন করেন। তিনি যিহূদার জনগণের কল্যাণের জন্য প্রার্থনা করেছিলেন, এবং আমরা দেখি দানিয়েলের জীবনেও, যেখানে তিনি জনগণের জন্য প্রার্থনা করেছিলেন।

আমরা প্রায়ই দেখি, প্রেরিতদের জীবনে, যে তারা লোকেদের জন্য প্রার্থনা করতেন। আমরা দেখতে পাই, যেমন প্রেরিত ৬ অধ্যায়ে, তারা বিধবাদের প্রয়োজনগুলি পূরণ করার জন্য এত ব্যস্ত ছিলেন যে তারা বুঝতে পারলেন, তাদের প্রধান কাজ ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে—যা ছিল প্রার্থনা এবং ঈশ্বরের বাক্যে নিবিষ্ট থাকা। তাই তারা মণ্ডলীকে বললেন, যেন তারা সাতজন পুরুষকে নির্বাচন করেন, যারা পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ এবং জ্ঞানসম্পন্ন হবেন, এবং যারা বিধবাদের প্রয়োজনের যত্ন নেবেন। প্রেরিতেরা ৪ পদে বলেছিলেন, "কিন্তু আমরা প্রার্থনায় ও বাক্যের পরিচর্যায় নিবিষ্ট থাকিব।" তারা এটি তাদের প্রধান কাজ হিসেবে দেখেছিলেন—প্রার্থনায় নিয়োজিত থাকা।

ভাবুন, কীভাবে প্রেরিত পিতর তাঁর প্রার্থনার রীতি অনুযায়ী ছাদে উঠেছিলেন। তখন দুপুরের সময় ছিল, এবং তিনি প্রার্থনা করছিলেন। এবং কী জন্য তারা প্রার্থনা করছিলেন? তারা প্রার্থনা করছিলেন, যেন ঈশ্বরের ইচ্ছা তাঁদের নিজস্ব জীবন ও অন্যদের জীবনে পূর্ণ হয়, যেন মানুষ পরিবর্তিত হয়। পালকদের উচিত পাপীদের আত্মার জন্য গভীর আকাঙ্ক্ষা ধারণ করা, যেন ঈশ্বরের রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়, যেন পাপীরা ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন করতে শেখে, এবং যেন ঈশ্বরের নাম মহিমান্বিত হয়।

আপনি দেখুন, কীভাবে প্রেরিত পৌল মণ্ডলীগুলির জন্য গভীরভাবে প্রার্থনা করেছিলেন। তিনি শুধুমাত্র নিজের জন্য ব্যক্তিগত প্রার্থনা করেননি, তিনি শুধুমাত্র অন্যদের তাঁর জন্য প্রার্থনা করতে বলেননি, বরং তিনি নিজেই মণ্ডলীগুলির জন্য গভীরভাবে প্রার্থনা করেছিলেন। যখন আপনি তাঁর পত্রগুলি পড়বেন, তখন আপনি বুঝতে পারবেন, কতটা আন্তরিকভাবে তিনি প্রার্থনা করেছিলেন। ১ করিন্থীয় ১:৪–৫ পদে তিনি বলেন, "ঈশ্বরের যে অনুগ্রহ খ্রীষ্ট যীশুতে তোমাদিগকে দত্ত হইয়াছে, তাহার জন্য আমি তোমাদের বিষয়ে নিয়ত ঈশ্বরের ধন্যবাদ করিতেছি।" ফিলিপীয় ১:৪ পদে তিনি বলেন, "আমার সমস্ত বিনতিতে তোমাদের সকলের জন্য আনন্দ সহকারে প্রার্থনা করিয়া থাকি।" ফিলিপীয় ১:৯, "আর আমি এই প্রার্থনা করিয়া থাকি, তোমাদের প্রেম যেন তত্ত্বজ্ঞানে ও সর্বপ্রকার সূক্ষ্মচৈতন্যে উত্তর উত্তর উপচিয়া পড়ে।" পৌল প্রার্থনা করছিলেন, যেন তাদের প্রেম বৃদ্ধি পায়, তিনি প্রার্থনা করছিলেন যেন তারা ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন করে।

কলসীয় ১:৯ পদে একই জিনিস আমরা পড়ি, "এই কারণ আমরাও, যে দিন সেই সংবাদ শুনিয়াছি, সেই দিন অবধি তোমাদের নিমিত্তে প্রার্থনা ও বিনতি করিতে ক্ষান্ত হই নাই, যেন তোমরা সমস্ত আত্মিক জ্ঞানে ও বুদ্ধিতে তাঁহার ইচ্ছার তত্ত্বজ্ঞানে পূর্ণ হও।" ২ থিষলনীকীয় ১:১১-এ তিনি বলেন, "এই জন্য আমরা তোমাদের নিমিত্ত সর্বদা এই প্রার্থনাও করিতেছি, যেন আমাদের ঈশ্বর তোমাদিগকে তোমাদের আহ্বানের যোগ্য বলিয়া গণ্য করেন, আর মঙ্গলভাবের সমস্ত বাসনা ও বিশ্বাসের কর্ম সপরাক্রমে সম্পূর্ণ করিয়া দেন।" তিনি প্রার্থনা করছিলেন যেন থিষলনীকীয়র খ্রীষ্টবিশ্বাসীরা ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বস্ত থাকে। তাই তিনি ঈশ্বরের রাজ্যের সম্প্রসারণের জন্য এবং মানুষ যেন ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন করতে শেখে, সেই উদ্দেশ্যে প্রার্থনা করছিলেন। সমস্ত ঈশ্বরের সন্তানদের এই প্রার্থনা করতে হবে, "প্রভু, মানুষকে তোমার ইচ্ছা পালন করতে শেখাও। আমাকে তোমার ইচ্ছা পালন করতে শেখাও, যেন তোমার ইচ্ছা সিদ্ধ হোক, যেমন স্বর্গে তেমনি পৃথিবীতেও হোক।" ধন্যবাদ।

বক্তৃতা ৬

আমাদের প্রয়োজনীয় খাদ্য আজ আমাদিগকে দেও

এই প্রার্থনার সৌন্দর্য ধারাবাহিকে, আমরা প্রভুর প্রার্থনার বিভিন্ন আবেদন বিবেচনা করছি, এবং এখন আমরা সেই আবেদনে আসি— "আমাদের প্রয়োজনীয় খাদ্য আজ আমাদিগকে দাও।" এটি খুবই উল্লেখযোগ্য যে প্রভুর প্রার্থনার দ্বিতীয় অংশে, যেখানে আমরা আমাদের ব্যক্তিগত প্রয়োজনগুলির উপর মনোযোগ দিই, প্রভু যীশু প্রথমেই আমাদের শারীরিক প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেন। প্রভু আত্মার বিষয় নিয়ে শুরু করেন না। যখন আমাদের ব্যক্তিগত প্রয়োজনগুলি বিবেচিত হয়, তিনি পাপের ক্ষমার বিষয় দিয়ে শুরু করেন না, বরং আমাদের দেহের প্রয়োজনগুলির বিষয় নিয়ে শুরু করেন, কারণ প্রভু জানেন যে আমাদের খাদ্য ও পানীয়ের প্রয়োজন আছে এবং আমাদের অনেক শারীরিক প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। প্রভু অত্যধিক আত্মিক নন। তিনি চান না যে আমরা প্রথমেই পাপের ক্ষমার উপর, আত্মিক দুঃখ-কষ্ট ও সংগ্রামের উপর মনোযোগ দিই এবং শারীরিক প্রয়োজনীয়তাগুলিকে সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করি।

না, এটি উল্টোভাবে ঘটে। প্রভু আমাদের প্রথমে আমাদের শরীরের শারীরিক প্রয়োজনগুলির দিকে মনোযোগ দিতে বলেন, কারণ আপনি কীভাবে একজন ক্ষুধার্ত মানুষের সঙ্গে তার আত্মার বিষয় আলোচনা করবেন? আপনি কীভাবে একজন অসুস্থ ব্যক্তির সঙ্গে পরিত্রাণের কথা বলবেন? এই ব্যক্তি অসুস্থ, সেই ব্যক্তি ক্ষুধার্ত। ক্ষুধার তীব্রতায় কারও পেটে খিঁচুনি উঠতে পারে। তার আগে খাদ্যের প্রয়োজন, বা তার চিকিৎসার প্রয়োজন, যাতে সে তার যন্ত্রণার থেকে মুক্তি পায়। এরপরই আপনি তার সঙ্গে একজন মানুষের প্রকৃত ও গভীরতর প্রয়োজনগুলির বিষয় কথা বলতে পারেন, এবং এই প্রয়োজনগুলি তখন আত্মিক প্রয়োজন।

এবং প্রভু যীশু আমাদের এটি দেখাচ্ছেন। এই ধারাবাহিকতা, যখন তিনি আমাদের প্রথমে প্রার্থনা করতে বলেন— "আমাদের প্রয়োজনীয় খাদ্য আজ আমাদিগকে দেও" —কারণ এটি এই সত্যের একটি স্বীকৃতি যে ঈশ্বর আমাদের দৈনন্দিন আহার দেন। এটি পৃথিবী নয় যে আমাদের খাদ্য প্রদান করে। এটি প্রভু। তিনি মাঠের উপর সোনালী শস্যের বৃদ্ধি ঘটান। তিনিই মাটিকে উর্বর করেন এবং গাছপালাকে জীবন দেন। তিনি সমস্ত জীবিত সত্তার সৃষ্টিকর্তা এবং পালনকর্তা। তাই প্রভু যীশু আমাদের এই সত্য স্বীকার করতে শেখান। আমরা স্বীকার করি যে ঈশ্বর আমাদের দৈনন্দিন আহার প্রদান করেন, যখন আমরা তাঁকে অনুরোধ ও প্রার্থনা করি— "আমাদের প্রয়োজনীয় খাদ্য আজ আমাদিগকে দেও।" এটি ঈশ্বরকে গৌরবান্বিত করা, কারণ আমরা উপলব্ধি করি এবং স্বীকার করি যে তিনিই আমাদের সমস্ত প্রয়োজনীয়তা প্রদান করেন। আমরা তাঁর উপর নির্ভরশীল।

এই ছোট আবেদনে— "আমাদের প্রয়োজনীয় খাদ্য আজ আমাদিগকে দেও"—বিভিন্ন বিষয় এবং বিভিন্ন দিক রয়েছে যা আমরা তুলে ধরতে চাই। চলুন প্রথমে সেই বিষয়টি দেখি, যেখানে প্রভু দৈনন্দিন আহারের কথা বলেন। তিনি আমাদের শেখান যেন আমরা শুধুমাত্র এই এক দিনের প্রয়োজনের জন্য প্রার্থনা করি, যেই দিনে আমরা এখন রয়েছি—আজকের দিনে। সুতরাং, আগামীকাল নয়, পরের সপ্তাহ নয়, বা পরের বছর নয়, বরং আজ। প্রতিদিনের নিজের মতো উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা যথেষ্ট থাকে। আমরা জানি না আগামীকাল বা পরের বছর কী ঘটবে। আমাদের প্রতিটি দিন, একদিন করে বাঁচতে হবে।

এটি মানে এই নয় যে আমাদের ভবিষ্যতের যত্ন নেওয়া উচিত নয়। একজন ব্যক্তি জীবনকে উন্নত করার জন্য পড়াশোনা করতে পারে, এবং আমরা কাজ করি, আমরা রোপণ করি, আমরা বীজ বপন করি, যেন কয়েক মাস পরে ফসল ঘরে তুলতে পারি। হিতোপদেশ ৬:৮

আমাদের স্পষ্টভাবে শেখায় যে আমাদের ভবিষ্যতের যত্ন নেওয়া উচিত—এটি সুযোগ থাকলে সংস্থান তৈরি করা। কিন্তু তবুও, আমাদের এই প্রার্থনা করতে হবে, "আমাদের প্রয়োজনীয় খাদ্য আজ আমাদিগকে দেও।"

তারপর এই চতুর্থ আবেদনে আরেকটি বিষয় রয়েছে, যখন আমরা প্রার্থনা করি— "আমাদের প্রয়োজনীয় খাদ্য আজ আমাদিগকে দেও।" এর দ্বারা আমরা আমাদের দৈনন্দিন খাদ্য বোঝাতে চাই। কিছু সংস্কৃতিতে, তারা রুটি খায় না। কিছু সংস্কৃতিতে তারা ভাত খায়, কিছু সংস্কৃতিতে তারা মক্কা খায়, এবং অন্য কিছু সংস্কৃতিতে তারা রুটি খায়। যখন প্রভু যীশু আমাদের শিখান যে আমাদের দৈনন্দিন আহারের জন্য প্রার্থনা করতে হবে, তিনি বোঝাতে চান যে আমাদের আমাদের দৈনন্দিন সংস্থানের জন্য, আমাদের প্রয়োজনীয় দৈনন্দিন খাদ্যের জন্য প্রার্থনা করা উচিত।

ইস্রায়েলের সেই দিনগুলিতে, যখন প্রভু যীশু সেখানে তাঁর উপদেশ দিচ্ছিলেন, তখন তারা প্রতিদিন রুটি খেতেন। ইস্রায়েল ছিল একটি দেশ যেখানে প্রচুর গম উৎপন্ন হতো, এবং তাই জনগণের দৈনন্দিন খাদ্য ছিল রুটি। আমরা এখানে প্রকৃত রুটির কথা বিবেচনা করছি। যখন আমরা বলি— "আমাদের প্রয়োজনীয় খাদ্য আজ আমাদিগকে দেও" —আমরা আত্মিক স্তরের রুটির কথা বলছি না। আমরা আত্মিক বিষয়ে কথা বলছি না। আমরা এখানে খুব স্পষ্টভাবে, বাস্তবিকভাবে, আমাদের দৈনন্দিন খাদ্যের কথা বলছি—সেই দৈনন্দিন রুটি যা আমাদের প্রয়োজন। এবং তাই, প্রভু এখানে যা কিছু আমাদের প্রতিদিন প্রয়োজন তা নিয়েই মনোযোগ দিচ্ছেন। আমরা দেখতে পাই যে তিনি যত্নশীল, তিনি সহানুভূতিশীল, তিনি দয়ালু। এবং এটি আত্মিক বোঝার বিষয় যে তিনি আমাদের দৈনন্দিন প্রয়োজনগুলি পূরণ করেন, আমরা এটি স্বীকার করি, এবং এটি খুবই আত্মিক বিষয় যে আমাদের প্রতিদিনের খাদ্য প্রভুর কাছ থেকে আসে।

আবারও আমরা এই আবেদনের দিকে তাকাই— "আমাদের প্রয়োজনীয় খাদ্য আজ আমাদিগকে দেও।" "আজ"—এর অর্থ কী? এর অর্থ হলো সেই দিন, যেখানে আমি এখন রয়েছি। আমি সকালে জাগি, এবং রাতে শুয়ে পড়ি। এই দিন, এই দিনটি সকালে আমাদের সামনে উপস্থিত হয়, এবং আমরা সমস্যাগুলোর বা চিন্তার পূর্বাভাস দিতে পারি। এই দিন কখনো কখনো এত ভীতিকর ও দুশ্চিন্তায় পূর্ণ মনে হতে পারে। এমন মানুষ আছেন, যারা ভাবছেন, আজ তারা কীভাবে খাবেন এবং কী ঘটবে। এমন মানুষ আছেন, যারা বিপদের মধ্যে রয়েছেন। তবুও, প্রভু আমাদের বলেন যেন আমরা প্রার্থনা করি, যাতে ঈশ্বর আমাদের এই দিনে যত্ন নেন।

এবং তাই, প্রভু যীশু আমাদের মথি ৬:৩৪ পদে বলেন, "অতএব কল্যকার নিমিত্ত ভাবিত হইও না, কেননা কল্য আপনার বিষয় আপনি ভাবিত হইবে; দিনের কষ্ট দিনের জন্যই যথেষ্ট।" ঈশ্বর জানেন যে আমাদের তাঁর যত্নের প্রয়োজন করি। ঈশ্বর জানেন যে আমরা অত্যন্ত সীমিত। আমরা আমাদের শরীর দ্বারা সীমাবদ্ধ। আমরা ভবিষ্যত দেখতে পারি না। আমাদের বোঝার ক্ষমতা অত্যন্ত সীমিত। আমরা শুধু জানি যে আজ আমাদের কিছু প্রয়োজন রয়েছে, এবং আগামীকাল কী ঘটবে তা অনিশ্চিত। তবে আমরা আমাদের এই দৈনন্দিন চাহিদাগুলো ঈশ্বরের সম্মুখে উপস্থাপন করতে পারি।

মথি ৬:২৫-২৭ পদে প্রভু যীশু এটাই বলেছেন, "এই জন্য আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, 'কি ভোজন করিব, কি পান করিব' বলিয়া প্রাণের বিষয়ে, কিম্বা 'কি পরিব' বলিয়া শরীরের বিষয়ে ভাবিত হইও না; ভক্ষ্য হইতে প্রাণ ও বস্ত্র হইতে শরীর কি বড় বিষয় নয়? আকাশের পক্ষীদের প্রতি দৃষ্টিপাত কর; তাহারা বুনেও না, কাটেও না, গোলাঘরে সঞ্চয়ও করে না, তথাপি তোমাদের স্বর্গীয় পিতা তাহাদিগকে আহার দিয়া থাকেন; তোমরা কি তাহাদের হইতে অধিক শ্রেষ্ঠ নও? আর তোমাদের মধ্যে কে ভাবিত হইয়া আপন বয়স এক হস্ত মাত্র বৃদ্ধি করিতে পারে?"

আমরা দুশ্চিন্তায় ভারাক্রান্ত হতে পারি। আমরা নিজেদের উদ্বেগ দ্বারা পীড়িত করতে পারি, কিন্তু এটি আমাদের বহন করার জন্য অত্যন্ত ভারী বোঝা। ঈশ্বর আমাদের জীবনের জাহাজকে অতিরিক্তভাবে বোঝাই করেন না, বরং প্রত্যেক দিনই যথেষ্ট। প্রতিদিনের নিজস্ব দুশ্চিন্তা থাকে, এবং আমরা বিশ্বাস রাখতে পারি যে ঈশ্বর আমাদের এই দিনে যত্ন নেবেন। "আমাদের প্রয়োজনীয় খাদ্য আজ আমাদিগকে দেও।" প্রভু চান না যে আমরা রাতে ঘুমানোর সময় চিন্তিত হয়ে জেগে থাকি, কারণ ঈশ্বর আজ আপনার জীবনে উপস্থিত আছেন, আগামীকাল তিনি জীবিত থাকবেন, এবং পরশু দিনও তিনি সেখানে থাকবেন। ঈশ্বর সর্বদা একই থাকেন। তিনি সর্বদা সরবরাহ করেছেন, এবং তিনি ভবিষ্যতেও সরবরাহ করবেন। সুতরাং, এই অনুরোধ— "আমাদের প্রয়োজনীয় খাদ্য আজ আমাদিগকে দেও" —একটি বিশ্বাসের, আস্থার আবেদন।

আমরা আমাদের দৈনন্দিন প্রয়োজনের জন্য প্রার্থনা করতে আহ্বান করা হয়েছে, তবে একই সঙ্গে আমাদের উপলব্ধি করা উচিত যে আমাদের জীবনে প্রধান গুরুত্ব থাকা উচিত ঈশ্বর ও তাঁর রাজ্যের প্রতি। তাই প্রভু যীশু আমাদের মথি ৬:৩৩ পদে শেখান, "কিন্তু তোমরা প্রথমে তাঁহার রাজ্য ও তাঁহার ধার্মিকতার বিষয়ে চেষ্টা কর, তাহা হইলে ঐ সকল দ্রব্যও তোমাদিগকে দেওয়া হইবে।" এবং এই সমস্ত জিনিস হলো দৈনন্দিন জীবনের যত্ন ও প্রয়োজন। প্রভু প্রদান করবেন। তাই প্রতিদিন আমাদের প্রার্থনা করতে হবে— "আমাদের প্রয়োজনীয় খাদ্য আজ আমাদিগকে দেও," তবে একই সঙ্গে আমাদের প্রথমে প্রভু ও তাঁর রাজ্য এবং তাঁর ধার্মিকতাকে খুঁজতে হবে। এবং তাই, প্রভু চান যেন আমরা বিশ্বাসের মাধ্যমে জীবন যাপন করি। বিশ্বাস—এটি কত বড় আশীর্বাদ, যে আপনি বিস্মিত হবেন কীভাবে ঈশ্বর আপনাকে প্রদান করতে পারেন, কারণ ঈশ্বর জীবন্ত ঈশ্বর। তিনি জানেন আজ আপনার কী প্রয়োজন, এবং তিনি আগামীকালও জানেন। তিনি একজন যত্নশীল ঈশ্বর।

এর একটি উদাহরণ দিতে গেলে, এটি উনিশ শতকে জর্জ মুলারের জীবনে ঘটেছিল। জর্জ মুলার ব্রিটিশ শহর ব্রিস্টলে বিভিন্ন অনাথ আশ্রম প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করেছিলেন, এবং প্রতিদিন তিনি অনাথ শিশুদের প্রয়োজন ঈশ্বরের সম্মুখে তুলে ধরতেন। তিনি তাঁর প্রয়োজন সমগ্র দেশে জানান দিতেন, কিন্তু তিনি কখনো তহবিলের জন্য আবেদন করেননি। তিনি শুধুমাত্র প্রার্থনা করতেন, এবং প্রতিনিয়ত প্রভু তাঁকে তিনি যা প্রয়োজন করতেন তা প্রদান করতেন, ফলে তিনি ইংল্যান্ডের বিভিন্ন স্থান থেকে বহু আর্থিক উপহার পেয়েছিলেন।

তিনি একটি উদাহরণ দেন, কীভাবে প্রভু বিশেষভাবে তাঁর এবং তাঁর শিশুদের জন্য যত্ন নিয়েছিলেন। কারণ এক সকালে এক অনাথ আশ্রমে কোনো দুধ ছিল না, এবং শিশুদের দুধের অত্যন্ত প্রয়োজন ছিল। তখন এই ধার্মিক জর্জ মুলার সমস্ত শিশুদের তাদের প্রাতঃরাশের টেবিলে বসতে নির্দেশ দেন এবং তারা যেন ঈশ্বরের কাছে তাদের দৈনন্দিন আহারের জন্য প্রার্থনা করে। তিনি শিশুদের প্রার্থনায় নেতৃত্ব দেন এবং তিনি প্রভুকে ধন্যবাদ জানান সেই দুধের জন্য যা তারা গ্রহণ করতে চলেছেন।

কিন্তু সেই মুহূর্তে জর্জ মুলার জানতেন না কোথা থেকে দুধ আসবে। এবং ঠিক তখনই আশ্রমের সামনে একটি দুধের গাড়ি বিগড়ে যায়। এর অক্ষ ভেঙে গিয়েছিল, এবং মেরামত করতে কয়েক ঘন্টা সময় লাগবে। ফলে, দুধের গাড়ির চালক জর্জ মুলারকে বললেন যে তিনি অনাথদের জন্য সমস্ত দুধ নিতে পারেন, কারণ অন্যথায় দুধ টক হয়ে যাবে এবং ফেলে দিতে হবে। তাই, আশ্চর্যজনকভাবে, প্রভু সেই দিনে অনাথ আশ্রমের শিশুদের দৈনন্দিন প্রয়োজনের যত্ন নিলেন। তাদের প্রার্থনার উত্তর হিসেবে তারা দুধ পেল।

এবং তাই, আমরা বাইবেলে অনেক উদাহরণ দেখতে পাই, কীভাবে প্রভু আমাদের দৈনন্দিন প্রয়োজনের যত্ন নেন। আপনি নিশ্চয়ই মনে রাখবেন যে প্রতিদিন ইস্রায়েলের মানুষ মান্না পেয়েছিল। প্রতি সকালে এটি সেখানে ছিল—স্বর্গ থেকে আসা রুটি। প্রভু তাদের শিলা থেকে জল দিয়েছিলেন, এবং তিনি তাদের ৪০ বছর ধরে এক ভয়ঙ্কর মরুপ্রান্তরে মধ্য দিয়ে রক্ষা করেছিলেন, এবং তাদের জুতো পর্যন্ত ক্ষয়প্রাপ্ত হয়নি। প্রভু তাদের যত্ন নিয়েছিলেন।

এবং তাই, যখন বিশেষ প্রয়োজন দেখা দেয়, তখনও প্রভু যত্ন নিতে পারেন। আপনি নিশ্চয়ই সেই বিধবার গল্পটি জানেন, যিনি এলিয়ের কাছে এসেছিলেন, যা ২ রাজবলি ৪ অধ্যায়ে (১–৭ পদ) উল্লেখ করা হয়েছে। এই বিধবার কাছে আর কোনো অর্থ অবশিষ্ট ছিল না, এবং তার ঋণদাতারা এসে অর্থ দাবি করছিল। তারা হুমকি দিচ্ছিল যে তারা তার সন্তানদের দাসত্বে বিক্রি করবে, তখন ভাববাদী ইলীশা তাঁকে বললেন যেন তিনি তাঁর বাড়িতে খালি পাত্র ও বাসন সংগ্রহ করেন। আর তাঁর কাছে একটিই ছোট তেলের কলস ছিল, এবং তিনি সেই কলস থেকে সমস্ত পাত্র ও বাসনে তেল ঢালতে সক্ষম হোন। এইভাবে, প্রভু তাঁদের যথেষ্টভাবে সেই দিন তাঁদের প্রয়োজনীয়তা প্রদান করেছিলেন।

নতুন নিয়মে আমরা বারবার দেখি যে আমাদের সমস্ত অনুরোধ ও প্রয়োজন ঈশ্বরের কাছে আনতে বলা হয়েছে। প্রেরিত ফিলিপীয় ৪:৬-এ বলেন, "কিন্তু সর্ববিষয়ে প্রার্থনা ও বিনতি দ্বারা ধন্যবাদ সহকারে তোমাদের যাচ্ঞা সকল ঈশ্বরকে জ্ঞাত কর।" এবং ইফিসীয় ৬:১৮ পদে তিনি বলেন, "সর্ববিধ প্রার্থনা ও বিনতি সহকারে সর্বসময়ে আত্মাতে প্রার্থনা কর, এবং ইহার নিমিত্ত সম্পূর্ণ অভিনিবেশ ও বিনতিসহ জাগিয়া থাক।" প্রতিদিন, আমাদের সমস্ত প্রয়োজন ঈশ্বরের সামনে তুলে ধরতে হবে, এবং এটি শুধু আমাদের খাদ্যের জন্য নয়, বরং আমাদের পোশাকের জন্যও।

এবং প্রভু জানেন যে আমাদের কোথাও থাকার এবং কোথাও ঘুমানোর প্রয়োজন আছে। আমাদের আশ্রয়ের প্রয়োজন। আমাদের সন্তানদের যত্নের প্রয়োজন। আমাদের পথের সুরক্ষার প্রয়োজন। প্রভু জানেন যে আমাদের মানসিক প্রয়োজন আছে এবং আমাদের শারীরিক প্রয়োজন আছে। কখনো কখনো, জীবনের পরিস্থিতি কঠিন এবং ক্লান্তিকর হতে পারে। প্রভু ঠিক জানেন আমাদের কী প্রয়োজন। তিনি এমনকি আপনাকে একজন ধার্মিক স্বামী বা স্ত্রী প্রদান করতে পারেন, কারণ তিনি আমাদের সমস্ত প্রয়োজন জানেন।

এটি কি আশ্চর্যজনক অলৌকিক বিষয় নয় যে আমরা ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতে পারি এবং তাঁর কাছে আমাদের সকল প্রয়োজনের জন্য অনুরোধ করতে পারি? কারণ আমরা কে? আমরা ঈশ্বরের বিরুদ্ধে পাপ করেছি। আমরা তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছি। আমরা পরিত্যক্ত হওয়ার যোগ্য এবং কোনো আশীর্বাদ পাওয়ার অযোগ্য। তবুও, প্রভু আমাদের বলেন যেন আমরা প্রার্থনা করি এবং আমাদের দৈনন্দিন প্রয়োজন তাঁর সম্মুখে উপস্থাপন করি, এবং তিনি আমাদের প্রত্যাশার চেয়ে অধিক আমাদের প্রয়োজন প্রদান করবেন। এবং তাই, এই সমস্তই প্রভু যীশু খ্রীষ্টের দ্বারা অর্জিত হয়েছে। তিনি তাঁর যন্ত্রণা, তাঁর ক্রুশে মৃত্যু, এবং ঈশ্বরের ব্যবস্থার প্রতি তাঁর আনুগত্যের মাধ্যমে আমাদের দৈনন্দিন আহারের অধিকার অর্জন করেছেন।

এবং আরও চিন্তা করুন, কীভাবে ঈশ্বর আমাদের জীবনে এই প্রার্থনার উত্তর প্রচুরভাবে দিতে পারেন। কেউ ধনী হতে পারে, কেউ কম সম্পদশালী হতে পারে, কেউ দারিদ্র্যের মধ্যে থাকতে পারে। কিন্তু প্রভু কি আমাদের যথেষ্ট প্রদান করতে অক্ষম? এমনকি যদি আমরা অন্যদের তুলনায় কম সম্পদশালী হই, যদি আমাদের খুব সামান্যই থাকে? তবু ঈশ্বর প্রদান করতে পারেন। প্রভু আমাদের খাদ্য, আশ্রয়, পোশাক, উষ্ণতা, এবং চিকিৎসা দিতে পারেন। তিনি আমাদের প্রদান করতে পারেন, হয়তো আমাদের ইচ্ছামতো নয়, কিন্তু তিনি যথেষ্ট এবং পরিপূর্ণভাবে আমাদের প্রয়োজন পূরণ করবেন। তাই আমাদের উচিত আমাদের দৈনন্দিন আহারের জন্য কৃতজ্ঞ থাকা। আমাদের জীবনে ঈশ্বরের কার্যে অভিযোগ করা উচিত নয়, যদি আমাদের অন্যদের তুলনায় কম থাকে। চলুন, আমরা ঈশ্বর যা প্রদান করেন তার জন্য আনন্দিত হই এবং তাঁর সমস্ত যত্নের জন্য তাঁকে ধন্যবাদ দিই। এবং যখন আমরা আমাদের পরিবারের সাথে একত্রে আহার গ্রহণ করি, প্রতিদিন সেটি আনন্দের একটি মুহূর্ত হোক, যেন এটি আমাদের গৃহে একটি উদযাপন হয়—যে ঈশ্বর আমাদের দৈনন্দিন প্রয়োজন আশ্চর্যজনকভাবে প্রদান করেছেন।

এবং যখন আমরা প্রভুর সমস্ত এই মহিমা দেখি, কীভাবে তিনি আমাদের জন্য প্রদান করেন, এটি আমাদের কীভাবে প্রভাবিত করা উচিত? এটি আমাদের অনুশোচনার দিকে পরিচালিত করা উচিত। দেখুন, ঈশ্বরের প্রেমময় দয়া এবং মহিমার সমস্ত ঐশ্বর্য। এটি আমাদের, যেমন পৌল রোমীয় ২:৪ পদে বলেন, অনুশোচনার দিকে নিয়ে যাওয়া উচিত। ভাবুন, কী প্রাপ্য আপনার: কিছুই নয়। আপনার পাপের কারণে আপনি বিচার এবং কষ্ট পাওয়ার যোগ্য। কিন্তু দেখুন, প্রভু কী দেন। তিনি পরিপূর্ণ আশীর্বাদ এবং প্রচুর সম্পদ দেন। তাই, এই সমস্ত মহিমার কারণে, চলুন আমরা নিজেদের নম্র করি। পাপ স্বর্গের দিকে উঠে যায়, এবং ঈশ্বরের মহিমা ও তাঁর দৈনন্দিন যত্ন আমাদের উপর বর্ষিত হয়। প্রভু কত মহান! তখন আমরা বলি, "আমি তোমার সমস্ত আশীর্বাদের মধ্যে ক্ষুদ্রতমেরও অযোগ্য।" তখন আপনি প্রার্থনা করেন, "প্রভু, আমাকে প্রকৃত অনুশোচনার দিকে পরিচালিত করো, যেন আমি তোমার সাথে যুক্ত থাকি এবং তোমাকে অনুসরণ করি—এই আশীর্বাদিত ঈশ্বর, যিনি আমাকে সরবরাহ করেন, এবং যেন আমি তোমাকে ভালোবাসতে পারি এবং চিরকালের জন্য তোমার সাথে বসবাস করতে পারি।"

হ্যাঁ, প্রভুর যত্ন কতই না সুন্দর! তিনি এমনকি জানেন, আপনি তাঁকে জিজ্ঞাসা করার আগেই আপনার কী প্রয়োজন। তিনি আপনার সমস্ত প্রয়োজন সম্পর্কে পুরোপুরি সচেতন। তিনি দেখেন একটি ক্ষুদ্র পতঙ্গ কীভাবে পাতার উপর হামাগুড়ি দিয়ে চলে, এবং তিনি জানেন বিশাল তিমি ও সমুদ্রের বৃহৎ মাছের কী প্রয়োজন। বাইবেল আমাদের বলে, তিনি এমনকি যখন বাচ্চা দাঁড়কাক ডাক দেয়, তখনও তা শুনতে পান। তিনি তাঁর হাত প্রসারিত করেন এবং সকল জীবিত সত্তার আকাঙ্ক্ষা পূরণ করেন। এবং ঈশ্বরের সন্তানরা কত বেশি তাঁর দৈনন্দিন যত্ন পাবে!

তিনি জানেন কোথায় আপনি বাস করেন। তিনি আপনার পরিস্থিতি জানেন। তিনি আপনার নাম জানেন। তিনি চড়ুই পাখিকে সেই স্থানে পরিচালিত করেন, যেখানে ক্ষুদ্র বীজ তার খাদ্য হিসেবে অপেক্ষা করছে। ঈশ্বর এক হাজার পাহাড়ের গবাদি পশুর মালিক (গীতসংহিতা ৫০:১০), এবং সমস্ত সোনা ও রূপা তাঁরই (হগয় ২:৮)। তাহলে কি তিনি আপনাকে সরবরাহ করবেন না? "অতএব," ইব্রীয় ১৩:৫ পদ আমাদের বলে, "তোমাদের আচার-ব্যবহার ধনাসক্তিবিহীন হউক; তোমাদের যাহা আছে, তাহাতে সন্তুষ্ট থাক; কারণ তিনিই বলিয়াছেন,

“আমি কোন ক্রমে তোমাকে ছাড়িব না, ও কোন ক্রমে তোমাকে ত্যাগ করিব না।” তাই আমরা সাহসের সাথে বলতে পারি— ‘অতএব আমরা সাহসপূর্বক বলিতে পারি,’ “প্রভু আমার সহায়, আমি ভয় করিব না; মনুষ্য আমার কি করিবে?”

এবং তাই, প্রভু যীশু আমাদের শেখান যেন আমরা প্রতিদিন এই প্রার্থনা করি— “আমাদের প্রয়োজনীয় খাদ্য আজ আমাদিগকে দেও।” এমনকি যদি আমাদের খাবারের আলমারি পূর্ণ থাকে, যদি আমাদের ফ্রিজে প্রচুর খাদ্য থাকে, তবুও আমাদের এই প্রার্থনা করতে হবে— "আমাদের প্রয়োজনীয় খাদ্য আজ আমাদিগকে দেও।” আমাদের প্রচুর খাদ্য থাকতে পারে, কিন্তু তবুও আমরা তা খেতে সক্ষম নাও হতে পারি। এমন অনেকেই আছেন যাদের যথেষ্ট খাবার আছে, কিন্তু তারা তা খেতে পারেন না, বা সেই খাবার তাদের জন্য কোনো উপকারে আসে না। তারা অসুস্থ হয়ে পড়েন। আপনি দেখুন, আমরা খাদ্যের উপর নির্ভরশীল নই। আমরা ঈশ্বরের উপর নির্ভরশীল। ধনী মানুষও কখনো কখনো খাবার গ্রহণ করতে অক্ষম হতে পারেন। জীবনের সকল পরিস্থিতিতেই, আমরা গরিব বা ধনী যাই হই না কেন, আমরা সম্পূর্ণভাবে ঈশ্বরের উপর নির্ভরশীল। ঈশ্বরের আশীর্বাদ ছাড়া কিছুই আমাদের উপকারে আসবে না।

যেমন গীতসংহিতা ১২৭-এর প্রথম পদে বলা হয়েছে— “যদি সদাপ্রভু গৃহ নির্মাণ না করেন, তবে নির্মাতারা বৃথাই পরিশ্রম করে; যদি সদাপ্রভু নগর রক্ষা না করেন, রক্ষক বৃথাই জাগরণ করে।” আমরা যা কিছু করি, তাতেই ঈশ্বরের আশীর্বাদ প্রয়োজন, এমনকি আমাদের আহার ও পানীয় গ্রহণেও। তাই আমরা স্বীকার করি যে প্রভু সকল উত্তম জিনিসের উৎস; এবং আমাদের সকল শ্রম, আমাদের সকল সম্পত্তি, ঈশ্বরের আশীর্বাদ ছাড়া আমাদের কোনো উপকারে আসবে না। এবং তাই, আমরা আহারের আগে প্রার্থনা করি, ঈশ্বরকে আমাদের খাদ্য ও পানীয়ের জন্য ধন্যবাদ জানাই এবং একই সঙ্গে ঈশ্বরের কাছে অনুরোধ করি যেন তিনি আমাদের খাদ্য ও পানীয়কে আশীর্বাদ করেন, যাতে এটি আমাদের শরীরের জন্য কল্যাণকর হয়।

এবং তাই, যখন আমরা প্রার্থনা করি— “আমাদের প্রয়োজনীয় খাদ্য আজ আমাদিগকে দেও” —আমরা একসঙ্গে এটিও স্বীকার করি যে ঈশ্বর শস্য উৎপন্ন করেন। কে আমাদের ধান ও গমে পরিপূর্ণ ক্ষেত প্রদান করেন? কৃষক যখন বীজ বপন করেন তখন কে ফসলের বৃদ্ধি দেন? কে বৃষ্টি ও রোদ দেন? কে যত্ন নেন যেন ফসল সোজা দাঁড়িয়ে থাকে এবং গম বা চালের দানা কাটা যায়? কে রক্ষা করেন যেন ফসল মাটিতে মিশে না যায়, পচে না যায়, এবং কাটা না যায়? এটি সবই ঈশ্বরের যত্ন। তিনি প্রকৃতির প্রতি যত্নশীল। প্রভু বৃদ্ধি প্রদান করেন।

এবং তাই, যখন প্রভু যীশু আমাদের শেখান— “আমাদের প্রয়োজনীয় খাদ্য আজ আমাদিগকে দেও” —তখন এই “আমাদের” এবং “আমাদিগকে” শব্দগুলোর দিকে মনোযোগ দেওয়া গুরুত্বপূর্ণ। আমরা প্রার্থনা করি না— “আমাকে আমার দৈনন্দিন খাদ্য দাও,” বরং আমরা বলি— “আমাদের প্রয়োজনীয় খাদ্য আজ আমাদিগকে দেও।” এটি দেখায় যে আমরা এই প্রার্থনা অন্যদের সঙ্গে একসঙ্গে করি। অন্যরাও তাঁদের দৈনন্দিন খাদ্যের জন্য প্রার্থনা করেন, এবং আমরা প্রকৃতপক্ষে তাঁদের সঙ্গে একত্রে প্রার্থনা করি। সুতরাং, যখন আমাদের প্রাচুর্য থাকে এবং আমরা দেখি যে অন্যদের অভাব রয়েছে, তখন আমাদের উচিত তাঁদের সাহায্য করা এবং তাঁদের প্রদান করা। তারপর, আমাদের প্রাচুর্য থেকে দান করাও উচিত। এবং তাই, যখন আমরা অন্যদের প্রয়োজন দেখি, খ্রীষ্টের ভালোবাসা আমাদের অন্যদের প্রতি যত্নশীল হতে চালিত করে। আমাদের উদারভাবে দিতে হবে, এমনকি যদি এটি আমাদের জন্য কিছুটা ত্যাগ হয়। যদিও আমাদের কিছুটা কম থাকতে পারে, আমাদের উচিত আমাদের প্রতিবেশীকে আমাদের মতো ভালোবাসা। আমরা যত্নশীলতার দ্বারা চিহ্নিত হতে হবো, স্বার্থপরতার দ্বারা নয়।

এবং তাই, আমরা প্রার্থনা করি না— “আমাকে দাও,” বরং— “আমাদের প্রয়োজনীয় খাদ্য আজ আমাদিগকে দেও।”

প্রবৃত্তিগতভাবেই , আমরা নিজেদের প্রতি মনোযোগ দিই, এবং আমরা প্রায়ই নিজেদেরকেই উপাস্য করে তুলি। এটি ভয়ানক। আমরা স্বভাবতই আত্মকেন্দ্রিক মানুষ, কিন্তু ঈশ্বরের অনুগ্রহে, খ্রীষ্ট দয়া করেন, যাতে এই আত্মকেন্দ্রিকতার মূর্তি পদচ্যুত হয় এবং এই স্বার্থপরতার পাপ বিনষ্ট হয়। এটি ঘটে যখন ঈশ্বরের ভালোবাসা আপনার হৃদয়ে প্রবেশ করে। ভাবুন, প্রভু যীশু খ্রীষ্ট নিজে, যখন তিনি মরুভূমিতে ছিলেন, তিনি রুটির বিষয়ে চিন্তা করেননি, বরং তিনি ঈশ্বর ও তাঁর রাজ্যের কথা ভেবেছিলেন। আর যখন প্রভু যীশু নির্জন, জনশূন্য স্থানে ছিলেন, তখন তিনি হাজারো মানুষের জন্য খাদ্যের ব্যবস্থা করেছিলেন, এবং তিনি তাঁদের রুটি ও মাছ দিয়েছিলেন। প্রভু মানুষের প্রয়োজনের প্রতি উদাসীন ছিলেন না। তিনি তাঁদের প্রতি অত্যন্ত যত্নশীল ছিলেন। তিনি তাঁদের প্রয়োজনের প্রতি উদাসীন ছিলেন না।

এবং তাই, আমরা ঈশ্বর যা দেন তা নিয়ে সন্তুষ্ট থাকি। এটি আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, যা আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে আমাদের অভিযোগ বা বচসা করা উচিত নয়। বরং, আমাদের উচিত ঈশ্বর যে খাদ্য প্রদান করেন তাতে সন্তুষ্ট থাকা এবং জীবনের দৈনন্দিন সংস্থানগুলোর জন্য কৃতজ্ঞ থাকা। আমাদের সম্পদের প্রতি আকাঙ্ক্ষা করা উচিত নয়, এবং আমরা এই প্রার্থনাও করতে পারি যেন আমরা দারিদ্র্যে পতিত না হই, বরং ঈশ্বর প্রতিদিন আমাদের যা প্রদান করেন তাতে আমরা সন্তুষ্ট জীবনযাপন করতে পারি। এটিই ছিল প্রেরিত পৌলের জীবনধারা। তিনি প্রাচুর্য থাকলেও সন্তুষ্ট ছিলেন, আবার অভাবেও ধৈর্য ধরতেন, কারণ তিনি জানতেন যে সমস্ত পরিস্থিতিতে ঈশ্বর তাঁর যত্ন নেবেন।

এবং ভাবুন, প্রভু যীশু অন্যদের জন্য কেমন যত্নশীল ছিলেন। যখন তিনি ক্ষুধার্ত ছিলেন, তখনও তিনি অন্যদের রুটি প্রদান করতেন। যখন তিনি তৃষ্ণার্ত ছিলেন, তখনও তিনি অন্যদের পান করানোর ব্যবস্থা করতেন। তিনি ক্লান্ত ছিলেন, তবুও তিনি অন্যদের বিশ্রাম দিতেন। তিনি শোকে ছিলেন, তবুও তিনি অন্যদের আনন্দ দিতেন। এবং এই সমস্ত সময়ে, কখনোই তাঁর মধ্যে কোনো অধৈর্যতার নিঃশ্বাস ছিল না। প্রভু যীশুর মধ্যে কোনো অভিযোগ ছিল না। তিনি সত্যিই সন্তুষ্ট ছিলেন, এবং তাঁর চোখ থেকে ভালোবাসা ছড়াচ্ছিল। তাঁর প্রতিটি বাক্যে করুণা প্রকাশ পাচ্ছিল। চলুন, আমরা তাঁর পদচিহ্ন অনুসরণ করি এবং এইভাবে শিখি— "আমাদের প্রয়োজনীয় খাদ্য আজ আমাদিগকে দেও।"

এবং তাই, এই আবেদনে একটি আশ্চর্যজনক শিক্ষা রয়েছে—যা প্রভু আমাদের শেখান, যেন আমরা আমাদের প্রয়োজনীয় উপায়গুলি ব্যবহার করি; সেই উপায়, অর্থাৎ রুটি বা দৈনন্দিন খাদ্য। আপনি দেখুন, প্রভু সম্পূর্ণরূপে সক্ষম আমাদের জীবন খাদ্য ছাড়াই ধরে রাখতে। এলিয় একবার ৪০ দিন ও ৪০ রাত মরুভূমির মধ্য দিয়ে হেঁটেছিলেন, কিছুই খাননি বা পান করেননি। মোশি ৪০ দিন ও ৪০ রাত পাহাড়ে কাটিয়েছিলেন, কিছুই খাননি বা পান করেননি। এমনকি প্রভু যীশু নিজেও ৪০ দিন মরুভূমিতে ছিলেন, কিছুই খাননি বা পান করেননি। কে তাঁদের শরীরকে বাঁচিয়ে রেখেছিলো? ঈশ্বরই তা করেছিলেন। যদি আপনি খাদ্য বা পানীয় নাও পান, তবুও ঈশ্বর আপনাকে বাঁচিয়ে রাখতে পারে । তিনি সর্বশক্তিমান ঈশ্বর।

কিন্তু এখন, ঈশ্বর আমাদের খাদ্য ও পানীয়ের মাধ্যমে রক্ষা করতে খুশি হোন, এবং তাই আমাদের এইভাবে প্রার্থনা করা উচিত নয়— 'প্রভু, আমাদের কোনো উপায় ছাড়া রক্ষা করো।' এমন পরিস্থিতি থাকতে পারে যখন ঈশ্বর তা করবেন, কিন্তু সাধারণত আমরা উপায়ের সাথে আবদ্ধ থাকি। এটি শারীরিক প্রয়োজনের জন্য সত্য, কিন্তু এটি আমাদের আত্মিক প্রয়োজনের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। আত্মিক জীবনের পরিবর্তনের বিষয়ে, প্রভু আমাদের বলেন যেন আমরা উপায় ব্যবহার করি। যোহন ৬:৩৫ পদে প্রভু যীশু বলেন— "যীশু তাহাদিগকে বলিলেন, আমিই সেই জীবন-খাদ্য। যে ব্যক্তি আমার কাছে আইসে, সে ক্ষুধার্ত হইবে না, এবং যে আমাতে বিশ্বাস করে, সে তৃষ্ণার্ত হইবে না, কখনও না।" আমাদের আহ্বান করা হয়েছে যেন আমরা প্রভুর সম্মুখে নম্র হই, আমাদের পাপ স্বীকার করি, এবং তাঁর অনুগ্রহের জন্য প্রার্থনা করি। আমাদের পবিত্র আত্মার অনুগ্রহ প্রয়োজন, যেন তিনি আমাদের পাপ সম্পর্কে অপরাধবোধ দেন এবং আমাদের খ্রীষ্টের সঙ্গে একাত্মতার দিকে পরিচালিত করেন।

প্রভু উপায় ব্যবহার করেন। এবং আত্মিক জীবনে উপায় কী? তা হলো ঈশ্বরের বাক্য এবং প্রার্থনা। আত্মিক বিষয়ে এই উপায়গুলি ব্যবহার করার মাধ্যমে, ঈশ্বর আমাদের অনুগ্রহ প্রদান করবেন। আপনি কি খ্রীষ্টের সঙ্গে একাত্মতা কামনা করেন? তাহলে উপায় ব্যবহার করুন। "তোমরা শাস্ত্র অনুসন্ধান করিয়া থাক, কারণ তোমরা মনে করিয়া থাক যে, তাহাতেই তোমাদের অনন্ত জীবন রহিয়াছে; আর তাহাই আমার বিষয়ে সাক্ষ্য দেয়," যোহোন ৫:৩৯। এবং মথি ৭:৭— "দ্বারে আঘাত কর, তোমাদের জন্য খুলিয়া দেওয়া যাইবে।" আর লূক ১১:১৩— "অতএব তোমরা মন্দ হইয়াও যদি তোমাদের সন্তানদিগকে উত্তম উত্তম দ্রব্য দান করিতে জান, তবে ইহা কত অধিক নিশ্চয় যে, স্বর্গস্থ পিতা, যাহারা তাঁহার কাছে যাচ্ঞা করে, তাহাদিগকে পবিত্র আত্মা দান করিবেন।"

প্রভু আমাদের আত্মিক জীবন এবং শারীরিক জীবনের উপায়গুলোর সাথে আবদ্ধ রাখেন, যতদিন না সেই দিন আসে যখন আমাদের দেহ এবং আত্মা আর দৈনন্দিন আহারের মাধ্যমে সংরক্ষিত হবে না। কারণ স্বর্গরাজ্যে কোনো আহার বা পানীয় থাকবে না, বরং সবাই ঈশ্বরের সরাসরি উপস্থিতির দ্বারা সংরক্ষিত হবে। চলুন, এটি আমাদের লক্ষ্য হোক। ধন্যবাদ

বক্তৃতা ৭

আর আমাদের অপরাধ সকল ক্ষমা কর, যেমন আমরাও আপন আপন অপরাধীদিগকে ক্ষমা করিয়াছি

এই বক্তৃতায় আপনাকে স্বাগতম, যা প্রার্থনার সৌন্দর্য ধারাবাহিক বক্তৃতার সপ্তম পর্ব।

প্রতিদিন আমরা ঈশ্বরের আদেশ লঙ্ঘন করি। প্রতিদিন আমরা ব্যর্থ হই, এবং তাই প্রভু যীশু আমাদের শেখান যেন আমরা প্রার্থনা করি— "আর আমাদের অপরাধ সকল ক্ষমা কর, যেমন আমরাও আপন আপন অপরাধীদিগকে ক্ষমা করিয়াছি।"

"আমাদের অপরাধ সকল ক্ষমা কর" —এটি স্পষ্টতই বোঝায় যে আমরা ঈশ্বরের বিরুদ্ধে যে সমস্ত পাপ করি, তার জন্য ক্ষমা গ্রহণ করি, কারণ মানুষের ক্ষমার প্রয়োজন। সমস্ত পাপের পরিত্রাণের প্রয়োজন। শাস্ত্র এটি সম্পর্কে অত্যন্ত স্পষ্ট। গীতসংহিতা ১৪:১ পদে "সৎকর্ম করে এমন কেহই নাই।" এটি রোমীয় ৩:১০ পদে পুনরাবৃত্ত হয়— "ধার্মিক কেহই নাই, একজনও নাই।" এবং অনেক বাক্য আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে আমরা পাপী মানুষ। গীতসংহিতা ১৩০:৩— "হে সদাপ্রভু, তুমি যদি অপরাধ সকল ধর, তবে, হে প্রভু, কে দাঁড়াইতে পারিবে?"

পুরাতন নিয়মের সমস্ত উৎসর্গের আইন আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে মানুষের পাপের ক্ষমা প্রাপ্তির প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। এবং তখন, বাপ্তিস্তদাতা যোহন প্রচার করেছিলেন— "ঐ দেখ, ঈশ্বরের মেষশাবক, যিনি জগতের পাপভার লইয়া যান" (যোহোন ১:২৯)। প্রভু যীশুই হলেন পুরাতন নিয়মের সমস্ত উৎসর্গের পরিপূর্ণতা, কারণ একটি উৎসর্গ আনা আবশ্যক, যেহেতু আমরা ঈশ্বরের বিরুদ্ধে পাপ করেছি। এটি মানব জাতির প্রধান সমস্যা—পাপ। এটি আমাদের জীবনের সবচেয়ে বড় সমস্যা। পাপ সর্বদা বিদ্যমান, কিন্তু পাপ আমাদের মৃত্যু ও দুর্দশার দিকে নিয়ে যায়।

এবং তাই, প্রতিদিন পাপের গাছ থেকে নতুন তিক্ত ফল উৎপন্ন হয়। এই কারণেই, প্রভু যীশু আমাদের প্রার্থনা করতে শেখান— "আমাদের অপরাধ সকল ক্ষমা কর।" প্রতিদিন আমাদের আহ্বান করা হয় যেন আমরা আমাদের পাপ প্রভুর সামনে স্বীকার করি। প্রতিদিন আমাদের উচিত তাঁর সম্মুখে আমাদের দুর্নীতি স্বীকার করা। আমাদের মধ্যে, আমরা শারীরিক, পাপের অধীন বিক্রীত। এবং তাই, এটি একটি আশ্চর্যজনক বিষয় যে সর্বশক্তিমান, পবিত্র ঈশ্বর এখনও আমাদের শুনতে এবং আমাদের কথা গ্রহণ করতে ইচ্ছুক। এইজন্য, আমাদের আহ্বান করা হয়েছে যেন আমরা নিজেদের নম্র করি এবং আমাদের সকল পাপ স্বীকার করি।

এবং এটি করতে গিয়ে, আমাদের খুবই স্পষ্ট হওয়া উচিত। আমাদের সেই নির্দিষ্ট পাপগুলো উল্লেখ করা উচিত যা আমরা করেছি। আমাদের প্রতিদিনের প্রকৃত পাপ প্রভুর সামনে স্বীকার করা উচিত—সেসব কথা যা আমরা বলেছি কিন্তু বলা উচিত ছিল না, সেই মনোভাব যা আমাদের স্ত্রী, সন্তান বা স্বামীর প্রতি পাপপূর্ণ ছিল।

সুতরাং, আমাদের স্বাভাবিকভাবে মন্দের প্রতি প্রবণতা স্বীকার করা উচিত। আমাদের স্বাভাবিক দুর্নীতি স্বীকার করা উচিত যে আমরা আদমের মধ্যে পাপ করেছি। সেখান থেকেই আমাদের জীবনে পাপ শুরু হয়েছে। এবং এখন, আমাদের প্রবৃত্তি ঈশ্বর ও আমাদের প্রতিবেশীর

প্রতি ঘৃণার দিকে ঝুঁকেছে। আমাদের বোধ অন্ধকারাচ্ছন্ন, এবং আমরা ঈশ্বর ও তাঁর গৌরবের প্রতি অন্ধ। বাস্তবিকভাবে, ঈশ্বরের আত্মার বিষয়গুলি স্বাভাবিক মানুষের কাছে নির্বুদ্ধিতা মনে হয়, কারণ সেগুলো আত্মিকভাবে উপলব্ধি করতে হয়।

আমাদের ইচ্ছার অবাধ্যতা স্বীকার করা প্রয়োজনীয় এবং যে আমরা ঈশ্বরের কণ্ঠস্বরকে মান্য করি না। আমাদের হৃদয়ের চিন্তাগুলোর কল্পনাও মন্দ (আদিপুস্তক ৬:৫), এবং এটি শৈশব থেকেই এমন রয়েছে। আমাদের হৃদয় স্বর্গীয় বিষয়গুলির প্রতি স্থাপিত হওয়া উচিত, কিন্তু আমরা প্রায়ই এই জাগতিক বিষয়গুলির দিকে তাকাই এবং তারা আমাদের জীবন পূর্ণ করে ফেলে, এবং আমরা খুব সহজেই প্রতারণা ও নিরর্থকতার অনুসরণ করি। আমরা জীবন জলের উৎসকে ত্যাগ করেছি। আমাদের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি অনুযায়ী, আমরা এমন ভাঙা পাত্র পছন্দ করি, যা কোনো জল ধরে রাখতে পারে না।

আমরা এমনকি একটি খ্রীষ্টীয় মন্ডলীতে লালিত-পালিত হতে পারি, কিন্তু (ওটা হতে পারে) আমাদের হৃদয় ঈশ্বরের সম্মুখে সঠিক নয়, আমরা এখনও ঈশ্বরের সামনে নতজানু হতে এবং আত্মসমর্পণ করতে অনিচ্ছুক, তাহলে আমরা প্রভুর উদ্যানের মধ্যে বৃক্ষরূপে রোপিত হয়েছি, কিন্তু আমরা কোনো ফল উৎপন্ন করিনি। আমরা নিষ্ফল এবং আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়ার যোগ্য। প্রভু ফল খুঁজেছেন, এবং আমরা মন্দ ফল উৎপন্ন করেছি।

এবং তাই, এইটাই আমাদের পাপময় প্রবৃত্তি। এবং এটি আমাদের ঈশ্বরের সামনে স্বীকার করা উচিত। যখন আমরা আমাদের পাপগুলি খুবই নির্দিষ্টভাবে স্বীকার করি, তখন আমরা উপলব্ধি করব যে ঈশ্বরের ক্ষমা কত প্রয়োজনীয় এবং কত আশীর্বাদপূর্ণ। এবং যখন আমরা আমাদের পাপের ক্ষমা লাভ করি এবং ঈশ্বরের সম্মুখে আমাদের দুর্বলতাগুলি স্বীকার করি, তখন একই সঙ্গে আমাদের উচিত অনুগ্রহ প্রার্থনা করা, যেন আমরা পাপের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে পারি এবং যেন আমরা এমন পাপ আবার না করি।

সুতরাং, এগুলোই জীবনের সেই গুরুতর বিষয়, যা একজন মানুষকে বিচলিত করতে পারে—তার পাপ, তার অধর্ম। আহঃ যদি আমরা এই বিষয় নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করি, তাহলে আমাদের জীবনে কত কিছু আছে যা উপেক্ষা করা উচিত নয়; বরং চলুন, আমরা এক মুহূর্তের জন্য সেটির দিকে মনোনিবেশ করি। আমরা কতটা অধৈর্য হতে পারি। আমরা অন্যায় ক্রোধে উন্মুক্ত হতে পারি। আমাদের হৃদয় লোভে ভরে উঠতে পারে। আমরা পার্থিব বস্তুগুলির প্রতি আকাঙ্ক্ষা করি। অহংকার আমাদের মধ্যে স্থান নিতে পারে। ঈশ্বরের দয়া ও অনুগ্রহের প্রতি আমরা অকৃতজ্ঞ হতে পারি। আমরা দুঃখ-কষ্টে অভিযোগ করতে পারি। আমরা জীবন্ত ঈশ্বরের প্রতি অবিশ্বাস প্রকাশ করতে পারি। আমরা আমাদের প্রতিবেশীর প্রতি কঠোর হতে পারি। আমরা তাঁর প্রয়োজনের প্রতি উদাসীন থাকতে পারি। আমরা অন্যদের সমালোচনা করতে পারি। আত্মিকভাবে, আমরা অলস হয়ে যেতে পারি। আর অবহেলা ও উদাসীনতা আমাদের আমাদের মধ্যে জায়গা করতে পারে। কে নিজের জিহ্বাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে? এবং মানুষের উচ্চারিত প্রতিটি নিষ্প্রয়োজন শব্দের জন্য, তাকে হিসাব দিতে হবে। এইজন্য, আমাদের মনোভাব, আমাদের কর্ম, এবং আমাদের বাক্যের মাধ্যমে, আমরা সকলেই দোষী সাব্যস্ত।

আর আপনি জানেন, পাপ কখনও কাউকে সুখী করেনি। জীবনে পাপের পরিণতিতে কেউ কখনও আনন্দিত হয় না। সর্বশ্রেষ্ঠ আনন্দ হল ঈশ্বরকে গৌরবান্বিত করা। কিন্তু যদি আমরা ঈশ্বরকে গৌরবান্বিত না করি, তাহলে তা বড় দুঃখের বিষয়। এইজন্য, আমাদের জীবনে পাপ একটি বাস্তবতা, যা আমরা শাস্ত্রে বারংবার সেটি দেখি। প্রভু আমাদের পাপী স্বভাবের জন্য আমাদের অভিযুক্ত করেন। এমনকি তাঁকে তাঁর নিজস্ব জাতি, ইস্রায়েলের বিষয়ে অভিযোগ করতে হয়েছে, তিনি তাদের বড়ো করেছেন, তিনি বলেন, "আমি সন্তানদিগকে পালন ও পোষণ করিয়াছি, আর তাহারা আমার বিরুদ্ধে অধর্মাচরণ করিয়াছে" (যিশাইয় ১:২)। এবং এটাই আমাদের দৈনন্দিন জীবনের দুঃখ। এ কারণেই প্রেরিত পৌল আর্তনাদ করেছিলেন, "দুর্ভাগ্য মনুষ্য আমি! কিন্তু আমি যাহা ইচ্ছা করি না, তাহাই আমি করি" (রোমীয় ৭)।

শাস্ত্রে আমরা পড়ি যে প্রায়ই ঈশ্বরের লোকেরা তাদের পাপ স্বীকার করে। হ্যাঁ, শুধুমাত্র অপরিবর্তিত মানুষ নয়, যারা অনুতাপ সহকারে প্রভুর কাছে আসে, বরং ঈশ্বরের লোকেরাও, যারা পাপে পতিত হয়েছে। দায়ূদকে দেখুন, একজন ব্যক্তি যিনি ঈশ্বরের হৃদয় অনুযায়ী ছিলেন। ২ শমূয়েল ২৪:১০ পদে তিনি স্বীকার করেন, "এই কার্য করিয়া আমি মহাপাপ করিয়াছি; এখন, হে সদাপ্রভু, বিনয় করি, নিজ দাসের অপরাধ ক্ষমা কর, কেননা আমি বড়ই অজ্ঞানের কর্ম করিয়াছি।"

ধার্মিক যাজক ইষ্রা ৯:৬-এ বলেন, "হে আমার ঈশ্বর, আমি তোমার দিকে মুখ তুলিতে লজ্জিত ও বিষণ্ন, কেননা হে আমার ঈশ্বর, আমাদের অপরাধ বহুল হইয়া আমাদের মস্তকের ঊর্ধ্বে উঠিয়াছে, ও আমাদের দোষ বৃদ্ধি পাইয়া গগনস্পর্শী হইয়াছে।"

আমরা দানিয়েলের কথা শুনতে পাই, দানিয়েল ৯:৫-এ তিনি বলেন, "আমরা পাপ ও অপরাধ করিয়াছি, দুষ্টামি করিয়াছি ও বিদ্রোহী হইয়াছি, তোমার বিধি ও শাসনপথ ত্যাগ করিয়াছি।" দানিয়েল বলেন না "লোকেরা তা করিয়াছে" বা "আমাদের পূর্বপুরুষরা তা করিয়াছে," বরং "আমরা করিয়াছি।" তিনি নিজেকে এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করেন, এবং তিনি অতিরঞ্জিত করছেন না। তিনি জানেন, আমরা পাপ করেছি।

এবং তাই প্রেরিত পৌল বলেন, "কেননা প্রেরিতগণের মধ্যে আমি সর্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র, বরং প্রেরিত নামে আখ্যাত হইবার অযোগ্য, কারণ আমি ঈশ্বরের মণ্ডলীর তাড়না করিতাম।" ১ করিন্থীয় ১৫:৯ পদে। যদিও ঈশ্বর সেই পাপ ক্ষমা করেছেন, তবুও সেই পাপের সচেতনতা এখনও তাঁর উপর বিদ্যমান। এটি তাঁকে বিনম্রতার কারণ দেয়।

লূক ১৫-পদেও দেখুন, যেখানে হারিয়ে যাওয়া পুত্র বলেন, "তখন পুত্র তাঁহাকে কহিল, পিতঃ, স্বর্গের বিরুদ্ধে ও তোমার সাক্ষাতে আমি পাপ করিয়াছি, আমি আর তোমার পুত্র নামের যোগ্য নই" (পদ ২১)। এবং যখন আমরা পাপের ক্ষমার জন্য মিনতি করি, আমরা তা করতে পারি প্রভু যীশুর সম্পন্ন কাজের কারণে। কিন্তু রোমীয় ৩ বলে, "কেননা সকলেই পাপ করিয়াছে এবং ঈশ্বরের গৌরব-বিহীন হইয়াছে। উহারা বিনামূল্যে তাঁহারই অনুগ্রহে, খ্রীষ্ট যীশুতে প্রাপ্য মুক্তি দ্বারা, ধার্মিক গণিত হয়" (রোমীয় ৩:২৩-২৪)।

এছাড়াও, প্রেরিত যোহন ১ যোহন ১ ও ২ অধ্যায়ে বলেন, "আমরা যদি বলি যে, আমাদের পাপ নাই, তবে আপনারা আপনাদিগকে ভুলাই, এবং সত্য আমাদের অন্তরে নাই। যদি আমরা আপন আপন পাপ স্বীকার করি, তিনি বিশ্বস্ত ও ধার্মিক, সুতরাং আমাদের পাপ সকল মোচন করিবেন, এবং আমাদিগকে সমস্ত অধার্মিকতা হইতে শুচি করিবেন। যদি আমরা বলি যে, পাপ করি নাই, তবে তাঁহাকে মিথ্যাবাদী করি, এবং তাঁহার বাক্য আমাদের অন্তরে নাই... আর যদি কেহ পাপ করে, তবে পিতার কাছে আমাদের এক সহায় আছেন, তিনি ধার্মিক যীশু খ্রীষ্ট। আর তিনিই আমাদের পাপার্থক প্রায়শ্চিত্ত, কেবল আমাদের নয়, কিন্তু সমস্ত জগতেরও পাপার্থক" (১ যোহন ১:৮–১০ এবং ১ যোহন ২:১–২)।

শাস্ত্র খুব স্পষ্টভাবে বলে যে আমরা প্রভু যীশু খ্রীষ্টের রক্তের মাধ্যমে আমাদের পাপের ক্ষমা পেতে পারি। তাই প্রার্থনায় আমাদের পাপ স্বীকার করতে হবে।

এটি হতে পারে যে আপনি এখনও খ্রীষ্টের বাইরে জীবনযাপন করছেন, যে আপনি ঈশ্বরের সন্তান নন, যে আপনি তাঁর সাথে মিলিত হোননি। এবং যেকোনো মুহূর্তে, ঈশ্বর আপনাকে এই জীবন থেকে সরিয়ে নিতে পারেন, এবং আপনি এখনও আপনার পাপে রয়েছেন। আপনি যেন একটি সুতোয় ঝুলছেন নরকের গহ্বরের উপর, এবং যদি ঈশ্বরের সাথে মিলিত না হয়ে মারা যান, তবে অবশ্যই নরকে পতিত হবেন। আপনাকে অনুতপ্ত হতে হবে। আপনাকে প্রভু যীশু খ্রীষ্টের উপর বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে। আপনাকে ঈশ্বরের পবিত্র আত্মার দ্বারা দোষী সাব্যস্ত হতে হবে, তাঁর কাছে যাওয়ার জন্য, উদ্ধার পাওয়ার জন্য। আপনাকে খ্রীষ্টের সাথে জুড়তে হবে। আপনাকে খ্রীষ্ট এবং তাঁর সমস্ত আশীর্বাদে অংশগ্রহণকারী হতে হবে। এবং এভাবে আপনি উদ্ধার ও ধার্মিকতা লাভ করবেন। প্রভু যীশু খ্রীষ্টের উপর বিশ্বাস করুন, এবং আপনার পাপ ক্ষমা করা হবে।

যখন আপনাকে প্রভু যীশু খ্রীষ্টের উপর বিশ্বাস স্থাপন করতে পরিচালিত করা হয়, তখন আপনার সকল পাপ ক্ষমা করা হয়। তখন আপনি খ্রীষ্টের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হোন। আপনাকে ঈশ্বরের দৃষ্টিতে ধার্মিক ঘোষণা করা হয়েছে। আপনি স্বর্গের উত্তরাধিকারী, এবং অনন্ত জীবন এখনই আপনার মধ্যে বিদ্যমান। প্রেরিত পৌল ১ করিন্থীয় ৬:১১ পদে বলেন, "আর তোমরা কেহ কেহ সেই প্রকার লোক ছিলে; কিন্তু তোমরা প্রভু যীশু খ্রীষ্টের নামে ও আমাদের ঈশ্বরের আত্মায় আপনাদিগকে ধৌত করিয়াছ, পবিত্রীকৃত হইয়াছ, ধার্মিক গণিত হইয়াছ।" এবং এটাই সেই আশ্চর্য বিনিময়, সেই মহিমান্বিত আশীর্বাদ: যে ঈশ্বর হারিয়ে যাওয়া পাপীদের নতুন জীবন দান করেন, সত্যিকারের আশার আলো প্রদান করেন।

এইজন্য, প্রেরিত ইফিষীয় ১:৬–৭ পদে আনন্দিত হোন, "সেই অনুগ্রহে তিনি আমাদিগকে সেই প্রিয়তমে অনুগৃহীত করিয়াছেন, যাঁহাতে আমরা তাঁহার রক্ত দ্বারা মুক্তি, অর্থাৎ অপরাধ সকলের মোচন পাইয়াছি; ইহা তাঁহার সেই অনুগ্রহ-ধন অনুসারে হইয়াছে।" এটি ঈশ্বরের সন্তানের জন্য এক মহিমান্বিত বাস্তবতা।

কিন্তু তাহলে কেন প্রভু যীশু তাঁর সন্তানদের এখানে প্রতিদিন প্রার্থনা করতে শেখান, "আমাদের অপরাধ সকল ক্ষমা কর"? যারা প্রভু যীশু খ্রীষ্টের উপর বিশ্বাস স্থাপন করেছে, তাদের হৃদয় এখন ঈশ্বরকে অনুসরণ করতে পরিচালিত হয়। তারা ঈশ্বরকে ভালোবাসে। তারা ঈশ্বরের পথে চলতে চায়। পবিত্র আত্মা তাদের ঈশ্বরের প্রতি নিবেদিত জীবনে পরিচালিত করছে। তাদের হৃদয়ের অবস্থা পরিবর্তিত হয়েছে। তাদের মধ্যে একটি নতুন প্রবৃত্তি এসেছে। তাদের পাপ ক্ষমা করা হয়েছে। তবুও, প্রভু যীশু তাদের প্রতিদিন প্রার্থনা করতে বলেন, "আমাদের অপরাধ সকল ক্ষমা কর।" কেন এখনও তাদের এই প্রার্থনা করতে হবে? কারণ ঈশ্বরের সন্তানরা এখনও প্রতিদিন পাপ করে। প্রতিদিন, তারা এখনও ঈশ্বরের বিধি লঙ্ঘন করে। তারা ঈশ্বরের একটিও আজ্ঞা সম্পূর্ণভাবে পালন করতে পারে না। তাই, তাদের ঈশ্বরের কাছে স্বীকার করতে হবে যে তারা এখনও পাপী।

তাদেরকে নিজেদের পাপ স্বীকার করতে হবে, কারণ তাদের স্বীকার করতে হবে তারা কে এবং তারা কী করে। তাই, তাদের ঈশ্বরকে অনুরোধ করতে হবে যে তিনি তাদের দৈনন্দিন পতন এবং ভুলত্রুটিগুলির জন্য ক্ষমা করুন। একই সাথে, তাদের ঈশ্বরের অনুগ্রহ চাইতে হবে যাতে তারা পাপের বিরুদ্ধে, শয়তান এবং তার সমগ্র আধিপত্যের বিরুদ্ধে লড়াই করতে পারে। তাদের প্রভুর প্রতি নিবেদিত জীবনে নিয়ে আসতে হবে।

এবং তাই, তাদের প্রতিদিন প্রার্থনা করতে হবে, "আমাদের অপরাধ সকল ক্ষমা কর।" পাপে পতিত হওয়ার পর, তাদের আবার ঈশ্বরের সাথে সঠিক সম্পর্ক স্থাপন করতে হবে। এবং আপনি জানেন, এই শর্তগুলির মধ্য দিয়ে প্রভু যীশু আমাদের কাছে আরও মূল্যবান হয়ে ওঠেন। কারণ প্রতিদিন আমরা আবার উপলব্ধি করি যে শুধুমাত্র খ্রীষ্টের কারণে আমাদের পাপ ক্ষমা করা যেতে পারে। তাঁকে আমাদের প্রতিদিন প্রয়োজন।

অতএব, এই আবেদন, "ক্ষমা করুন," বিশ্বাসী আত্মার নিঃশ্বাসের মতো। এটি এমন একটি হৃদয় থেকে উঠে আসে যা তার নিজের দুর্দশা এবং পাপবোধ সম্পর্কে গভীরভাবে সচেতন। তাই, তারা নম্র ও হৃদয়ে বিনম্র হয়ে ওঠে। তারা প্রভু যীশুর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে। এবং তাই, এই প্রার্থনা আমাদের শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত এই জীবনে চলতে থাকবে। এবং তারপর এটি অন্তকালীন ঈশ্বরের প্রশংসায় পরিবর্তিত হবে, কারণ স্বর্গে আর কোনো পাপ থাকবে না।

এবং আবারও, আমরা উপলব্ধি করি যে এই সমস্ত ক্ষমা শুধুমাত্র প্রভু যীশু এবং তাঁর নিখুঁত বলিদানের মাধ্যমে সম্ভব। প্রভু যীশু তাঁর সমস্ত লোকেদের পাপের মূল্য পরিশোধ করেছেন। এবং এটি আপনার জন্য কত মূল্যবান একটি বাস্তবতা, যখন আপনি তাঁকে ঈশ্বরের ডান হাতে মহাযাজক হিসেবে অধিষ্ঠিত, যিনি আপনার জন্য মধ্যস্থতা করছেন। তিনি প্রস্তুত রয়েছেন তাদের জন্য প্রার্থনা করতে, যারা তাঁর মাধ্যমে ঈশ্বরের কাছে আসে। তিনি একজন সহানুভূতিশীল, মূল্যবান মহাযাজক, এবং শুধুমাত্র তিনিই হতে পারেন সেই বলিদান এবং সেই যাজক। তিনি আমাদের পাপের পূর্ণ মূল্য। এবং তাই, খ্রীষ্টের মধ্যে আমরা দেখি যে প্রভু করুণায় আনন্দিত হোন, তিনি ক্ষমা দিতে আনন্দিত হোন।

এভাবেই তিনি মোশির কাছে নিজেকে প্রকাশ করেছিলেন। যাত্রাপুস্তক ৩৪:৬-৭-পদে, "সদাপ্রভু তাঁহার সম্মুখ দিয়া গমন করতঃ এই ঘোষণা করিলেন,সদাপ্রভু, সদাপ্রভু, স্নেহশীল ও কৃপাময় ঈশ্বর, ক্রোধে ধীর এবং দয়াতে ও সত্যে মহান; সহস্র সহস্র [পুরুষ] পর্যন্ত দয়ারক্ষক। অপরাধের, অধর্মের ও পাপের ক্ষমাকারী।" ঈশ্বর পাপ ক্ষমা করেন। সেইজন্য, ভাববাদী যিশাইয়, যিশাইয় ৫৫:৭ পদে বলেন, "দুষ্ট আপন পথ, অধার্মিক আপন সঙ্কল্প ত্যাগ করুক; এবং সে সদাপ্রভুর প্রতি ফিরিয়া আইসুক, তাহাতে তিনি তাহার প্রতি করুণা করিবেন; আমাদের ঈশ্বরের প্রতি ফিরিয়া আইসুক, কেননা তিনি প্রচুররূপে ক্ষমা করিবেন।" এবং নহিমিয় ৯:১৭-এ লিখেছেন, "তুমি ক্ষমাবান ঈশ্বর।" ঈশ্বর এমনই। এটাই তাঁর চরিত্র, তাঁর ইচ্ছা। কিন্তু তিনি ন্যায়বিচারের ঈশ্বরও।

এটি শুধুমাত্র কেবল, এই পাপের ক্ষমা, খ্রীষ্টের সমাপ্ত কর্মের মাধ্যমে সম্ভব, এবং তিনি পাপীদের তাঁর কাছে আসতে আমন্ত্রণ জানান। যিশাইয় ১:১৮ পদে , "সদাপ্রভু কহিতেছেন, আইস, আমরা উত্তর প্রত্যুত্তর করি; তোমাদের পাপ সকল সিন্দূরবর্ণ হইলেও হিমের ন্যায় শুক্লবর্ণ হইবে; লাক্ষার ন্যায় রাঙ্গা হইলেও মেষলোমের ন্যায় হইবে।" আমাদের কখনও বলা উচিত নয় যে আমাদের পাপ অত্যন্ত বিশাল এবং আমাদের অপরাধ অত্যন্ত গুরুতর। আমরা আমাদের সমস্ত পাপ তাঁর সিংহাসনের সামনে নিক্ষেপ করতে পারি।

এবং প্রেরিত যোহন, ১ যোহন ১:৯ পদে আমাদের উৎসাহিত করেন, "যদি আমরা আপন আপন পাপ স্বীকার করি, তিনি বিশ্বস্ত ও ধার্মিক, সুতরাং আমাদের পাপ সকল মোচন করিবেন, এবং আমাদিগকে সমস্ত অধার্মিকতা হইতে শুচি করিবেন।" আপনি কি এই বাক্যের ধারাবাহিকতা লক্ষ্য করেছেন? প্রথমে আমরা আমাদের পাপ স্বীকার করি, তারপর আমাদের পাপ ক্ষমা করা হয়। অতএব, তাই যদি আপনি আপনার পাপ দেখতে পান, তা স্বীকার করুন। তা যত বড়ই হোক না কেন, তা স্বীকার করুন; এবং প্রভু এখনও আপনাকে শুচি করতে এবং আপনাকে উদ্ধার করতে ইচ্ছুক। তাই, গীতসংহিতা ৩২ আমাদের বলে, "আমি কহিলাম, 'আমি সদাপ্রভুর কাছে নিজ অধর্ম স্বীকার করিব,' তাহাতে তুমি আমার পাপের অপরাধ মোচন করিলে" (পদ ৫)। প্রভু ক্ষমা করেন।

প্রভু পাপের কারণে শাসনও করতে পারেন। দায়ূদ তাঁর জীবনে ভয়ানক পাপ করেছিলেন, এবং তিনি সেগুলির জন্য ক্ষমা পেয়েছিলেন, কিন্তু তিনি তবুও সেগুলোর জন্য শাস্তি ভোগ করেছিলেন। ঈশ্বর এটি করেন যাতে তারা তাদের পাপের বিশালতা উপলব্ধি করতে পারে, যাতে তারা তাদের পাপ থেকে পালিয়ে যায় এবং এই পাপটি আবার কখনও করার চিন্তাও না করে। এজন্যই দায়ূদের গৃহ থেকে কখনও তরবারি বিদায় হয়নি, কারণ বৎশেবার সাথে তিনি যে পাপ করেছিলেন এবং কিভাবে তিনি তাঁর স্বামী, ঊরিয়কে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর পাপ ক্ষমা করা হয়েছিল।

এবং তাই, আমাদের সমস্ত দৈনন্দিন ব্যর্থতায়, ধর্মীয় জীবনে সমস্ত অসাবধানতায়, আমাদের সমস্ত হারানো সুযোগগুলোর মধ্যে, যখন আমরা আমাদের সময় অপচয় করেছি, যখন আমরা শাস্ত্র অবহেলা করেছি, যখন আমরা ব্যক্তিগত প্রার্থনা ত্যাগ করেছি, এবং যখন আমরা আমাদের পাপের জন্য অজুহাত খুঁজেছি, যখন আমরা প্রলুব্ধকারীর কথা শুনেছি, যখন আমরা আমাদের নিজস্ব সম্মান খুঁজেছি, যখন আমরা আমাদের দৈনন্দিন কর্মকাণ্ডে মন্দের ছায়া দেখতে পাই, যখন আমরা অন্যদের প্রতি কঠোর হয়েছি, যখন আমরা পবিত্র আত্মাকে দুঃখিত করেছি, তখন আমাদের প্রার্থনা করা উচিত, "তোমার নামের গুণে, হে সদাপ্রভু, আমার অপরাধ ক্ষমা কর, কেননা তাহা গুরুতর" (গীতসংহিতা ২৫:১১)।

এটি আমাদের জীবনের দৈনন্দিন প্রার্থনা হওয়া উচিত, "আমাদের অপরাধ সকল ক্ষমা কর।" এবং যদি আপনি এই প্রার্থনা অবহেলা করেন, তবে আপনি অহংকারী ও আত্মতৃপ্ত হয়ে উঠবেন। আপনি কঠোর ও উদাসীন হয়ে পড়বেন। এবং আপনি গুরুতর পশ্চাদপসরণে পড়তে পারেন। ঈশ্বর তাঁর শ্রীমুখ আপনার থেকে আড়াল করবেন, এবং আত্মা আপনাকে ত্যাগ করবেন। এবং শেষ পরিণতি হতে পারে যে আপনি কখনোই আপনার হৃদয়ে খ্রীষ্টের অনুগ্রহকে জানেননি এবং আপনি এখনও আপনার পাপে আচ্ছন্ন রয়েছেন।

সুতরাং এই আবেদন, "আমাদের ঋণ ক্ষমা করুন," শুধুমাত্র খ্রীষ্টের কালভেরীর সমাপ্ত কর্মের কারণে সম্ভব। ওহ, তাঁর সম্মুখে নিজেকে বিনম্র করতে আনন্দিত হোন। তাঁর হৃদয়ে ঢেলে দেওয়া প্রেম আপনাকে আঁকড়ে ধরবে। এবং খ্রীষ্টের পদতলে, আপনি মধুরতা অনুভব করবেন। সেখানে আপনি দেখবেন কত মূল্যবান উদ্ধারকর্তা যিনি নিজেকে আপনার জন্য উৎসর্গ করেছিলেন । এবং আপনি প্রেম ও বন্দনায় গলে যাবেন, কারণ তিনি পাপ ক্ষমা করেন, কারণ তিনি আপনার জন্য ক্রুশে রক্ত ঝরিয়েছেন ও মৃত্যুবরণ করেছেন, তিনি নরকীয় যন্ত্রণাগুলো সহ্য করেছেন যেন আপনাকে সেখানে কখনো থাকতে না হয়, এবং তিনি ঈশ্বর দ্বারা ত্যাগীত হয়েছিলেন যেন আপনি কখনো ঈশ্বর দ্বারা ত্যাগীত না হোন। এটাই তাঁর মহিমা, তাঁর মঙ্গল।

এবং এটি মীখা ৭:১৮-কে উপাসনায় উচ্ছ্বসিত করে তোলে, "কে তোমার তুল্য ঈশ্বর? অপরাধ ক্ষমাকারী, ও আপন অধিকারের অবশিষ্টাংশের অধর্মের প্রতি উপেক্ষাকারী! তিনি চিরকাল ক্রোধ রাখেন না, কারণ তিনি দয়ায় প্রীত।" এবং এই মহাযাজক নতুন আনন্দকে তোমার জীবনে প্রবাহিত করেন, যখন আপনি আপনার পাপ স্বীকার করেন এবং আবার আপনার পাপের মুক্তি পান। আপনার বিবেক মুক্ত

হয়ে যায়, এবং খ্রীষ্টের ধন্য শান্তি আপনার হৃদয়ে প্রবাহিত হয়, এবং আপনি আপনার উদ্ধারকর্তাকে আরো বেশি ভালোবাসেন, এবং এই কারণেই আপনি প্রতিদিন এই আবেদন প্রার্থনা করতে চান, "আমাদের অপরাধ সকল ক্ষমা কর।"

এবং তাই, এই আবেদনটি হল, "আমাদের অপরাধ সকল ক্ষমা কর।" আবারও, আমরা বহুবচন রূপটি দেখি। আমাদের শুধুমাত্র আমাদের নিজস্ব পাপ সম্পর্কে চিন্তা করা উচিত নয়, বরং অন্যদের পাপ সম্পর্কেও চিন্তিত হওয়া উচিত। আমাদের আমাদের নিজের পাপের জন্য শোক ও দুঃখ প্রকাশ করতে হবে, কিন্তু অন্যদের পাপের জন্যও তা করতে হবে। আমাদের অবশ্যই অন্যদের করা পাপ স্বীকার করতে হবে এবং ঈশ্বরের কাছে অনুরোধ করতে হবে যে তিনি তাঁদের জীবনে হস্তক্ষেপ করুন এবং তাঁদের জাগ্রত করুন যাতে তারা তাঁদের পাপ দেখতে পান এবং সেগুলোও স্বীকার করেন। এবং আমরা অন্যদের পাপে অংশগ্রহণকারী না হই।

আমাদের কখনও নিজেদের অন্যদের চেয়ে উচ্চতর ভাবা উচিত নয়। না, আমাদের নিজেদের হৃদয়ে ঈশ্বরের অনুগ্রহ প্রার্থনা করতে হবে যাতে আমরা বুঝতে পারি কতটা পাপী আমরা। তখন আমরা আমাদের নিজস্ব উপলব্ধিতে অন্যদের চেয়ে বেশি পাপী হয়ে উঠি, কারণ তখন আমরা আমাদের হৃদয়কে সত্যভাবে জানি। এবং তাই, আমরা বিনম্র হয়ে উঠি, যখন আমরা অন্যদের জন্য প্রার্থনা করি যাতে তারা তাঁদের পাপ থেকে মুক্তি পান।

ইয়োব, তিনি তাঁর সন্তানদের পাপের কারণে প্রার্থনা করেছিলেন। এবং মোশি কি ইস্রায়েলের সন্তানদের পাপের ক্ষমার জন্য প্রার্থনা করেননি? ভাবুন কিভাবে নহিমিয় এবং দানিয়েল পাপের ক্ষমার জন্য প্রার্থনা করেছিলেন। এবং তাই, আমরা প্রার্থনা করি, "আমাদের অপরাধ সকল ক্ষমা কর।" আমরা অন্যদের পাপের জন্য প্রার্থনা করি যেন প্রভু তাঁদের ক্ষমা করেন।

কিন্তু এর সঙ্গে আরেকটি বিষয় যোগ করা হয়েছে, তা হলো, "আমাদের অপরাধ সকল ক্ষমা কর, যেমন আমরাও আপন আপন অপরাধীদিগকে ক্ষমা করিয়াছি।" প্রভু আমাদের আহ্বান জানান তাঁদের ক্ষমা করতে, যারা আমাদের বিরুদ্ধে অপরাধ করেছে। দেখুন, যদি আমাদের ক্ষমার প্রয়োজন হয় এবং আমরা ঈশ্বরের কাছে আমাদের পাপের ক্ষমার জন্য আবেদন করি, তার বিরুদ্ধে আমাদের অপরাধগুলি, তবে আমাদের অবশ্যই অন্যদের আমাদের বিরুদ্ধে করা পাপ ক্ষমা করতেও ইচ্ছুক হতে হবে। আমরা সকলের জীবনের কিছু নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে দেখব কিভাবে মানুষ আমাদের বিরুদ্ধে মন্দ কাজ করেছে। আমাদের স্বভাব তখন প্রতিশোধ নিতে বা ক্রুদ্ধ হতে চাইতে পারে। কিন্তু খ্রীষ্টের আত্মা আমাদের অন্য শিক্ষা দেন। তিনি আমাদের নত ও নম্র হতে শেখান। তিনি আমাদের শেখান যারা আমাদের প্রতি অন্যায় করেছে, তাঁদের জন্য প্রার্থনা করতে। এবং তাঁদের মঙ্গল কামনা করতে।

প্রভু যীশু এই প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করেছেন মথি ৬:১৪-১৫-পদে, "কারণ তোমরা যদি লোকের অপরাধ ক্ষমা করো, তোমাদের স্বর্গস্থ পিতাও তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করবেন। কিন্তু তোমরা যদি লোকের অপরাধ ক্ষমা না করো, তোমাদের পিতাও তোমাদের অপরাধসকল ক্ষমা করবেন না।" যদি আমরা অন্যদের পাপ ক্ষমা করতে অনিচ্ছুক, তবে ঈশ্বর আমাদের পাপ ক্ষমা করবেন না।

এবং এই সমস্ত বিষয়ে উপলব্ধি করুন যে আমরা ঈশ্বরের বিরুদ্ধে যা করেছি, তা আমাদের সহমানবদের আমাদের বিরুদ্ধে করা অন্যায়ের চেয়ে অনেক গুরুতর। এবং এখানে আমরা প্রকৃত পরীক্ষা দেখি: যদি আমরা আমাদের পাপের জন্য আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হই, এবং যদি আমরা সত্যিই ঈশ্বরের ক্ষমার প্রয়োজন অনুভব করি, যদি আমরা আমাদের পাপের জন্য গভীরভাবে অনুশোচনা করি, তবে আমরা অবশ্যই অন্যদের থেকে অপরাধের ভার অপসারণে ইচ্ছুক হবো, যারা আমাদের কাছে আসে এবং ক্ষমা প্রার্থনা করে। তখন আমরা তাঁদের ক্ষমা করতে প্রস্তুত হবো।

যদি আপনি খ্রীষ্টের অনুগ্রহকে নিজের জীবনে জানেন এবং তাঁর ক্ষমাময় ভালোবাসার মাধ্যমে জীবনযাপন করেন, তবে আপনি অন্যদেরও ক্ষমা করবেন। দুঃখজনকভাবে, এখনও অনেক মানুষ একে অপরের বিরুদ্ধে বিরক্তি পোষণ করেন। এমনকি খ্রীষ্টীয় মন্ডলীর মধ্যেও। এমনকি তাঁদের মধ্যেও যারা অনুগ্রহ জানার দাবি করেন; একজন বলেন যে তিনি অনুগ্রহ দ্বারা জীবনযাপন করেন, এবং একজন ঘোষণা করেন যে তিনি ঈশ্বরের ক্ষমাময় করুণার দ্বারা জীবনযাপন করেন, কিন্তু তবুও তিনি নিজে তাঁর চারপাশের লোকদের প্রতি করুণা দেখান না। তিনি নিজেই অনুগ্রহ দেখান না এবং তাঁদের প্রতি অনুগ্রহশীল নন। এটি হতে পারে না। এটি একেবারেই ভুল। যখন আপনি নিজেকে একজন পাপী

হিসেবে জানেন, এবং এমনকি পৌল যেমন বলেছিলেন, "পাপীদের মধ্যে আমিই নিকৃষ্টতম", তখন আপনি অন্যদের প্রতি নরম ও বিনম্র হয়ে উঠবেন। তখন আপনি বলবেন, "প্রভু, আমি তোমার বিরুদ্ধে কত মন্দ কাজ করেছি, আমি নিজের প্রতি লজ্জিত।" এবং তারপর আপনি দ্রুত অন্যদের ক্ষমা করতে প্রস্তুত হবেন, যাঁরা আপনার বিরুদ্ধে অন্যায় করেছেন।

আপনি জানেন, যদি ঈশ্বর আপনার সঙ্গে বিচারের জন্য প্রবেশ করেন, তবে আপনি তাঁর সিংহাসনের সামনে দাঁড়াতে পারবেন না। আপনার তাঁর অনুগ্রহ ও করুণার প্রয়োজন। এবং যখন আপনি এটি উপলব্ধি করবেন, তখন আপনি আপনার প্রতিবেশীকেও ক্ষমা করতে ইচ্ছুক হবেন। ঈশ্বর আমাকে আমার পাপ ক্ষমা করেন, তাই আমাকেও অন্যদের পাপ ক্ষমা করা উচিত। এবং ভাবুন কিভাবে প্রভু যীশু প্রার্থনা করেছিলেন, "আমাদের ক্ষমা করুন।"

এখন প্রভু যীশু প্রার্থনা করেছিলেন যেন যারা তাঁর বিরুদ্ধে মন্দ কাজ করেছে, তারা ক্ষমা পায়। তিনি প্রার্থনা করেছিলেন, "পিতা, এদের ক্ষমা করো।" তিনি এই প্রার্থনা উত্থাপন করেছিলেন। যদি প্রভু যীশু এটি করেন, তবে আমাদের কত বেশি প্রার্থনা করা উচিত? এবং যখন ঈশ্বর তাৎক্ষণিকভাবে ক্ষমা করেন, আমাদেরও প্রার্থনা করা উচিত, আমাদেরও তাৎক্ষণিকভাবে ক্ষমা করা উচিত। আমাদেরও হৃদয় থেকে ক্ষমা করতে ইচ্ছুক হতে হবে। আমাদের হৃদয়ে একটি আন্তরিক ক্ষমা থাকতে হবে।

আমরা কখনও ঈশ্বরের প্রতি বিশুদ্ধ ও সত্য হৃদয়ে উপাসনা করতে পারি না, যদি আমাদের হৃদয়ে এমন মনোভাব থাকে যা আমাদের অপরাধী ভাইকে ক্ষমা করতে অস্বীকার করে। অতএব, আমাদের উচিত ঈশ্বরের অনুগ্রহ প্রার্থনা করা, যেন তিনি আমাদের বিদ্বেষ বিনষ্ট করেন এবং আমাদের মধ্য থেকে প্রতিশোধের আকাঙ্ক্ষা দূর করেন। আমাদের নিজেদের প্রতিশোধ নেওয়ার প্রয়োজন নেই। যদি কেউ আপনার বিরুদ্ধে মন্দ কাজ করে, ঈশ্বর তা দেখবেন। তিনি এটির বিচার করবেন। এজন্যই পৌল রোমীয় ১২:১৯-এ বলেন, "হে প্রিয়েরা, তোমরা নিজেরা প্রতিশোধ লইও না, বরং ক্রোধের জন্য স্থান ছাড়িয়া দেও, কারণ লেখা আছে, 'প্রতিশোধ লওয়া আমারই কর্ম, আমিই প্রতিফল দিব, ইহা প্রভু বলেন।" তখন আপনি তাঁদের জন্য দুঃখিতও হতে পারেন, যাঁরা আপনাকে আঘাত দিয়েছে, এবং আপনি তাঁদের ক্ষমা করতে পারেন, কারণ যদি তারা ঈশ্বরের কাছে তাঁদের পাপের ক্ষমা না পেয়ে থাকেন, তবে তাঁদের শাস্তি হবে, এবং তখন আপনি তাঁদের প্রতি সহানুভূতিশীল বোধ করবেন।

যদি আমরা প্রতিরোধ করি এবং বিরক্তি দৃঢ়ভাবে ধরে রাখি, তবে ঈশ্বর আমাদের পাপ ক্ষমা করবেন না। কিন্তু হয়তো কেউ আপনাকে আঘাত দিয়েছে। আপনি কিভাবে তা থেকে মুক্তি পাবেন? যীশুর দিকে তাকিয়ে। যেখানে আপনি দেখবেন ঈশ্বর আপনাকে কী ক্ষমা করেছেন এবং কিভাবে তাঁর বিরুদ্ধ যারা পাপ করেছে তিনি তাঁদেরও ক্ষমা করেছেন। তখন তিনি আপনাকে সেই একই আত্মা দেবেন এবং আপনাকে সেই মনোভাব শেখাবেন যাতে আপনি হৃদয় থেকে প্রার্থনা করতে শিখেন, "আমাদের অপরাধ সকল ক্ষমা কর, যেমন আমরাও আপন আপন অপরাধীদিগকে ক্ষমা করিয়াছি।" ধন্যবাদ।

বক্তৃতা ৮

আমাদিগকে পরীক্ষাতে আনিও না, কিন্তু মন্দ হইতে রক্ষা কর

প্রার্থনার সৌন্দর্য ধারাবাহিক বক্তৃতার অষ্টম পর্বে আপনাকে স্বাগতম। আজ আমরা সেই আবেদনটি নিয়ে বিবেচনা করতে চাই যা প্রভু যীশু আমাদের শেখান, যখন তিনি বলেন, "আমাদিগকে পরীক্ষাতে আনিও না, কিন্তু মন্দ হইতে রক্ষা কর।" আগের বার, আমরা এই অনুরোধটি বিবেচনা করেছি: "আমাদের অপরাধ সকল ক্ষমা কর, যেমন আমরাও আপন আপন অপরাধীদিগকে ক্ষমা করিয়াছি।" এখন, যদি আপনার জীবনে এটি বাস্তব হয় যে আপনি পাপের ক্ষমার জ্ঞান রাখেন, এবং আপনি সেই শান্তি অনুভব করেছেন যা ঈশ্বর আপনার সমস্ত অপরাধ দূর করেছেন এবং আপনাকে আপনার পাপ থেকে শুচি করেছেন, তবে এটি অন্যথা হতে পারে না যে আপনি তাঁর ইচ্ছা অনুযায়ী জীবনযাপন করতে আকাঙ্খিত। তখন ঈশ্বরের প্রেম আপনার হৃদয়ে প্রবেশ করে। প্রভু আমার প্রতি কত মঙ্গল করেছেন! তখন আপনি তাঁর জন্য জীবনযাপন করতে চান, এবং আপনি সকল প্রকার পাপ ঘৃণা করেন, এবং আপনি পাপ থেকে পালাতে চান, এবং আপনার জীবন থেকে পাপ দূর করতে চান।

একই সময়ে, আপনি দ্রুত বুঝতে পারবেন যে শুধুমাত্র আপনি নিজের জীবন থেকে পাপ দূর করতে পারবেন না, কারণ পাপ সবসময় কাছে থাকে। শাস্ত্রে বলা হয়েছে, "পাপ দ্বারে গুঁড়ি মারিয়া রহিয়াছে" (আদিপুস্তক ৪:৭)। আপনি সহজেই হোঁচট খেতে পারেন, এবং তারপর আপনি আবার পাপে পড়ে যান। যদি আপনার আত্মিক অবস্থা সুস্থ থাকেন, আপনি তা ঘৃণা করবেন যে আপনি এখনও পাপ করেন। এটি একটি সংগ্রাম, তাই নয় কি? এটি জীবনের একটি চলমান যুদ্ধ। প্রতিদিন নতুনভাবে এটি লড়াই করতে হয়। এটি সব ধরনের পাপের বিরুদ্ধে সংগ্রাম, শুধু এক বা দুই ধরনের পাপ নয়, যা প্রধান হয়ে উঠতে পারে, কিছু নির্দিষ্ট পাপ যা আপনি মোকাবিলা করছেন।

কিন্তু এটি শুধু এক বা দুই ধরনের পাপের বিরুদ্ধে যুদ্ধ নয়। এটি সমস্ত ধরনের পাপের বিরুদ্ধে যুদ্ধ। এটি সেই হৃদয়ের চিহ্ন যা ঈশ্বরের আত্মার দ্বারা নতুনীকরণ হয়েছে, যখন আপনি সমস্ত পাপের বিরুদ্ধে লড়াই করেন। কিন্তু যদি আপনার হৃদয় নতুনীকরণ না হয়ে থাকে, তবে আপনি এই যুদ্ধকে চিনতে পারবেন না। আপনি দেখুন, এটি মাছের মতো। মৃত মাছ স্রোতের সাথে ভেসে যায়, কিন্তু জীবিত মাছ স্রোতের বিরুদ্ধে সাঁতার কাটে। যখন প্রভু আপনার জীবনকে নতুনীকরণ করেন, আপনি পাপ প্রতিরোধ করবেন। তিনি আপনাকে তা শেখাবেন। তখন আপনি প্রায়ই অন্যরা যা করছে তার বিরুদ্ধে যাবেন। আপনি তাঁদের পাপে অংশ নেবেন না, কারণ আপনি ঈশ্বরের দ্বারা শিখেছেন পাপ ও প্রলোভনের স্রোতের বিরুদ্ধে সাঁতার কাটতে। এটি একটি কঠিন যুদ্ধ। কিভাবে একজন ব্যক্তি সেই যুদ্ধে স্থির থাকতে পারে? এই প্রার্থনাকে স্মরণ করে, এবং আপনার জীবনে বারবার এটি উচ্চারণ করে: "আমাদিগকে পরীক্ষাতে আনিও না, কিন্তু মন্দ হইতে রক্ষা কর।"

প্রলোভন কী? প্রলোভন হল কাউকে ফাঁদে ফেলতে বা গর্তে পড়তে দেওয়ার এক ধরনের প্রচেষ্টা। নিষ্ঠুরতা ও প্রতারণার মাধ্যমে আপনি কাউকে পাপে ফেলেন। এটি ঠিক সেই কাজ যা শয়তান করতে চায়। সে নিজেও এটি করে। সে অন্য মানুষদের ব্যবহার করেও আপনাকে প্রলোভনের মধ্যে ফেলতে পারে এবং আপনাকে পাপে ফেলতে পারে। সে আপনার নিজস্ব হৃদয়কেও ব্যবহার করতে পারে, যাতে আপনার হৃদয় আপনাকে প্রলোভিত করে, এবং আপনার পাপমূলক আকাঙ্ক্ষাগুলো আপনাকে কিছু পাপমূলক কাজ করতে প্ররোচিত করে। আপনি জানেন, যখন পাপ আমাদের জীবনে প্রবেশ করে এবং তা পূর্ণতা লাভ করে, তখন দুঃখ ও মৃত্যু—এমনকি অন্তকালীন মৃত্যু—এর পরিণতি হতে পারে।

যখন আমরা প্রলোভনের বিষয়টি বিবেচনা করি, আমাদের অবশ্যই প্রলোভন এবং পরীক্ষা মধ্যে পার্থক্য করতে হবে। আপনি দেখুন, শয়তান পাপে প্রলুব্ধ করে, কিন্তু ঈশ্বর কখনও পাপে প্রলুব্ধ করেন না। ঈশ্বর মানুষের জীবনে পরীক্ষা দিতে পারেন। যাকোব ১:১৩-১৫ অধ্যায়ে আমাদের এটি স্পষ্টভাবে দেখান: "পরীক্ষার সময়ে কেহ না বলুক, ঈশ্বর হইতে আমার পরীক্ষা হইতেছে; কেননা মন্দ বিষয়ের দ্বারা ঈশ্বরের পরীক্ষা করা যাইতে পারে না, আর তিনি কাহারও পরীক্ষা করেন না; কিন্তু প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ কামনা দ্বারা আকর্ষিত ও প্ররোচিত হইয়া পরীক্ষিত হয়। পরে কামনা সগর্ভা হইয়া পাপ প্রসব করে, এবং পাপ পরিপক্ব হইয়া মৃত্যুকে জন্ম দেয়।"

আপনি দেখুন, শয়তান পাপে পরিচালিত করবে, কিন্তু ঈশ্বর কখনও একজনকে পাপে পরিচালিত করবেন না। প্রভু তাঁর লোকদের শোধন ও বিশুদ্ধ করতে পারেন শাসন এবং নির্দিষ্ট পরীক্ষা ও সংগ্রামের মাধ্যমে। এইভাবে, তারা ধার্মিকতায় অনুশীলিত হোন, যেমন একজন সৈনিকও কঠোরতা ও পরীক্ষার মাধ্যমে প্রশিক্ষিত ও অনুশীলিত হয়। ঠিক তেমনি, প্রভুও তাঁর লোকেদের কিছু সংগ্রাম ও পরীক্ষার মধ্য দিয়ে পরিচালিত করতে পারেন, কারণ স্বর্ণ অবশ্যই বিশুদ্ধ হতে হবে, কারণ এটি স্বর্ণ। তেমনি, বিশ্বাসের জীবন অবশ্যই বিশুদ্ধ হতে হবে, কারণ এটি বিশ্বাস।

শাস্ত্রে আমরা দেখি যে এটি ঈশ্বরের বিভিন্ন সন্তানের জীবনে ঘটে। সেই পরীক্ষার কথাটি ভাবুন যেটির মধ্যে দিয়ে অব্রাহাম গিয়েছিলেন, যা আদিপুস্তক ২২:২ পদে লেখা আছে, যেখানে প্রভু তাঁকে বলেছিলেন: "তুমি আপন পুত্রকে, তোমার অদ্বিতীয় পুত্রকে, যাহাকে তুমি ভালবাস, সেই ইস্হাককে লইয়া মোরিয়া দেশে যাও, এবং তথাকার যে এক পর্বতের কথা আমি তোমাকে বলিব, তাহার উপরে তাহাকে হোমার্থে বলিদান কর।" কি কঠিন পরীক্ষা! এটি অসম্ভব। কিভাবে একজন তাঁর নিজের পুত্রকে হত্যা বা উৎসর্গ করতে পারেন? এটি ছিল ঈশ্বরের একটি পরীক্ষা, যার মাধ্যমে তিনি অব্রাহামের বিশ্বাস বৃদ্ধি করেছিলেন। অব্রাহাম ঈশ্বরের প্রতি এতটাই বিশ্বাস ও আস্থা রাখতেন যে তিনি এটি করতে প্রস্তুত ছিলেন। তাই তিনি ইসহাক, কাঠ ও আগুন নিয়ে পর্বতের দিকে এগিয়ে গেলেন। শয়তান তাঁকে ঈশ্বরকে পরিত্যাগ করতে এবং ঈশ্বরের আহ্বান থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতে প্রলুব্ধ করার চেষ্টা করেছিল। শয়তান হয়তো তাঁকে বলেছিল, "তোমার টাকা আছে। জমি কিনে এখানে কনানীয়দের সাথে বসবাস করো, তোমার পুত্রকে রক্ষা করো, আর ঈশ্বর ও তাঁর সমস্ত পরিত্রাণের প্রতিশ্রুতিগুলোকে ভুলে যাও। ঈশ্বর তোমাকে এমন কিছু করতে বলতে পারেন?" কিন্তু অব্রাহাম এই প্রলোভনগুলির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ করেছিলেন এবং এই পরীক্ষায় তিনি ধৈর্য ধরেছিলেন। তিনি ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস রেখেছিলেন, তাই তাঁর বিশ্বাস আরও দৃঢ় হলো। প্রভু তাঁকে এই কঠিন সময়ের মধ্য দিয়ে পরিচালিত করলেন।

দেখুন, প্রভু যাদের ভালোবাসেন তাদের জীবনে নির্দিষ্ট পরীক্ষা দিয়ে থাকেন। তিনি এটি তাদের মঙ্গলের জন্য করেন, কারণ যারা ঈশ্বরকে ভালোবাসে তাদের জন্য সমস্ত কিছু একসঙ্গে কাজ করতে হবে। এবং তাই, প্রভু যাদের ভালোবাসেন তাদের শাস্তি দেন, এবং এই শাস্তির মাধ্যমে তাদের বিশ্বাস শক্তিশালী হয়। হিব্রু ১২:৬-৭-এ যেমন বলা হয়েছে: "কারণ প্রভু যাদের প্রেম করেন, তাদের শাসনও করেন, যাকে পুত্ররূপে গ্রহণ করেন, তাকে শাস্তি প্রদানও করেন।" কষ্ট-দুর্দশাকে শাসন বলে সহ্য করো; ঈশ্বর তোমাদের সঙ্গে সন্তানের মতো আচরণ করেন। কারণ এমন পুত্র কেউ আছে, যাকে পিতা শাসন করেন না?" প্রভু শয়তানকে তাঁর লোকদের প্রলুব্ধ করতে অনুমতি দিতে পারেন। শয়তানের লক্ষ্য হলো ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাওয়া। কিন্তু ঈশ্বরের লক্ষ্য হলো বিশ্বাসের জীবনকে শক্তিশালী করা। তখন আপনি আরও বেশি নিজের দুর্বলতা এবং কতটা আপনি ঈশ্বরের উপর নির্ভরশীল তা উপলব্ধি করেন। একইভাবে, আপনি আপনার জীবনে তাঁর শুদ্ধিকরণের রক্তের আরও বেশি প্রয়োজন অনুভব করেন। তাই, আপনি ক্রমশ আরও বেশি খ্রীষ্টের মূল্য উপলব্ধি করতে থাকেন।

আমরা দেখি যে ঈশ্বরের আরও অনেক পরীক্ষার উদাহরণ পবিত্রশাস্ত্রে রয়েছে, যেমন, ইয়োবের ঘটনা। শয়তান ইয়োবকে প্রলুব্ধ করার অনুমতি পেয়েছিল। ঈশ্বর শয়তানকে ইয়োবকে কষ্ট দেওয়ার অনুমতি দিয়েছিলেন, কিন্তু তার জীবন নেওয়ার অনুমতি দেননি। অবশেষে, যখন ইয়োব তার স্বাস্থ্য হারিয়ে ফেলেন, তখন তিনি প্রচণ্ড অস্থিরতার মধ্যে পড়েন, কিন্তু তবুও, তিনি ঈশ্বরের উপর নির্ভর করতেন। তিনি ঈশ্বরের সামনে নিজেকে বিনীত করতে এবং স্বীকার করতে পরিচালিত হন যে ঈশ্বর এখনও তাঁর সমস্ত পথে এবং কাজে ন্যায়পরায়ণ এবং ধার্মিক, এবং আমরা তখন ইয়োবকে প্রভুর সামনে তার নিজের দুর্বলতা এবং অক্ষমতা স্বীকার করতে শুনি। তিনি তার পাপ স্বীকার করেন ইয়োব ৪২:৫-৬ পদে: "পূর্বে তোমার বিষয় কর্ণে শুনিয়াছিলাম, কিন্তু সম্প্রতি আমার চক্ষু তোমাকে দেখিল। এই নিমিত্ত আমি আপনাকে ঘৃণা করিতেছি, ধুলায় ও ভস্মে বসিয়া অনুতাপ করিতেছি।" এই কঠিন পরীক্ষার মাধ্যমে, ইয়োবের বিশ্বাস আরও দৃঢ় হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত, ইয়োবের অবস্থান আগের চেয়ে অনেক ভালো হয়েছিল।

আরেকটি স্পষ্ট উদাহরণ হলো স্বয়ং প্রভু যীশু, যিনি মরুপ্রান্তরে ৪০ দিন ও রাত উপবাস করেছিলেন এবং শয়তানের দ্বারা প্রলোভিত হয়েছিলেন। অবশেষে, শয়তান অত্যন্ত কঠিন ও তীব্র প্রলোভন নিয়ে এসেছিল, প্রভু যীশুকে প্ররোচনা দিয়েছিল যাতে তিনি তাঁর উদ্ধারকর্তার কাজ পরিত্যাগ করেন। মথি ৪:১ পদে বলা হয়েছে: "তখন যীশু, দিয়াবল দ্বারা পরীক্ষিত হইবার জন্য, আত্মা দ্বারা প্রান্তরে নীত হইলেন।" কিন্তু এই সময়ে প্রভু যীশুরও সুযোগ ছিল তাঁর শক্তি প্রদর্শনের এবং শয়তানকে তার আসন্ন পরাজয়ের কথা জানানোর।

সুতরাং, প্রলোভন ও পরীক্ষাগুলি একটি বাস্তবতা, এবং এবং আমরা অবশ্যই এই আবেদনটি বুঝতে হবে যা প্রভু যীশু আমাদের শেখান: "আমাদিগকে পরীক্ষাতে আনিও না।" এর অর্থ একদিকে, প্রভু যেন আমাদের প্রলোভনে পতিত হওয়া থেকে রক্ষা করেন, যেন প্রভু প্রলোভনকে আমাদের থেকে দূরে রাখেন। আর অপরদিক, যখন এই প্রলোভনগুলি ঈশ্বরের নির্দেশে আসে, তখন আমি যেন স্থির থাকি এবং সমর্থিত হই, প্রভু যেন আমাকে সহায়তা করেন, আমি যেন পাপের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ করি এবং যুদ্ধ করি, এবং তা যেন সারাজীবন ধরে করি, কারণ বাস্তবতা এই যে অন্ধকারের রাজপুত্রের এই আক্রমণের মধ্যে আমি দুর্বল, এবং আমার তাঁর শক্তির প্রয়োজন। সুতরাং, প্রলোভন ঈশ্বরের সন্তানদের জীবনে একটি বড় বাস্তবতা।

আমরা এটি পবিত্রশাস্ত্রে আরও বেশি দেখতে পাই: প্রলোভন। লোটের কথা ভাবুন। তিনি সদোম শহরে বসবাস করতে গিয়েছিলেন, যদিও তিনি জানতেন যে সেখানে লোকেরা দুষ্ট, কিন্তু সেই ভূমি খুব উর্বর ছিল। সেই ভূমি সবুজ ও সজীব ছিল। এটি তার জন্য একটি প্রলোভন ছিল। দাউদ, যখন তিনি তার বাড়ির ছাদে হাঁটছিলেন, তখন তিনি দেখলেন বৎশেবা স্নান করছেন। শলোমন তার স্ত্রীদের দ্বারা দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন এবং মূর্তিপূজায় লিপ্ত হয়েছিলেন। আমরা দেখি পিতর মহাযাজকের আদালতের চাকরদের মধ্যে বসে আছেন। আমরা দেখি অব্রাহাম, যিনি মিথ্যা বলেছিলেন কারণ তিনি ভয় পেয়েছিলেন যে তারা তাকে হত্যা করবে, তাই তিনি বললেন [তাঁর] স্ত্রী সম্পর্কে, "তিনি শুধু আমার বোন।" আমরা এমনকি দেখি যিরমিয়, যিনি তার সমস্ত দুঃখ ও শোকে তার জন্মের দিনটিকে অভিশাপ দিয়েছিলেন। এগুলি সবই ঈশ্বরের সন্তানদের পতন ও প্রলোভনে পড়ার উদাহরণ, এবং এরা সবাই ঈশ্বরের ছিলেন, যাদের প্রভু দ্বারা ক্রয় করা হয়েছিল। তারা ঈশ্বরের অনুগ্রহ দ্বারা মুক্তি পেয়েছিলেন। তারা খ্রীষ্টের ক্ষমার অনুগ্রহের স্বাদ গ্রহণ করেছিলেন, এবং তারা তাদের হৃদয়ে ঈশ্বরের প্রেম জানতেন, কিন্তু তারা নির্দিষ্ট প্রলোভনে পড়েছিলেন, কারণ এমন সময় আসে যখন ঈশ্বরের সন্তানদের আত্মা ও মনে ভয়ানক যুদ্ধ শুরু হতে পারে। তাই আমাদের এই প্রার্থনা জানা দরকার: "আমাদিগকে পরীক্ষাতে আনিও না।"

এই প্রলোভনগুলির বিরুদ্ধে আমাদের প্রতিরোধ করা প্রয়োজন, আমাদের বিশ্বাসের উত্তম যুদ্ধ লড়া দরকার। আমাদের ঈশ্বরের শক্তির প্রয়োজন। আমাদের প্রভুর সুরক্ষার প্রয়োজন, কারণ কিছু পাপকে জয় করার ক্ষমতা আছে বলে ভাববেন না, এবং যখন আপনি আর কিছু পাপের দ্বারা প্রলুব্ধ হোন না, তখন ভাববেন না যে আপনি সেই পাপকে জয় করে ফেলেছেন। এটি ঈশ্বর যিনি আপনাকে এই প্রলোভন থেকে রক্ষা করছেন, যাতে আপনি এটি সম্পর্কে আর চিন্তা না করেন। এটি আপনার কারণে নয়। এটি ঈশ্বরের অনুগ্রহ।

এবং এইজন্য আমাদের প্রার্থনা করা প্রয়োজন, "আমাদিগকে পরীক্ষাতে আনিও না, কিন্তু মন্দ হইতে রক্ষা কর," কারণ বাস্তবতা হল একজন খ্রীষ্টবিশ্বাসীর জীবন নির্বিচারে আক্রমণের মুখে পড়ে। ঈশ্বরের সন্তানদের বিরুদ্ধে তিনটি শত্রু লড়াই করছে। এই শত্রুরা কারা? তারা হলো শয়তান, জগৎ, এবং আমাদের নিজেদের দুষ্ট হৃদয়। শয়তান হলো এই জগতের শাসক, এবং সে জগতকে একত্রিত করে ঈশ্বরের সন্তানদের আক্রমণ করে। মানুষের এখনও একটি পাপপূর্ণ হৃদয় রয়েছে, যা সবরকম মন্দের দিকে ঝুঁকে থাকে, এমনকি আপনি অনুগ্রহ লাভ করার পরেও। দাউদের জীবন সম্পর্কে ভাবুন, তিনি কী করেছিলেন। সুতরাং, এই সব দুষ্ট প্রবৃত্তিগুলো পরিবর্তনের মাধ্যমে একেবারে বিলুপ্ত হয়ে যায় না। এটা সত্য, নতুনজন্মে পাপের শক্তিকে একটি মরণাঘাত দেওয়া হয়েছে, কিন্তু সেই প্রবণতাগুলো এখনও রয়ে গেছে, এবং অনেক সময় তা বিস্ফোরিত হয়ে পড়ে, যার লক্ষ্য হলো ঈশ্বরের সন্তানদের পতনের দিকে ঠেলে দেওয়া। এই তিনটি শত্রুই প্রাণঘাতী শত্রু। তারা আমাদের মৃত্যু, আমাদের ধ্বংস, আমাদের সর্বনাশ কামনা করে। শয়তান, জগৎ এবং আপনার নিজের শরীর ধ্বংস কামনা করে। শয়তান কখনো ঈশ্বরের সন্তানদের উপর আক্রমণ বন্ধ করবে না, কারণ সে তাদের প্রাণঘাতী শত্রু। এবং জগতের প্রলোভন ও আমাদের নিজের হৃদয়ের প্রবণতার সাথে মিলিত হয়ে, শয়তান ঈশ্বরের সন্তানদের উপর আক্রমণ চালায়।

আপনি জানেন, এটি খুবই দুঃখজনক, তবে প্রকৃতিগতভাবে আমরা শয়তান, জগত এবং আমাদের নিজস্ব কামুক হৃদয়ের বন্ধু। আমরা খুব শীঘ্রই তাদের কথায় কান দিই। এই তিনটি প্রাণঘাতী শত্রু আমাদের শত্রুতে পরিণত হতে হবে, আর কখনও আমাদের বন্ধু নয়, এবং এটি তখনই সম্ভব হবে যখন ঈশ্বর হস্তক্ষেপ করেন, যখন ঈশ্বর আমাদের আত্মিক বিষয়ের স্বাদ দেবেন, যখন তিনি আমাদের হৃদয় নূতনীকরণ করবেন। প্রভু এটি আদিপুস্তক ৩:১৫-তে ঘোষণা করেছিলেন: **"আর আমি তোমাতে ও নারীতে, এবং তোমার বংশে ও তাহার বংশে পরস্পর শত্রুতা জন্মাইব; সে তোমার মস্তক চূর্ণ করিবে, এবং তুমি তাহার পাদমূল চূর্ণ করিবে।"** এই শত্রুতা সেই সকলের হৃদয়ে স্থাপিত হয় যাদের ঈশ্বর অন্ধকারের রাজ্য থেকে তাঁর আলোর রাজ্যে নিয়ে আসেন। তিনি তাদের তাঁর প্রেমের শক্তি দ্বারা আকর্ষণ করেন। তিনি তাদের আত্মার মধ্যে আলো প্রবাহিত করেন, তাদের প্রেমের দ্বারা বেঁচে থাকতে শেখান। তাদের চোখ খুলে যায়। তারা তাদের জীবনের বাস্তবতা দেখতে পান—যে তারা প্রকৃতিগতভাবে শয়তানের প্রভাব অনুসরণ করছে। তারা সেই দোষের ভার অনুভব করেন। তারা ঈশ্বরের সেবায় মঙ্গল দেখতে পান এবং এখন তারা তাদের জীবনের সকল দিন তাঁকে অনুসরণ করতে চান। এবং তারপর, তাদের হৃদয়ে এই তিন শত্রুর বিরুদ্ধে শত্রুতা স্থাপন করা হয়: শয়তান, জগৎ, এবং আমাদের নিজস্ব দুষ্ট হৃদয়।

এই শত্রুরা আপনাকে ক্রমাগত আক্রমণ করবে। প্রতিটি বয়সের নিজস্ব নির্দিষ্ট প্রলোভন বা পরীক্ষার মুহূর্ত থাকতে পারে—প্রত্যেক বয়সে, জীবনের প্রতিটি পর্যায়ে। তরুণরা বৃদ্ধদের তুলনায় ভিন্ন ধরণের প্রলোভনের সম্মুখীন হতে পারেন, কিন্তু এই শত্রুরা আক্রমণ চালিয়ে যাবে। উদাহরণস্বরূপ, লূক ৪:১৩ পদে বলা আছে: "আর সমস্ত পরীক্ষা সমাপন করিয়া দিয়াবল কিয়ৎকালের জন্য তাঁহার নিকট হইতে চলিয়া গেল।" দেখলেন? মাত্র কিছু সময়ের জন্য। কিন্তু সে ফিরে আসবে। সে আবার আসবে। যদি আমরা এই তিন শত্রুর দিকে তাকাই, তাহলে শয়তান সম্পর্কে চিন্তা করি। শয়তান কে আসলে? সে একসময় উচ্চ-স্থানে থাকা এক স্বর্গদূত ছিল, সম্পূর্ণভাবে মঙ্গলে পরিপূর্ণ। ঈশ্বর তাকে এমনভাবেই সৃষ্টি করেছিলেন, কিন্তু সে পাপের মধ্যে পতিত হয়। এটি কীভাবে সম্ভব হলো? পবিত্রশাস্ত্র বলে, অহংকারের কারণে সে পাপের মধ্যে পতিত হয়। সে অত্যন্ত অহংকারী হয়ে ওঠে, এবং তারপর সে ঈশ্বরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। সে ঈশ্বরের মতো হতে চেয়েছিল। আমরা এটি ১ তিমথীয় ৩:৬ পদে পাই, যেখানে পৌল তিমথিকে সতর্ক করে দেন যাতে একজন নতুন বিশ্বাসীকে প্রবীণ হিসেবে না নেওয়া হয়, কারণ সে দ্রুত নিজেকে উচ্চতর ভাবতে পারে এবং অহংকারের মধ্যে পড়ে যেতে পারে। এজন্যই পৌল বলেন, "তিনি নূতন শিষ্য না হউন, পাছে গর্বান্ধ হইয়া দিয়াবলের বিচারে পতিত হোন।" শয়তান গর্বিত হয়ে উঠেছিল, এবং সে এই দোষে পতিত হয়েছিল।

আমরা অন্যান্য শয়তানদের সম্পর্কেও পড়ি—সেই দুষ্ট আত্মাদের সম্পর্কে, যারা প্রথমে স্বর্গে দূত ছিল। যিহূদা ১:৬ আমাদের বলে: "আর যে স্বর্গদূতেরা আপনাদের আধিপত্য রক্ষা না করিয়া নিজ বাসস্থান ত্যাগ করিয়াছিল, তাহাদিগকে তিনি মহাদিনের বিচারার্থে ঘোর অন্ধকারের অধীনে অনন্তকালীন শৃঙ্খলে বদ্ধ রাখিয়াছেন।" আমরা জানি যে স্বর্গে একবার যুদ্ধ হয়েছিল, যা প্রকাশিত বাক্য ১২:৭-৯ পদে উল্লেখ রয়েছে: "আর স্বর্গে যুদ্ধ হইল; মীখায়েল ও তাঁহার দূতগণ ঐ নাগের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। তাহাতে সেই নাগ ও তাহার দূতগণও যুদ্ধ করিল, কিন্তু জয়ী হইল না, এবং স্বর্গে তাহাদের স্থান আর পাওয়া গেল না। আর সেই মহানাগ নিক্ষিপ্ত হইল; ইহা সেই পুরাতন সর্প। যাহাকে দিয়াবল [অপবাদক] এবং শয়তান [বিপক্ষ] বলা যায়, সে সমস্ত নরলোকের ভ্রান্তি জন্মায়; সে পৃথিবীতে নিক্ষিপ্ত হইল, এবং তাহার দূতগণও তাহার সঙ্গে নিক্ষিপ্ত হইল।"

এই হল শয়তানের উৎস। এতে আমাদের সকল প্রশ্নের উত্তর হয় না। কিছু বিষয় এখনও আমাদের বোধগম্য নয়, এবং আমাদের তা বুঝতে হবে এমনও নয়। আমরা শুধু জানি যে ঈশ্বর মঙ্গলময়, ঈশ্বর কোনো পাপের স্রষ্টা নন, এবং তিনি পাপকে ঘৃণা করেন। পাপের বিরুদ্ধে লড়াই করে পাপীদের উদ্ধার করার জন্য তিনি তাঁর নিজ পুত্রকে উৎসর্গ করতেও প্রস্তুত ছিলেন। সুতরাং, আমরা এখনও পুরোপুরি বুঝতে পারি না যে এটি কীভাবে সম্ভব হলো, তবে আমরা জানি যে ঈশ্বর স্বর্গদূতেদের স্বাধীন ইচ্ছা প্রদান করেছিলেন, এবং সেই স্বাধীন ইচ্ছার মাধ্যমে তারা ঈশ্বরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে পেরেছিলো। এটাই তাদের মধ্যে কিছুজন করেছিল—এখন তারা ঈশ্বরকে ঘৃণা করে এবং ঈশ্বরের সন্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে।

আমরা প্রকাশিত বাক্য ১২:১৭ পদে পড়ি "আর সেই স্ত্রীলোকটির প্রতি নাগ ক্রোধান্বিত হইল, আর তাহার বংশের (এটি হলো মন্ডলী) সেই অবশিষ্ট লোকদের সহিত, যাহারা ঈশ্বরের আজ্ঞা পালন ও যীশুর সাক্ষ্য ধারণ করে, তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিতে গেল।" শয়তান নামের অর্থ হলো "প্রতিপক্ষ"। সে সর্বদা ঈশ্বর এবং তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে থাকে। শয়তান মানুষের মনকে ঈশ্বর থেকে বিচ্যুত করতে চায়, এবং তারপর

সে তাদের মিথ্যা বলে যে "যদি তুমি ঈশ্বরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করো, তাহলে তোমার জীবন আনন্দময় হবে," কিন্তু তারা দুর্দশা ও কষ্টের মধ্যে পতিত হয়।

অনেকেই মনে করেন যে দুষ্ট আত্মা বা শয়তান সম্পর্কে কথা বলা মূর্তিপূজকদের বিষয়, যারা অশুভ আত্মায় বিশ্বাস করে, এবং এই বিশ্বাস আমাদের আধুনিক যুগের সাথে আর সম্পর্কিত নয়, কিন্তু ঠিক এটাই শয়তান চায়। দেখুন, সে একটি ভয়ানক বাস্তবতা, এবং সে খুব খুশি হয় যখন মানুষ তার অস্তিত্বেই বিশ্বাস করে না। তবে, বাইবেলে এটি স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়েছে, এবং আপনি এটি চারপাশেও দেখতে পারেন। কেন এত মানুষ খ্রীষ্টবিশ্বাসীদের ঘৃণা করে? কেন তারা মন্ডলীকে ঘৃণা করে? খ্রীষ্টবিশ্বাসীরা তো শুধুই ঈশ্বর এবং তাদের প্রতিবেশীকে ভালোবাসে। তবে কেন এত বিদ্বেষ ও হিংস্রতা ঈশ্বরের লোকেদের বিরুদ্ধে? কেন এত প্রতারণা ও ভুল শিক্ষা যা মন্ডলীর মধ্যে প্রবাহিত করা হয়, যা বিশ্বাসের জীবনকে নষ্ট করতে পারে? শয়তান বাইবেলের প্রচারকে বাধাগ্রস্ত করতে চায়, এবং সব ধরণের লালসা ও প্রলোভন ব্যবহার করে আত্মিক জীবনকে ধ্বংস করতে চায়। সে ঈশ্বরের মানুষদের ব্যক্তিগতভাবে আক্রমণ করে। সে ঈশ্বরের বাক্যের প্রতি সন্দেহ সৃষ্টি করতে চায়, এবং যখন তা কাজ করে না, তখন সে ঈশ্বরের সেবাকে নিস্তেজ, নির্জীব, এবং বিরক্তিকর করে তুলতে চায়। সে ভাইদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করতেও সচেষ্ট থাকে।

তাই , সে তাদের কানে ফিসফিস করে বলে, "প্রভু তোমাকে ত্যাগ করেছেন, এবং তিনি তোমাকে ভুলে গেছেন।" অথবা সে পাপ সম্পর্কে বিভিন্ন বিকৃত ধারণা নিয়ে আসে। সে তোমার অতীতের পাপগুলো দেখায়, এবং তাদের উজ্জ্বলভাবে সামনে নিয়ে আসে। তার লক্ষ্য হলো তোমাকে হতাশার দিকে পরিচালিত করা। অন্যদিকে, সে শুধু ঈশ্বরের অনুগ্রহকে জোর দিয়ে তুলে ধরে, এবং আপনাকে একপ্রকার ঔদ্ধত্যে ঠেলে দেয়, যেখানে পাপের জন্য সত্যিকারের দুঃখবোধ নেই, এবং কোনো প্রকৃত অনুতাপ নেই। এভাবে, শয়তান আপনাকে ঈশ্বর থেকে দূরে রাখতে চায়। সে আপনার ঈশ্বরের সাথে সহভাগিতা বিচ্ছিন্ন করতে চায়।

ঈশ্বরের বাক্য কি সত্য? ঠিক যেমন সে হবাকে বলেছিল। ঈশ্বর কথা বলেছেন? এভাবেই শয়তান কাজ করে, এবং সে আদিকাল থেকেই হত্যাকারী। এই কারণেই আমাদের প্রার্থনা করতে হবে: "কিন্তু মন্দ হইতে রক্ষা কর।" কিন্তু সে শুধুই একটি শত্রু। আরও একটি শত্রু আছে: জগৎ—দ্বিতীয় শত্রু। এখানে জগৎ বলতে সৃষ্ট বিশ্বের কথা নয়, বরং পাপ, বিদ্রোহ, এবং ঈশ্বরের বিরুদ্ধে বিদ্বেষপূর্ণ জগৎ—যেখানে জীবনের গর্ব, চোখের লালসা, এবং শরীরের লালসা বিদ্যমান। এগুলো সবই ঈশ্বরের বিরুদ্ধে। ঠিক যেমন ১ যোহোন ২:১৫-১৬ আমাদের বলে: "তোমরা জগৎকে প্রেম করিও না, জগতীস্থ বিষয় সকলও প্রেম করিও না। কেহ যদি জগৎকে প্রেম করে, তবে পিতার প্রেম তাহার অন্তরে নাই। কেননা জগতে যাহা কিছু আছে, মাংসের অভিলাষ, চক্ষুর অভিলাষ, ও জীবিকার দর্প, এই সকল পিতা হইতে নয়, কিন্তু জগৎ হইতে হইয়াছে।" এবং তাই, পৌল রোমীয় ১২:২ পদে লেখেন: "আর এই যুগের অনুরূপ হইও না," এই জগৎ সেই বিদ্রোহী জগৎ, যা ঈশ্বরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে।

আপনি জানেন, যদি আমরা এই জগতের জন্য, ভোগবাদিতার জন্য জীবন যাপন করি, তাহলে আমরা জাগতিক। যদি আমরা সম্পদের জন্য জীবন যাপন করি, তাহলে আমরা জাগতিক। যদি আমরা আমাদের মন্ডলীর সহভাইদের প্রতি কোনও যত্ন বা ভালবাসা না থাকে এবং আমরা তাদেরকে তুচ্ছ করি, এমনকি আমরা মণ্ডলীতে থাকলেও, আমাদের জাগতিক মানসিকতা রয়েছে। এই জগৎ একটি বড় বিপদ, এবং আমাদের হৃদয়ে খ্রীষ্টের প্রেম প্রয়োজন—যাতে তিনি আমাদের নিজের প্রতিমূর্তিতে পরিবর্তন করেন। আমাদের পৃথিবীর প্রলোভন থেকে মুক্তি প্রয়োজন।

কিন্তু তারপরও আরেকটি শত্রু রয়ে যায়—তৃতীয় শত্রু, আমাদের নিজস্ব দেহ, আমাদের নিজস্ব সত্তা, যা সহজেই ঈশ্বরের বিরোধিতা করে। এটি সেই শত্রু, যা আমরা আমাদের হৃদয়ের মধ্যেই বহন করি—আমাদের নিজের গণ্ডির মধ্যে থাকা শত্রু। এই শত্রু প্রায়ই জগত এবং শয়তানের সাথে নিজেকে মিলিয়ে নিতে চায়। এটি প্রকাশিত হয় আমাদের পাপপূর্ণ আকাঙ্ক্ষা, লোভ, হৃদয়ের কঠোরতা, আমাদের গর্বের মাধ্যমে। এটি একজন খ্রীষ্টবিশ্বাসীর মধ্যে থাকা পুরাতন মনুষ্য যে ঈশ্বরের বিরুদ্ধে কাজ করে। এই পুরাতন মনুষ্য আমাদের এত কাছাকাছি থাকে যে, আমরা কিছু বোঝার আগেই, হোঁচট খেয়ে পড়ে যাই। আমাদের এই তিন শত্রুকে দেখতে হবে: শয়তান, জগৎ, এবং আমাদের

নিজ দেহ। আমরা এদের বিষয়ে অন্ধও হতে পারি। আমাদের অবশ্যই সচেতন হতে হবে যে তারা আমাদের মধ্যে বিরাজ করছে এবং প্রার্থনা করতে হবে যাতে ঈশ্বর আমাদের এই সমস্ত মন্দ থেকে রক্ষা করেন।

আমরা কীভাবে এই শত্রুদের প্রতিরোধ করব? এটি একটি যুদ্ধ—একটি আত্মিক যুদ্ধ। এবং এই কারণে, আমাদের আত্মিক অস্ত্র প্রয়োজন। আপনি এই শত্রুদের বিরুদ্ধে হিংস্রতা বা জাগতিক অস্ত্রের দ্বারা লড়াই করতে পারবেন না। আপনার পবিত্র আত্মার দ্বারা প্রদত্ত আত্মিক অস্ত্র প্রয়োজন। সুতরাং, পবিত্র আত্মা মানুষকে শেখায় শয়তানের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ করতে, নিজেদের অস্বীকার করতে, এবং প্রলোভন থেকে পালিয়ে যেতে। এই শক্তি প্রার্থনা এবং ঈশ্বরের বাক্য অধ্যয়ন দ্বারা পাওয়া যায়। যখন আমরা প্রলোভন থেকে মুক্তির জন্য প্রার্থনা করি, তখন আমরা প্রকৃতপক্ষে প্রার্থনা করছি: "পিতা, আমাকে সেই স্থান থেকে উদ্ধার করো যেখানে আমি তোমার বিরুদ্ধে পাপ করার এবং তোমার আত্মাকে দুঃখিত করার প্রলোভনে পড়তে পারি।" এটি একটি প্রার্থনা, যাতে ঈশ্বর আমাদের থেকে তাঁর সংযমের যত্ন প্রত্যাহার না করেন। এটি একটি প্রার্থনা, যাতে ঈশ্বর আমাদের চোখ খুলে দেন, যাতে আমরা এই জগতের প্রতারণা ও অপবিত্রতা চিনতে পারি, এবং প্রার্থনার মাধ্যমেই আমরা শক্তি লাভ করি।

ভাবুন, পৌল ইফিষীয় ৬:১৮ পদে বলেন: **"সর্ববিধ প্রার্থনা ও বিনতি সহকারে সর্বসময়ে আত্মাতে প্রার্থনা কর, এবং ইহার নিমিত্ত সম্পূর্ণ অভিনিবেশ ও বিনতিসহ জাগিয়া থাক।"** প্রভু মন্দের প্রতিরোধ করার জন্য শক্তি দান করেন। তিনি আমাদের পথে উপর আলো প্রদান করেন, যাতে আমরা শয়তানের কৌশল চিনতে পারি। আপনি জানেন, ঈশ্বর ব্যতীত আমরা এক মুহূর্তও দাঁড়াতে পারি না। পিতর এক পরিচারিকা যখন কিছু জিজ্ঞেস করে, তখন সে পতিত হয়। দাউদ এক নারীর কারণে পতিত হোন। দীমা জগতের প্রতি ভালোবাসার কারণে পতিত হোন। ওহ, আমাদের কী পরিমাণ ঈশ্বরের অনুগ্রহের প্রয়োজন, ঈশ্বরের আত্মার শক্তি প্রয়োজন—এই শত্রুদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য। আমাদের একজন খ্রীষ্টিয় যোদ্ধা হতে হবে—একজন সৈনিক, যাতে আমরা বিপদের দিনে স্থির থাকতে পারি। ঠিক যেমন পৌল ফিলিপীয় ৪:১৩ পদে বলেন: "যিনি আমাকে শক্তি দেন, তাঁহাতে আমি সকলই করিতে পারি।" এটাই মূল বিষয়। প্রভু তাঁর লোকদের আত্মিক বুকপাটা পরিধান করান। তিনি তাদের পরিত্রাণের শিরস্ত্রাণ,সত্যের কটিবন্ধনী, এবং বিশ্বাসের ঢাল প্রদান করেন (ইফিষীয় ৬:১৩-১৭)। তিনি তাদের ইচ্ছাকে দৃঢ় করেন। তিনি তাদের ঈশ্বরের বাক্যের শক্তি প্রদর্শন করেন, যা তারা এই যুদ্ধের মাঝে তলোয়ার হিসেবে ব্যবহার করতে পারে। এবং যখন তারা হোঁচট খায়, তখনও প্রভু তাদের ক্ষমা করতে প্রস্তুত থাকেন—যাতে তারা শয়তানের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ করতে পারে। অবশেষে, যখন তারা শয়তানের বিরুদ্ধে দাঁড়ায়, তখন তারা দেখতে পাবে—সে তাদের থেকে পালিয়ে যাবে (যাকোব ৪:৭)। এই যুদ্ধ আমাদের সমগ্র জীবন ধরে চলতে থাকে।

কিন্তু আপনার সমস্ত দুর্বলতা ও ব্যর্থতাগুলি নিয়ে প্রভুর কাছে আশ্রয় নিন। প্রভু আপনাকে শক্তি দান করবেন, এবং তিনি আপনাকে পরিচালিত করবেন। তিনি জানেন প্রলুব্ধ হওয়া কেমন। শিষ্যরা তাঁকে প্রলোভিত করেছিল। জনসাধারণ তাঁকে প্রলোভিত করেছিল। ফরিশীরাও তাঁকে প্রলোভিত করেছিল। তবে তিনি সমস্ত প্রলোভন জয় করেছিলেন। এখন আপনি এই পরিত্রাতার কাছে আসার জন্য আমন্ত্রিত—যিনি নিজেই প্রত্যেক প্রলোভনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ করেছিলেন। তিনি আপনার ঈশ্বর হতে, আপনার পরিত্রাতা হতে প্রস্তুত, অতএব এই কারণেই আমরা এইভাবে প্রার্থনা করি: "আমাদিগকে পরীক্ষাতে আনিও না, কিন্তু মন্দ হইতে রক্ষা কর।"

বক্তৃতা ৯

কারণ রাজ্য, পরাক্রম ও মহিমা তোমারই

প্রার্থনার সৌন্দর্য ধারাবাহিক বক্তৃতার নবম পর্বে আপনাকে স্বাগতম। আজ আমরা প্রভুর প্রার্থনার উপসংহারের দিকে নজর দেব। প্রভু যীশু আমাদের প্রার্থনা করতে সেখান: "কারণ রাজ্য, পরাক্রম ও মহিমা তোমারই।" এটি প্রকৃতপক্ষে একটি আবেদন নয়। এটি একটি অনুরোধ নয়। এটি একটি স্বীকারোক্তি। এটি উপসংহার। আমরা এটি মথি ৬:১৩ পদে পড়ি: "কারণ রাজ্য, পরাক্রম ও মহিমা যুগে যুগে তোমারই।"

ঠিক এইভাবেই প্রভু যীশু আমাদের প্রার্থনার উপসংহার দিতে শেখান। এটি একটি বন্দনা ও মহিমান্বিত করার উপসংহার। ঈশ্বরকে মহিমান্বিত করা আবশ্যক। সমস্ত মহিমা, প্রশংসা ও আরাধনা তাঁরই প্রাপ্য। এটাই আমাদের জীবনের লক্ষ্য। এটাই আমাদের অস্তিত্বের লক্ষ্য। এটি অবশ্যই আমাদের প্রার্থনার লক্ষ্য হওয়া উচিত যাতে আমাদের প্রার্থনা ঈশ্বরের গৌরবের মধ্যে শেষ হয়।

সুতরাং, প্রভু যীশু তাঁর শিষ্যদের শেখান যেন তারা ঈশ্বরের মহিমা, পরাক্রম, এবং গৌরবের সম্মুখে বিনীতভাবে ধূলিতে মাথা নত করে। এটি আমাদের কিছুই নয়—সবকিছুই তাঁর মধ্যে। আমরা গৌরব পাই না—তিনি গৌরব গ্রহণ করেন। এবং এটি সকলের আকাঙ্ক্ষা, যারা ঈশ্বরকে ভালোবাসতে শিখেছে। তারা চায় তাঁকে তাঁদের জীবনে মহিমান্বিত দেখতে। এটি প্রার্থনার মহান উপসংহার, এর মহৎ দৃষ্টিকোণ। এভাবে, প্রভু যীশু তাঁর লোকদের ডানা দান করেন, যেন তারা ঈশ্বরের দিকে উড়ে যেতে পারে এবং তাঁর মহিমা, শক্তি, এবং পরাক্রম অবলোকন করতে পারে। তারা তাঁর শক্তির, মহত্ব ও মহিমা নিশ্চয়তা দেখতে পারে। কী অনন্য সান্ত্বনা! কী গৌরবময় ও সমৃদ্ধ দৃষ্টিভঙ্গি—যাতে তারা এখন ঈশ্বরে তাদের উপসংহার দিতে পারে।

তারা সমস্ত অপরাধের ক্ষমার জন্য প্রার্থনা করেছেন। তারা তাদের দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনগুলি প্রভুর সম্মুখে উপস্থাপন করেছেন। তারা সমস্ত দুষ্টতা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য প্রভুর কাছে অনুরোধ করেছেন। এবং এখন, এই প্রার্থনার শেষ পর্যায়ে, তারা নিজেদের থেকে, তাদের নিজস্ব প্রয়োজন থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতে পারেন— এবং তারা দেখতে পারেন ঈশ্বর কে। তারা তাঁর মহিমা ও সৌন্দর্যের দিকে তাকাতে পারেন। এটি অবশ্যই তাদের প্রার্থনার চূড়ান্ত উপলব্ধি, উপসংহার হতে হবে। তারা তাঁর মহত্বের প্রশংসা করতে পারেন। তারা তাঁর শক্তি সম্পর্কে বিস্মিত হতে পারেন। তারা তাঁর গৌরবময় রাজ্য ও সম্মানের প্রতি অভিভূত হতে পারেন।

এই প্রার্থনার শুরুতে, আমাদের শেখানো হয়েছিল প্রার্থনা শুরু করতে সেই ঈশ্বরকে সম্বোধন করে যিনি স্বর্গে বিরাজমান: "হে আমাদের স্বর্গস্থ পিতঃ।" এবং সেটাই ঈশ্বরের গৌরবময় বাস্তবতা—তিনি স্বর্গে আছেন। তিনি শক্তি ও মহিমায় সিংহাসনে অধিষ্ঠিত। আর এখন, এই প্রার্থনার শেষে, প্রভু যীশু আবার সেই একই বিষয়ের মধ্যে ফিরে আসেন—এবং তিনি শেষ করেন এই কথায়: ঈশ্বর কে। আবারও, আমরা দেখতে পাই সেই গৌরবময় ঈশ্বরকে, যিনি স্বর্গে বিরাজমান। আপনি আপনার প্রার্থনা শুরু করতে পারেন এবং আপনার প্রার্থনা শেষ করতেও পারেন তাঁর পরাক্রম, মহিমা ও রাজাধিকারকে সামনে রেখে—এবং আপনি নিশ্চিতভাবে জানতে পারেন, তাঁর রাজ্য অবশ্যই আসবে। এখানে কোনো সন্দেহ নেই।

কারণ এটি খুব স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে: "রাজ্য ও পরাক্রম তোমারই "—পাপীদের পরিবর্তন করার শক্তি, পাপীদের তোমার ইচ্ছা পালন করতে শেখানোর শক্তি, তোমার রাজ্য আসতে দেওয়ার শক্তি, এবং যেন তোমার গৌরবময় নাম পবিত্র বলে মান্য হয় এবং গৌরব লাভ করে। ওহ, প্রভুর প্রার্থনার এই শেষ অংশটি কতই না গৌরবময়! এটি নিশ্চয়তা দেয় যে আমরা যেসব বিষয়ে প্রার্থনা করেছি, সেগুলো অবশ্যই পূর্ণ হবে। এটি একটি সত্য। এটি কোনো প্রশ্ন নয়, এটি কোনো আলোচনার বিষয় নয়। এটি কেবল একটি বাস্তবতা: "রাজ্য তোমারই।"

দেখুন, ঈশ্বর যুগে যুগে রাজা। এখন ঈশ্বর তাঁর রাজ্যের শাসন তাঁর পুত্রকে দিয়েছেন। এখন প্রভু যীশু চিরকালীন রাজা, এবং তাঁর রাজ্যই একমাত্র রাজ্য হবে। সমস্ত অন্য রাজ্য, সমস্ত সাম্রাজ্য পতন হবে, কিন্তু তিনি সর্বকিছুর উপর রাজত্ব করবেন, এবং তা অনন্তকাল পর্যন্ত। প্রত্যেক মানুষকেই তাঁর সম্মুখে নত হতে হবে। প্রভু সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে আছেন। আমরা তাঁর মধ্যে বিশ্রাম নিতে পারি। আমরা তাঁর বিশস্ততায়, তাঁর শক্তিতে, তাঁর গৌরবে বিশ্রাম নিতে পারি। আমরা বলতে পারি, "হে প্রভু, তুমি আমার শিলা, আমার আশ্রয়স্থল। আমি সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের উপর বিশ্রাম করিতেছি, যিনি নিজ নাম মহিমান্বিত করিবেন, যিনি নিজ রাজ্যকে আগমন করিতে দিবেন, এবং যিনি আমার জীবনের পথ এইরূপে পরিচালিত করিবেন যেন সমস্ত বিষয়ই আমার মঙ্গলার্থে এবং তাঁহার মহিমার জন্য সহকারে কার্য করিয়া উঠে।"

কারণ ঈশ্বরের রাজ্য অবশ্যই আসবে, এবং প্রতিটি হাঁটু তাঁর সামনে নত হবে, এবং প্রতিটি জিহ্বা স্বীকার করবে যে তিনি প্রভুদের প্রভু। সেই দিনে অনেকেই তা স্বীকার করবে বাধ্য হয়ে। চিরকালের জন্য ঈশ্বর থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার আগে, তারা প্রথমে স্বীকার করতে হবে যে তিনি যুগে যুগে ঈশ্বর। এটাই মহিমাময় বাস্তবতা—প্রভু যীশু আমাদের যা শেখাচ্ছেন—যে এই প্রার্থনা, যা তিনি আমাদের শিখিয়েছেন, তা ঈশ্বরের গৌরবময় রাজ্যের একটি দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে শেষ হয়।

ঈশ্বরের রাজ্য শেষপর্যন্ত একটি নতুন স্বর্গ ও একটি নতুন পৃথিবী নিয়ে গঠিত হবে, যেখানে স্বর্গ ও পৃথিবী একত্রিত হবে। সেটি হবে একটি রাজ্য যা চিরকাল স্থায়ী হবে। এটি হবে একটি রাজ্য যেখানে কোনো দুর্নীতি থাকবে না, কোনো ভয় থাকবে না, কোনো শত্রু থাকবে না। এটি হবে এক পরিপূর্ণ শান্তির রাজ্য—একটি রাজ্য যা কখনো ধ্বংস হবে না বা পরাজিত হবে না। ঈশ্বরের এই রাজ্য সমস্ত অন্য রাজ্যকে চূর্ণবিচূর্ণ করে দেবে, এবং ঈশ্বরের রাজ্য স্থায়ী হবে চিরকাল। এমনকি যদি পৃথিবীতে তাঁর লোকেদের হত্যা করা হয়, তবুও তারা মহিমার সঙ্গে তাঁর সঙ্গে রাজত্ব করবে; আর এমনকি যদি তারা দীর্ঘ জীবনযাপন করে, তবুও তারা মহিমার সঙ্গে তাঁর সঙ্গে রাজত্ব করবে। এটাই শেষ লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য, সকলের জন্য যারা প্রভুকে ভালবাসে।

এই রাজ্যটি হল খ্রীষ্টের রাজ্য। এই রাজাধিরাজের শক্তিও আছে, কারণ শুধু "রাজ্য তোমারই" নয়, বরং "তোমারই পরাক্রম" বলেও বলা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, এই জগতে সমস্ত অস্তিত্বমান শক্তি, সবই শেষপর্যন্ত ঈশ্বর থেকেই উৎসারিত। এমনকি শয়তানের শক্তি, আর এবং মানুষের যে ক্ষমতা রয়েছে সমস্ত ধরনের মন্দ কাজ করার জন্য, সেই শক্তিও শেষপর্যন্ত ঈশ্বর থেকেই পাওয়া—তবে তারা সেই শক্তিকে অপব্যবহার করছে, এবং তার জন্য তাদের শাস্তি ভোগ করতে হবে।

কিন্তু একজন মানুষের মন্দ কাজ করার জন্যও ঈশ্বরের কাছ থেকে শক্তি প্রয়োজন। এখন, খ্রীষ্ট ঈশ্বরের শক্তিকে প্রকাশ করেছেন শয়তানের মস্তক চূর্ণ করে। এটি ক্রুশে ঘটেছিল যখন তিনি অন্ধকারের রাজপুত্রকে পরাজিত করেছিলেন। এখন, তিনি তাঁর শক্তি প্রদর্শন করছেন সেইসব মানুষকে উদ্ধার করে যারা শয়তানের দ্বারা দাসত্ব ও বন্দিত্বের মধ্যে রয়েছে। তিনি তাদের উদ্ধার করছেন, তাই তিনি বন্দিদের মুক্ত করছেন, এবং তিনি তাঁর রাজ্যকে আসতে দিচ্ছেন। পরাক্রম ঈশ্বরের একটি অপরিহার্য পরিপূর্ণতা।

ঈশ্বর শুধুমাত্র আইন তৈরি করার ক্ষমতা রাখেন না, বরং তাঁর আইনের প্রতি আনুগত্যও কার্যকরভাবে প্রয়োগ করার ক্ষমতা রাখেন। তিনি আজ্ঞা প্রদান করেন, কিন্তু তিনি আজ্ঞাপালন করাতেও সক্ষম। তিনি তাঁর শক্তির মাধ্যমে এটি করেন। পাপী মানুষ কখনোই ঈশ্বরের কথা শুনতে চায়নি। তারা খ্রীষ্টের শক্তির দ্বারা পরাজিত হয়, এবং সেই শক্তি এখন তাদের আকর্ষণ করছে যারা ঈশ্বরের প্রতি বিরোধিতা ও প্রতিরোধ করছিল, কিন্তু তিনি তাদের অনিচ্ছাকে পরাজিত করেন। তিনি তাঁর পরাক্রমের দিনে তাদের অত্যন্ত ইচ্ছুক করে তোলেন, গীতসংহিতা ১১০।

তিনি তাদের প্রেমের বন্ধনে আকর্ষণ করেন। তিনি ঈশ্বরের শক্তি গ্রহণ করবেন পাপীদের পরিবর্তন করার জন্য। শয়তানের শৃঙ্খল ভেঙে গেছে। ঈশ্বরের রাজ্য মানুষের আত্মার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তাঁর শক্তি তাঁর লোকদের ধরে রাখে এবং তাদের পতন থেকে রক্ষা করে এবং তাদের এই স্বর্গীয় রাজ্যে নিয়ে আসে। তাই যখন আমরা ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি, আমাদের উপলব্ধি করতে হবে যে তাঁর কাছে সমস্ত শক্তি রয়েছে, এবং ঈশ্বরের শক্তি আপনার জন্যও উপলব্ধ।

অনন্তকালীন শক্তি আপনার জন্য বিদ্যমান। যখন আপনি তাঁর রাজ্যের জন্য অর্জিত হোন, তখন ঈশ্বরের এই শক্তি আপনার পাশে থাকে। তিনি আপনাকে প্রতিটি শত্রুর থেকে রক্ষা করতে পারেন। তিনি আপনাকে প্রতিটি সমস্যার থেকে উদ্ধার করতে পারেন। তিনি এমনকি তাঁর

স্বর্গদূতদের পাঠিয়ে আপনাকে মুক্ত করতে পারেন। তিনি আপনার মধ্যে যে কোনো পাপকে পরাজিত করতে পারেন। তাঁর জন্য কিছুই কঠিন নয়। তিনি সম্পূর্ণভাবে রক্ষা করতে পারেন কারণ তিনি সর্বশক্তিমান, সর্বশক্তি সম্পন্ন, অনন্তকালীন ঈশ্বর। তিনি উদ্ধার করতে ইচ্ছুক। তিনি শক্তিশালী ও ইচ্ছুক: উদ্ধার করতে শক্তিশালী, উদ্ধার করতে ইচ্ছুক। এভাবেই তিনি নিজেকে প্রকাশ করেন: এক প্রেমময় এবং করুণাময় ঈশ্বর।

তিনি আপনার সমস্ত চিন্তা-ভাবনার যোগান দিতে সক্ষম এবং ইচ্ছুক, তাই যখন আপনি প্রার্থনা করেন, তাঁর সর্বশক্তিমানের ক্ষমতা সম্পর্কে চিন্তা করুন। তাঁর এই সর্বশক্তিমান ক্ষমতার মাধ্যমে তিনি হারিয়ে যাওয়া পাপীদের উদ্ধার করেন। তিনি ইতিমধ্যেই এই ক্ষমতাকে বহু সুন্দর উপায়ে প্রকাশ করেছেন। কীভাবে সম্ভব যে ঈশ্বর মানুষ হতে পারেন? এটি তাঁর পুত্রের মাধ্যমে সম্ভব। ঈশ্বর তাঁর পুত্রকে এই পৃথিবীতে পাঠিয়েছিলেন এবং তিনি তাঁর পুত্রকে কুমারী থেকে জন্মগ্রহণ করাতে, জন্মাতে, বেড়ে উঠতে এবং আমাদের মাঝে বসবাস করতে দিয়েছেন। তিনি তাঁর জীবন পাপের মুক্তি মূল্য হিসেবে উৎসর্গ করেছেন এবং তাঁর সর্বশক্তিমান ক্ষমতার মাধ্যমে, তিনি মৃত্যুকে পরাজিত করেছেন। তিনি মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত হয়েছেন।

এই একই সর্বশক্তিমান ক্ষমতার মাধ্যমে, তিনি নরককে জয় করেছেন। তিনি শয়তানের শক্তির ক্ষমতাকে পরাজিত করেছেন। তিনি তাঁর লোকদের অপরাধ থেকে মুক্ত করেন, এবং সেই একই সর্বশক্তিমান ক্ষমতায়, তিনি তাঁর আত্মাকে পাঠান যাতে খ্রীষ্টের সেই কার্য মানুষের আত্মায় প্রয়োগ করা যায়। তিনি মানুষের জীবন পরিবর্তন করেন। তিনি তাদের নতুন করে গড়ে তোলেন, এবং এটি শুধুমাত্র তাঁর সর্বশক্তিমান ক্ষমতার দ্বারাই সম্ভব। কোনো কিছুই একটি পাপীর হৃদয় পরিবর্তন করতে পারে না। শুধুমাত্র ঈশ্বরের শক্তি এটি করতে পারে।

আপনি জানেন, যে একই শক্তি স্বর্গ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছে, যে একই শক্তি একটি মৃত মানুষকে কবর থেকে পুনরুজ্জীবিত করতে পারে, সেই একই শক্তিই একটি পাপীকে পরিবর্তন করার জন্য প্রয়োজন। তাই, ঈশ্বরের আত্মা তাঁর সেই সর্বশক্তিমান শক্তির মাধ্যমে মানুষকে তাদের পাপ থেকে উদ্ধার করেন। তিনি তাদের অন্ধকার থেকে তাঁর বিস্ময়কর আলোতে স্থানান্তর করেন। এটাই তাঁর সর্বশক্তিমান শক্তি। প্রভু তাঁর পরিত্রাণ প্রকাশ করেছেন।

এখন যখন আপনি প্রার্থনা করেন, তাঁর শক্তি সম্পর্কে ভাবুন। তাঁর সেই সর্বশক্তিমান শক্তি সম্পর্কে ভাবুন, যার মাধ্যমে তিনি হারিয়ে যাওয়া পাপীদের উদ্ধার করতে ইচ্ছুক। তাঁর সর্বশক্তিমান শক্তির উপর বিশ্বাস রাখুন। তিনি পাপীদের দাসত্ব থেকে মুক্ত করতে পারেন। সবচেয়ে বড় পাপীরাও পরিবর্তিত হতে পারে। তাঁর শক্তির ওপর বিশ্বাস রাখুন। তিনি ইতিমধ্যে এই পৃথিবীতে তাঁর অনেক শক্তির প্রকাশ ঘটিয়েছেন। সম্ভবত আপনি আপনার নিজের জীবনে তাঁর শক্তি সম্পর্কে জেনেছেন। যখন আপনি তাঁর মহান শক্তির বিষয় জানেন, যে তিনি আপনাকে উদ্ধার করেছেন, এবং তিনি আপনার জীবনের প্রতিকূলতাগুলি অতিক্রম করেছেন, সম্ভবত আপনি আবার অসম্ভবতার দিকে তাকাচ্ছেন, এবং আপনি এই অসম্ভবতাগুলি প্রভুর সামনে রেখে দিচ্ছেন, কিন্তু আপনি জানেন না কীভাবে এইগুলি আপনার জীবনে সমাধান হবে। আপনি জানেন না কীভাবে আপনি আরো এগিয়ে যেতে পারবেন, কিন্তু মনে রাখবেন, তিনি সম্পূর্ণরূপে উদ্ধার করতে পারেন, কারণ তিনি সর্বশক্তিমান।

স্মরণ করুন সেই কাজগুলি যা তিনি পবিত্র শাস্ত্রে করেছেন। স্মরণ করুন সেই কাজগুলি যা তিনি ইতিমধ্যেই আপনার জীবনে করেছেন। সাহস রাখুন। তাঁর সর্বশক্তিমান শক্তির ওপর নির্ভর করুন। এটি আপনাকে আশা ও সান্ত্বনা দিতে পারে, এমনকি তখনও, যখন আপনি অনুভব করেন যে আপনি এখনও ঈশ্বরের মুক্তির অনুগ্রহের বাইরে রয়েছেন। এটা সম্ভব যে আপনি উপলব্ধি করছেন যে আপনার জীবনে তাঁর মুক্তির কার্যের প্রয়োজন, এবং আপনি বুঝতে পেরেছেন যে আপনি নিজেকে উদ্ধার করতে পারবেন না, এবং আপনি নিজেকে নতুন করে গড়তে পারবেন না, কিন্তু যা আপনি করতে পারেন না, তিনি তা করতে পারেন। তিনি সর্বশক্তিমান ঈশ্বর। অতএব, আপনার সমস্ত বিষয় তাঁর ওপর সমর্পণ করুন। তাঁর সর্বশক্তিমান ক্ষমতার ওপর আশাবাদী হোন।

আপনি উপলব্ধি করুন যে প্রভু যীশু আপনার জীবনে এই পরিত্রাণের কাজ করতে সক্ষম এবং আগ্রহী: 'আমি যা করতে অক্ষম, তুমি তা করতে সক্ষম, কারণ তুমি সর্বশক্তিমান।' ঈশ্বরের একটি সন্তানের নিজের মধ্যে কোনো শক্তি থাকে না, কিন্তু আপনি একটি ভীত, দুর্বল পায়রার মতো আসতে পারেন। আপনি যীশুর শক্তির ডানার তলে আশ্রয় নিতে পারেন। কী তীব্র পার্থক্য: তাঁর মহান শক্তি, আমাদের চূড়ান্ত

দুর্বলতা। আত্মিক জীবনে আমরা ঈশ্বরের শক্তির সাথে যেমন পরিচিত হই, তেমনি নিজের দুর্বলতার সাথেও পরিচিত হই। আমাদের শিক্ষা দেওয়া হয় নিজেদের ত্যাগ করতে এবং তাঁর ওপর বিশ্বাস রাখতে।

দেখুন, আপনি যত বেশি নিজের দুর্বলতা উপলব্ধি করবেন, তত বেশি আপনি কেবল ঈশ্বরের ওপর ভরসা করবেন। আপনি তাঁর শক্তির ওপর নির্ভর করবেন। যখন একজন নাবিক দেখতে পায় যে তার নৌকাটি ভঙ্গুর এবং ফুটো হয়ে গেছে, সে একজন কাঠমিস্ত্রিকে এটি মেরামত করার জন্য খুঁজবে। যখন আপনি উপলব্ধি করবেন যে আপনি দুর্বল, আপনি ঈশ্বরের কাছে ছুটে যাবেন, সেই শক্তি পাওয়ার জন্য, যা প্রয়োজনে আপনাকে সাহায্য করতে পারে। প্রায়শই, একজন খ্রীষ্টবিশ্বাসী, ঈশ্বরের সন্তান, এখনো নিজের শক্তির ওপর বিশ্বাস রাখেন এবং মনে করেন যে সে নিজেই এটি সামলাতে পারবেন, এবং সে ঈশ্বরের শক্তি ও অনুগ্রহের সন্ধান করাকে উপেক্ষা করেন। আপনি তা দাউদ, পিতর এবং অন্যদের জীবনেও তা দেখতে পান।

কখনোই নিজের শক্তির উপর ভরসা করবেন না, বরং নিজেকে ঈশ্বরের শক্তির উপর সমর্পণ করুন। দেখুন, এটিই ঈশ্বরকে মহিমান্বিত করে তোলে, কারণ—"কারণ রাজ্য, পরাক্রম ও মহিমা তোমারই।" যখন আমরা ঈশ্বরের গৌরবময় রাজ্য দেখি এবং তাঁর শক্তিকে অনুভব করি, তখন তা সবই ঈশ্বরের মহিমার দিকে পরিচালিত করে, কারণ ঈশ্বরই অনন্তকালীন মহিমা লাভ করবেন—এবং তার অসংখ্যক কারণ রয়েছে। এটা কি গৌরবের বিষয় নয়, যখন আমরা দেখি কোনো একটি মোমবাতি দমকা বাতাসের মধ্যেও জ্বলছে? অথবা যখন দেখি সে-ই মোমবাতি প্রচণ্ড ঢেউয়ের মধ্যেও নিভে যায় না, তবুও সে জ্বলতে থাকে?

এটি নিভে যায় না, এবং ঠিক তেমনই, একজন দুর্বল মানুষ যখন সব দিক থেকে আক্রমণের সম্মুখীন হচ্ছে, কিন্তু ঈশ্বরের বাহুতে দৃঢ়ভাবে টিকে থাকছে যতক্ষণ না শেষ শত্রুও পরাজিত হচ্ছে—এটি একটি মহিমান্বিত বিষয়। আমাদের দুর্বলতা আমাদের ঈশ্বরের দিকে নিয়ে যায়, এবং তাঁর শক্তির কারণে, একটি দলিত, আহত নলখাগড়া তিনি ভাঙেন না, এবং একটি মৃদু মায়িত সলতেও তিনি নিভিয়ে দেন না (যিশাইয় ৪২:৩)। কতই না আশীর্বাদ, যখন আপনি প্রভুর ওপর নির্ভর করতে পারেন, যে আপনি খ্রীষ্টের মাধ্যমে সমস্ত কিছু করতে পারেন, যিনি আপনাকে শক্তি দেন (ফিলিপীয় ৪:১৩)। এবং এইভাবেই ঈশ্বর গৌরবান্বিত হোন।

আপনি আপনার জীবনের সর্বত্রই মুক্তি দেখতে পাবেন। এটি আপনার কারণে নয়। এটি সম্পূর্ণই তাঁর আপনার প্রতি যত্নের কারণে, তাঁর অনুগ্রহের কারণে, তাঁর শক্তির কারণে। অতএব, গৌরব শুধুমাত্র প্রভুর প্রতি উৎসর্গ করা উচিত। এটি আবারও, যেমন আমরা আগেও বলেছি, ঈশ্বরের সমস্ত কার্যের উদ্দেশ্য, এটি ঈশ্বরের নিজের গৌরব। তিনি সমস্ত কিছু তাঁর নিজস্ব মহিমার জন্য সৃষ্টি করেছেন। এর অর্থ, সমস্ত কিছু তাঁর দ্বারা এবং তাঁর জন্য সৃষ্টি হয়েছে, এবং তারা সকলেই তাঁর সর্বোচ্চ ও অনন্ত প্রশংসার জন্য অবদান রাখতে হবে। এ কারণেই প্রভু যীশু সর্বদা ঈশ্বরের মহিমাকে উন্নীত করেছেন। তিনি চেয়েছেন যেন তাঁর পার্থিব জীবনে ঈশ্বর মহিমান্বিত হোন, এবং এটি তাঁর সমস্ত অনুসারীদের লক্ষ্য হওয়া উচিত।

তিনি বলেছেন, "পিতা, আমি পৃথিবীতে তোমাকে গৌরবান্বিত করেছি," কারণ ঈশ্বর সমস্ত কিছু তাঁর নামে গৌরব ও সম্মানের জন্য পরিচালনা করেন। তিনি পাপীদের মুক্তি দেন তাঁর নামের গৌরবের জন্য। তিনি একজন পাপীর প্রতি দয়া প্রদর্শন করেন যাতে তাঁর নাম সম্মানিত ও প্রশংসিত হয়, এবং অবশেষে এই প্রার্থনার অর্থই এটি: ঈশ্বরের গৌরব ও সম্মান, কারণ প্রভু তাঁর গৌরবের জন্য সমস্ত কিছু পরিচালনা করেন। তিনি স্বর্গ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন তাঁর গৌরবের জন্য: গীতসংহিতা ১৯:১, 'আকাশমণ্ডল ঈশ্বরের গৌরব বর্ণনা করে।" এবং প্রভু পরিত্রান কার্য সম্পাদন করেন তাঁর নামের গৌরবের জন্য: ইফিষীয় ১:৫-৬, "তিনি আমাদিগকে যীশু খ্রীষ্ট দ্বারা আপনার জন্য দত্তকপুত্রতার নিমিত্ত পূর্ব হইতে নিরূপণও করিয়াছিলেন; ইহা তিনি নিজ ইচ্ছার হিতসঙ্কল্প অনুসারে, নিজ অনুগ্রহের প্রতাপের প্রশংসার্থে করিয়াছিলেন।"

গীতসংহিতা ৫০:১৫ পদের সেই সুন্দর বাক্যটির কথা চিন্তা করুন, "আর সঙ্কটের দিনে আমাকে ডাকিও; আমি তোমাকে উদ্ধার করিব, ও তুমি আমার গৌরব করিবে।" ঈশ্বর উদ্ধার করেন, মুক্ত করেন, যাতে আপনি বলতে পারেন যে ঈশ্বর মঙ্গলময়। তাঁর প্রতি প্রশংসা ও আরাধনা হোক। সুতরাং, প্রভু তাঁর লোকদের স্থির রাখেন এবং তাঁর দাসেদের শক্তিশালী করেন এবং তাঁর বাক্য প্রচারে তাঁদের সাহায্য করেন। তিনি

সবকিছুই তাঁর নামের গৌরবের জন্য করেন। তাই তিনি তাঁর লোকদের সমস্ত সমস্যার থেকে উদ্ধার করেন এবং মুক্ত করেন, তাঁর নামের গৌরবের জন্য।

তাই যখন আপনি প্রার্থনা করেন, আপনার প্রার্থনার প্রেক্ষাপট এটিই থাকুক, যে অবশেষে সবকিছুই এই লক্ষ্য রাখতে হবে: ঈশ্বর মহিমান্বিত হোক। এটি আপনার ব্যক্তিগত প্রার্থনাও হোক, "প্রভু, আমার জীবনে তোমার নাম মহিমান্বিত করো" তাহলে শেষ পর্যন্ত আপনার সাথে যা কিছু ঘটে, তা অতটা গুরুত্বপূর্ণ নয়, যতক্ষণ না ঈশ্বর মহিমান্বিত হোন।

তখন অসুস্থতার দিনগুলিতেও, কিংবা দুঃখ-কষ্টের দিনগুলিতেও প্রার্থনা করুন, যেন আপনি পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে যাচ্ছেন, তা ঈশ্বরের মহান নামের মহিমার জন্য হয়। ঈশ্বরের কাছে অনুগ্রহ প্রার্থনা করুন—পাপ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য। অনুগ্রহ প্রার্থনা করুন—যাতে আপনি ঈশ্বরের প্রতি বাধ্য হতে পারেন, এবং যেন এই সব কিছুই ঈশ্বরের মহিমার জন্য হয়, কারণ তিনিই সমস্ত গৌরব, স্তুতি ও আরাধনার যোগ্য।

আপনি জানেন, কৃতজ্ঞতা জানানোর দ্বারা ঈশ্বর মহিমান্বিত হোন। ঈশ্বর মহিমান্বিত হোন যখন আমরা স্বীকার করি যে তিনি প্রার্থনার উত্তর দেন। আমাদের উচিত ঈশ্বরকে তাঁর অসংখ্য আশীর্বাদের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রদান করা, এবং এটি ঈশ্বরকে মহিমান্বিত করে। এ কারণেই একজন খ্রীষ্টবিশ্বাসীর শুধু প্রার্থনা করা এবং ঈশ্বরের কাছে আবেদন জানানো উচিত নয়, বরং ঈশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত।

প্রতিদিন প্রভু আমাদের তাঁর অসীম দয়া ও অনুগ্রহের অসংখ্য নিদর্শন প্রদান করেন, এবং এগুলো আমাদের জন্য অসংখ্য কারণ সরবরাহ করে যাতে আমরা তাঁকে কৃতজ্ঞতা জানাতে পারি, এবং এটি সমস্তই তাঁর নামের গৌরবের জন্য হবে। ভাবুন, কিভাবে প্রভু আপনাকে প্রতিদিনের খাদ্য প্রদান করেন ভাবুন, কিভাবে তিনি সূর্যকে আলোকিত করেন, কিভাবে তিনি বৃষ্টি নামান। ভাবুন, কিভাবে তিনি আপনাকে তাঁর বাক্য প্রদান করেছেন, এবং কিভাবে তাঁর বাক্য আপনার হৃদয়ে কথা বলেছে। ভাবুন, অনন্ত জীবনের আহ্বান সম্পর্কে, এবং কিভাবে তিনি আপনাকে তাঁর ক্ষমাশীল অনুগ্রহ দেখিয়েছেন।

এমনকি যখন আপনি কঠিন সময়ের মধ্য দিয়ে যান, তখন একজন ঈশ্বরের সন্তান পেছনে তাকিয়ে দেখে—কে আপনার মস্তক উঁচু রেখেছিলেন? কে আপনাকে ধরে রেখেছিলেন? কে আপনাকে তুলে ধরেছিলেন? কে আপনাকে অনুগ্রহ দিয়েছিলেন? এটি প্রভু যিনি এটি করেছেন। প্রায়শই, সংকটের পথে চলতে গিয়ে প্রভু তাঁর লোকদের সমৃদ্ধ আত্মিক শিক্ষা দেন, এবং তারপর এক অর্থে, এমনকি দুঃখও গোপন আশীর্বাদ হতে পারে, কারণ সেইগুলি আপনাকে আরও বেশি করে দেখায় যে ঈশ্বর কে, এবং এভাবেই ঈশ্বর নিজেকে মহিমান্বিত করেন।

তাই, আমাদের ঈশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে আহ্বানপ্রাপ্ত। এটি তাঁকে মহিমান্বিত করে, কিন্তু তা সত্ত্বেও, এটি প্রায়ই উপেক্ষিত হয়। মানুষ আশীর্বাদ গ্রহণ করে। তারা সুখী হয়। তারা আনন্দিত হয়, কিন্তু এটি কৃতজ্ঞ হওয়ার সমান নয়। এটি ঈশ্বরকে গৌরব দেওয়ার সমান নয়। উদাহরণস্বরূপ, তুমি দেখতে পাও সেই ১০ জন কুষ্ঠরোগী যারা প্রভু যীশুর কাছে এসেছিল; প্রভু তাদের সবাইকে সুস্থ করেছিলেন। লূক ১৭:১৭, "দশ জন কি শুচিকৃত হয় নাই? তবে সেই নয় জন কোথায়? ঈশ্বরকে গৌরব দিতে ফিরে আসার কাওকেই পাওয়া যায়নি, শুধু এই বিদেশী ছাড়া।" এবং তিনি ছিলেন একজন শমরীয়।

প্রেরিত পৌল আমাদের ফিলিপীয় ৪:৬ পদে বলেন, "কোন বিষয়ে ভাবিত হইও না, কিন্তু সর্ববিষয়ে প্রার্থনা ও বিনতি দ্বারা ধন্যবাদ সহকারে তোমাদের যাচ্ঞা সকল ঈশ্বরকে জ্ঞাত কর।" তাই, বাইবেল আমাদের কৃতজ্ঞতার অপরিহার্যতা দেখায়। কেন? কারণ এর মাধ্যমে ঈশ্বর গৌরব লাভ করেন। আমরা তাঁর আমাদের প্রতি মঙ্গল স্বীকার করি। আমরা আমাদের নিজেদের দ্বারা তাঁর গৌরবে কিছু যোগ করতে পারি না, কিন্তু এখন তিনি আমাদের সরল প্রশংসা গ্রহণ করতে আনন্দিত হোন, এবং তিনি আমাদের কৃতজ্ঞতা গ্রহণ করতে সন্তুষ্ট হোন এবং মনে করেন যে এর মাধ্যমে তিনি মহিমান্বিত হবেন।

সত্যিকারের কৃতজ্ঞতা আসে একটি হৃদয় থেকে যা বিনীতভাবে তার নিজস্ব অযোগ্যতার প্রতি সচেতন। সত্যিকারের কৃতজ্ঞতা দিতে হলে, আপনাকে উপলব্ধি করতে হবে যে আমরা যা পেয়েছি, তার কিছুই আমাদের প্রাপ্য ছিল না। এমন একটি হৃদয় উপহারগুলিকে মূল্য দেবে

এবং এই সমস্ত উপহারের দাতার ভালোবাসাকে প্রশংসা করবে এবং যাকোবের সাথে বলবে, "আমি তাহার কিছুরই যোগ্য নই" (আদিপুস্তক ৩২:১০)।

অতএব ঈশ্বরকে মহিমা দেওয়ার জন্য, নির্দিষ্ট হওয়া গুরুত্বপূর্ণ, তাঁর প্রদত্ত আশীর্বাদগুলিকে উল্লেখ করতে হবে। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে অনেক আশীর্বাদের মধ্যে ঈশ্বর তাঁর যত্নের বহিঃপ্রকাশ ঘটান। আমরা বিভিন্ন সংকটের মধ্যে পড়তে পারি, এবং প্রভু আমাদের সম্পূর্ণরূপে উদ্ধার করেন। সেই উদ্ধারগুলিকে ভুলে যাবেন না, বরং কৃতজ্ঞতার সাথে প্রভুর সামনে উপস্থাপন করুন। প্রভু আমাদের অনেক মানুষদের তুলনায় অনেক বেশি সুযোগ-সুবিধা দিয়েছেন। আসুন, আমরা তাঁর জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি। তিনি প্রকৃতির যত্ন নেন। তিনি স্বর্গ ও পৃথিবী স্থায়ী রাখেন। আমরা সূর্য, চন্দ্র এবং তারা দেখতে পাই, এবং আমাদের উচিত ঈশ্বরের হাতের সকল কার্যের জন্য তাঁকে আরাধনা করা।

প্রভু বিভিন্ন ঋতু প্রদান করেন এবং পর্বতের উপর ঘাস বৃদ্ধির অনুমতি দেন। প্রভু পশুদের খাদ্য প্রদান করেন। কিভাবে তিনি শস্যের যত্ন নেন, আমরা গীতসংহিতা ৬৫:৯-১১পদে পড়ি: "তুমি পৃথিবীর তত্ত্বাবধান করিতেছ, উহাতে জল সেচন করিতেছ, উহা অতিশয় ধনাঢ্য করিতেছ; ঈশ্বরের নদী জলে পরিপূর্ণ; এইরূপে ভূমি প্রস্তুত করিয়া তুমি মনুষ্যদের শস্য প্রস্তুত করিয়া থাক। তুমি তাহার সীতা সকল জলসিক্ত করিয়া থাক, তাহার আলি সকল সমান করিয়া থাক, তুমি বৃষ্টি দ্বারা তাহা কোমল করিয়া থাক, তাহার অঙ্কুরকে আশীর্বাদ করিয়া থাক। তুমি আপন মঙ্গলভাবের বৎসরকে মুকুট পরাইয়া থাক, তোমার চক্রচিহ্ন দিয়া পুষ্টিকর দ্রব্য ক্ষরে।" তাই, ঈশ্বর সমস্ত প্রকৃতির যত্ন নেওয়ার কারণে মহিমান্বিত হোন।

যখন আমরা প্রভুর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি, তখন আমাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে তিনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন, আমাদের যুক্তিযুক্ত সত্তা হিসেবে গড়ে তুলেছেন, এবং আমাদের ঈশ্বরকে জানার, ভালোবাসার এবং তাকে উপভোগ করার ক্ষমতা দিয়েছেন। এই ক্ষমতা নিজেই ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানানো এবং প্রশংসা করার জন্য যথেষ্ট কারণ। আমাদের তাঁর প্রশংসা করতে হবে যে আমরা ধ্বংসপ্রাপ্ত প্রাণীদের মতো নই, আমরা ঈশ্বরকে জানার, ভালোবাসার এবং উপভোগ করার সুযোগ পেয়েছি।

অতএব, প্রভুর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করুন, যে তিনি আমাদের রক্ষা ও নিরাপত্তা প্রদান করেন, যিনি আমাদের জ্ঞান ও বোঝার ক্ষমতা দেন, যে তিনি আমাদের এমন দেহ প্রদান করেছেন যা সঠিকভাবে কার্যকর হয়, যে প্রভু আমাদের জন্মের দিন থেকেই আমাদের যত্ন নিয়ে এসেছেন। যিশাইয় বলেন, 'প্রভু আমাদের সারাজীবন বহোন করে চলেছেন। প্রভু আমাদের উপর নজর রেখেছেন।' তিনি আমাদের সকল পথেই যত্ন নিয়েছেন, এবং তা আমাদের পাপ ও অসংখ্য ত্রুটির পরেও। আমরা তাঁকে সেই সম্মান দেইনি যা তাঁর প্রাপ্য ছিল। আসুন আমরা ঈশ্বরের সমস্ত যত্নের জন্য, স্বাস্থ্যের জন্য এবং অসুস্থতার পরে যখন তিনি সুস্থতা ফিরিয়ে আনেন তখন সেটির জন্য তাঁকে ধন্যবাদ জানাই। আমাদের ও মৃত্যুর মাঝে শুধুমাত্র একটি ধাপ আছে, কিন্তু প্রভু আমাদের সারাজীবন রক্ষা করেছেন।

আমরা এখনও জীবিতদের দেশে থাকতে পারি। প্রভু আমাদের প্রাণকে মৃত্যুর থেকে, আমাদের চোখকে অশ্রু থেকে এবং আমাদের পা-কে পতন থেকে উদ্ধার করেছেন (গীতসংহিতা ১১৬:৮)। অতএব, সমস্ত আশীর্বাদের জন্য আমাদের উচিত প্রভুর প্রতি যথাযথ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা। তিনি একজন মেষপালকের মতো, যিনি তাঁর মেষেদের যত্ন নেন এবং প্রতিদিন আমাদের খাদ্য ও পুষ্টি প্রদান করেন। হতে পারে যে প্রভু আমাদের দৈনন্দিন কাজ এবং পেশায় আশীর্বাদ করেছেন। হয়তো তিনি আমাদের পেশাদারি দক্ষতা এবং যোগ্যতায় শক্তি ও অন্তর্দৃষ্টি দিয়েছেন, যাতে আমাদের হাতের কাজ আশীর্বাদিত হয়। প্রভু আমাদের বসবাসের জন্য গৃহ প্রদান করেন এবং আমাদের বিপদ থেকে রক্ষা করেন।

তিনি আমাদের সন্তানসন্ততি দিয়ে আশীর্বাদ করতে পারেন এবং যদি আপনি আরও গভীরভাবে চিন্তা করেন, তাহলে শীঘ্রই বুঝতে পারবেন যে প্রভুর দেওয়া আশীর্বাদগুলি গণনা করাও অসম্ভব। এগুলি এতই প্রচুর যে আমাদের সামনে বিশাল এক স্তূপ দেখা যায়। প্রকৃতপক্ষে, এটি ঈশ্বরের কল্যাণের সমস্ত নিদর্শনের একটি বিশাল পর্বত, যা আমাদের প্রতি প্রদত্ত।

যদি আমরা উপলব্ধি করি আমরা আসলে নিজেরা কী, তবে আমরা আরেকটি পর্বত দেখতে পাই; এটি আমাদের পাপের পর্বত, আমাদের ত্রুটির পর্বত, আমরা বহুবার সেই কাজগুলি করতে উপেক্ষা করেছি, যা আমাদের করা উচিত ছিল। আমরা ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুসরণ করিনি; আমরা ব্যর্থ হয়েছি। সত্যিই এটি এক অলৌকিক বিষয় যে, আমাদের এই বিশাল পাপের পর্বত সত্ত্বেও, আমরা এখনো ঈশ্বরের আশীর্বাদ ও মঙ্গলময়তার আরেকটি পর্বত দেখতে পাই, যা তিনি আমাদের প্রতি দেখিয়েছেন। এই দুই পাহাড়ের মাঝে আমরা দেখি প্রভু যীশু খ্রীষ্টের মধ্যে ঈশ্বরের অনুগ্রহের উপত্যকা।

আমাদের সমস্ত পাপ সত্ত্বেও, এই সমস্ত আশীর্বাদ খ্রীষ্টের দ্বারা অর্জিত হয়েছে। অতএব, সমস্ত গৌরব, প্রশংসা ও উপাসনা ঈশ্বরেরই প্রাপ্য। এটি একটি পরম সান্ত্বনাদায়ক ভাবনা—একটি ভাবনা যা আমরা সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করতে পারি না, কিন্তু তা স্বর্গে কত মহান হবে! কারণ সেখানে পাপের কোন দাগ বা কলঙ্ক ছাড়া ঈশ্বরই সমস্ত গৌরব লাভ করবেন, এবং তা চলবে অনন্তকাল পর্যন্ত। এটি একটি আশীর্বাদপূর্ণ ভাবনা যে এই বিশ্বের ইতিহাস এর মধ্যে সমাপ্ত হবে, যে ঈশ্বর তাঁর সমস্ত কর্মের জন্য ঈশ্বর গৌরবান্বিত হবেন। এবং যারা তাঁকে ভালোবাসেন এটিই হবে তাঁদের সকলের আনন্দ, তারা অনন্তকাল ধরে ঈশ্বরের অনুগ্রহের সমস্ত ঐশ্বর্যের জন্য তাঁকে মহিমান্বিত ও গৌরবান্বিত করবেন।

অতএব, আপনি এই জীবনে যে কৃতজ্ঞতা ও উপাসনা প্রকাশ করছেন, তা একদিন পরিপূর্ণতা লাভ করবে— নিখুঁত উপাসনা, সত্যিকারের নির্মল ও কলঙ্কহীন আরাধনা। তখন ঈশ্বরের সম্পূর্ণ মন্ডলী একসঙ্গে উচ্চস্বরে আরাধনা করবে: "কারণ রাজ্য, পরাক্রম ও মহিমা যুগে যুগে তোমারই।"

বক্তৃতা ১০

আমেন

প্রার্থনার সৌন্দর্য ধারাবাহিক বক্তৃতার দশম পর্বে আপনাকে স্বাগতম। এখন, আমরা সেই প্রার্থনার শেষ শব্দটি বিবেচনা করতে চাই, যা প্রভু যীশু আমাদের শেখান। এই শব্দটি "আমেন।" প্রভু যীশু আমাদের শেখান ঈশ্বরের রাজ্য, ঈশ্বরের পরাক্রম এবং মহিমার জন্য প্রার্থনা করতে, এবং যে তিনি চিরকাল এটি গ্রহণ করবেন, তারপর আমরা আমাদের প্রার্থনার শেষে এসে পৌঁছাই এবং আমাদের সমস্ত আবেদন প্রভুর সামনে উপস্থাপন করি, যখন আমরা প্রভুকে খুঁজেছি এবং আমাদের হৃদয় তাঁর সামনে উজাড় করে দিয়েছি, তখন আমরা এই প্রার্থনা "আমেন" বলে শেষ করি। এই "আমেন" শব্দটি প্রকৃতপক্ষে এক মহিমান্বিত এবং অত্যন্ত সান্ত্বনাদায়ক সমাপ্তি।

অনেকেই মনে করেন যে "আমেন" শুধুমাত্র প্রার্থনার শেষ বোঝায়—এখন আমাদের প্রার্থনা শেষ, তাই আমরা আবার চোখ খুলতে পারি। কিন্তু "আমেন" শব্দের প্রকৃত অর্থ এটি নয়। "আমেন" আসলে একটি সুন্দর শব্দ। এটি হিব্রু ভাষা থেকে এসেছে। এটি মূলত একটি হিব্রু শব্দ যার অর্থ "এটি অবশ্যই সত্য এবং নিশ্চিত হবে।" প্রার্থনার প্রসঙ্গে, এর অর্থ হলো—যখন আমরা আমাদের প্রয়োজন ঈশ্বরের সম্মুখে উপস্থাপন করি, তখন আমরা নিশ্চিত থাকতে পারি যে ঈশ্বর আমাদের প্রার্থনা শুনবেন।

প্রভু তাঁর বাক্যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে তিনি প্রার্থনা শুনেন। তিনি এমন এক ঈশ্বর, যিনি তাঁর লোকেদের বিনীত প্রার্থনা শুনতে আনন্দিত হোন, এবং তিনি তা করবেন। যখন আমরা তাঁর ইচ্ছা ও বাক্যের সাথে একমত হয়ে প্রার্থনা করি, তখন প্রভু আমাদের বহুবার বলেন যে তিনি আমাদের প্রার্থনা শুনবেন। "আমেন" শব্দটি আমাদের প্রার্থনার একটি অত্যন্ত শক্তিশালী উপসংহার— "এটি অবশ্যই এমনই হবে।"

প্রভু যীশু আমাদের মথি ৭:৭-৮-এ শিক্ষা দেন: "যাচ্ঞা কর, তোমাদিগকে দেওয়া যাইবে; অন্বেষণ কর, পাইবে; দ্বারে আঘাত কর, তোমাদের জন্য খুলিয়া দেওয়া যাইবে। কেননা যে কেহ যাচ্ঞা করে, সে গ্রহণ করে; এবং যে অন্বেষণ করে, সে পায়; আর যে আঘাত করে, তাহার জন্য খুলিয়া দেওয়া যাইবে।" আপনি কি লক্ষ্য করেছেন যে এখানে প্রভু যীশু একই সত্য ছয়বার পুনরাবৃত্তি করেছেন? এটি আমাদের নিশ্চিত করার জন্য যে ঈশ্বর প্রার্থনা শুনেন।

পবিত্রশাস্ত্রে আমরা এর সুন্দর উদাহরণগুলি পাই। যেমন, পিতরকে কারাগারে রাখা হয়েছিল। প্রেরিত ১২:৫ আমাদের বলে, "কিন্তু মণ্ডলী কর্তৃক তাঁহার বিষয়ে ঈশ্বরের নিকটে একাগ্র ভাবে প্রার্থনা হইতেছিল।" তাই, তারা পিতরের মুক্তির জন্য প্রার্থনা করেছিল, এবং প্রভু তাদের প্রার্থনা শুনলেন এবং পিতরকে মুক্ত করলেন। প্রভুর স্বর্গদূত কারাগারে প্রবেশ করলেন, পিতরকে মুক্ত করলেন এবং তাকে বাইরে নিয়ে এলেন। এরপর, পিতর সেই বাড়িতে গেলেন যেখানে প্রাথমিক মন্ডলীর লোকেরা একত্রিত হয়েছিলেন, এবং তিনি সামনের দরজায় কড়া নাড়লেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, তারা বিশ্বাসই করতে পারছিলেন না যে পিতর সত্যিই সেখানে ছিলেন! তিনি কড়া নাড়তে থাকলেন, এবং অবশেষে তারা বুঝতে পারলেন যে এটি সত্যিই পিতর।

আপনি দেখবেন যে প্রভু প্রার্থনার উত্তর দেন কি না, তা আমাদের প্রত্যাশার উপর বা আমাদের বিশ্বাসের উপর নির্ভরশীল নয়। ঈশ্বর আমাদের প্রার্থনার উত্তর দেবেন কি না, তা আমাদের অনুভূতি বা প্রত্যাশার উপর নির্ভর করে না। এটি সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরের বিশ্বস্ততার উপর নির্ভরশীল। প্রার্থনা শোনা নির্ভর করে ঈশ্বরের শক্তি ও অনুগ্রহের উপর; সুতরাং, আমাদের নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রার্থনা করতে হবে। আপনি কখনোই অর্থহীনভাবে প্রার্থনা করবেন না। আপনার সমস্ত আবেদন প্রভুর সামনে উপস্থাপন করুন, এমনকি যদি প্রভু আপনার অনুমান বা প্রত্যাশার চেয়ে ভিন্নভাবে আপনার প্রার্থনা শোনেন।

প্রেরিত পিতরের সেই উদাহরণটি আবার ব্যবহার করলে, আমরা প্রাথমিক মন্ডলীর ইতিহাস থেকে জানি যে পরে তিনি রোমে গিয়েছিলেন। সেখানে রোমে, শেষ পর্যন্ত, তাকে কারাগারে রাখা হয়েছিল এবং মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছিল। আমরা কল্পনা করতে পারি যে সেই সময়ের মন্ডলী প্রভুর কাছে প্রার্থনা করেছিল যেন ঈশ্বর আবারও পিতরকে কারাগার থেকে মুক্ত করেন। কিন্তু ঈশ্বর ভিন্নভাবে উত্তর দিয়েছিলেন। ঈশ্বর পিতরকে এই জীবন থেকে তুলে নিয়ে মহিমায় নিয়ে গেলেন। ঈশ্বর তখনও পিতরের যত্ন নিয়েছিলেন, কিন্তু হয়তো সেইভাবে নয় যেভাবে মানুষ সবাই প্রার্থনা করেছিলেন।

তাই কখনও কখনও, ঈশ্বর আমাদের প্রার্থনার উত্তর আমাদের কল্পনার চেয়ে ভিন্নভাবে দিতে পারেন। আপনি নিশ্চয়ই প্রেরিত পৌলের সেই সুপরিচিত উদাহরণটি জানেন, যেখানে তিনি তিনবার আন্তরিকভাবে প্রার্থনা করেছিলেন যেন তিনি তাঁর শরীরের কাঁটা থেকে মুক্তি পান—একটি বিশেষ যন্ত্রণা, একটি অত্যন্ত জরুরি প্রয়োজন। তিনি নিশ্চয়ই ভেবেছিলেন, "যদি এই কাঁটা শরীরে আর না থাকত, তাহলে আমি প্রভুর জন্য আরও বেশি কাজ করতে পারতাম।" কিন্তু প্রভু তাঁর এই অনুরোধ মঞ্জুর করেননি; সেই কাঁটা রয়ে গিয়েছিল। প্রভু পৌলকে বলেছিলেন, "আমার অনুগ্রহ তোমার জন্য যথেষ্ট।" আপনি দেখুন, প্রভু উত্তর দিয়েছেন এবং শুনেছেন, কিন্তু পৌল যেমন প্রত্যাশা করেছিলেন বা আশা করেছিলেন, তেমনভাবে নয়।

কারণ, আপনি দেখুন, প্রভু সেটি করেন যেটি মঙ্গল, এবং তিনি তাঁর সমস্ত লোকেদের শক্তিশালী করেন বা তাঁদের নিয়ে যান যেখানে তিনি মহিমায় আছেন। তিনি প্রার্থনা শুনেন। তিনি তাঁর লোকেদের জন্য যা মঙ্গল তা করেন। তিনি জানেন তারা কী জন্য প্রার্থনা করছে, এবং তিনি তাদের উত্তর দেবেন। কী নিশ্চিত এবং মহান সত্য! কী মহান আশীর্বাদ! এই কারণেই আমরা প্রত্যাশার সাথে প্রার্থনা করতে পারি। আমাদের প্রার্থনাকে গুরুত্ব সহকারে নেওয়া উচিত। ঈশ্বর আমাদের প্রার্থনাকে আমাদের চেয়েও বেশি গুরুত্ব দেন। তাই, আমরা আমাদের প্রার্থনা সেই ছোট্ট শব্দ "আমেন" দিয়ে শেষ করতে পারি, যা বোঝায় যে ঈশ্বর প্রার্থনা শুনেন।

সেই ছোট্ট শব্দ "আমেন" আমাদের প্রার্থনার শেষে একটি স্বীকারোক্তি যে আমরা বিশ্বাস করি ঈশ্বর আমাদের প্রার্থনার উত্তর দেবেন। একই সাথে, সেই ছোট্ট শব্দ "আমেন" বিশ্বাসের একটি আহ্বানও। যখন আমরা "আমেন" উচ্চারণ করি, এটি আমাদের প্রভুর প্রতি আস্থা ও বিশ্বাস রাখার আহ্বান যে তিনি আমাদের প্রার্থনা শুনবেন। তিনি আমাদের পরিচালনা করবেন, এবং আমাদের কোনো মন্দের ভয় পাওয়ার দরকার নেই, কারণ তিনি আমাদের জন্য ব্যবস্থা নেবেন। সেই ছোট্ট শব্দ "আমেন" ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস রাখার আহ্বান।

এখন আমাদের অবস্থা কী? আমরা কি বিশ্বাসের সাথে প্রার্থনা করি? আমরা কি সত্যিকারের বিশ্বাস অনুশীলন করি? "আমেন" শব্দটি আমাদের আহ্বান জানায় যে আমরা নিজেদের পরীক্ষা করি—আমরা কি সত্যিই বিশ্বাস ও আস্থার সাথে প্রভুর উপর নির্ভর করি? প্রভু আনন্দিত হোন যখন তিনি তাঁর লোকেদের সাথে তাঁর প্রতিশ্রুতির পথে আচরণ করেন, এবং সেই প্রতিশ্রুতিগুলো আমাদের বিশ্বাসের আহ্বান—বিশ্বাস করতে, প্রভুর উপর আস্থা রাখতে।

সুতরাং, প্রভু আমাদের সাথে বিশ্বাসের পথে আচরণ করেন। বিশ্বাস গুরুত্বপূর্ণ। অনেক ধরনের বিশ্বাস আছে যা সত্যিকারের বিশ্বাস নয়। এটি বাইবেলভিত্তিক উদ্ধারকারী বিশ্বাস নয়। মিথ্যা বিশ্বাসও আছে। অনেক লোক নিজেদের খ্রীষ্টবিশ্বাসী বলে দাবি করে, যারা এমন ভাব প্রকাশ করে যে তারা প্রভুতে বিশ্বাস রাখে, কিন্তু তারা মিথ্যা বিশ্বাসী।

আমরা কীভাবে ভ্রান্ত বিশ্বাসকে চিনতে পারি? মিথ্যা বিশ্বাস মূর্তিপূজার সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত। মূর্তিপূজা এমন একটি বাস্তবতা যেখানে আমরা সত্য ঈশ্বরকে একটি মূর্তির সাথে বিনিময় করি। এটি আক্ষরিক অর্থে একটি মূর্তি হতে পারে। এটি একটি প্রতিমূর্তি হতে পারে। আগে এটি অনেক ঘটত, এবং এখনও কিছু ধর্মে মূর্তিপূজা প্রচলিত আছে। পৌল রোমীয় ১:২৫ পদে এই বিষয়ে কথা বলেছেন, দুষ্টদের সম্পর্কে, "তাহারা মিথ্যার সহিত ঈশ্বরের সত্য পরিবর্তন করিয়াছে, এবং সৃষ্ট বস্তুর পূজা ও আরাধনা করিয়াছে, কিন্তু সৃষ্টিকর্তাকে নয়, যিনি যুগে যুগে ধন্য।"

আমাদের জীবনেও মূর্তি থাকতে পারে। যদিও আমরা প্রতিমার সামনে নতজানু হই না, তবুও আমাদের জীবনে মূর্তি থাকতে পারে। আমরা নির্দিষ্ট কিছু বিষয় বিশ্বাস রাখতে পারি, নির্দিষ্ট বিষয়গুলির উপর নির্ভর করতে পারি, এবং আশা করি যে এগুলো আমাদের সুখ ও আনন্দ

দেবে। কিছু লোক যৌনতায় বিশ্বাস রাখে। কিছু লোক অর্থের উপর নির্ভর করে। কিছু মানুষ নিজেরাই নিজেদের মূর্তি। তারা নিজেদের উচ্চতর মনে করে। তারা নিজেদের প্রতি মুগ্ধ থাকে। তারা ভাবতে থাকে যে তারা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, এবং তখন তারা নিজেদেরই মূর্তি বানিয়ে ফেলে। প্রেরিত পৌল পর্যন্ত বলেছেন যে কিছু লোক তাদের পেটকে মূর্তি বানিয়েছে, কারণ তারা শুধুই খাওয়া, পান করা এবং ভোগবিলাসের চিন্তা করে, কিন্তু এটি সবই পাপ।

এটি এমনও হতে পারে যে মানুষ নিজেদের মতো করে ঈশ্বরের একটি ধারণা তৈরি করে এবং বাইবেল অনুযায়ী ঈশ্বরের যেসব গুণাবলী তাদের পছন্দ নয়, সেগুলো বাদ দিয়ে দেয়। তারা নিজেদের পছন্দমতো একটি ঈশ্বরের ধারণা তৈরি করে। এখন অনেক লোক মনে করে যে ঈশ্বর শুধুই প্রেমময়, তিনি অন্যায়কে প্রশ্রয় দেন, তিনি শুধুই ভালো কাজ করেন, তিনি কেবল আমাদের আশীর্বাদ করার জন্য আছেন, এবং এই জীবনের পর তিনি আমাদের স্বর্গে নিয়ে যাবেন। কিন্তু এটি ঈশ্বরের একটি বিকৃত ধারণা—একজন ঈশ্বর যিনি শুধুই প্রেমময়, যিনি কখনো পাপের শাস্তি দেন না, যিনি কখনো মানুষকে সংশোধন করেন না। এটি ঈশ্বর সম্পর্কে একটি ভুল ধারণা। এই ধরনের মূর্তিপূজা প্রায়ই ঘটে, এবং এটি শনাক্ত করা কঠিন, কারণ এই লোকেরা ঈশ্বর এবং খ্রীষ্ট সম্পর্কে কথা বলে, কিন্তু এটি সত্যিকারের বিশ্বাস নয়। এটি ভুঁয়ো বিশ্বাস। এটি মূর্তিপূজা। ঈশ্বর সম্পর্কে তাদের বাইবেলভিত্তিক কোন দৃষ্টিভঙ্গি নেই, বরং ঈশ্বর কে সে সম্পর্কে তাদের এই স্ব-নির্মিত দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে।

সুতরাং, মিথ্যা বিশ্বাস মূর্তিপূজার সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত। মিথ্যা বিশ্বাস বিভ্রান্তিকর। এটি আমাদের প্রতারণা করে। এটি আমাদের ঈশ্বর সম্পর্কে সঠিকভাবে চিন্তা করার ক্ষমতাকে দুর্বল করে দেয়। আমাদের উপলব্ধি অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। রোমীয় ১:২১-২২ পদে লেখা আছে: "তাহাদের অবোধ হৃদয় অন্ধকার হইয়া গিয়াছে। আপনাদিগকে বিজ্ঞ বলিয়া তাহারা মূর্খ হইয়াছে।" পৌল দ্বিতীয় করিন্থীয় ৪:৪ পদে লিখেছেন: "তাহাদের মধ্যে এই যুগের দেবতা অবিশ্বাসীদের মন অন্ধ করিয়াছে।" এই মানুষেরা জাগতিক দেবতাদের, একটি মূর্তি বা আত্মকেন্দ্রিক জীবনের দৃষ্টিভঙ্গি অনুসরণ করেছে, কিন্তু এর ফল হলো তারা অন্ধ হয়ে গেছে। তারা প্রতারণার পথ অনুসরণ করে, এবং তাদের যুক্তিবাদী ক্ষমতা দুর্বল হয়ে পড়েছে। আমরা সত্য ও মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য করতে পারি না। আমরা অন্ধ হয়ে যাই, এবং প্রত্যেকেই কিছু না কিছু বিশ্বাস করি, কিন্তু অনেকেই মিথ্যা বিশ্বাস করে, এবং সেই মিথ্যা তাদের অন্ধ করে দেয়। এটি তাদের কঠোর করে তোলে, কারণ মিথ্যা বিশ্বাস বিভ্রান্তিকর।

মিথ্যা বিশ্বাস স্বেচ্ছাকৃতভাবে মন্দের প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হওয়া। মানুষ সেইসব জিনিস কামনা করে যা মন্দ; এটি প্রকাশিত হয়, এবং এটি বাস্তব যে মানুষ ঈশ্বরের সত্য থেকে দূরে সরে যায়। যেমন, যোহন ৩:১৯ পদে লেখা আছে: "জগতে জ্যোতি আসিয়াছে, এবং মনুষ্যেরা জ্যোতি হইতে অন্ধকার অধিক ভাল বাসিল, কেননা তাহাদের কর্ম সকল মন্দ ছিল।" মানুষ ঈশ্বরকে চায় না। তারা তাঁর থেকে লুকিয়ে থাকে। তারা একেবারেই তাঁকে খোঁজে না। তাদের ঈশ্বরের বাক্যে কোনো আনন্দ নেই।

এটি এমনকি আসক্তির মতো হয়ে যায় একবার যদি কেউ সেই চলা শুরু শুরু করে। এই প্রবণতা বৃদ্ধি পায়, এবং ব্যক্তির মধ্যে আরও খারাপ হয়ে ওঠে। এটি স্বেচ্ছাকৃতভাবে মন্দের প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়ে যায়। তারপর এমনকি তারা আর ঈশ্বরের কথাও শুনতে চায় না। এটি বিদ্রোহ। সুতরাং, মাত্র দুটি বিকল্প রয়েছে: প্রকৃত বিশ্বাস অথবা বিদ্রোহী অবাধ্যতা। এটি মিথ্যা বিশ্বাসের বাস্তবতা, এবং এটি মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তির একটি বৈশিষ্ট্য যে তারা ঈশ্বর সম্পর্কে সত্যকে মিথ্যার সাথে বিনিময় করে। এটি আকর্ষণীয় মনে হতে পারে, কিন্তু এটি আমাদের ঈশ্বরের সাথে সম্পর্ক নষ্ট করে। এটি আমাদের আত্মাকে ধ্বংস করে, এবং এটি অন্য মানুষের সাথে আমাদের সম্পর্কও নষ্ট করে।

মিথ্যা বিশ্বাস থেকে উদ্ধার পেতে এবং ঈশ্বরের উপর সত্য অর্থে বিশ্বাস করা শিখতে, আমাদের ঈশ্বরের প্রয়োজন উদ্ধার যেন তিনি আমাদের উদ্ধার করেন। আমাদের হৃদয় ও মনকে আলোকিত করার জন্য প্রভুর প্রয়োজন। যখন তাঁর আত্মা আমাদের হৃদয়ে কাজ করে, তখন আমরা দেখতে পাই ঈশ্বর কতটা সত্য এবং তিনি কতটা বিশ্বস্ত, যতাঁর বাক্য সত্য, তখন আমরা সত্য অর্থে প্রভুর উপর বিশ্বাস করতে শিখি, তখন আপনি সত্যিই ঈশ্বরকে "আমেন"বলতে শিখবেন, এবং এবং আপনি তাঁর সমস্ত আজ্ঞার এবং তাঁর বাক্যের সম্পূর্ণতার প্রতি "আমেন" বলেন। তাই, আপনার আপনার হৃদয় ও জীবনে তাঁর উপস্থিতির জন্য তৃষ্ণার্ত হোন, এবং এটিই আমাদের শেখা দরকার: ঈশ্বরকে "আমেন" বলার এই প্রকৃত বিশ্বাস অনুসারে জীবনযাপন করা, অর্থাৎ আমরা জীবন্ত ঈশ্বরের উপর আস্থা রাখি।

আমাদের সত্য বিশ্বাস অনুশীলন করা শিখতে হবে, এবং এটি বেশ কঠিন হতে পারে। হতে পারে আপনি সর্বদা ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখতে এবং ঈশ্বরে আস্থা রাখতে কঠিন মনে করেন। আমি আশা করি আপনি কোনো মূর্তিকে আলিঙ্গন করেন না। আমি আশা করি আপনি ঈশ্বরের বাক্যের সত্যকে ভালোবাসেন, যে আপনি কোনোভাবে মন্দের প্রতি প্রতিশ্রুতি দিতে চান না, এবং যে আপনি আপনার হৃদয়ে জানেন কিভাবে প্রভু আপনার জন্য অত্যন্ত শক্তিশালী হয়েছেন এবং প্রভু আপনার হৃদয়ে তাঁর নামের প্রতি ভয় দিয়েছেন। আমি আশা করি এটি আপনার আকাঙ্ক্ষা, আপনি এটির জন্যই বাঁচেন। এবং তবুও এটি হতে পারে যে আপনি সর্বদা ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখা কঠিন মনে করেন এবং বিশ্বাসের মাধ্যমে সর্বদা তাঁর প্রতিশ্রুতিগুলিতে আস্থা রাখা কঠিন মনে করেন।

আপনি দেখুন, আপনি নিজের দিকে দেখুন। আপনি আপনার দুর্বলতাগুলি দেখেন। আপনি আপনার ব্যর্থতাগুলি দেখেন, এবং আপনি এটিও জানেন যে ঈশ্বর একজন পবিত্র ঈশ্বর। আপনার দুর্বলতাগুলি বিপরীতে, আপনি দেখেন যে ঈশ্বর একটি গ্রাসকারী অগ্নিস্বরূপ। এমনকি আপনি অনুগ্রহ পেয়েছেন—উদ্ধারকারী অনুগ্রহ, তার পরেও আপনি সহজেই ভয় পেতে পারেন; এবং তারপর আপনি ভাবতে পারেন, 'এখনও কি আমার মতো পাপীর জন্য অনুগ্রহ থাকবে?' হতে পারে আপনি কাঁপছেন। হতে পারে আপনি অস্থিরতায় ভুগছেন। তখন যিশুর দিকে তাকান। তাঁর দিকে চেয়ে দেখুন। দেখুন তিনি কিভাবে তাঁর শিষ্যদের সাথে আচরণ করেন, যারা প্রায়ই পথভ্রষ্ট হয়ে যেতেন, অধৈর্য ছিলেন এবং অবিশ্বাসে পূর্ণ ছিলেন।

দেখুন, প্রভু যীশু সুসমাচারে পাপীদের সঙ্গে কিভাবে আচরণ করেন। তারা তাঁর কাছে আসে, এবং তিনি কাউকে ফিরিয়ে দেন না। তিনি লূক ১৯:১০ পদে বলেন, "কারণ যাহা হারাইয়া গিয়াছিল, তাহার অন্বেষণ ও পরিত্রাণ করিতে মনুষ্যপুত্র আসিয়াছেন।" তিনি আপনাকে যোহন ৩:১৭ পদে ঘোষণা করেন, "কেননা ঈশ্বর জগতের বিচার করিতে পুত্রকে জগতে প্রেরণ করেন নাই, কিন্তু জগৎ যেন তাঁহার দ্বারা পরিত্রাণ পায়।" সে পরিত্রাণের জন্য আকুল। তিনি লোকেদের প্রতি করুণা প্রকাশ করেছিলেন, কারণ তিনি তাদের পালকবিহীন মেষের মতো দেখেছিলেন। তিনি অনুতপ্ত না হওয়া যিরূশালেমের জন্য কেঁদেছিলেন, যে ভাববাদীদের হত্যা করেছিল। তিনি আকুলভাবে তাদের একত্রিত করতে চেয়েছিলেন, যেমন একটি মুরগি তার ছানাদের একত্রিত করে। খ্রীষ্টের দুঃখভোগের দিকে তাকান। তিনি কষ্ট ও দুঃখে পরিপূর্ণ একটি জীবন অতিবাহিত করেছেন এবং সবচেয়ে যন্ত্রণাদায়ক মৃত্যুতে প্রবেশ করেছিলেন। এই সবের মধ্যে, আমরা যীশুর পাপীদের প্রতি প্রেম দেখতে পাই। পাপীদের প্রতি তাঁর প্রেম এত গভীর যে তিনি নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন। যখন আপনি আপনার সমস্ত ব্যর্থতা, আপনার পাপ, আপনার দুর্বলতা, আপনার অযোগ্যতাগুলি, অবিশ্বাসের বিরুদ্ধে আপনার সংগ্রাম এবং আপনার বিশ্বাসের সমস্ত দুর্বলতা তাঁর কাছে নিয়ে আসবেন, এটি ভাববেন না যে তখন তিনি ক্রোধে প্রত্যাখ্যান করবেন।

তাঁর কাছে আসুন। প্রভু দয়ালু, এবং তিনি এমন মানুষদের গ্রহণ করেন। তিনি প্রেম ও করুণায় পরিপূর্ণ। আপনাকে পরিত্রাণ ও আশীর্বাদ করার সমস্ত ক্ষমতা নিয়ে তিনি নিজেকে মুক্তভাবে আপনাকে প্রদান করেন। তিনি এমনকি পবিত্রশাস্ত্রের শেষ পদগুলোতে বলেন, **"আর যে পিপাসিত, সে আইসুক; যে ইচ্ছা করে, সে বিনামূল্যেই জীবন-জল গ্রহণ করুক"** (প্রকাশিত বাক্য ২২:১৭)। দেখুন, প্রভু কী দয়াপূর্ণ আহ্বান জানাচ্ছেন এই প্রার্থনার মাধ্যমে, যেন আপনি সমস্ত অনুগ্রহ ও সমস্ত পরিত্রাণ শুধু প্রভুর কাছ থেকেই প্রত্যাশা করেন। তিনি আপনাকে আহব্বান জানাচ্ছেন। আপনার সমস্ত প্রয়োজন, আপনার জীবনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো, যা আপনাকে প্রার্থনা করতে হবে— তিনি সবকিছু আপনার সামনে তুলে ধরছেন। আপনি তাঁর কাছে আসতে পারেন, তাঁর করুণা ভিক্ষা করতে পারেন। আপনি আপনার অযোগ্যতা স্বীকার করতে পারেন, তাঁর ধার্মিকতার জন্য আবেদন করতে পারেন, এবং আপনি উৎসাহিত ও সান্ত্বনাপ্রাপ্ত হতে পারেন যে, আপনার প্রত্যাশার চেয়েও অনেক বেশি. প্রভু আপনার প্রার্থনা শুনতে ইচ্ছুক। এই ছোট্ট শব্দ "আমেন"-এর মধ্য দিয়ে এই কথাই আপনার সামনে তুলে ধরা হয়েছে। কত কত আশীর্বাদপূর্ণ সান্ত্বনা, কত গৌরবময় আশা, যখন আমরা তাঁর দিকে চেয়ে থাকি। আপনি সংগ্রামের মধ্যে বলতেই পারেন, সেই অসুস্থ পুত্রের পিতা, মার্ক ৯:২৪ পদে বলেছিলেন, "প্রভু, আমি বিশ্বাস করিতেছি, আমার অবিশ্বাসের প্রতীকার করুন।"

তাই, "আমেন" হলো প্রভুর প্রতি বিশ্বাস রাখার আহ্বান। এটি প্রভুর আরাধনার আহ্বান। এটি তাঁর সমস্ত আশীর্বাদ ও বিশ্বস্ততার জন্য তাঁকে ধন্যবাদ জানানোর আহ্বান। এবং শুধুমাত্র যখন আমরা তাঁর ইচ্ছার সাথে একমত হয়ে প্রার্থনা করি, তখনই আমাদের প্রার্থনার শেষে আমরা সত্যিকারের "আমেন" বলতে পারি। তিনি আমাদের শেখান যে "আমেন" বলতে হবে, যখন আমরা বাইবেলভিত্তিক প্রার্থনা করি—যে প্রার্থনা ঈশ্বরের মহিমার প্রতি নিবদ্ধ, তাঁর রাজ্যের সম্প্রসারণের প্রতি নিবদ্ধ; এবং এইভাবে, আমরা ঈশ্বরের শক্তির জন্য আবেদন করি এবং প্রথমে

তাঁর রাজ্য ও তাঁর ধার্মিকতা খুঁজে নিই। এটাই সেই প্রার্থনা, যা ঈশ্বরের বাক্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, এবং সেই প্রার্থনার জন্যই প্রভু তাঁর লোকদের "আমেন" বলতে বলেন।

"আমেন" হলো সত্যিকারের কৃতজ্ঞতার আহ্বানও—যেন আপনি উপলব্ধি করেন যে প্রভু যীশু খ্রীষ্টের মাধ্যমে ঈশ্বর আপনাকে কত আশীর্বাদ দিয়েছেন এবং আপনি কৃতজ্ঞ হোন। এই কৃতজ্ঞতার কারণে, আপনি আপনার প্রার্থনায় "আমেন" বলতে পারেন, জেনে যে ঈশ্বর তাঁর উদ্দেশ্যের প্রতি বিশ্বস্ত। সেই সব আশ্চর্য ঘটনাগুলি ভাবুন, যার জন্য আপনি কৃতজ্ঞ হতে পারেন—যে অনন্তকালীন ঈশ্বর মানুষ্য হয়েছিলেন এবং আমাদের মাঝে বাস করেছিলেন, যে তিনি আমাদের জীবনে প্রবেশ করেছিলেন যেন আমরা অনন্ত জীবন লাভ করি। সুসমাচারে প্রকাশিত প্রভু যীশুর সমস্ত প্রকাশনা স্মরণ করুন, যেন আমরা এসব নিয়ে ধ্যান করতে পারি এবং সেই মহিমান্বিত সত্যের ওপর যে তিনি মৃত্যুকে জয় করেছেন, তিনি পচনশীলতাকে পরাস্ত করেছেন এবং অনন্ত জীবন অর্জন করেছেন। তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে তিনি সমস্ত কিছু নতুন করে গড়ে তুলবেন। খ্রীষ্টের বিজয়ের মাধ্যমে কত মহান প্রেম ঈশ্বর আমাদের দেখিয়েছেন, যে তিনি এই সমস্ত আশীর্বাদ আমাদের জন্য ক্রয় করেছেন।

এটি কত বড় আশীর্বাদ এই পরিত্রাণকে জানা যে প্রভু আমাদের জন্য শিক্ষক, প্রচারক, এবং সর্বোপরি তাঁর নিজস্ব পবিত্র বাক্য প্রদান করেছেন। যখন আমরা আমাদের জীবনে ঈশ্বরের অনুগ্রহকে জানি, তখন আমরা বুঝতে পারি সেই মহান বিশেষ অধিকার, যা যিহিষ্কেল ১৬ আমাদের বলে। এই কথাগুলো তখন আমাদের জীবনে পরিপূর্ণ হয়েছে। সেখানে ভাববাদী একটি নবজাতক শিশুর চিত্র ব্যবহার করেন, যে অবাঞ্ছিত, মরুভূমিতে পরিত্যক্ত, মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত। ঈশ্বর আমাদের ঠিক সেভাবেই দেখেছিলেন—**"**তুমি জন্মদিনে আপন স্বাভাবিক ঘৃণার্হ অবস্থাতে মাঠে নিক্ষিপ্তা হইয়াছিলে। আর আমি তোমার নিকট দিয়া গমন করিয়া তোমাকে তোমার রক্তমধ্যে ছট্‌ফট্ করিতে দেখিলাম, এবং তোমাকে কহিলাম, 'তুমি নিজ রক্তে লিপ্তা হইলেও জীবিতা হও,' হাঁ, তোমাকে কহিলাম, 'তুমি নিজ রক্তে লিপ্তা হইলেও জীবিতা হও' (যিহিষ্কেল ১৬:৫-৬)। ঈশ্বর তাঁর পুত্রকে দিয়েছেন, যেন তিনি আপনার পরিবর্তে মৃত্যুবরণ করেন।

কী আশ্চর্যজনক এক অলৌকিক ঘটনা! তিনি জগৎপত্তনের পূর্বেই আপনাকে জানতেন। তাঁর আত্মা আপনার হৃদয়ে প্রবেশ করেছেন। যীশুর অনুগ্রহের জন্য তিনি তোমাদের চোখ খুলে দিয়েছেন। তিনি আপনার জীবনে এক নতুন উদ্দেশ্য দিয়েছেন। তিনি আপনাকে শয়তানের দাসত্ব থেকে মুক্ত করেছেন। আপনি তাঁর প্রেম, খ্রীষ্টের প্রেম আপনার হৃদয়ে জানতে পারেন। তিনি আপনাকে আপনার মন্দ কামনা-বাসনার কাছে সমর্পণ করেননি। তিনি তিনি প্রতিদিন আপনাকে পরিচালিত করেন। তিনি খ্রীষ্টের প্রতি বিশ্বাসের মাধ্যমে আপনাকে একটি পরিষ্কার বিবেক প্রদান করেন। তিনি প্রতিদিন আপনার সমস্ত পরিশ্রমে আপনাকে শক্তিশালী করছেন। তিনি আপনাকে ঈশ্বরের সাথে একাত্মতার অভিজ্ঞতা দিয়েছেন। **"**তাহারা তোমার গৃহের পুষ্টিকর দ্রব্যে পরিতৃপ্ত হয়, তুমি তাহাদিগকে তোমার আনন্দ নদীর জল পান করাইয়া থাক**"** (গীতসংহিতা ৩৬:৮)। এই সমস্ত কারণে, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিন, এবং আপনি "আমেন" যোগ করতে পারেন, এটি জেনে যে এটি অবশ্যই নিশ্চিত এবং সত্য। তিনি সর্বদা আপনাকে প্রদান করেছেন। প্রকৃত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করুন।

প্রভু আপনার কত প্রার্থনার উত্তর দিয়েছেন? কতবার আপনি গভীর থেকে আর্তনাদ করেছেন, এবং তিনি আপনাকে শুনেছেন? ঈশ্বরের বিশ্বস্ততার জন্য তাঁকে ধন্যবাদ দিন। এমনকি কষ্টের সময়েও, তিনি কি আপনাকে উৎসাহিত করেননি? ২ করিন্থীয় ৪:১৭ , **"**কারণ আমাদের তুচ্ছ ও ক্ষণস্থায়ী কষ্টসমস্যাগুলি আমাদের জন্য যে চিরন্তন মহিমা অর্জন করছে, তা সেইসব কষ্টসমস্যাকে বিপুলরূপে অতিক্রম করে।**"** কী অবিরাম যত্ন যীশুর, যে তিনি এখন তাঁর পিতার গৃহে আপনার জন্য একটি স্থান প্রস্তুত করছেন এবং নিশ্চিত করেছেন যে কেউ আপনাকে তাঁর হাত থেকে ছিনিয়ে নিতে পারবে না, যে তিনি আপনাকে বিজয়ী করবেন। তাঁরা মেষশাবকের রক্তের দ্বারা জয়লাভ করবে। প্রভুর সমস্ত মঙ্গলের জন্য আমাদের কীভাবে ধন্যবাদ জানানো উচিত। প্রভুর বাক্যের জন্য আমাদের তাকে ধন্যবাদ জানানো উচিত।

এই সমস্ত আশীর্বাদ সেই শব্দ "আমেন" থেকে প্রবাহিত হয়। "আমেন" শব্দের দ্বারা সেইগুলি নিশ্চিত হয়। এটি সমস্ত আশীর্বাদগুলি স্মরণ করা এবং তাদের প্রতি "আমেন" বলা। "আমেন" শব্দটি হল বিশ্বাসের আহ্বান। এটি কৃতজ্ঞ হওয়ার, উপলব্ধি করার আহ্বান যে ঈশ্বর কী করেছেন। এই শব্দ "আমেন" হল আরাধনার, ঈশ্বরকে মহিমান্বিত করার, তাঁর প্রেমময় করুণাকে স্মরণ করার আহ্বান যে যদিও আমরা ছোট

এবং অযোগ্য, তবুও আমরা তাঁকে তাঁর সমস্ত মঙ্গল এবং প্রেমময় করুণার জন্য আরাধনা করতে পারি। আপনি দেখুন, তখন আপনি খুব ছোট হয়ে যান।

পিতর যা অনুভব করেছিলেন লূক ৫:৮ পদে, "আমার নিকট হইতে প্রস্থান করুন, কেননা, হে প্রভু, আমি পাপী।" তিনি বলতে চেয়েছিলেন, 'আপনি এবং আমি একসাথে মানানসই নই। আমি খুবই অযোগ্য।' যেমন রোমান শতপতি মথি ৮:৮-এ বলেছিলেন, "হে প্রভু, আমি এমন যোগ্য নই যে, আপনি আমার ছাদের নিচে আইসেন; কেবল বাক্যে বলুন, তাহাতেই আমার দাস সুস্থ হইবে।" সুতরাং আমরা ক্ষুদ্র হয়ে যাই। আমাদের ঈশ্বরের আরাধনা করতে হবে, এবং তারপর আপনার জীবনের সমস্ত কিছু ঈশ্বরের নামের মহিমার চারপাশে আবর্তিত হতে হবে। তখন আপনার জীবন আর আমাদের স্বাচ্ছন্দ্য ও আনন্দের জন্য নয়, বরং তাঁর সম্মানের জন্য হবে। আমি গুরুত্বপূর্ণ নই, প্রভু। তোমার নাম গুরুত্বপূর্ণ। তুমি গুরুত্বপূর্ণ।

আত্ম-অস্বীকারের সাথে এই কথা বলার জন্য আমাদের পবিত্র আত্মার সাহায্যের কতটা প্রয়োজন যে আমরা সত্যিই তাঁর আরাধনা করতে পারি। তিনি যোগ্য। হে প্রভু, এটি আমার সম্পর্কে নয়, এটি তোমার সম্পর্কে। ঈশ্বরের সম্মান এবং মানুষের পরিত্রাণ সর্বদা একসঙ্গে আসে, কারণ ঈশ্বর তাঁর নামের মহিমার জন্যই উদ্ধার করেন। তাই যখন আমরা আমাদের প্রার্থনার শেষে "আমেন" বলি, এটি এই মহিমান্বিত, মঙ্গলময় ঈশ্বরের আরাধনার আহ্বান। একদিন চূড়ান্ত "আমেন" স্বর্গে ধ্বনিত হবে, যেখানে সমস্ত মুক্তিপ্রাপ্তরা বলবে: "মেষশাবক", যিনি হত হইয়াছিলেন, তিনিই পরাক্রম ও ধন ও জ্ঞান ও শক্তি ও সমাদর ও গৌরব ও ধন্যবাদ, এই সকল গ্রহণ করিবার যোগ্য।' আমরা প্রকাশিত বাক্য ৫:১২-১৪ পদে পড়ি যে সকলেই একসঙ্গে ঈশ্বরকে মহিমান্বিত করেছিল এবং তাঁকে উপাসনা করেছিল, যিনি যুগে যুগে জীবিত থাকবেন। আমেন।

বক্তৃতা ১১

প্রার্থনা সম্পর্কিত ব্যবহারিক বিষয়গুলি

প্রার্থনার সৌন্দর্য বিষয়ক ধারাবাহিক বক্তৃতার একাদশ বক্তৃতায় আপনাকে স্বাগতম। পূর্ববর্তী বক্তৃতাগুলিতে আমরা প্রভুর প্রার্থনার বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেছি। এখন এই শেষ কয়েকটি বক্তৃতায়, আমরা প্রার্থনার কিছু দিক এবং প্রার্থনা সম্পর্কিত কিছু ব্যবহারিক বিষয় বিবেচনা করতে চাই। আর এই বক্তৃতায় আমরা সেই বিষয়গুলির আলোচনা শুরু করতে চাই।

সুতরাং, প্রার্থনা অত্যন্ত সংবেদনশীল। প্রার্থনা কঠিন। এটি প্রচেষ্টা দাবি করে। এটি আত্ম-অস্বীকৃতি দাবি করে। এটি সময় নেয়, কিন্তু প্রার্থনা খ্রীষ্টীয় জীবনকে অত্যন্ত সুন্দর করে তোলে, কারণ তখন আপনি স্বয়ং ঈশ্বরের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করেন। আর এখান থেকেই প্রশ্ন আসে—আমরা কার কাছে প্রার্থনা করব? আমরা তা বুঝতে পারি; প্রভু যীশু আমাদের শিখিয়েছেন, "হে আমাদের স্বর্গস্থ পিতঃ।" এবং আমরা পবিত্রশাস্ত্রে বহুবার পড়ি যে মানুষ মানুষ প্রভুকে, ঈশ্বরকে ডাকছেন। হ্যাঁ, আমাদের শুধুমাত্র ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতে হবে, কারণ তিনিই আমাদের সৃষ্টি করেছেন। আমরা তাঁর উপর নির্ভরশীল। অনেক মানুষ ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতে চায় না। তারা ঈশ্বরের থেকে স্বাধীন হতে চায়। তারা তাদের শরীর, মন, প্রতিভা, ঈশ্বর প্রদত্ত উপহারগুলি নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করতে চায়। আর তারা ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করে না। এটি সম্পূর্ণরূপে তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ।

তখন মানুষ ঈশ্বরের থেকে স্বাধীন হতে চায়, কিন্তু বাস্তবতা হলো আমরা সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরের উপর নির্ভরশীল। ঈশ্বরই আমাদের সৃষ্টিকর্তা, আমাদের দেহের নির্মাতা, তিনি আমাদের আত্মা সৃষ্টি করেছেন, আমাদের মন ও বুদ্ধি দিয়েছেন। সুতরাং, আমাদের অবশ্যই জবাব দিতে হবে—আমরা আমাদের দেহ, মনের সাথে কি করেছি এবং কিভাবে আত্মার যত্ন কীভাবে নিয়েছি। আমাদের অবশ্যই জবাব দিতে হবে—আমরা আমাদের অর্থ, সময় কীভাবে ব্যবহার করেছি; এবং এই জবাব ঈশ্বরের কাছেই দিতে হবে।

আপনি কি জানেন ঈশ্বরের প্রতি নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ কী অর্থ বহন করে? যেন আপনার জীবনের সবকিছু তাঁর সম্মুখে অর্পিত হয়। আমি আশা করি আপনি এটি জানেন, ঈশ্বরের প্রতি এই সমর্পণ। প্রকৃতপক্ষে, এটিই হলো প্রার্থনা—ঈশ্বরের প্রতি আত্মসমর্পণ। এজন্যই আমরা আমাদের হাত জোড় করি, স্বীকার করি যে আমরা নিজেদের সাহায্য করতে পারি না। আমাদের হাত আমাদের সাহায্য করতে পারে না। আমরা আমাদের চোখ বন্ধ করি, যাতে কোনো বিভ্রান্তি আমাদের মনোযোগ নষ্ট না করে। আমাদের ঈশ্বরের সাহায্য প্রয়োজন। আমরা ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি।

আমরা এটিও জানি যে ঈশ্বর ত্রিত্ব ঈশ্বর। পিতা ঈশ্বর সকল কিছুর উৎস। তিনি স্বর্গ ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা। তিনি পরিত্রাণের পরিকল্পনা নির্ধারণ করেছেন। তিনি স্বর্গ ও পৃথিবীর বিচারক। আমরা তাঁর কাছে জবাবদিহি। আমরা জানি যে পুত্র ঈশ্বর হলেন মধ্যস্থতাকারী, পিতা ঈশ্বরের মধ্যস্থতাকারী, সুতরাং পুত্র ঈশ্বর সৃষ্টি কার্যেও মধ্যস্থতাকারী ছিলেন। সবকিছু তাঁর মাধ্যমে সৃষ্টি হয়েছে। তিনি পরিত্রাণেরও মধ্যস্থতাকারী। এবং তিনিই সেই ব্যক্তি, যাঁকে পিতা ঈশ্বর স্বর্গ ও পৃথিবীর বিচার করার ক্ষমতা দিয়েছেন, সমস্ত সৃষ্টিকে বিচার করার ক্ষমতা দিয়েছেন, যা তাঁকে অর্পিত হয়েছে—প্রভু যীশু, ঈশ্বরের পুত্র। আর পবিত্র আত্মা হলেন ঈশ্বরের শক্তি।

সুতরাং, সৃষ্টি কার্য সম্পন্ন হয়েছে পবিত্র আত্মার শক্তির মাধ্যমে। তিনিই জীবন দান করেন। এবং পবিত্র আত্মার শক্তির মাধ্যমেই পরিত্রাণ লাভ করা যায়, যিনি ঈশ্বরের বাক্য আমাদের হৃদয়ে প্রয়োগ করেন। এভাবে, বিচার দিবসে মানুষ নিশ্চিত হবে যে তারা চিরতরে ধ্বংস হবে,

কারণ ঈশ্বরের আত্মার অভিযোগকারী শক্তি তাদের দোষী সাব্যস্ত করবে। আপনি দেখুন, পিতা ঈশ্বর হলেন উৎস, পুত্র ঈশ্বর হলেন মধ্যস্থতাকারী, এবং পবিত্র আত্মা ঈশ্বর হলেন সেই শক্তি, যার মাধ্যমে ত্রিত্ব ঈশ্বর কার্য সম্পাদন করেন।

এবং এই তিন ঐশ্বরিক ব্যক্তি সমান। তাঁরা সকলেই ঈশ্বর। সুতরাং, বাইবেল আমাদের বলে—এক ঈশ্বর, তিন ব্যক্তি। প্রত্যেকেই সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বর, তবুও শুধুমাত্র এক ঈশ্বর আছেন, তিনজন ঈশ্বর নন।

ঈশ্বর এত উচ্চ ও মহিমান্বিত যে আমরা তাঁকে সম্পূর্ণভাবে বুঝতে পারবো না। ত্রিত্বও আমাদের বোধগম্যতার বাইরে। অনন্তকালে, ত্রিত্ব ঈশ্বর পরস্পরকে ভালোবেসেছেন—তিন ঐশ্বরিক সত্তা। এবং তারপর, যখন আমরা প্রার্থনার প্রসঙ্গে আসি, তখন অনেকেই ভাবেন, "আমরা কি পিতা ঈশ্বর, পুত্র ঈশ্বর এবং পবিত্র আত্মা ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতে পারি? যখন আমরা ত্রিত্ব ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি, তখন আমরা আসলে কার কাছে প্রার্থনা করছি?" তাহলে, আপনি যেমন বলছেন, আপনি ত্রিত্ব ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করছেন; আপনি প্রভুর কাছে প্রার্থনা করছেন। কিন্তু আমরা আমাদের প্রার্থনা পিতার উদ্দেশেও নিবেদন করতে পারি। আপনি পুত্রের কাছেও প্রার্থনা করতে পারেন। আমরা এটি প্রায়শই পবিত্রশাস্ত্রে, নতুন নিয়মে দেখতে পাই। আপনি পবিত্র আত্মা ঈশ্বরের কাছেও প্রার্থনা করতে পারেন, কারণ তিনিও ঈশ্বর। তবে আমাদের বুঝতে হবে যে পবিত্র আত্মা ঈশ্বর পুত্র, প্রভু যীশুর ওপর আলো ফেলেন। এবং প্রভু যীশু হলেন মধ্যস্থতাকারী, যিনি পাপীদের ঈশ্বর পিতার সঙ্গে মিলিত করেন। অবশেষে, এটি সেই পিতা ঈশ্বর, আমাদের সৃষ্টিকর্তা, যাঁর বিরুদ্ধে আমরা বিদ্রোহ করেছি, এবং যাঁর সঙ্গে আমাদের মিলন ঘটবে—পিতা ঈশ্বর। যাতে ঈশ্বর সর্বেসর্বা হোন।

পুত্র পিতার কাছে যাওয়ার একটি নতুন, জীবন্ত এবং উন্মুক্ত পথ সৃষ্টি করেছেন। আর পবিত্র আত্মা তা খ্রীষ্ট থেকে গ্রহণ করেন। তিনি কী গ্রহণ করেন? পরিত্রাণ। অর্জিত পরিত্রাণ। এবং তিনি তা আমাদের মধ্যে প্রয়োগ করেন এভাবে, একজন পাপী তার পাপ সম্পর্কে দোষী সাব্যস্ত হয়। তার হৃদয়ে প্রভুর প্রতি আকাঙ্ক্ষা জাগে। এবং আমরা ত্রিত্বের মধ্যে বিভিন্ন কার্য দেখতে পাই। সুতরাং, আমরা এই তিন ঐশ্বরিক সত্তার কাছে প্রার্থনা করতে পারি, তবে তিন ঐশ্বরিক সত্তার বিভিন্ন অবস্থানকে মনে রাখতে হবে।

পবিত্র শাস্ত্রে খুব বেশি দেখা যায় না যে মানুষ পবিত্র আত্মা ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করছে। আমরা তা করি, তবে এর কারণ হলো পবিত্র আত্মা খ্রীষ্টের ওপর আলো ফেলেন। তিনি পটভূমিতে কাজ করেন। তিনি নিজের ওপর আলো ফেলেন না। তিনি নিজেকে নয়, প্রভু যীশুর দিকে নির্দেশ করেন। তিনি আনন্দিত হোন এই সত্যে যে পাপীরা খ্রীষ্টের সঙ্গে যুক্ত হয় এবং এভাবে ঈশ্বরের সঙ্গে মিলিত হয়।

প্রার্থনার একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যবহারিক বিষয় হলো প্রার্থনার পদ্ধতি। আমরা কীভাবে প্রার্থনা করব? আমাদের প্রার্থনায় সংগঠিত হতে হবে। প্রার্থনার বিভিন্ন দিক রয়েছে, যা আমাদের পৃথকভাবে বিবেচনা করা উচিত। পবিত্র শাস্ত্র আমাদের শেখায় যে আমাদের ঈশ্বরের আরাধনা করতে হবে। প্রশংসা ও আরাধনা তারই প্রাপ্য। তিনি ঈশ্বর। আমাদের ঈশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতে হবে, কারণ আমরা তাঁর অনুগ্রহের নিদর্শন এবং তিনি আমাদের যে অসংখ্য উপকার প্রদান করেন তার জন্য তাঁকে বিনীতভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। প্রার্থনায় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল আমরা আমাদের পাপ স্বীকার করব; এবং আমাদের মিনতি, আমাদের প্রয়োজন প্রভুর সম্মুখে উপস্থাপন করব; এবং আমরা অন্যদের প্রয়োজনে তাদের জন্যও মধ্যস্থতা করব, অর্থাৎ প্রার্থনা করব।

এগুলোই প্রকৃতপক্ষে প্রার্থনার বিভিন্ন দিক, প্রার্থনার পদ্ধতি। সুতরাং, আমরা বলতে পারি যে প্রার্থনা নিম্নলিখিত বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত করে— আরাধনা, কৃতজ্ঞতা, পাপ স্বীকার, মিনতি এবং মধ্যস্থতা। তখন কিছু মানুষ ভাবেন, "আমরা যদি প্রার্থনা করি, তাহলে এর কী উপকার? যদি ঈশ্বর ইতিমধ্যেই সবকিছু নির্ধারণ করে থাকেন, যা ঘটতে যাচ্ছে, কারণ তিনি সার্বভৌম প্রভু? তিনি ইতিমধ্যেই সবকিছু নির্ধারণ করেছেন। তিনি নির্ধারণ করেছেন কে পরিত্রাণ লাভ করবে। তিনি সমস্ত ঘটনা পরিচালনা করেন। তাহলে আমরা কেন প্রার্থনা করব?" কারণ প্রভু চান যে আমরা প্রার্থনা করি। এবং আমাদের বুঝতে হবে যে তিনি তাঁর সন্তানদের আবেদন গ্রহণ করেন। তিনি তাঁর সার্বভৌম পরিকল্পনায় তাঁর জনগণের প্রার্থনাকে অন্তর্ভুক্ত করেন। তিনি তাঁদের প্রার্থনা অনুযায়ী তাঁর পরামর্শ কার্যকর করেন। এজন্যই তিনি তাঁর লোকেদের প্রার্থনায় আনন্দিত হোন এবং অত্যন্ত করুণাময়ভাবে তা শ্রবণ করেন। এবং এজন্যই প্রেরিত পৌল চান যে মানুষ তাঁর জন্য প্রার্থনা করুক এবং তিনি নিজেও বহু মানুষের জন্য প্রার্থনা করেছেন। যদিও তিনি খুব ভালোভাবে জানতেন যে ঈশ্বরের একটি চিরস্থায়ী পরিকল্পনা আছে এবং তিনি তা কার্যকর করবেন, পৌল এটাও জানতেন যে ঈশ্বর তাঁর লোকেদের প্রার্থনাকগুলি ব্যবহার করেন।

সুতরাং, প্রার্থনা অত্যন্ত উপকারী এবং প্রয়োজনীয়। আমরা কার সঙ্গে প্রার্থনা করব? আপনার কি একা প্রার্থনা করা উচিত, নাকি অন্যদের সঙ্গে? প্রথমত, আমাদের একা প্রার্থনা করা উচিত, ব্যক্তিগত প্রার্থনা। কিন্তু অন্যদের সঙ্গে একত্রে প্রার্থনা করাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যদি আপনি বিবাহিত হোন, তাহলে আপনার স্ত্রীর সাথে একত্রে প্রার্থনা করবেন । যদি আপনার পরিবার থাকে, তাহলে পরিবারের সঙ্গে একত্রে প্রার্থনা করবেন। এবং যখন আমরা মন্ডলীতে একত্রিত হই, তখন আমাদের একসঙ্গে প্রার্থনা করার জন্য আহ্বান করা হয়, কারণ প্রভু প্রার্থনা শ্রবণ করেন। এবং তাই, বিশ্বাসীদের একটি দল হিসেবে মণ্ডলীতে একত্রিত হয়ে প্রার্থনা করা অত্যন্ত ভালো।

আমরা ২ বংশাবলি ৭:১৪ পদে পড়ি, "আমার প্রজারা, যাহাদের উপরে আমার নাম কীর্তিত হইয়াছে, তাহারা যদি নম্র হইয়া প্রার্থনা করে ও আমার মুখের অন্বেষণ করে, এবং তাহাদের কুপথ হইতে ফিরে, তবে আমি স্বর্গ হইতে তাহা শুনিব, তাহাদের পাপ ক্ষমা করিব ও তাহাদের দেশ আরোগ্য করিব।" এখানে একটি উদাহরণ রয়েছে—যদি মানুষ একত্রিত হয়ে তাদের পাপ স্বীকার করে, তাহলে প্রভু তাদের আবেদন শুনবেন। অতএব, অন্যদের সঙ্গে প্রার্থনা করা গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো ব্যক্তিগত প্রার্থনা, যখন ঈশ্বরের আমরা একা সম্মুখে থাকি। কারণ প্রভু যীশু আমাদের মথি ৬:৬ পদে বলেন, "কিন্তু তুমি যখন প্রার্থনা কর, তখন তোমার অন্তরাগারে প্রবেশ করিও, আর দ্বার রুদ্ধ করিয়া তোমার পিতা, যিনি গোপনে বর্তমান, তাঁহার নিকটে প্রার্থনা করিও; তাহাতে তোমার পিতা, যিনি গোপনে দেখেন, তিনি তোমাকে ফল দিবেন।" আমাদের গোপন কক্ষে প্রার্থনা করতে হবে। এটি একটি অভ্যন্তরীণ ঘর। সেই সময়, এটি ছিল একটি সংরক্ষণাগার কক্ষ। প্রভু যীশুর সময়ের ঘরগুলিতে সাধারণত একটি মাত্র কক্ষ থাকত, তবে সেখানে একটি ছোট সংরক্ষণাগার কক্ষ থাকত। আর সেটিই ছিল একটি বড় কক্ষের মতো জায়গা। প্রভু যীশু বলেন, তোমাকে সেখানে প্রবেশ করতে হবে। এবং দরজা বন্ধ করে সম্পূর্ণ একা প্রার্থনা করতে হবে, যেখানে কেউ তোমাকে দেখতে পাবে না, শুধুমাত্র প্রভু ছাড়া।

এবং ঈশ্বরের সামনে একাকী প্রার্থনার জীবন অত্যন্ত আশীর্বাদপূর্ণ। সেখানে আপনি আবিষ্কার করবেন, ঈশ্বর একজন নগণ্য, পথহারা পাপীর জন্য কে। সেখানে ঈশ্বরের বাক্য আপনার পাপ ও অন্যায়কে প্রকাশ করবেন। সেখানে আপনার অন্তরের গভীরতা উন্মোচিত হবে, যার অস্তিত্ব সম্পর্কে আপনি নিজেও আগে সচেতন ছিলে না। সেখানে, আপনার কর্মের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য আপনার কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠবে। এটি সেই অভ্যন্তরীণ কক্ষে, যেখানে খ্রীষ্টের অনুগ্রহ হৃদয়ে প্রয়োগ করা হয়, যেখানে আপনি ঈশ্বরের সঙ্গে শান্তি আবিষ্কার করেন। সেখানে, প্রভু যীশু পাপীদের প্রতি তাঁর মহান প্রেম আপনার আত্মার কাছে প্রকাশ করেন। সেখানে, আপনি ক্রুশবিদ্ধ ত্রাণকর্তাকে সম্পূর্ণরূপে মনোমুগ্ধকর হিসেবে দেখতে শেখেন। সেখানে, ঈশ্বরের সামনে একাকী, আপনি খ্রীষ্টের প্রতি সমস্ত প্রতিরোধ ত্যাগ করতে শেখেন। এবং সেখানে, আপনি বুঝতে পারেন যে ঈশ্বরের প্রেমের অধীনে আপনার হৃদয় কীভাবে কোমল হয়ে যায়। সেখানে, আপনি ঈশ্বরে এমন আনন্দ ও সুখের স্বাদ পান, যা তুলনাহীন। অভ্যন্তরীণ কক্ষে সেই জীবন এটি একটি ফলদায়ক জীবন। সেখানেই বিশ্বাসের ফল জন্মায় ও পুষ্ট হয়—মৃদুতা, সহনশীলতা, ধৈর্য, নম্রতা, প্রেম, যত্ন, করুণা ও দয়া। এগুলোই সেই ফল, যা প্রভু আপনাকে দান করেন, যখন আপনি একাকী গোপন কক্ষে প্রার্থনা করেন।

প্রভু চান যে আমরা দরজা বন্ধ করে তাঁর সঙ্গে একা থাকি। আপনি পবিত্রশাস্ত্রেও পড়বেন, যে ইসহাক সন্ধ্যাবেলায় ক্ষেতে ধ্যান করতে গিয়েছিলেন, আদিপুস্তক ২৪:৬৩। এবং প্রভু যীশু পাহাড়ে উঠে প্রার্থনা করেছিলেন (মথি ১৪:২৩)। তিনি তা সারারাত ধরে করেছিলেন। আমরা মর্ক ১:৩৫ পদে পড়ি, "পরদিন খুব ভোরে, রাত পোহাবার অনেক আগে, যীশু উঠে পড়লেন এবং বাড়ি ছেড়ে এক নির্জন স্থানে গিয়ে প্রার্থনা করতে শুরু করলেন।" আমরা প্রেরিতদের কার্য বিবরণে পড়ি যে পিতর বাড়ির ছাদে উঠে প্রার্থনা করেছিলেন (প্রেরিত ১০:৯)। আপনি দেখুন, যখন আপনি ঈশ্বরের সামনে একা থাকেন, তখন আপনার প্রার্থনা ভিন্ন হয়। আপনি আপনার স্ত্রীকে ভালোবাসেন। তাঁর কাছে আপনার কোনো গোপনীয়তা নেই, তবুও যখন আপনি তাঁর সঙ্গে থাকেন, তখন আপনার প্রার্থনা ভিন্ন হয়। কারণ ব্যক্তিগত প্রার্থনায় প্রভু আপনার হৃদয় উন্মুক্ত করেন। এবং সেখানে আপনি ব্যক্তিগত সংগ্রামে শক্তি লাভ করেন।

অথচ, বৈবাহিক জীবনে প্রার্থনাও খুবই গুরুত্বপূর্ণ। স্বামী-স্ত্রী হিসেবে একে অপরকে প্রার্থনায় খুঁজে নেওয়া, যাতে একসঙ্গে প্রভুর সামনে নিজেদের প্রয়োজন নিবেদন করা যায়, ঠিক যেমন ইসহাক ও রেবেকা একসঙ্গে প্রভুকে অনুরোধ করেছিলেন। এবং ঠিক যেমন সখরিয় ও ইলিশাবেত ছিলেন ধার্মিক দম্পতি। একসঙ্গে প্রার্থনা করা কত বড় আশীর্বাদ! স্বামী-স্ত্রী হিসেবে আমাদের একে অপরকে ভালোবাসতে হবে। শুধুমাত্র যখন আপনি একে অপরকে ভালোবাসেন, তখনই আপনি একসঙ্গে প্রার্থনা করতে পারেন।

ঠিক তেমনই, পরিবারের সঙ্গে একত্রে প্রার্থনা করাও অত্যন্ত উপকারী। পারিবারিক উপাসনা—এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ, যখন আমরা প্রার্থনার কথা বলি, কারণ প্রথম যাদের সঙ্গে আপনি প্রার্থনা করবেন, তারা আপনার পরিবারের সদস্যরা। আমরা এটি পবিত্রশাস্ত্রেও দেখতে পাই। অব্রাহাম তাঁর পরিবার ও সমস্ত দাসদের সঙ্গে উপাসনা পরিচালনা করেছিলেন। ইসহাক ও যাকোবও একই কাজ করেছিলেন। এবং দাউদও একই কাজ করেছিলেন; তিনি গীতসংহিতা ১০১:২ পদে বলেন, "আমি বিবেচনাপূর্বক সিদ্ধপথে গমন করিব; আমার গৃহমধ্যে আমি হৃদয়ের সিদ্ধতায় চলিব।" তিনি তাঁর পরিবারের সঙ্গে একত্রে প্রভুকে অন্বেষণ করেছিলেন।

এটি আমাদের কখন করা উচিত? কারণ জীবন ব্যস্ত। পরিবারের সদস্যদের তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে। আমাদের উচিত পরিবারের সঙ্গে আহারের সময় একত্রে প্রার্থনা করার চেষ্টা করা। তখন, পরিবারের পিতা প্রার্থনায় নেতৃত্ব দিতে পারেন। এবং আমাদের এটি নির্দিষ্ট সময়ে করা উচিত; বিশেষ করে যখন আমরা একসাথে আহার করি, তখন খাওয়ার শুরুতে প্রভুর আশীর্বাদ প্রার্থনা করে শুরু করি, এবং আহারের শেষেও পবিত্র শাস্ত্র পাঠ ও প্রার্থনার মাধ্যমে শেষ করতে পারি। এছাড়া, যখন আমাদের বাড়িতে অতিথিরা থাকেন, তখন তাদেরও আমাদের প্রার্থনায় যুক্ত করা উচিত। আর আমরা যেন শুধু আমাদের খাদ্যের ওপর আশীর্বাদ প্রার্থনা না করি, বরং আমাদের পাপের জন্য ক্ষমা চাই, আজকের দিনে প্রভু যেসমস্ত আশীর্বাদ দিয়েছেন তার জন্য ধন্যবাদ জানাই । এবং পরিবারের সদস্যদের বিভিন্ন প্রয়োজন প্রার্থনায় প্রভুর কাছে নিবেদন করি। এভাবে একত্রে পরিবার হিসেবে থাকা সত্যিই একটি মহান আশীর্বাদ।

এটি একটি বহু পুরাতন রীতি, একটি প্রাচীন খ্রীষ্টিয় প্রথা, যা আমরা এইভাবে পালন করি। আমরা এটির বিষয় ইতিমোধ্যেই নতুন নিয়মে পড়ি। উদাহরণস্বরূপ, প্রেরিত পৌল যখন জাহাজে ঝড়ের মধ্যে ছিলেন, তারা বহুদিন ধরে কিছু খেতে পারেননি। তখন তিনি বসে রুটি খেতে শুরু করেন, কিন্তু প্রথমে তিনি প্রভুকে ধন্যবাদ দেন, প্রার্থনা করেন। প্রাচীন মন্ডলীর সময়, খ্রীষ্টবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে অপবাদ রটানো হতো, তাদের সম্পর্কে অনেক মন্দ, অসত্য ও মিথ্যা কথা বলা হতো। উদাহরণস্বরূপ, বলা হতো যে তারা ভীষণ ভোজ করত এবং তারা আসলে পেটুক ছিল। কিন্তু তখন একজন ধর্মতত্ত্ববিদ ছিলেন, টারটুলিয়ান, তিনি সত্য লিখেছিলেন— "আমরা আমাদের টেবিলে বসি না, যতক্ষণ না আমরা প্রথমে আমাদের ঈশ্বরকে প্রার্থনায় অন্বেষণ করি। এবং আমরা একসঙ্গে আহার করি, এই উপলব্ধি নিয়ে যে আমাদের রাতেও আমাদের ঈশ্বরের সেবা করতে সক্ষম হতে হবে। আমরা আমাদের আহার প্রার্থনা ও কৃতজ্ঞতার মাধ্যমে শেষ করি, এবং তাই আমরা নির্বোধ জীবনযাপনের প্রতি আত্মসমর্পণ করি না। আমরা আমাদের বাড়িতে দৈনিক, নিয়মিত আত্মিক অনুশীলন পরিচালনা করি।" এবং সেই আত্মিক অনুশীলনগুলোর মধ্যে থাকবে প্রার্থনা, তবে ঈশ্বরের বাক্য পাঠও। তখনকার দিনেও, ঈশ্বরের লোকেদের মধ্যে হাতে লেখা বহু ঈশ্বরের বাক্যের অনুলিপি বিতরণ করা হয়েছিল।

আমরা সুসমাচারগুলিতেও পড়ি যে প্রভু যীশু বসে আহার গ্রহণ করেছিলেন, এবং তিনি প্রথমে প্রার্থনা করেছিলেন, যখন তিনি মথি ১৪ অধ্যায়ে ৫,০০০ মানুষের সঙ্গে খাবার গ্রহণ করেছিলেন। ঠিক তেমনই, আমরা দেখি যে অন্যান্য সময়েও প্রার্থনা করা হয়েছিল। প্রভু যীশু আশীর্বাদ প্রার্থনা করেছিলেন, এবং তিনি কৃতজ্ঞতার প্রার্থনাও করেছিলেন। সুতরাংগ, আমাদের পরিবার হিসেবে এইভাবে আচরণ করা উচিত। এটি আমাদের শুধু শাস্ত্র পাঠের সুযোগই দেয় না, বরং খাবারের পর আমরা বিভিন্ন গীতসংহিতা বা আত্মিক স্তুতি গান গাইতে পারি। এবং তারপর আমরা আমাদের পরিবারের প্রতিটি সদস্যকে স্মরণ করে, আমাদের দৈনন্দিন কাজে ঈশ্বরের আশীর্বাদ প্রার্থনা করতে পারি। এখন, কত বড় আশীর্বাদ এই ধরনের পারিবারিক প্রার্থনা, যেখানে পুরো পারিবারিক জীবন এই প্রার্থনার জীবনের মধ্যে নিহিত।

আমরা এই বিষয়গুলি পবিত্রশাস্ত্রেও প্রকাশিত দেখতে পাই। আমরা ইতিমধ্যেই অব্রাহাম, ইসহাক ও যাকোবের কথা উল্লেখ করেছি, এবং আমরা মোশির পাঁচটি বই থেকে জানি যে ইস্রায়েলের পিতাদের তাদের পরিবারকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য আহ্বান করা হয়েছিল। এবং প্রেরিত পৌল ১ তীমথি ২:৮ পদে পুরুষদের উৎসাহিত করেন— "অতএব আমার বাসনা এই, সকল স্থানে পুরুষেরা বিনা ক্রোধে ও বিনা বির্তকে শুচি হস্ত তুলিয়া প্রার্থনা করুক।" যখন পৌল বলেন "সকল স্থানে," তিনি বিশেষভাবে তাদের নিজ নিজ গৃহকে বোঝাতে চেয়েছেন। সেখানেই তাদের প্রার্থনা করার জন্য আহ্বান করা হয়েছে।

তাই, পরিবারের বাবাদের অথবা পরিবারের নেতাদের প্রার্থনায় নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য আহ্বান করা হয়েছে। আসলে, প্রতিটি পরিবার একটি ছোট মন্ডলীর র মতো হওয়া উচিত, এবং প্রতিটি ঘর প্রার্থনার ঘর হওয়া উচিত। আর এখন, আমরা ব্যক্তিগত প্রার্থনার কথা বলছি না, বরং একটি পরিবারের মধ্যে প্রার্থনার কথা বলছি, আমাদের পরিবারের সাথে, আমাদের বন্ধুদের সাথে প্রার্থনা করার কথা বলছি।

আমরা এটি প্রেরিতদের কার্যবিবরণ ১২:১২ পদেও দেখি— "সেখানে অনেকে একত্র হইয়াছিল ও প্রার্থনা করিতেছিল।" পারিবারিক প্রার্থনা গৃহের মধ্যে সম্পন্ন হয়। এই পারিবারিক প্রার্থনাকে উন্নীত করার জন্য অনেক কারণ দেওয়া যেতে পারে। আমরা কেন পারিবারিক প্রার্থনা করব? কারণ ঈশ্বর প্রার্থনা শুনতে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। ঈশ্বর প্রার্থনা শ্রবণ করেন। তিনি জীবন্ত ঈশ্বর। যারা প্রভুর নামে আহ্বান করে, তাদের প্রার্থনা শ্রবণ করা হবে। গীতসংহিতা ৩৪:১৫ পদে বলা হয়েছে—"ধার্মিকগণের প্রতি সদাপ্রভুর দৃষ্টি আছে, তাহাদের আর্তনাদের প্রতি তাঁহার কর্ণ আছে।" এবং মথি ১৮:১৯ পদে বলা হয়েছে— "আবার আমি তোমাদিগকে সত্য কহিতেছি, পৃথিবীতে তোমাদের দুই জন যাহা কিছু যাচ্ঞা করিবে, সেই বিষয়ে যদি একচিত্ত হয়, তবে আমার স্বর্গস্থ পিতা কর্তৃক তাহাদের জন্য তাহা করা যাইবে।"

সুতরাং, আমরা এমনকি রানী ইষ্টেরের কথাও পড়ি, যিনি তাঁর দাসীদের সঙ্গে তাঁর বাসস্থানে একত্রিত হয়েছিলেন, এবং তারা মুক্তির জন্য ঈশ্বরকে আহ্বান করেছিলেন (ইষ্টের ৪:১৬)। আমরা ইয়োবের কথাও পড়ি যিনি বলি ও প্রার্থনার মাধ্যমে, বারবার তাঁর সন্তানদের পবিত্র করেছিলেন (ইষ্টের ১:৫)। যখন খোলামেলা পারস্পরিক প্রার্থনা করা হয়, পরিবারের মধ্যে বিবাদ ও মতবিরোধ দূর হয়ে যায়; যখন শোক ও দুঃখের দিনগুলি থাকে, তখন পারিবারিক প্রার্থনার মাধ্যমে অনেক সান্ত্বনা অনুভব করা যায়।

অনেকেই ভাবেন, পারিবারিক উপাসনার সময় অন্য কারও লেখা কোনো প্রার্থনা পাঠ করা কি অনুমোদিত? আমরা এর উত্তর দিই যে এটি অবশ্যই অনুমোদিত। এটি হতে পারে যে পরিবারের নেতারা প্রার্থনা গঠনে কঠিনতা অনুভব করেন, এবং তাই তারা ঈশ্বরভক্ত ব্যক্তিদের লেখা প্রার্থনায় ব্যবহার করতে পারেন। কিন্তু আমাদের বুঝতে হবে যে পরিবারের নির্দিষ্ট কিছু প্রয়োজন থাকতে পারে, যা এই ধরনের সাধারণ প্রার্থনায় প্রকাশিত হয় না। সুতরাং, আমাদের উচিত এই প্রার্থনাকে সংশোধন করা, যাতে আমাদের পরিবারের প্রয়োজনগুলি যুক্ত হয়। এছাড়াও, নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে লিখিত প্রার্থনার ব্যবহার করা উপকারী হতে পারে, যাতে যারা প্রার্থনায় নেতৃত্ব দেন, তারা বারবার একই শব্দ, বাক্যাংশ ও ভাষা ব্যবহার না করেন। কারণ যারা প্রার্থনায় নেতৃত্ব দেন, তাদের সতর্ক থাকতে হবে, যাতে তারা সর্বদা একই শব্দ ব্যবহার না করেন। সুতরাং, একটি লিখিত প্রার্থনা বা এমনকি পূর্বে নিজে পড়ে প্রস্তুতি নেওয়া, এটি সাহায্য করতে পারে যখন আপনাকে জনসমক্ষে প্রার্থনা করতে বলা হয়। তাই, এগুলো নিজের জন্য পড়া উপকারী হতে পারে।

গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, আমাদের সন্তানদের প্রার্থনা করতে শেখানো উচিত। আমরা তা করি তাদের জন্য উদাহরণ হয়ে। এছাড়াও, তাদের শিক্ষা দেওয়া উচিত যে তারা নিজেরাই প্রার্থনা করুক, যাতে তারা বুঝতে পারে যে তারা পাপী, যে তাদের একটি নতুন হৃদয়ের প্রয়োজন, তাদের নতুনভাবে জন্ম হতে হবে, এবং প্রভু যীশু পাপের মূল্য পরিশোধ করেছেন। সুতরাং, তাই, আমাদের উচিত সন্তানদের শেখানো যে তারা যেন ঈশ্বরের পবিত্র আত্মার কার্য আমাদের হৃদয়ে সক্রিয় হবার জন্য প্রার্থনা করে, এবং তাদের দেখানো যে আমরা আমাদের সমস্ত প্রয়োজন তাঁর সম্মুখে উপস্থাপন করতে পারি, তাদের শেখানো দরকার যে তারা যেন এই জগতের জন্য নয়, কিন্তু স্বর্গের জন্য জীবন যাপন করুক। এবং তাদের দেখানো উচিত যে খ্রীষ্টের অনুগ্রহ ও ঐশ্বর্যের অংশীদার হওয়া, জগতের ঐশ্বর্যের চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। তাদের দেখান এবং সতর্ক করুন, যে পাপ কত ভয়ঙ্কর এবং পাপের পরিণতি কত ভয়াবহ। তাদের বলুন যে ঈশ্বর তাদের প্রার্থনা শুনতে প্রস্তুত। এই গুরুত্বপূর্ণ যে তারা শৈশবকালেই এই বিষয় গুলি উপলব্ধি করুক। প্রথমে, আমাদের উচিত তাদের সঙ্গে একত্রে প্রার্থনা করা। এরপর, ধাপে ধাপে তাদের পরিচালিত করুন যাতে তারা নিজে প্রার্থনা করতে শেখে। এবং তাদের দেখানো উচিত যে তারা তাদের চারপাশের মানুষের জন্যও প্রার্থনা করুক। তাদের দেখান যে এটি জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, এবং প্রভুর জন্য কোনো প্রয়োজনই খুব ছোট নয় এবং প্রভুর জন্য কোনো প্রয়োজন খুব বড় নয়। এভাবে, একটি শিশু শেখে কীভাবে সে ঈশ্বরের সামনে নিজের বোঝা মুক্ত হতে পারে।

এবং তাই, সন্তানদের শিক্ষা দিন যে তারা মন্ডলীর মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা করুক। তাদের শিক্ষা দিন যে তারা প্রভুর নিপীড়িত সন্তানদের জন্য প্রার্থনা করুক— যারা বন্দি, যারা প্রভু যীশুর নামে দুঃখ সহ্য করছে। তাদের এটি শেখান যে তারা প্রভুর অসংখ্য অপ্রাপ্য আশীর্বাদের

জন্য কৃতজ্ঞতা ধন্যবাদ দিক। যখন তারা ব্যক্তিগত প্রয়োজন, বা অসুস্থতার সম্মুখীন হয়, তখন তাদের প্রভুর কাছে প্রার্থনা, ধন্যবাদ নিবেদন করে। তারা যেন কখনও তাঁর অপ্রাপ্য প্রাপ্ত দয়া ভুলে না যায়।

আমরা পারিবারিক প্রার্থনার একটি স্পষ্ট উদাহরণ যিহোশূয়র মধ্যে পাই। যিহোশূয় প্রত্যেক ঈশ্বরভক্ত স্বামী ও পিতার জন্য একটি আদর্শ। তিনি প্রভুর সেবা করার শুধু সংকল্প করেছিলেনা তাই নয়, বরং যদি অন্য কেউ প্রভুর সেবা নাও করে, তবুও তিনি এবং তাঁর পরিবার প্রভুর সেবা করবেন (যিহোশূয় ২৪:১৫)। যিহোশূয় এই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। এবং আমরা এটি যিহোশূয় ২৪:২ পদে পড়ি। যখন তিনি এই সিদ্ধান্ত নিলেন, তখন সম্ভবত তাঁর বয়স একশ বছরেরও বেশি ছিল, এবং তাঁর ঈশ্বরের প্রতি অসাধারণ উৎসাহ ছিল। এই ঈশ্বরভক্ত ব্যক্তির প্রভাব এতটাই শক্তিশালী ছিল যে, পরবর্তী কয়েক প্রজন্ম ধরে মানুষ সত্যিই প্রভুর উপাসনা করেছিল। যিহোশূয় ২৪:৩১, "যিহোশূয়ের সমস্ত জীবনকালে, এবং যে প্রাচীনবর্গ যিহোশূয়ের মরণের পরে জীবিত ছিলেন, ও ইস্রায়েলের জন্য সদাপ্রভুর কৃত সমস্ত কার্য জ্ঞাত ছিলেন, তাঁহাদেরও সমস্ত জীবনকালে ইস্রায়েল সদাপ্রভুর সেবা করিল।"

দেখলেন, ব্যক্তিগত প্রার্থনার প্রভাব বহু প্রজন্ম পর্যন্ত শক্তিশালী ও বিরাট হতে পারে । সুতরাং, প্রার্থনা আপনার পরিবারের জন্য একটি আশীর্বাদ হবে। যখন আপনি প্রার্থনা করেন, তখন আপনি আপনার পরিবারের ওপর ঈশ্বরের আশীর্বাদ প্রত্যাশা করতে পারেন। প্রভু আপনার সন্তানদের পরিবর্তন করতে সক্ষম, এবং তাই আপনার তাদের উপস্থিতিতেই তাদের পরিবর্তনের জন্য প্রার্থনা করা উচিত। তাহলে প্রার্থনা করুন, প্রভুর কাছে প্রার্থনা করুন যাতে তিনি তাদের এই জগতের প্রলোভন থেকে রক্ষা করেন। তিনি আপনার সন্তানদের সমৃদ্ধ করতে পারেন এবং তাদের "আপনার মেজের চারিদিকে জলপাই বৃক্ষের ন্যায়" বড় করে তুলতে পারেন (গীতসংহিতা ১২৮)। কারণ প্রভু প্রার্থনা শ্রবণ করেন।

এবং শেষে, কিছু মানুষ প্রার্থনার ভঙ্গিমা সম্পর্কে প্রশ্ন করেন। আমরা কোন শারীরিক ভঙ্গিতে প্রার্থনা করা উচিত? আমরা আগেই উল্লেখ করেছি, আমরা চোখ বন্ধ করি এবং হাত জড়ো করি। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, প্রার্থনার পদ্ধতি শাস্ত্রে নির্দিষ্টভাবে বলা হয়নি। আমরা পড়ি যে কিছু মানুষ প্রার্থনায় হাঁটু গেড়ে বসেছিলেন। পৌল ইফিষীয়ের প্রাচীনদের সঙ্গে প্রার্থনার সময় নতজানু হয়ে বসেছিলেন। কিন্তু আমরা দেখি রাজা শলোমন পুরো জনসমাবেশের সামনে দাঁড়িয়ে প্রভুর নামে আহ্বান করেছিলেন (১ রাজাবলি ৮:২২)। প্রভু যীশু তাঁর শিষ্যদের থেকে পৃথক হয়ে প্রার্থনায় নতজানু হয়ে বসেছিলেন (লূক ২২:৪১)। কিন্তু আমরা মার্ক ১১:২৫ এবং যোহোন ১১:৪১ পদে প্রার্থনায় দাঁড়িয়ে থাকার উল্লেখও পাই। এটি ভক্তি ও বিনয়ের প্রতীক। এবং এটি আমাদের মনে রাখা উচিত— বিনয় ও ভক্তি।

এবং তাই, আমরা আমাদের শব্দ দ্বারা প্রভুকে সম্মান করি, কিন্তু আমাদের দেহভঙ্গিমার মাধ্যমেও। তবে মূল বিষয় হলো আমাদের হৃদয়— আমাদের হৃদয়ের অবস্থা কেমন। কিছু মানুষের জন্য নতজানু হওয়া কঠিন হতে পারে। তাদের হাঁটুতে ব্যথা থাকতে পারে। একটি দীর্ঘ সময় ধরে দাঁড়িয়ে প্রার্থনা করাও ক্লান্তিকর হতে পারে। সুতরাং, প্রত্যেকের উচিত নিজের বিবেক অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নেওয়া— কীভাবে সে প্রার্থনা করবে, যতক্ষণ না সে তা হৃদয় থেকে করে। এবং এই পর্যন্তই, প্রার্থনা সম্পর্কিত কিছু ব্যবহারিক বিষয়। ধন্যবাদ।

বক্তৃতা ১২

পালকদের প্রার্থনার জীবন

প্রার্থনার সৌন্দর্য ধারাবাহিক বক্তৃতার দ্বাদশ পর্বে আপনাকে স্বাগতম।

আজ আমরা পালকদের প্রার্থনার জীবন নিয়ে আলোচনা করতে চাই, একটি অত্যন্ত ব্যবহারিক বিষয়, যা আশা করি খুবই উপকারী হবে। আপনাদের মধ্যে অনেকেই পালক, কিন্তু অন্যেরাও যারা পালকের দায়িত্বের সঙ্গে যুক্ত নেই, তারাও এই বক্তৃতা থেকে উপকৃত হতে পারেন।

সুতরাং, সকল খ্রীষ্ট বিশ্বাসীকেই প্রার্থনা করতে আহ্বান করা হয়েছে। "সর্বদা প্রার্থনা করো," প্রেরিত পৌল বলেন। কিন্তু বিশেষভাবে পালকদের প্রার্থনা করতে আহ্বান করা হয়েছে। তাদের প্রার্থনাশীল ব্যক্তি হওয়া উচিত। প্রেরিতদের কথা ভাবুন, তারা প্রেরিতদের কার্যবিবরণ ৬:৪ পদে বলেছেন— "কিন্তু আমরা প্রার্থনায় ও বাক্যের পরিচর্যায় নিবিষ্ট থাকিব।" এই দুটি বিষয় একজন পালকের বৈশিষ্ট্য হওয়া উচিত। এটি পুরাতন নিয়মের ভাববাদীদের দায়িত্ব ছিল। যেমন, ভাবুন শমূয়েলের কথা, যিনি ১ শমূয়েল ১২:২৩ পদে বলেন— "আর আমিই যে তোমাদের জন্য প্রার্থনা করিতে বিরত হইয়া সদাপ্রভুর বিরুদ্ধে পাপ করিব।" তিনি লোকেদের জন্য প্রার্থনাকে, পালকদের প্রার্থনাকে, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মনে করেছিলেন।

এবং তাই, আমরা ইতিমধ্যেই ১ শমূয়েল ৭:৫ পদে দেখেছি, যেখানে শমূয়েল বলেছেন— "তোমরা সমস্ত ইস্রায়েলকে মিস্পাতে একত্র কর; আমি তোমাদের জন্য সদাপ্রভুর কাছে প্রার্থনা করিব।" এটি তখন একটি জনসমক্ষে প্রার্থনার উদাহরণ ছিল। কিন্তু শমূয়েল ব্যক্তিগত প্রার্থনাও জানতেন, যেখানে তিনি ঈশ্বরের লোকেদের জন্য প্রার্থনা করতেন।

সুতরাং, এটি ভাববাদী, প্রেরিতদের দায়িত্ব। এটি দাফতরিক দায়িত্বপ্রাপ্তদের কাজ। একজন বিশ্বস্ত পালকের উচিত প্রায়শই নতজানু হয়ে মন্ডলীর সদস্যদের জন্য প্রভুর অনুগ্রহ প্রার্থনা করা। আমরা ঈশ্বরের বাক্যে বহুবার পড়েছি কিভাবে একজন অন্যজনের জন্য প্রার্থনা করেছে। ভাবুন, অব্রাহাম, যিনি লোটের জন্য প্রার্থনা করেছিলেন। মোশি, যিনি লোকেদের জন্য প্রার্থনা করেছিলেন। ইয়োব, যিনি তাঁর বন্ধুদের জন্য প্রার্থনা করেছিলেন। হারোণ, যিনি জীবিত ও মৃতদের মাঝে দাঁড়িয়ে ঈশ্বরের জাতির জন্য প্রার্থনা করেছিলেন। দানিয়েল, যিরূশালেমের জন্য প্রার্থনা করেছিলেন। প্রেরিত ১০:৯ পদে আমরা পড়ি, পিতর দুপুরবেলায় ঘরের ছাদে উঠে প্রার্থনা করেছিলেন তখন বাজছিলো দুপুর বারোটা। আর প্রেরিত ১:১৪ পদে — "একযোগে প্রার্থনায় ক্রমাগত লেগে রইলেন।" এবং প্রেরিত ১২ পদে আমরা পড়ি যে মন্ডলী, প্রাচীন যিরূশালেম মন্ডলী পিতরের কারাগার থেকে মুক্তির জন্য অবিরত প্রার্থনা করেছিল। মন্ডলী ঈশ্বরের কাছে তাঁর জন্য অবিরাম প্রার্থনা করেছিল।

এবং তাই, প্রভু যীশু নিজেও প্রার্থনার প্রয়োজন অনুভব করেছিলেন। আমরা মর্ক ১:৩৫ পদে পড়ি— "পরে অতি প্রত্যুষে, রাত্রি পোহাইবার অনেকক্ষণ পূর্বে, তিনি উঠিয়া বাহিরে গেলেন, এবং নির্জন স্থানে গিয়া তথায় প্রার্থনা করিলেন।" এবং লূক ৬:১২-তে আমরা পড়ি যে প্রভু যীশু সারা রাত ধরে প্রার্থনা করেছিলেন। এছাড়াও, প্রেরিত পৌল মণ্ডলীগুলির জন্য ব্যাপকভাবে প্রার্থনা করেছিলেন। আপনি কি লক্ষ্য করেন না যে প্রেরিতদের পত্রগুলোতে প্রায়শই প্রার্থনার উল্লেখ পাওয়া যায়?

১ করিন্থীয় ১:৪-৫, "ঈশ্বরের যে অনুগ্রহ খ্রীষ্ট যীশুতে তোমাদিগকে দত্ত হইয়াছে, তাহার জন্য আমি তোমাদের বিষয়ে নিয়ত ঈশ্বরের ধন্যবাদ করিতেছি; কেননা তাঁহাতেই তোমরা সর্ববিষয়ে, সর্ববিধ বাক্যে ও সর্ববিধ জ্ঞানে ধনবান হইয়াছ।"

ফিলিপীয় ১:৪— "আমার সমস্ত বিনতিতে তোমাদের সকলের জন্য আনন্দ সহকারে প্রার্থনা করিয়া থাকি। এবং তিনি এটি আনন্দের সঙ্গে করেছিলেন।"

এবং ফিলিপীয় ১:৯, "আর আমি এই প্রার্থনা করিয়া থাকি, তোমাদের প্রেম যেন তত্ত্বজ্ঞানে ও সর্বপ্রকার সূক্ষ্মচৈতন্যে উত্তর উত্তর উপচিয়া পড়ে।"

কলসীয় ১:৯, "আমরা... সেই দিন অবধি তোমাদের নিমিত্তে প্রার্থনা ও বিনতি করিতে ক্ষান্ত হই নাই, যেন তোমরা সমস্ত আত্মিক জ্ঞানে ও বুদ্ধিতে তাঁহার ইচ্ছার তত্ত্বজ্ঞানে পূর্ণ হও।"

২ থিষলনীকীয় ১:১১ "এই জন্য আমরা তোমাদের নিমিত্ত সর্বদা এই প্রার্থনাও করিতেছি।"

আমরা বারবার দেখি যে প্রেরিত পৌল তাঁর তত্ত্বাবধানে থাকা মণ্ডলীরগুলির জন্য অনেক প্রার্থনা করেছেন। অতএব, এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে যারা ঈশ্বরের রাজ্যে শ্রম করেন, তাঁদের মধ্যস্থতামূলক প্রার্থনা উত্থাপনে অধ্যবসায়ী হওয়া উচিত। এমন প্রার্থনা রয়েছে যা তাদের নিজেদের জন্য প্রয়োজন—আলো ও অনুগ্রহের জন্য প্রার্থনা, কিন্তু কিন্তু পাশাপাশি রয়েছে মধ্যস্থতামূলক প্রার্থনা, অর্থাৎ চারপাশের মানুষদের জন্য প্রার্থনা করা।

দেখুন, বাক্যের সেবকগণও নিজেরাই দুর্বল মানুষ নিজেদের মধ্যে। তাদেরও নিজেদের পাপ আছে। তাদের ঈশ্বরের সাথে মিলিত হওয়ার প্রয়োজন। এবং তাদের পাপের কারণে তারা ঈশ্বরের বাক্য প্রচার করার অযোগ্য। তাই, তাদের প্রভুর সামনে নম্র হতে হবে, তাঁর বাক্যের প্রতি বিশ্বস্ত থাকার জন্য অনুগ্রহ প্রার্থনা করতে হবে এবং যাতে তারা ঈশ্বরের বাক্য প্রচার ও শিক্ষা দিতে সক্ষম হয়। এবং তাই, ঈশ্বরের একজন সেবকের জন্য তাঁর বাক্য প্রেম ও উদ্দীপনার সাথে প্রচার করার জন্য নতুন অনুগ্রহের প্রয়োজন হয়। এবং এই সমস্তই প্রার্থনার মাধ্যমে লাভ করা যায়।

তাদের নিজেদের জন্য প্রার্থনা করা প্রয়োজন। কিন্তু এর পাশাপাশি, তাদের মণ্ডলীর সদস্যদের জন্যও প্রার্থনা করা প্রয়োজন। ভাবুন, মন্দিরে মহাযাজকের মহান দৃষ্টান্ত—তিনি যখন মন্দিরে প্রবেশ করতেন, তখন তাঁর বুকপাটাতে ১২টি খোদাই করা নাম থাকত, যা ইস্রায়েলের ১২টি গোষ্ঠীকে প্রতিনিধিত্ব করত। তাই, তিনি যেন প্রভুর সামনে দাঁড়িয়ে ইস্রায়েলের ১২টি গোষ্ঠীর জন্য প্রার্থনা করতেন। ঠিক তেমনই, একজন পালক তাঁর মণ্ডলীর সদস্যদের প্রভুর সামনে প্রার্থনায় নিবেদন করুক।

তদ্ব্যতীত, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মীরা যেন একে অপরের জন্য প্রার্থনা করুক। সেবকের একে অপরের জন্য প্রার্থনা করুক। এটি প্রেম ও ঐক্যের একটি আত্মা সৃষ্টি করবে।

আপনি জানেন, পালকেরা প্রায়শই তাদের মন্ডলীর তত্ত্বধানের কাজে ব্যস্ত থাকেন এবং কঠোর পরিশ্রম করেন। কিন্তু তাদের সমস্ত পরিশ্রমের মধ্যেও, তারা হয়তো ভুল কাজটিই করছেন। আমরা প্রার্থনার মাধ্যমে ঈশ্বরের আত্মার কার্যকে আহ্বান করার যে সমৃদ্ধ সোনার খনি রয়েছে, তা অবহেলা করে থাকতে পারি। আমরা একটি পালতোলা জাহাজের উদাহরণ ব্যবহার করতে পারি। আমরা পালগুলো পরিচালনা করতে পারি, সেগুলো ঠিকঠাক করতে পারি, শক্ত করে বাঁধতে পারি। আমরা নিশ্চিত করতে পারি যে সেগুলো সর্বোত্তম মানের, এবং ছেঁড়া পাল বদলানোর জন্য নিতে পারি; কিন্তু যদি পালগুলিতে বাতাস না লাগে, তাহলে এর কী উপকার হবে? আমাদের পালগুলোতে বাতাসের প্রয়োজন। আর সেই বাতাস প্রার্থনার মাধ্যমে প্রবাহিত হতে শুরু করে।

চীনের মহান মিশনারি জেমস হাড্সন টেলর প্রার্থনার প্রতি গভীরভাবে নিবেদিত ছিলেন। তাঁর জীবন উদ্যমী প্রার্থনা দ্বারা চিহ্নিত। তিনি তাঁর প্রয়োজনীয় সবকিছুর জন্য প্রার্থনা করতেন, এবং প্রভু তাঁকে সমৃদ্ধভাবে সবকিছু প্রদান করেছিলেন। তিনি বিশেষভাবে সেই মিশনারিদের জন্য প্রার্থনা করতেন, যারা চীনের অন্যান্য অংশে পরিশ্রম করছিলেন। এমন অনেক সময় ছিল যখন দাঙ্গার কারণে তাদের জীবন বিপদের

সম্মুখীন হয়েছিল, এবং তখন জেমস হাড্সন টেলর রাতে বারবার উঠে তাদের জন্য প্রার্থনা করতেন, বিশ্বাস করে যে প্রার্থনা এই মিশনারিদের রক্ষা করবে।

আরেকটি সময়ে, তিনি চীনের দূর পশ্চিমে থাকা মিশনারিদের জন্য প্রার্থনা করেছিলেন, যখন সেখানে দাঙ্গা ও সহিংস অস্থিরতা প্রবল ছিল। হাড্সন টেলর এক বছর ধরে তাদের কোনো খবর পাননি, কিন্তু তিনি নিরবিচারে প্রার্থনা চালিয়ে যান এবং আশা করেন যে সমস্ত বিপদ ও শত্রুতার মধ্যেও প্রভু তাদের রক্ষা করছেন। তিনি তাদের জন্য প্রার্থনা করার একটি গভীর বোঝা অনুভব করতেন। এবং তাই তিনি ধরে নেন যে, তাঁরা এখনও জীবিত আছেন। এবং প্রভু সমস্ত কিছু ভালোভাবে সম্পন্ন করেন। এক বছরেরও বেশি পরে, তিনি শুনতে পান যে তারা নিরাপদ ও সুস্থ আছে।

এইভাবে, হাড্সন টেলর এই প্রয়োজনীয়তা দেখেছিলেন যে অভ্যন্তরীণ চীনের লক্ষ লক্ষ মানুষকে সুসমাচার গ্রহণ করবে। তাই, তিনি প্রার্থনা করেছিলেন যে ঈশ্বর মিশনারিদের প্রদান করুন, এবং পশ্চিমের খ্রীষ্ট বিশ্বাসীদের হৃদয়কে তাদের শ্রমকে আর্থিকভাবে সমর্থন করার জন্য প্রভাবিত করুন, এবং প্রভু তাঁর প্রার্থনার প্রচুর উত্তর দিয়েছিলেন। তিনি তাঁর লোকেদের আবেদন শোনেন। তিনি তাদের প্রত্যাশার চেয়ে অনেক বেশি দেন। এবং হাড্সন টেলরের জীবনের শেষের দিকে, তাঁর পরিশ্রম ও প্রার্থনার ফলে হাজার হাজার মিশনারি ও স্থানীয় কর্মী চীনের বিরাট জনগণের কাছে সুসমাচার প্রচারের জন্য পরিশ্রম করছিলেন।

হাড্সন টেলর উপলব্ধি করেছিলেন যে প্রভুর সেবায় বিশ্বস্ততা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের কাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে বিশ্বস্ত হতে হবে, এমনকি দৈনন্দিন সাধারণ বিষয়গুলিতেও। তিনি বলেছিলেন, 'একটি ছোট জিনিস একটি ছোট জিনিস, কিন্তু একটি ছোট জিনিসে বিশ্বস্ততা একটি মহান বিষয়।' বিশেষ করে, তিনি ধারাবাহিক প্রার্থনায় বিশ্বস্ত থাকার প্রয়োজনীয়তা দেখেছিলেন। বারবার, তিনি তাঁর মিশনারি কর্মীদের সঙ্গে একত্রে প্রার্থনা করতেন। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে আশীর্বাদ আমাদের পরিশ্রমের কারণে আসে না, বরং প্রকৃত আশীর্বাদ ঈশ্বরের কাছ থেকে আসে।

জেমস ফ্রেজার ছিলেন আরেকজন মিশনারি। তিনি হাড্সন টেলরের পর কাজ করেছিলেন। জেমস ফ্রেজার ২০শ শতকের শুরুতে পশ্চিম চীনে লিসু জাতির মাঝে শ্রম করেছিলেন এবং তিনি তাদের কাছে সুসমাচার প্রচার করার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু এটি কার্যকর হয়নি। এটি কঠিন ছিল। কেউই তাঁর কথা শুনতে চাইত না। তিনি তাঁর কাজের ওপর কোনো সত্য আশীর্বাদ ছাড়াই বছরের পর বছর পরিশ্রম করেছিলেন। তারপর তিনি উপলব্ধি করলেন যে স্থায়ী ও ফলপ্রসূ মিশনারি কাজ হাঁটু গেড়ে প্রার্থনার মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। জেমস ফ্রেজার ঈশ্বরের বাক্য প্রচারে বিশ্বস্ত ছিলেন, কিন্তু তিনি ক্রমশ সচেতন হলেন যে ঈশ্বরের লোকেদের প্রার্থনা কাজে আশীর্বাদ ডেকে আনে। এই প্রার্থনাগুলি মিশনারিরা নিজেরাই করতে পারেন, এবং এর পাশাপাশি পশ্চিমের লোকেরাও, যারা কখনোই মিশন ক্ষেত্রে যাননি, কিন্তু তবুও ক্রমাগত আশীর্বাদের জন্য প্রার্থনা করেন।

ফ্রেজার দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন যে মিশনারি কাজের উপর আশীর্বাদ আসে বিশ্বাসপূর্ণ প্রার্থনার মাধ্যমে।

এটাই আমরা বারবার নতুন নিয়মে দেখতে পাই। আমরা ইতিমধ্যেই প্রেরিত পৌলের কথা উল্লেখ করেছি। তাঁর নিজেরও মানুষজনের প্রার্থনার প্রয়োজন ছিল। তিনি শুধু নিজেই প্রার্থনা করেননি, বরং বারবার অন্যদের কাছে তাঁর জন্য প্রার্থনা করতে অনুরোধ করেছেন। তিনি কি জানতেন না যে ঈশ্বর সর্বশক্তিমান এবং ঈশ্বর তাঁর পছন্দের যে কিছু তাই দিতে পারেন? হ্যাঁ, অবশ্যই প্রেরিত পৌল এটি জানতেন, কিন্তু তবুও তিনি চেয়েছিলেন যে মানুষ তাঁর জন্য প্রার্থনা করুক।

রোমীয় ১৫:৩০, "ভ্রাতৃগণ, আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের নিমিত্ত এবং ঈশ্বরের আত্মার প্রেমের নিমিত্ত আমি তোমাদিগকে বিনতি করি, তোমরা ঈশ্বরের কাছে আমাদের নিমিত্ত প্রার্থনা দ্বারা আমার সহিত প্রাণপণ কর।"

এবং ইফিষীয় ৬:১৮-২০ সর্ববিধ প্রার্থনা...সমস্ত পবিত্র লোকের জন্য এবং আমার পক্ষে, যেন মুখ খুলিবার উপযুক্ত বক্তৃতা আমাকে দেওয়া যায়, যাহাতে আমি সাহসপূর্বক সেই সুসমাচারের নিগূঢ়তত্ত্ব জ্ঞাত করিতে পারি।

ইব্রীয় ১৩:১৮, "আমাদের জন্য প্রার্থনা করো।"

এইভাবে, প্রেরিত পৌল বিশ্বাস করতেন যে ঈশ্বরের লোকেদের প্রার্থনা তাঁর পরিশ্রমের উপর আশীর্বাদ আনবে। প্রার্থনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ করে, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মীদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের রাজদূত হিসেবে আহ্বান করা হয়েছে। তাদের বাইরে যেতে হবে এবং সুসমাচার প্রচার করতে হবে—'ঈশ্বরের সাথে মিলিত হও।' তাদের বাক্য যেন গম্ভীর হয়, যেন এটি স্বয়ং ঈশ্বরের বাক্য। একজন পালকের প্রচার এমন হতে হবে যে, যদি মানুষ এটি শোনে, তারা উদ্ধার পাবে, কিন্তু যদি তারা এর বিরুদ্ধে যায় এবং মান্য না করে, তবে তারা চিরতরে নরকে ধ্বংস হবে। এটাই একজন পালকের কাজের গম্ভীরতা।

একজন পালকের যদি ঈশ্বরের বাক্য প্রচার করার জন্য, তাঁকে উপর থেকে আসা অভিষেকের প্রয়োজন, যা প্রার্থনার মাধ্যমে লাভ করা যায়। প্রার্থনার দ্বারা একজন প্রচারক তাঁর প্রচারে শক্তি লাভ করেন। তাই, একজন পালক যিনি প্রার্থনার জন্য আহ্বানপ্রাপ্ত, তাঁকে অন্যান্য ঈশ্বরের সন্তানদের তুলনায় আরও অনেক বেশি নম্র হতে হবে। প্রতিটি পালকে নিজেকে বলতে হবে, "আমি শুধু মাত্র ঈশ্বরের বিরুদ্ধে পাপই করিনি, এবং শুধু ক্ষমা ও পুনর্মিলনের প্রয়োজন তা নয়; বরং আমার পাপের কারণে, আমি এই মূল্যবান সুসমাচার প্রচার করার জন্য অযোগ্য, অক্ষম। তবুও, আমি এই কর্তব্য পালনের জন্য আহ্বানপ্রাপ্ত।"

এটাও সত্য যে অন্তর্নিহিত পাপ ঈশ্বরের সেবকদের উপর সাধারণ ঈশ্বরের সন্তানদের তুলনায় আরও গুরুতর প্রভাব ফেলে। আমরা যিশাইয়র বিষয় ভাবতে পারি, যিনি তাঁর নিজের অক্ষমতা ও কলুষতা দেখেছিলেন। ভাবুন মোশির বিষয়, যিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে তিনি কথা বলতে পারেন না, এবং যিরমিয়র বিষয়, যিনি খুবই তরুণ ছিলেন। তারা সবাই স্বীকার করেছিলেন যে তারা তাদের মুখ খুলে কথা বলতে অক্ষম, তবুও তাদের ঈশ্বরের বাক্য প্রচার করতে হয়েছিল। এটি অত্যন্ত নম্রতাপূর্ণ। হয়তো আপনি নিজেও এটি অনুভব করেছেন? যে আপনি আপনার নিজের অযোগ্যতা অনুভব করেছেন। তাই, প্রার্থনার প্রয়োজন আছে—শুধু ঈশ্বরের সাথে সঠিক সম্পর্ক স্থাপনের জন্য, ও খ্রীষ্টিয় জীবনে পরিচালিত হওয়ার জন্য নয়, বরং প্রভু যীশু খ্রীষ্টের রাজদূত হিসেবে সক্ষম হওয়ার জন্যও। আপনার নিজের শক্তিতে আপনি কখনোই এটি করতে পারবেনা না।

তাই, অবিরাম প্রার্থনার প্রয়োজন রয়েছে, এবং একজন দায়িত্বপ্রাপ্ত, একজন পালক, ঈশ্বরের বাক্য প্রেম ও উদ্দীপনার সাথে প্রচার করার জন্য নতুন অনুগ্রহের প্রয়োজন।

আসুন, আমরা এই ধরনের মধ্যস্থতাকারী প্রার্থনার অনুশীলনটি দেখি। যখন পালকেরা তাদের মণ্ডলীর প্রয়োজনগুলি প্রভুর সম্মুখে নিবেদন করেন, তখন আমাদের সদস্যদের নাম উল্লেখ করা উচিত, ঈশ্বরের কাছে তাদের আশীর্বাদ প্রার্থনা করা উচিত। এটি কঠোর পরিশ্রমের কাজ। এটি সময় নেয়। কখনও কখনও এটি আপনার নির্ধারিত সময়ের চেয়ে বেশি সময় নিতে পারে; কিন্তু এটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। আমরা একটি আত্মাকে পরিবর্তন করতে পারি না। আপনি জানেন, প্রভু আপনার লোকেদের মধ্যে বিস্ময়কর কাজ করতে পারেন, যখন আপনি কেবল দেখছেন কিভাবে প্রভু কাজ করছেন। মন্ডলীর ইতিহাসে অসংখ্য উদাহরণ রয়েছে, এবং এটি এখনও ঘটছে। প্রভু প্রার্থনা শোনেন; তিনি তাঁর লোকেদের হৃদয়কে প্রভাবিত করেন। তাই, প্রত্যাশার সাথে প্রার্থনা করুন, কারণ 'কেননা সদাপ্রভুর প্রতি যাহাদের অন্তঃকরণ একাগ্র, তাহাদের পক্ষে আপনাকে বলবান দেখাইবার জন্য তাঁহার চক্ষু পৃথিবীর সর্বত্র ভ্রমণ করে" (২ বংশাবলি ১৬:৯)।

অতএব, প্রত্যাশার সাথে প্রার্থনা করুন, কিন্তু উদ্দীপনার সাথেও প্রার্থনা করো। এই সচেতনতার সাথে প্রার্থনা করুন যে আপনি অস্তিত্বের সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সবচেয়ে বাস্তব শক্তির কাছে আহ্বান জানাচ্ছেন—সর্বশক্তিমান ঈশ্বর, যিনি আপনার প্রতি করুণাময় ঈশ্বর ও পিতা হওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। এমন নয় যে ঈশ্বরের মধ্যস্থতাকারী প্রার্থনার প্রয়োজন; তিনি সমস্ত কিছুর থেকে স্বাধীন। তবুও, যেমন আমরা আগেও উল্লেখ করেছি, ঈশ্বর তাঁর লোকেদের প্রার্থনা তাঁর পরিত্রাণ পরিকল্পনার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করেন। তিনি তাঁদের প্রার্থনায় আনন্দিত হোন এবং সেইগুলি শুনতে ইচ্ছুক।

আর, আপনার প্রার্থনায় আন্তরিক হোন, গম্ভীর হোন। স্বর্গের রাজ্যকে দৃঢ়তার সাথে গ্রহণ করুন। ভাবো কিভাবে যাকোব পনূয়েল ঈশ্বরের কাছে অনুনয় করেছিলেন, যেমনটি উল্লিখিত হয়েছে আদিপুস্তক ৩২:২৬ পদে: "আপনি আমাকে আশীর্বাদ না করিলে আপনাকে ছাড়িব না।"

দানিয়েলের বিষয় ভাবুন. তিনি গভীর আন্তরিকতার সাথে প্রভুর কাছে অনুনয় করছিলেন। "হে প্রভু, শোনো! হে প্রভু, ক্ষমা করো! হে প্রভু, এদিকে মন দাও ও আমাদের অনুরোধে কাজ করো! তোমার জন্য, হে আমার ঈশ্বর, দেরি কোরো না, কারণ তোমার নগর ও তোমার নগরবাসীরা তোমার নাম বহন করে" (দানিয়েল ৯:১৯)।

বিশ্বাসের সাথে প্রার্থনা করুন। মার্ক ১১:২৪ পদে, "এই জন্য আমি তোমাদিগকে বলি, যাহা কিছু তোমরা প্রার্থনা ও যাচ্ঞা কর, বিশ্বাস করিও যে, তাহা পাইয়াছ, তাহাতে তোমাদের জন্য তাহাই হইবে।" ঈশ্বরের যত্নের উপর আস্থা রেখে বিশ্বাসের সাথে প্রার্থনা করুন।

ঈশ্বরের নামের সম্মান কামনা করেও প্রার্থনা করুন। ভাবুন কিভাবে যিহোশূয়র তাঁর প্রার্থনায় যিহোশূয় ৭:৯ পদে ঈশ্বরের নামের সম্মানের জন্য অনুনয় করেছিলেন, 'তখন তুমি তোমার নিজের মহৎ নামের জন্য কী করবে?' এবং কিভাবে মোশি যাত্রাপুস্তক ৩২:১২ পদে অনুনয় করেছিলেন, "মিসরীয়েরা কেন বলিবে, অনিষ্টের নিমিত্তে, পর্বতময় অঞ্চলে তাহাদিগকে বিনষ্ট করিতে ও ভূতল হইতে লোপ করিতে, তিনি তাহাদিগকে বাহির করিয়া আনিয়াছেন?"

এবং তারপর ঈশ্বরের সম্মান প্রশ্নের মুখে পড়ে। তাই, তাঁর সম্মানের জন্য অনুনয় করুন।

প্রার্থনার জন্য পবিত্রতা প্রয়োজন, ব্যক্তিগত পবিত্রতা। অর্থাৎ, ঈশ্বরের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত একটি জীবন। আমাদের ঈশ্বরের উপর নির্ভরশীল হওয়া দরকার। প্রকৃতপক্ষে, কিছু লেখক বলেছেন যে পাপীদের পরিবর্তন এবং মন্ডলীর মঙ্গল পালকের পবিত্রতার মাত্রার উপর নির্ভর করে। আমরা শাস্ত্রে এমন পবিত্র পুরুষদের উদাহরণ পাই, যাদের প্রভু প্রচুর পরিমাণে ব্যবহার করেছেন। তারা ঈশ্বরের প্রতি নিবেদিত ও উৎসর্গীকৃত ছিলেন, এবং তাদের পরিশ্রম আশীর্বাদপ্রাপ্ত হয়েছিল। বার্নাবাস, প্রেরিত ১১:২৪ "তিনি সৎলোক এবং পবিত্র আত্মায় ও বিশ্বাসে পরিপূর্ণ ছিলেন। আর বিস্তর লোক প্রভুতে সংযুক্ত হইল।"

খ্রীষ্টের প্রেম একজন পালকের হৃদয়ে বাস করা উচিত, এবং যেহেতু খ্রীষ্ট ধ্বংসপ্রাপ্ত আত্মাদের জন্য উদ্বিগ্ন, তেমনি সেবকও ধ্বংসপ্রাপ্ত আত্মাদের জন্য উদ্দীপনা ও প্রেম অনুভব করবেন। তিনি তাঁর গোপন কক্ষে প্রার্থনা করবেন, পরিশ্রম করবেন এবং সংগ্রাম করবেন। সেখানে পালক ঈশ্বরের কাছে তাদের পরিবর্তনের জন্য অনুনয় করবেন। এবং সেখানে পালক ঈশ্বরের সাথে সংযোগের মাধ্যমে তাঁর নিজের আত্মায় উষ্ণতা অনুভব করবেন।

একজন পালককে ধার্মিক ও ঈশ্বরভক্ত হতে হবে, কারণ একজন শীতল, জাগতিক মনোভাবাপন্ন পালকের নিশ্চিতভাবেই একটি শীতল মন্ডলী হবে। কিন্তু একজন জীবন্ত পালকের এমন একটি মন্ডলী থাকবে যেখানে জীবন, আনন্দ এবং প্রার্থনার প্রাচুর্য থাকবে।

তাই, আমরা নিবেদিত পবিত্র পুরুষদের খুঁজে পেতে পারি যাদের উদাহরণ দেওয়া যায়, কিন্তু তারা কখনও কখনও কঠিন পরিস্থিতিতে পরিশ্রম করেছেন। তবুও, তাঁদের জীবনে আশীর্বাদ ছিল। যিশাইয়র কথা ভাবুন। যিশাইয় পরিশ্রম করেছিলেন, তবুও তাঁকে বলতে হয়েছিল, 'আমরা যাহা শুনিয়াছি, তাহা কে বিশ্বাস করিয়াছে?' (যিশাইয় ৫৩:১)। তবুও, এই ভাববাদী যিশাইয়কে ভাববাদীদের মধ্যে সুসমাচার প্রচারক বলা হয়। তিনি এক বিশাল আশীর্বাদ ছিলেন। পুরাতন নিয়মে কোথাও এত স্পষ্টভাবে প্রভু যীশুকে প্রকাশিত হতে দেখা যায় না, যেমনটি যিশাইয় পুস্তকে দেখা যায়। তাই, তিনি কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছিলেন, তবুও তিনি আশীর্বাদপ্রাপ্ত ছিলেন। তিনি একজন নিবেদিত, পবিত্র পুরুষ ছিলেন।

তাই, একজন পালককে প্রকৃতপক্ষে খ্রীষ্টের সাদৃশ্যে হতে আহ্বান করা হয়েছে। তাঁকে ব্যক্তিগত ধার্মিকতা চর্চা করতে হবে। তাঁকে নিজেই ঈশ্বরের উপস্থিতিতে থাকতে হবে। এবং তারপর, পালকের সেই গোপন কক্ষ একটি ভান্ডার হয়ে ওঠে, যেখানে তিনি পুনরায় পূর্ণতা লাভ করবেন। এটি একটি ঝর্ণা হয়ে ওঠে, যেখানে তিনি ফিরে এসে পান করতে পারেন। এটি সেই উচ্চ কক্ষ, যেখানে তিনি প্রভু যীশুর সাথে সংযোগ স্থাপন করতে পারেন। সেখানে পবিত্র আত্মা তাঁকে ছায়া দান করবেন। সেখানে তিনি প্রভুর দ্বারা নির্ধারিত কাজ সম্পাদনের জন্য অনুগ্রহ ও শক্তি লাভ করবেন। সেখানে তিনি প্রভুর মধ্যে দৃঢ়ভাবে স্থির থাকার সংকল্প গ্রহণ করবেন। এটি সেই গোপন কক্ষ, ব্যক্তিগত প্রার্থনার স্থান, যেখানে যুদ্ধ হয় এবং বিজয় লাভ করা হয়, যেখানে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সেখানে তিনি প্রভু যীশুর প্রতি অম্লান প্রেম লাভ

করেন এবং ঈশ্বরের মহিমার জন্য সর্বগ্রাসী উদ্দীপনা ও মন্ডলীর সমৃদ্ধির প্রতি প্রেম লাভ করেন। সেখানে তিনি ঈশ্বরের অপরিসীম সম্পদের সাথে সংযুক্ত হোন।

একজন পালক কে সম্পূর্ণভাবে নিবেদিত মানুষ হতে হবে। একজন সৈনিকের জন্য যেমন ভয়, একজন ক্রীড়াবিদের জন্য যেমন দুর্বলতা, একজন ব্যবসায়ীর জন্য যেমন অসততা, তেমনি একজন সেবকের জন্য কম মাত্রার ধার্মিকতা হবে। এটি তাঁর অসম্মান হবে। এবং কোনো মানুষ একজন নিবেদিত, অবিচলিত সেবকের চেয়ে বেশি সম্মানিত নয়। কিন্তু কেউই একজন বিশ্বাসহীন ও অসঙ্গত সেবকের চেয়ে বেশি অবজ্ঞাপূর্ণ নয়। একজন অপবিত্র সেবক যে ক্ষতি করেন, তার পরিমাণ কে নির্ধারণ করতে পারে? তাঁর কাজ, তাঁর অপরাধ পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত বলা হবে। এটি সমুদ্রের ওপারে বলা হবে, যেমনটি হিতোপদেশ আমাদের বলে। এর ইতিহাস অন্যান্য ভাষায় অনুবাদ করা হবে। শত্রুরা তাঁর দুরাচরণের ওপর উল্লাস করবে, এবং ব্যথা বা ক্ষতি ছাড়া। কোথাও এটি পুনরাবৃত্তি করা হবে না । এটি ধার্মিকদের দুঃখিত করবে। এটি অন্যদের পাপ করতে উৎসাহিত করবে। এবং এটি সবই একজন বিশ্বাসহীন পালকের অবহেলাপূর্ণ, পাপপূর্ণ আচরণের কারণে।

অতএব, একজন পালককে পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ হতে হবে এবং ঈশ্বরের সেবায় বিচলিত হওয়া থেকে রক্ষা পেতে হবে। তাঁর আহ্বান ত্যাগ করা থেকে রক্ষা পেতে হবে, এবং একটি দিনও যেন এমন না যায় যেদিন পালক তাঁর আবেদন প্রভুর সামনে নিবেদন না করেন, খ্রীষ্টের মন লাভ করার জন্য সংগ্রাম না করেন, ঈশ্বরের সেবায় আনন্দ লাভ করার জন্য প্রার্থনা না করেন। এবং এভাবেই একজন তাঁর সেবাকার্যে এবং দায়িত্বপূর্ণ কাজে শক্তি লাভ করবে।

কিছু পালক দাবি করেন যে তাঁরা প্রার্থনার জন্য খুবই ব্যস্ত। তাহলে, সত্যিই তারা খুব ব্যস্ত। আসলে কতটা ব্যস্ত আপনি? আপনি কি প্রার্থনার জন্য সময় খুঁজে পান না? আমরা কি সাহস করে প্রভু যীশুর সামনে, তাঁর বিচার সিংহাসনের সামনে বলব, ‘প্রভু, আমাদের প্রার্থনার জন্য সময় ছিল না?’ আমাদের দৈনন্দিন কর্তব্যগুলি আমাদের এতটা গ্রাস না করুক যে আমরা প্রার্থনা করা উপেক্ষা করি।

শাস্ত্রে দেখুন, সেখানে অনেক উদাহরণ রয়েছে এমন পুরুষদের যারা অত্যন্ত ব্যস্ত ছিলেন, কিন্তু তাদের একটি বিস্তৃত প্রার্থনা জীবন ছিল: রাজদরবারে দানিয়েল, নহিমিয় একইভাবে, যিহূদার রাজা হিষ্কিয়, দায়ূদ—যিনি প্রভুর জন্য পরিশ্রম ও যুদ্ধের মধ্যে ছিলেন, অব্রাহাম, ইসহাক, ও যাকোব, পিতর, কর্ণীলিয়। তবুও, তারা প্রার্থনাশীল ব্যক্তি ছিলেন।

এবং মধ্যস্থতাকারী প্রার্থনার সাথে এমন আশীর্বাদ যুক্ত রয়েছে, এমন একটি মাধুর্য যা আপনি অন্যত্র কোথাও অনুভব করতে পারবে না। কখনও কখনও এটি স্বর্গের এক পূর্বস্বাদ হয়ে ওঠে। প্রভুর সাথে এই পৃথিবীতে পরিচিত হওয়া সবচেয়ে মধুর বিষয়। এটি একটি মহান বিশেষাধিকার যা আপনাকে আত্মিক পরিশুদ্ধতা প্রদান করবেন। সেখানে প্রভু আপনার চরিত্রের ত্রুটিগুলি আপনাকে দেখাবেন, আপনার দুর্বলতা আপনার কাছে প্রকাশিত হবে, এবং আপনি এই দুর্বলতাগুলির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করবে।

ঈশ্বরের মহান পুরুষেরা, যারা একসময় মন্ডলীর জন্য অত্যন্ত উপকারী ছিলেন, তারা কিছু পাপের কারণে পতিত হয়েছেন। এবং যখন তারা ফিরে তাকান, তারা উপলব্ধি করেন যে তারা পাপের মধ্যে পড়েছিলেন কারণ তারা ব্যক্তিগত প্রার্থনাকে উপেক্ষা করেছিলেন। তারা তাদের আত্মার চর্চাকে উপেক্ষা করেছিলেন। এবং যা প্রায়সই বেশি ঘটে যে, যদি একজন সেবক বড় কোনো পাপে নাও পড়েন, তবুও তাঁর প্রচার শুষ্ক, নিস্তেজ এবং প্রাণহীন হয়ে যায়, কারণ তিনি ব্যক্তিগত প্রার্থনাকে উপেক্ষা করেছেন।

এবং তারপর সেবকিয় অলসতা প্রবেশ করতে পারে। কারণ অন্যরা লক্ষ্য করেন না যদি আপনি ব্যক্তিগত প্রার্থনা এড়িয়ে যান। তারা এটি দেখতে পায় না। এবং এটি এমন একটি পাপ যা প্রায়ই পালকদের মধ্যে ঘটছে। তাদের সরাসরি কাজে নেমে পড়ার জন্য অনেক তাড়াহুড়ো থাকে, এবং তাই তারা ব্যক্তিগত যোগাযোগের কাজটি স্থগিত রাখে। তারা মনে করে তারা খুবই ব্যস্ত, অথবা এটি খুবই দেরি হয়ে গেছে, অথবা এটি খুবই তাড়াতাড়ি। কিন্তু এটি কতটা ভয়াবহ। প্রার্থনা আমাদের সেবাকার্যের বৈশিষ্ট্য হোক। আমরা কত আশীর্বাদ হারিয়েছি প্রার্থনার অভাবে? আমরা তা কল্পনা করতে পারি না। আমাদের কেউই জানি না আমরা কতটা ক্ষুদ্র, তুলনায় যা আমরা কি হতে পারতাম, যদি আমরা অভ্যাসগতভাবে ঈশ্বরের সাথে প্রার্থনায় আরও ঘনিষ্ঠভাবে জীবনযাপন করতাম। নিরর্থক অনুশোচনা এখন কোনো কাজের না। বরং, আমরা অবহেলার পথগুলি সংশোধন করার সংকল্প গ্রহণ করি।

আমাদের প্রার্থনাশীল ব্যক্তি হতে হবে। আমরা প্রার্থনাশীল ব্যক্তি হব। আসুন, প্রার্থনায় সংগ্রাম করি। তারপর আমাদের মন্ডলী ও আমাদের মন্ডলীর লোকেরা আশীর্বাদপ্রাপ্ত হবে। এবং আমরা আমাদের জীবনে ঈশ্বরের উপস্থিতি উপভোগ করব। এবং এটি সত্যিই চমৎকার। প্রভু আপনাকে আশীর্বাদ করুন। ধন্যবাদ।

বক্তৃতা ১৩

প্রার্থনায় সমস্যা

প্রার্থনার সৌন্দর্য ধারাবাহিক বক্তৃতার ত্রয়োদশ পর্বে আপনাকে স্বাগতম। আজ আমরা প্রার্থনার কঠিন দিকগুলি বিবেচনা করব, কারণ ব্যক্তিগত প্রার্থনা সহজ নয়। আপনি যখন প্রার্থনা করার চেষ্টা করবেন, তখন সব ধরনের প্রতিকূলতার মুখোমুখি হবেন। আমরা যথেষ্ট সময় বরাদ্দ করতে কঠিন মনে করতে পারি। আমরা শারীরিক দুর্বলতার শিকার হতে পারি, বা আত্মিক শক্তির অভাবে ভুগতে পারি। কখনো কখনো মনোযোগ করাও কঠিন হয়ে পড়ে।

শয়তান আমাদের প্রার্থনাকে বিকৃত করার চেষ্টা করবে, আমাদের মনে অদ্ভুত, নির্বোধ এবং পাপপূর্ণ চিন্তা প্রবেশ করিয়ে দেবে ঠিক তখনই যখন আমরা প্রার্থনা করছি। কখনো কখনো আমরা শব্দ ব্যবহার করতেও সক্ষম হব না, তখন আমাদের প্রয়োজনীয়তা প্রভুর কাছে প্রকাশিত হয়, গভীর ক্রন্দন এবং দীর্ঘশ্বাসের মাধ্যমে প্রভুর সামনে উপস্থাপিত হয়। অতীতের পাপের স্মৃতি আমাদেরকে বিরক্ত করবে, অন্যদের দ্বারা দেওয়া ব্যথা ঠিক প্রার্থনার সময় সামনে আসতে পারে।

শয়তান প্রার্থনাকে বাধাগ্রস্ত করার চেষ্টা করবে, কারণ সে প্রার্থনাকে ভয় পায়—কারণ ঈশ্বর সর্বশক্তিমান; এবং ঈশ্বর তাঁর লোকেদের প্রার্থনার ফলে কী করবেন, তা শয়তান জানে না। এই কারণেই ঈশ্বরের লোকেদের প্রার্থনা করতে এবং অধ্যবসায় আহ্বান করা হয়েছে। প্রার্থনার উপর একটি গুরুতর আক্রমণ হল যে শত্রু আমাদের ভাবায় যে যে ঈশ্বর আমাদের প্রার্থনা শুনবেন না। তারপর আমরা নিজেদের দোষারোপ করি যে আমরা জাগতিক।

আমরা আমাদের পাপ দেখি, এবং তারপর এই চিন্তা জাগতে পারে, "ঈশ্বর আমাদের প্রার্থনা শুনবেন না।" তবে, যখন আমরা শাস্ত্রের দিকে তাকাই, তখন আমরা আশ্চর্যজনক উদাহরণ দেখতে পাই যে প্রভু কিভাবে প্রার্থনা শুনেছেন—এমনকি পাপী মানুষের, অপরিবর্তিত মানুষের প্রার্থনা। এরা এমন মানুষ ছিলেন যারা সত্যের প্রভাবে ছিলেন, এবং তারা ঈশ্বরের সত্যকে বিশ্বাস করেছিলেন, যদিও তাদের হৃদয় তখনও কঠোর ছিল এবং তারা প্রকৃত অর্থে পরিবর্তিত হয়নি। তবুও, আশ্চর্যজনক বিষয় হলো—ঈশ্বর তবুও তাদের প্রার্থনা শুনেছিলেন।

উদাহরণস্বরূপ, রাজা আহাব ইস্রায়েলের দশটি গোষ্ঠী শাসন করতেন। তাঁর শাসনকালে, তিনি দেশের জনগণকে পাপের অন্ধকারে পরিচালিত করেছিলেন। তিনি এবং ঈষেবল অভূতপূর্বভাবে মূর্তিপূজা প্রচলন করেছিলেন। তিনি ইস্রায়েলের জনগণকে পথভ্রষ্ট করেছিলেন, এবং পরে আহাব পাপ করেছিলেন কারণ তিনি নাবোতকে মিথ্যা অভিযোগের ভিত্তিতে হত্যা করতে অনুমতি দিয়েছিলেন। এরপর হঠাৎ করে ভাববাদী এলিয় আহাবের সঙ্গে দেখা করেন এবং ঘোষণা করেন যে আহাবের রাজকীয় পরিবার পতিত হবে, এবং আহাব ও তারা সবাই নিহত হবে।

এরপর, প্রতিক্রিয়া হিসেবে রাজা তার পোশাক ছিঁড়ে ফেললেন; তিনি চট পরিধান করলেন; তিনি নম্রভাবে চলাফেরা করলেন (১ রাজাবলি ২১:২৭)। তিনি তার পাপের জন্য দুঃখ অনুভব করলেন। যদিও এটি প্রকৃত ধার্মিক অনুশোচনা ছিল না, তবু তিনি নিজেকে নম্র করেছিলেন। তিনি ঈশ্বরের বিচার সম্পর্কে গভীরভাবে ভীত ছিলেন, এবং তারপর প্রভু তার বিলাপও শুনলেন। এলিয়াকে আহাবের কাছে যেতে হয়েছিল এবং জানাতে হয়েছিল যে এই অভিশাপ আহাবের জীবদ্দশায় তাঁর উপর আসবে না। আহাব সত্যিকারের অনুশোচনার জন্য আরও সময় পেয়েছিলেন, তাহলে ঈশ্বর এক পাপী, অপরিবর্তিত ব্যক্তির প্রার্থনাও শুনছিলেন।

আমরা নীনবী লোকদের সম্পর্কে কী ভাবি? যারা ভাববাদী যোনার প্রচারের মাধ্যমে অনুশোচনা করেছিল? যোনা তাদের শুধুমাত্র একটিই ঘোষণা করেছিলেন—"৪০ চল্লিশ দিন পার হলে নীনবী ধ্বংস হবে" (যোনা ৩:৪)। নীনবীর জনগণ ঈশ্বরকে বিশ্বাস করেছিল, উপবাস ঘোষণা

করেছিল। তারা চট পরিধান করল, এবং তাদের রাজা সিংহাসন থেকে উঠে দাঁড়াল। সাধারণত, একজন রাজা সিংহাসন থেকে ওঠেন না। তিনি রাজা; তিনি বসে থাকেন, কিন্তু এই রাজা সিংহাসন থেকে উঠে দাঁড়ালেন এবং চট ও ছাই দিয়ে নিজেকে আবৃত করলেন।

তারা যোনা ৩:৯ পদে প্রভুর দিকে ফিরল, "হয়ত, ঈশ্বর ক্ষান্ত হইবেন, অনুশোচনা করিবেন, ও আপন প্রজ্বলিত ক্রোধ হইতে নিবৃত্ত হইবেন, তাহাতে আমরা বিনষ্ট হইব না।" আমরা পড়ি না যে তারা সবাই ঈশ্বরভীরু মানুষ হয়ে উঠেছিল। আমরা পড়ি না যে নীনবী একটি খ্রীষ্টিয় জাতিতে পরিণত হয়েছিল। না, তারা অবিশ্বাসী রয়ে গিয়েছিলো, তবুও ঈশ্বর তাদের প্রার্থনা শুনলেন। "তখন ঈশ্বর তাহাদের ক্রিয়া, তাহারা যে আপন আপন কুপথ হইতে বিমুখ হইল, তাহা দেখিলেন, আর তাহাদের যে অমঙ্গল করিবেন বলিয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে অনুশোচনা করিলেন; তাহা করিলেন না," যোনা ৩:১০, একটি উদাহরণ কিভাবে প্রভু এমনকি পাপী মানুষেরও প্রার্থনাও শুনেন।

যখন আমরা এই কষ্টে থাকি যে, আমাদের পাপের কারণে ঈশ্বর আমাদের শুনবেন না, সেই প্রলোভন বা সেই চিন্তাগুলোকে বিশ্বাস করবেন না। সেগুলোকে দূরে সরিয়ে দিন। ছোট শিশুরা যখন প্রার্থনা করে, তারা শুধুমাত্র শিশুসুলভ, আনুষ্ঠানিক বিশ্বাস রাখে, কিন্তু ঈশ্বর তাদের শুনবেন। আমরা সত্য পরিবর্তনের জন্য প্রার্থনা করতে পারি, কারণ আমরা সেই পরিবর্তনের জীবনকে জানি না। ঈশ্বর এমন প্রার্থনা শোনেন।

প্রার্থনার জীবনের সন্ধানে আমরা আরও নানা ধরনের সমস্যার মুখোমুখি হতে পারি। আমরা আমাদের দৈনন্দিন কাজে অত্যন্ত ব্যস্ত থাকতে পারি। আমরা মানসিক পরিশ্রম বা শারীরিক কাজ করতে পারি, এবং এতটাই ব্যস্ত থাকতে পারি যে আমাদের সমস্ত সময় সেই কাজেই ব্যয় হয়ে যায়। এটি একটি প্রলোভন, যা শয়তান আমাদের সামনে উপস্থাপন করে। আমরা এটি আগের একটি বক্তৃতায় উল্লেখ করেছি, কিন্তু আমাদের অবশ্যই এই প্রার্থনার সমস্যার প্রতি সতর্ক থাকতে হবে এবং এটি অতিক্রম করতে হবে।

আমরা যেন আমাদের দৈনন্দিন শ্রমের দ্বারা গ্রাস না হয়ে যাই, এবং আমরা যেন আমাদের দৈনন্দিন জীবনের চিন্তাগুলিকে আমাদের চূর্ণ করার অনুমতি না দিয়ে ফেলি, কারণ তাহলে সুসমাচারের ভাল বীজও চূর্ণ হয়ে যাবে, এবং আমাদের জীবনে কোন আত্মিক ফল থাকবে না। অন্যদিকে, দৈনন্দিন জীবনের ব্যস্ততার কারণে আমরা অলস, আত্মতুষ্ট হয়ে যেতে পারি, এবং প্রার্থনার জন্য সময় না পেতে পারি। আমাদের অবশ্যই পরিশ্রমী হতে হবে। জীবনে প্রকৃত অর্থে একটিই প্রয়োজনীয় বিষয় রয়েছে—তা হলো প্রভু যীশু খ্রীষ্টকে জানা, ভালোবাসা এবং তাঁর আদেশ মেনে চলা।

আমরা কখনই যেন আমাদের দৈনন্দিন পরিশ্রমকে প্রার্থনার আত্মিক কাজে হস্তক্ষেপ করতে না দি। যদি আমরা প্রার্থনা না করি, তবে আমাদের কাজ, তা যতই ভালো হোক না কেন, পাপপূর্ণ হয়ে উঠবে। প্রার্থনার আরেকটি বাধা হলো ঈশ্বরের প্রকৃতি সম্পর্কে অজ্ঞতা। অর্থাৎ, আমরা ঈশ্বরের প্রেমময় দয়া উপলব্ধি করি না এবং তাঁর আকাঙ্ক্ষা দেখি না যে আমাদের সমস্ত প্রয়োজনীয়তা তিনি দিতে ইচ্ছুক। ঈশ্বরের প্রকৃতি সম্পর্কে অজ্ঞতা বিশ্বাসের অভাব ঘটায়, এবং এটি প্রার্থনার জীবনের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর।

ঈশ্বরের করুণা সম্পর্কে জ্ঞানের অভাব, তাঁর অগাধ কল্যাণ সম্পর্কে সচেতনতার অভাব—এগুলি প্রার্থনার জন্য ক্ষতিকর হবে। কে ঈশ্বর সেই সম্পর্কে সচেতন হোন: প্রেমময় করুণায়, অনুগ্রহে পরিপূর্ণ, তাঁর লোকেদের প্রার্থনা শুনতে, সবচেয়ে স্নেহশীল পিতার মতো যত্ন নিতে আগ্রহী। আপনি যার কাছে প্রার্থনা করছেন কে সেই ঈশ্বর সেই সম্পর্কে সচেতন হোন। আরেকটি সমস্যা হলো, শয়তান আমাদেরকে প্রভু থেকে দূরে সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করবে। সে আমাদের এবং ঈশ্বরের মধ্যে দূরত্ব সৃষ্টি করার চেষ্টা করবে।

এটাই সে আদম এবং হবার সাথে উদ্যানে করেছিল। সে তাদের পাপের জন্য প্রলুব্ধ করেছিল। তারা তাঁর মিথ্যা কথায় কান দিয়েছিল, এবং তারপর তারা নিজেদের প্রভুর কাছ থেকে দূরে সরিয়ে নিয়েছিল। ঠিক এটাই শয়তান করতে চেয়েছিল: যাতে তারা নিজেদের লুকিয়ে নেয়, যাতে তারা ঈশ্বর থেকে দূরে সরে যায়, এবং তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। শয়তান মানুষকে নির্দিষ্ট পাপের দিকে পরিচালিত করার চেষ্টা করছে, যাতে তাদের এবং প্রভুর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটে।

আমাদের উচিত প্রতিদিন আমাদের জীবন পরীক্ষা করা এবং সতর্ক থাকা যেন আমাদের ও ঈশ্বরের মধ্যে কোনো দূরত্ব সৃষ্টি না হয়। প্রার্থনার একটি খুব সাধারণ বাধা হলো জাগতিকতা—এই পৃথিবীর জন্য জীবনযাপন করা, এই জগতের দেওয়া বিষয়গুলোর প্রতি মুগ্ধ হওয়া, জগতের প্রতি ভালোবাসা রাখা, জীবনের অহংকার থাকা। এটি প্রার্থনার জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর। আমরা যেন আমাদের জীবনে জগতের প্রতি ভালোবাসা থাকতে না দি। আমাদের আত্মায় যেন অন্যদের প্রতি জাগতিক, শীতল মনোভাব না থাকে, কারণ এটি ঈশ্বরের কাছে যেতে বাধা সৃষ্টি করবে।

প্রার্থনার জীবন চালিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে না। শয়তান ঈশ্বরের লোকেদের মনে ভয়ংকর চিন্তা প্রবেশ করিয়ে আরও সমস্যার সৃষ্টি করবে—যন্ত্রণাদায়ক ভাবনা, আত্মদোষারোপ: 'আমরা অনেক পাপ করেছি; আমাদের পাপ অত্যন্ত গুরুতর।' শয়তান বলে, "তুমি প্রার্থনা বন্ধ করলেই ভালো। তুমি কীভাবে এমন অশুচি ওষ্ঠাধর নিয়ে ঈশ্বরের কাছে যাওয়ার সাহস কর?" বারবার ঈশ্বরের লোকেরা পাপে জড়িয়ে পড়তে পারে, এবং তারা তা ঘৃণা করে, এবং তারপর প্রলোভন আসে—প্রার্থনা বন্ধ করার।

তারা নিজেদের অশুচি মনে করে। সখরিয় ৩:৩ পদে আমরা এটির একটি উদাহরণ দেখতে পাই। সেখানে দেখা যায় মহাযাজক যিহোশূয় প্রভুর সামনে দাঁড়িয়ে আছেন নোংরা পোশাক পরিধান করে। এটি তার অশুচিতা এবং পাপপূর্ণতার একটি প্রতিচিত্র। শয়তান তাকে তিরস্কার করছে এবং তাঁর মহাযাজকের কাজকে বাধাগ্রস্ত করতে চাইছে, কিন্তু প্রভু তাঁর দাসের জন্য হস্তক্ষেপ করলেন এবং ৪নং পদে বললেন, "ইঁহার গাত্র হইতে ঐ মলিন বস্ত্র সকল খুলিয়া ফেল।" সখরিয়র প্রতি প্রভু বললেন, "দেখ, আমি তোমার অপরাধ তোমা হইতে দূর করিয়া দিয়াছি, ও তোমাকে শুভ্র বস্ত্র পরিহিত করিব।"

যখন আমরা পাপের মধ্যে জড়িয়ে পড়ি, আমাদের উচিত প্রভুর সামনে তা স্বীকার করা, কারণ আমাদের পাপ থাকা সত্ত্বেও প্রভু আমাদের প্রার্থনা গ্রহণ করবেন শুধুমাত্র প্রভু যিশু খ্রীষ্টের সমাপ্ত কর্মের কারণে। প্রার্থনার আরেকটি প্রধান সমস্যা হলো—আমরা মনে করি ঈশ্বর আমাদের প্রার্থনার উত্তর দেন না। এমন সময় আসতে পারে যখন আমাদের মনে এমনটাই মনে হয়। এমনও হতে পারে যে প্রভু আমাদের প্রার্থনার উত্তর দিতে বিলম্ব করেন। তিনি উত্তর স্থগিত করেন, তবে এর অর্থ এই নয় যে তিনি আমাদের প্রার্থনা প্রত্যাখ্যান করছেন।

অনেক সময় প্রভুর কাছে বিশেষ কারণ থাকে এমনটি করার, এবং তিনি সবচেয়ে উপযুক্ত সময়ে আমাদের অনুরোধ মঞ্জুর করবেন। মুক্তির জন্য একটি নির্দিষ্ট সময় নির্ধারিত থাকে। যদি আমরা নিজের হাতে বিষয়গুলি নিতে পারতাম, তবে আমরা মূর্খতার সঙ্গে কাজ করতাম। একটি ক্ষতের উদাহরণ ব্যবহার করলে— ধরুন, আপনার ক্ষতের উপর একটি ব্যাণ্ডেজ বাধা আছে। এখন ক্ষতটি শুকানোর আগেই আপনি দ্রুত ব্যান্ডেজটি সরিয়ে ফেলতে পারেন এবং খুলে ফেলতেই পারেন, অথচ ভালো হবে যদি ব্যাণ্ডেজটি কিছু সময়ের জন্য রেখে দেওয়া হয় এবং পরে খোলা হয়।

প্রভু আমাদের প্রার্থনা শোনার উপযুক্ত সময়টি জানেন। আপনি তার একটি উদাহরণ কনানীয় নারীর ঘটনায় দেখতে পাবেন। প্রভু তাঁর অনুরোধ মঞ্জুর করতে চেয়েছিলেন, তবু তিনি তা স্থগিত রেখেছিলেন যাতে তিনি আরও বেশি করে প্রার্থনা করেন, যাতে তাঁর বিশ্বাস বৃদ্ধি পায়। প্রভু কখনো আশীর্বাদ বিলম্বিত করতে পারেন যাতে আমরা তা পাওয়ার জন্য আরও আন্তরিকভাবে প্রার্থনা করি, এবং যখন উত্তর আসে, তখন আমরা উপলব্ধি করি যে এটি ঈশ্বরের কাজ, আমাদের কর্মের কারণে নয়।

তখন আমরা এই আশীর্বাদগুলিকে মান দেব ও সম্মানজনক মনে করব। কখনো কখনো, আমাদের আরও নম্র করার জন্য প্রভু উত্তর বিলম্ব করতে পারেন, কারণ ঈশ্বরের লোকেদের প্রায়শই নম্রতা শিখতে হয়। তাদের দুর্বলতা, তাদের অক্ষমতা বোঝা প্রয়োজন, যেমন যোসেফ, যিনি একজন ধার্মিক যুবক ছিলেন। কিন্তু তাঁর মুক্তির সময় প্রস্তুত না পর্যন্ত তাঁকে বছরের পর বছর কারাগারে রাখা হয়েছিল , যাতে তিনি মিশরের উপশাসক হতে পারেন এবং তাঁর নিজের পরিবারকে দুর্ভিক্ষ থেকে উদ্ধার করার জন্য উপযুক্ত এবং যোগ্য হতে পারেন।

তিনি ধৈর্য ও নম্রতা শিখেছিলেন। অনেক সময়, ঈশ্বরের উত্তর দিতে বিলম্ব করাকে আমরা সম্পূর্ণ প্রত্যাখ্যান বলে ভাবতে প্রলুব্ধ হই, এবং এটি প্রার্থনায় পথে বাধা সৃষ্টি করে। তবে, কখনো কখনো, প্রভু আমাদের কিছু দিতে অস্বীকার করতে পারেন, কিন্তু তিনি আমাদের জন্য আরও ভালো কিছু সংরক্ষণ করে রাখেন। ঈশ্বর আমাদের সকল অনুরোধ মঞ্জুর করেন না। মোশির কথা ভাবুন, কিভাবে তিনি প্রভুর কাছে

কিভাবে অনুরোধ করেছিলেন যে তিনি প্রতিশ্রুত দেশে যেন প্রবেশ করতে পারেন (দ্বিতীয় বিবরণ ৩)। প্রভু তাঁর অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেছিলেন, কিন্তু তাঁকে আরও মহৎ কিছু দিয়েছিলেন।

তিনি মহিমায় উত্থাপিত হবেন, স্বর্গীয় কনানে প্রবেশ করবেন। পৌল প্রার্থনা করেছিলেন যাতে তিনি দেহের এই যন্ত্রণাদায়ক কাঁটা থেকে মুক্তি পান। তিনি তিনবার এর জন্য প্রার্থনা করেছিলেন, কিন্তু প্রভু বলেছিলেন যে তাঁর অনুগ্রহ, ঈশ্বরের অনুগ্রহ, তাঁর জন্য যথেষ্ট (২ করিন্থীয় ১২:৭–৯)। একটি কাঁটা একজন ব্যক্তিকে নম্র বানাতে পারে এবং তাঁকে নম্র রাখতেও পারে, যাতে তিনি নিজেকে উন্নীত না করেন। আপনি দেখতে পাবেন গীতসংহিতা ৮৪:১১ কী বলে, "যারা ন্যায়ের পথে চলে, তারা কখনও হয় না বঞ্চিত তাঁর কল্যাণ ও আশিস লাভে।"

যদি এটি তাদের মঙ্গলের জন্য হয়, ঈশ্বর সৎ ব্যক্তিদের কোনো অনুরোধ অস্বীকার করবেন না। এটি বিশ্বাসের সাথে প্রার্থনা জন্য, পরিবর্তনের জন্য আত্মিক আশীর্বাদ গ্রহণের জন্য, বৃদ্ধি ও অনুগ্রহের জন্য, আমাদের পরিবারের উদ্ধারের জন্য, আমাদের মন্ডলী ও দেশের পুনর্জাগরণের জন্য একটি উৎসাহ হোক । কোনটা ভালো, তা প্রভু আমাদের চেয়ে ভালো জানেন। ঈশ্বর তাঁর উত্তর দেওয়ার ক্ষেত্রে স্বাধীন, তবে তিনি তাঁর নিজস্ব সময়ে উত্তর দেবেন।

প্রার্থনার জীবনে কিছু সংগ্রামও রয়েছে। সেই সম্পর্কে সচেতন হওয়া ভালো। আমরা আমাদের গত বক্তৃতায়, দক্ষিণ-পশ্চিম চীনে ঊনবিংশ এবং বিংশ শতাব্দীর ইংরেজ মিশনারি, জেমস ফ্রেজারের কথা উল্লেখ করেছি। তিনি ব্যাপক আত্মিক সংগ্রামের সম্মুখীন হয়েছিলেন, যা সম্পূর্ণভাবে প্রার্থনা এবং প্রভুর সাথে তাঁর ব্যক্তিগত সম্পর্কের সাথে যুক্ত ছিল।

ফ্রেজার, একজন ধার্মিক মিশনারি, যিনি নিজেকে প্রভুর সেবায় উৎসর্গ করেছিলেন এবং কঠিন পরিস্থিতিতে কঠোর পরিশ্রম করেছিলেন, তিনি গুরুতর হতাশার সম্মুখীন হয়েছিলেন, তিনি বছরের পর বছর একা পরিশ্রম করেছিলেন, এমন একটি সুসমাচার প্রচার করেছিলেন যা কেউ শুনতে চায়নি। তিনি একাকীত্বের হতাশাজনক অনুভূতির মধ্যে ভুগছিলেন, যা কঠোর অধ্যয়নের দৈনন্দিন কাজের তালিকার কারণে তৈরী হয়েছিল, কারণ তিনি তাঁর বইগুলির সঙ্গে একা ছিলেন। এই সমস্ত কারণে, তিনি প্রভুর সঙ্গে তাঁর দৈনন্দিন সংযোগ শিথিল করে ফেলেছিলেন। তিনি আমাদের কাছে এটি বর্ণনা করেন। শয়তানের দ্বারা এই আক্রমণের লক্ষ্য ছিল ঈশ্বরের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করা; এবং এটি অর্জন করতে, শয়তান ফ্রেজারের আত্মাকে পরাজয়ের অনুভূতিতে নিমজ্জিত করেছিল।

সে তাঁকে ঘন অন্ধকারের মেঘে আচ্ছাদিত করেছিল। শয়তানের শক্তি ঈশ্বরের সন্তানের আত্মাকে হতাশ ও নিপীড়িত করে, এবং এটি প্রার্থনায় বাধা সৃষ্টি করে। এটি অবিশ্বাসের দিকে পরিচালনা করে; এটি ঈশ্বরের সন্তানের আত্মিক শক্তিকে ধ্বংস করে। এটি এমন কিছু যা ফ্রেজার স্পষ্টভাবে অনুভব করেছিলেন, এবং একটি অজানা ও অশুভ ছায়া তাঁর উপর নেমে এসেছিল। তিনি হতবাক হয়ে গেলেন; তিনি নিজেকে আরও গভীর অন্ধকারে আবিষ্কার করলেন। গভীর এবং বিশ্বাসঘাতক সন্দেহ তাকে আক্রমণ করেছিল। বারবার, তাকে এই ধরণের চিন্তাভাবনা দ্বারা আক্রমণ করা হত, 'তোমার প্রার্থনার উত্তর দেওয়া হচ্ছে না। কেউ তোমার বার্তা শুনতে চায় না। তুমি বরং সবকিছু ছেড়ে দাও।'

তিনি আত্মহত্যার চিন্তার দ্বারাও আক্রান্ত হয়েছিলেন। অন্ধকারের শক্তি ফ্রেজারকে এক করে দিয়েছিলো, এবং তারপর তিনি বুঝতে পারলেন তাঁর সঙ্গে কী ঘটছে। তিনি দেখলেন যে এটি একটি স্পষ্ট শয়তানের শক্তির আক্রমণ, এবং তারপর তিনি সচেতনভাবে প্রতিরোধ করলেন, দৃঢ় প্রতিরোধ করলেন, প্রভু যিশু খ্রীষ্টের ক্রুশের সম্পন্ন কাজের ভিত্তিতে আবেদন করলেন। এটি কার্যকর হলো, এবং সঙ্গে সঙ্গে অন্ধকারের শক্তি তাঁকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হলো। হতাশার মেঘ দূর হয়ে গেল, তাঁর মুক্তিদাতার ক্রুশের বিজয়ের ভিত্তিতে, তিনি তাঁর মুক্তি দাবি করলেন।

তিনি শয়তানের বিরুদ্ধে তাঁর প্রতিরোধ উচ্চস্বরে ঘোষণা করেছিলেন, এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সমস্ত অন্ধকার চিন্তাগুলি তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়েছিল এবং আর ফিরে আসেনি। তিনি উচ্চস্বরে শাস্ত্রের উপযুক্ত পদাগুলি পুনরাবৃত্তি করে স্বস্তি অনুভব করেছিলেন। এটি যেন প্রতিরোধ ভেদ করে এগিয়ে যাওয়ার মতো ছিল। তিনি যা অভিজ্ঞতা করেছিলেন যা আমরা যাকোব ৪:৭ পদে পড়ি, "শয়তানকে প্রতিহত

কর। তাহলে সে তোমাদের কাছ থেকে পালিয়ে যাবে।" শয়তান তাঁকে একা করে ফেলার চেষ্টা করেছিল যাতে তাঁর প্রার্থনার পথে বাধা সৃষ্টি হয়।

ফ্রেজার অভিজ্ঞতা করেছিলেন যে আমরা শুধু শয়তানের বিরুদ্ধে বা পাপের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ করার জন্য আহ্বানপ্রাপ্ত নই, বরং আমাদের প্রার্থনায় নিরুৎসাহিত হওয়ার বিরুদ্ধে সচেতনভাবে প্রতিরোধ করতেও বলা হয়েছে, কারণ প্রার্থনাই অন্ধকারের শক্তিকে প্রতিহত করার একমাত্র অস্ত্র। জেমস ফ্রেজার আমাদের বলেন, তাঁর প্রার্থনার জীবনে কিভাবে তিনি কখনো কখনো গভীর, ব্যক্তিগতভাবে ঈশ্বরের সঙ্গে সংযোগ অনুভব করতে পারতেন। তিনি অনুভব করেছিলেন যে প্রার্থনায়, পাশাপাশি অন্যান্য বিষয়েগুলিতে, প্রভুর উপর বিশ্বাস রাখা প্রয়োজন। তিনি যা অভিজ্ঞতা করেছিলেন তা গীতসংহিতা ২৫-এ বলা হয়েছে, "সদাপ্রভুর গূঢ় মন্ত্রণা তাঁহার ভয়কারীদের অধিকার" (পদ ১৪)। যারা প্রভুর সবচেয়ে কাছাকাছি জীবনযাপন করেন, তারা তাঁর ইচ্ছা বুঝতে পারবেন।

তাঁর ইচ্ছা জানার জন্য আমাদের অবশ্যই প্রার্থনা করতে হবে। প্রায়শই, খ্রীষ্টিয় নেতারা, পালকেরা তাঁদের নিজস্ব পরিকল্পনা বানান। সেগুলির উপর তাঁরা কঠোর পরিশ্রম করেন, এবং তারপর আন্তরিকভাবে ঈশ্বরের আশীর্বাদ যাচ্ঞা করেন। এর চেয়ে প্রার্থনায় ঈশ্বরের জন্য অপেক্ষা করা এবং শুরু করার আগে তাঁর পরিকল্পনাগুলি জানা অনেক ভালো। আমাদের প্রার্থনা ঈশ্বরের কাছ থেকে গ্রহণ করতে হবে, এবং তিনি আমাদের সেই প্রার্থনায় পরিচালিত করবেন। তাঁর ইচ্ছা জানা ভালোপ্রার্থনায় ঈশ্বরের জন্য অপেক্ষা করা এবং শুরু করার আগে তাঁর পরিকল্পনাগুলি জানা অনেক ভালো। তাঁর ইচ্ছা জানার জন্য চেষ্টা করা ভালো, এবং একবার আমরা এই বিষয়ে তাঁর ইচ্ছার গভীর, শান্ত আশ্বাস পেয়ে গেলে, আমরা ঈশ্বরের সামনে আমাদের দাবি পেশ করি যেমন একটি শিশু তার বাবার কাছে করে।

এটা বিশ্বাসের প্রার্থনা, আর শয়তান এই ধরনের প্রার্থনাকে ঘৃণা করে কারণ শয়তানের জন্য এই ধরনের প্রার্থনা পিছু হটার জন্য একটি কর্তৃত্বপূ নির্দেশ। সে এলোমেলো, জাগতিক প্রার্থনা নিয়ে এতটা চিন্তা করে না। সেগুলো তাকে খুব বেশি আঘাত করে না, কিন্তু বিশ্বাসের প্রার্থনা, প্রভুর সামনে উত্তর পাওয়ার জন্য সংগ্রাম করা—এটি গুরুত্বপূর্ণ। ফ্রেজার ব্যক্তিগত প্রার্থনার ক্ষেত্রে শৃঙ্খলার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছিলেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে দিনের ব্যস্ততা শুরু হওয়ার আগে, সকালের প্রথম দিকে উঠে প্রার্থনা করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

ফ্রেজার পাহাড়ে বিভিন্ন স্থান খুঁজে পেয়েছিলেন, যেখানে তিনি প্রার্থনা করতে পারতেন। তাঁর কাছে বিভিন্ন আবহাওয়ার জন্য বিভিন্ন স্থান ছিল। তিনি গুহায় থাকতেন, অথবা পরিত্যক্ত মন্দিরে যেখানে কেউ থাকত না। সেখানেই তিনি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতেন। তিনি উচ্চস্বরে প্রার্থনা করতেন, যেন একজন ব্যক্তি তার বন্ধুর সঙ্গে কথা বলেন। তিনি নতজানু হয়ে প্রার্থনা করতেন। কখনো কখনো, তিনি হাঁটতে হাঁটতে প্রার্থনা করতেন। একজন খ্রীষ্ট বিস্বাসীর জন্য প্রার্থনা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ, এবং এ কারণেই শয়তান বিশেষভাবে এই প্রার্থনার জীবনকে আক্রমণ করে।

শয়তান আমাদের আরও ভালো সুযোগের জন্য অপেক্ষা করাতে পছন্দ করে এবং আমাদের "যদি" বা "কখন" শব্দগুলি ব্যবহার করতে বলে, যাতে আমরা এখনই প্রার্থনা বন্ধ করে দেই। সে আমাদের প্রলুব্ধ করে যেন আমরা দেখি, 'যদি ভালো পরিস্থিতি থাকে' বা 'যখন আমাদের প্রার্থনার জন্য বেশি সময় থাকবে,' কিন্তু শাস্ত্রে কখনো আমাদের তা করতে বলা হয়নি; আমাদের এখনই সেবা করতে হবে, যেসমস্ত কাজগুলি করার তা সম্পন্ন করতে হবে, এবং তাই, প্রভু আমাদের কাজ করতে, সতর্ক থাকতে এবং প্রার্থনা করতে বলেন, অথচ শয়তান আমাদের আরও ভালো সুযোগের জন্য অপেক্ষা করতে পরামর্শ দেয়।

বলা বাহুল্য, এই সুযোগ সর্বদা ভবিষ্যতে থাকে। ফ্রেজার বুঝতে পেরেছিলেন যে ঈশ্বরের রাজ্যের জন্য, জাগতিক অস্ত্র বিজয় অর্জন করতে অক্ষম। মানব ইচ্ছাশক্তি বিজয় আনতে পারবে না। অন্ধকারের শক্তির বিরুদ্ধে আত্মিক যুদ্ধে জাগতিক শক্তি কোন অস্ত্র নয়। তবুও, নরকের সমস্ত শক্তি ধারাবাহিক, বিশ্বাসপূর্ণ প্রার্থনার শক্তিশালী প্রভাবকে বাতিল করতে অক্ষম। ফ্রেজার মন্তব্য করেছিলেন যে ঈশ্বরের রাজ্যে সেবা করা একটি আত্মিক যুদ্ধ, এবং এবং আমাদের অবশ্যই গুরুতর আধ্যাত্মিক যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে।

তার জন্য আমাদের ঈশ্বরের শক্তি প্রয়োজন, আমাদের স্বাভাবিক শক্তির নয়, কিন্তু আমরা ঈশ্বরের চিরস্থায়ী বাহুর উপর নির্ভর করতে পারি এবং আমাদের শক্তি ক্রমাগত নবীকরণ করতে পারি (দ্বিতীয় বিবরণ ৩৩:২৭ এবং যিশাইয় ৪০:৩১)। ফ্রেজার তার ডায়েরিতে লিখেছিলেন

যে, তাঁর ইচ্ছার জ্ঞান লাভ করতে, মানুষের সাথে কীভাবে আচরণ করতে হয় সে সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করতে, সুসমাচারে মানুষদের নির্দেশ দেওয়ার অনুগ্রহ অর্জন করতে আমাদের কাজের প্রতিটি দিকের মধ্যে দিয়ে বিস্তারিতভাবে প্রার্থনা করতে হবে। আমাদের সাধারণ কথোপকথনেও অনুগ্রহের প্রয়োজন, এবং অবশ্যই প্রচারে অনুগ্রহের প্রয়োজন।

আমাদের দৈনন্দিন বিষয়গুলির জন্য নির্দেশনার প্রয়োজন, এবং তাই আমাদের কর্মীদের, নেতাদের, সহায়কদের নাম উল্লেখ করতে হবে। সবকিছুই ঈশ্বরের আশীর্বাদের উপর নির্ভরশীল, এবং এমন বিস্তারিত প্রার্থনা ক্লান্তিকর হতে পারে, সবকিছুই ঈশ্বরের আশীর্বাদের উপর নির্ভরশীল, এবং এত বিস্তারিত প্রার্থনা ক্লান্তিকর, তবুও ঈশ্বরের ইচ্ছা নিশ্চিত করার জন্য এবং তাঁর সর্বোচ্চ আশীর্বাদ অর্জনের জন্য এটি কার্যকর। প্রার্থনা জীবনে, ফ্রেজার তার ভোগ করা পরাজয় সম্পর্কেও সচেতন হয়েছিলেন, যেমন হতাশা, উদাসীনতা বা অধৈর্যতা।

তিনি অনুভব করেছিলেন যে অন্তরে খ্রীষ্টের বাস করাই ছিল সকল ধরণের পাপের বিরুদ্ধে তার সবচেয়ে সফল অস্ত্র। তিনি ঈশ্বরের সাথে জীবন্ত সংযোগ থেকে শক্তি অর্জন করেছিলেন। এবং আর এই সংগ্রামের মধ্যে, ফ্রেজার বুঝতে পেরেছিলেন যে আপনি দৈনন্দিন জীবনের ব্যস্ততায় এতটাই জড়িয়ে পড়তে পারেন যে আপনি লড়াই করতে অক্ষম হয়েযেতে পারেন এবং শত্রু আপনাকে নিচু করে রাখছে। এটা শত্রুর একটা সূক্ষ্ম কৌশল, যাতে আমরা বই বিক্রি, ভাষা অধ্যয়ন, মিশন স্টেশন পরিচালনা, প্রতিবেদন লেখা, চিঠিপত্র লেখা, হিসাব রাখা, ঘর মেরামত, জিনিসপত্র কেনা, পড়ার মতো বহিরঙ্গ বিষয়গুলিতে ব্যস্ত থাকি।

এভাবে, আপনি বিভিন্ন গৌণ ও তুচ্ছ বিষয়ে এতটাই ব্যস্ত হয়ে পড়েন যে আপনি প্রধান আহ্বান—প্রার্থনা উপেক্ষা করেন। মাঝে মাঝে আমরা এমন লোকদের মতো কাজ করতে পারি যাদের জাহাজ বালুচরে আটকে আছে। আপনি ধাক্কা দেন, কিন্তু জাহাজ সেখানেই থাকে। আপনি আপনার সমস্ত কাজ করেন, কিন্তু তাতে কোনো লাভ হয় না। জোয়ার আসতেই হবে; ঈশ্বরের অনুগ্রহ আসতেই হবে। আমাদের প্রার্থনা করতে হবে, এবং সেটিই জোয়ার নিয়ে আসে। কখনো কখনো, আপনি সংগ্রামের মধ্য দিয়ে যেতে পারেন যেখানে প্রলোভন আপনাকে বলে: 'আমাকে হাল ছেড়ে দিতে হবে, আমি আর এগিয়ে যেতে পারছি না।'

তবে, ঈশ্বর আপনার শক্তি নবীকরণ করেন, কারণ আপনি তাঁর কাছ থেকে অনুগ্রহ ও শক্তি অন্বেষণ করেন। যদি আমরা কোনো নির্দিষ্ট পাপে পতিত হই, আমরা ১ যোহন ১:৯ পদটি স্মরণ করি: "যদি আমরা আপন আপন পাপ স্বীকার করি, তিনি বিশ্বস্ত ও ধার্মিক, সুতরাং আমাদের পাপ সকল মোচন করিবেন, এবং আমাদিগকে সমস্ত অধার্মিকতা হইতে শুচি করিবেন।" যখন আপনি অন্যদের থেকে বিরোধিতার সম্মুখীন হোন, তখন যিরমিয় ১:১৯ স্মরণ করুন: "তাহারা তোমার সহিত যুদ্ধ করিবে, কিন্তু তোমাকে পরাজিত করিতে পারিবে না, কারণ তোমার উদ্ধারার্থে আমি তোমার সঙ্গে আছি।"

প্রভু তোমার জন্য দায়িত্ব নেবেন। সেইজন্য প্রার্থনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। জেমস ফ্রেজারের অভিজ্ঞতার কথা আবার উল্লেখ করতে গেলে, প্রথমে তিনি মনে করেছিলেন যে প্রার্থনা প্রথম স্থান পাওয়া উচিত, এবং শিক্ষা দ্বিতীয় স্থান। কিন্তু পরে তিনি উপলব্ধি করলেন যে প্রার্থনা প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় স্থান পাওয়া উচিত, এবং তারপর শিক্ষা চতুর্থ স্থান। তিনি এটি অভিজ্ঞতার মাধ্যমে শিখেছিলেন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর পরিশ্রম করে কোনো ফল না পেয়ে।

কিন্তু তারপর প্রার্থনা এবং একটি সাধারণ সাক্ষ্যের মাধ্যমে, অলৌকিক ঘটনা ঘটে। এটি যেন শুষ্ক অস্থি, এবং প্রভু সেইগুলিতে শ্বাস দেন (যিহিষ্কেল ৩৭:১–১৪), এবং ঈশ্বরের আত্মা ঢেলে দেওয়া হয়। মানুষ পাপের জন্য দোষী সাব্যস্ত হয়, এবং তাদের হৃদয়ে প্রভু যীশুর প্রকাশ ঘটে। এটি ঈশ্বরের আত্মা ঢেলে দেওয়ার একটি চিহ্ন, এবং তারা সত্য বুঝতে পারে, এবং ঈশ্বরের ভালবাসা তাদের হৃদয়ে ঢেলে দেওয়া হয়। তাঁরা ঈশ্বরের কাছ থেকে শক্তির অভিষেক পান যাতে তাঁরা মন্দের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ করতে পারেন, এবং জানেন, ঈশ্বর তাঁর আত্মা ঢেলে দিতে ইচ্ছুক, এবং আমাদের প্রয়োজনের চেয়েও বহুগুণে দান করতে ইচ্ছুক।

প্রার্থনার এই সমস্ত সমস্যা অতিক্রম করতে এবং ঈশ্বরের আত্মার সেচন লাভ করতে, প্রার্থনার জীবনে কিছু নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যের প্রয়োজন। প্রার্থনার কোন বৈশিষ্ট্যগুলি আমাদের নিজেদের মধ্যে অনুশীলন করা উচিত? সেগুলো হলো নম্রতা, বিশ্বাস, প্রেম, এবং ধৈর্য। প্রভু বিনম্র

ব্যক্তিদের প্রতি বিশেষ যত্নশীল। দাম্ভিকদের তিনি দূর থেকে ভুঝতে পারেন; বিনম্র আত্মা ঈশ্বরের প্রতি উচ্চ দৃষ্টিভঙ্গি রাখে, এবং নিজের সম্পর্কে নিম্ন চিন্তা রাখে (গীতসংহিতা ১৩৮:৬)।

যদি স্বর্গের দূতেরা নিজেদের নম্র করে, তাহলে আমরা যারা পাপ করেছি, ঈশ্বরের সামনে নিজেদেরকে আরও কত বেশি নম্র করা উচিত। নম্রতার পাশাপাশি, বিশ্বাসও আছে। আমাদের আস্থা এবং বিশ্বাস থাকা উচিত যে ঈশ্বর আমাদের প্রাপ্যের চেয়ে অনেক বেশি দান করবেন। তাঁর পক্ষে কিছুই কঠিন নয়, এবং যদিও অন্যান্য সমস্ত সাহায্য ব্যর্থ হবে, তাঁর বাহু পরিত্রাণ আনবে (যিশাইয় ৫৯:১৬)। আমরা তাঁর প্রতিশ্রুতির উপর নির্ভর করতে পারি, এবং প্রেমেও থাকতে পারি।

আসুন আমরা আমাদের সহভ্রাতাদের প্রতি ভালোবাসা রাখি। তাদের প্রতি কোনও অন্যায় ও বিদ্বেষ পোষণ না করি। আসুন আমরা প্রভুর প্রতি ভালোবাসা অনুশীলন করি, তাঁর ভালোবাসা, তিনি কী করেছেন তা জেনে থাকি এবং প্রেমের আত্মায় আমরা প্রভুর সামনে আমাদের হৃদয় উজাড় করে দেই। ধৈর্য ধরে প্রার্থনায় অবিচল থাকি। ঈশ্বরের আত্মার জন্য ক্রমাগত প্রার্থনা করি, হাল ছেড়ে না দিই।

উপলব্ধি করা ঈশ্বর শুনবেন যেমন দায়ূদ বলেছিলেন, "আমি ধৈর্যসহ সদাপ্রভুর অপেক্ষা করিতেছিলাম।" তারপর আমরা গীতসংহিতা ৪০:১ পদে দেখি, "তিনি আমার প্রতি মনোযোগ করিয়া আমার আর্তনাদ শুনিলেন।" দেখলেন, প্রার্থনায় ধৈর্য ধরুন এবং উৎসাহিত থাকুন, কারণ প্রভু যীশু স্বর্গে আমাদের পক্ষসমর্থনকারী (১ যোহন ২:১)। আমরা আত্মার এবং পুত্রের মাধ্যমে ঈশ্বর পিতার কাছে যেতে পারি। এবং ঈশ্বর আমাদের প্রয়োজনের চেয়েও বহুগুণে দান করবেন, এমনকি আমরা যা প্রার্থনা করি তার চেয়েও বেশি। ধন্যবাদ।

বক্তৃতা ১৪

প্রার্থনার আশীর্বাদ

প্রার্থনার সৌন্দর্য ধারাবাহিক বক্তৃতার চতুর্দশ ও অন্তিম পর্বে আপনাকে স্বাগতম। এই শেষ বক্তৃতায়, আমরা প্রার্থনার আশীর্বাদগুলির কথা বিবেচনা করতে চাই, কারণ প্রার্থনার সঙ্গে সমৃদ্ধ, বিস্ময়কর আশীর্বাদ যুক্ত রয়েছে। এটি রোমাঞ্চকর। এটি বিস্ময়কর এবং উত্তেজনাপূর্ণ। শাস্ত্রে, কারা আশীর্বাদপ্রাপ্ত ছিলেন? তাঁরা ছিলেন প্রার্থনাশীল ব্যক্তি। আমরা দেখি কিভাবে তাঁরা প্রার্থনা করেছিলেন এবং তাঁরা তাঁদের দৈনন্দিন জীবনে আশীর্বাদপ্রাপ্ত হয়েছিলেন, এবং সত্যিই ঈশ্বর তাঁদের রক্ষা করতেন, এবং তাঁরা সমৃদ্ধ হয়েছিলেন। অব্রাহামের কথা ভাবুন, কিন্তু অবীমেলকের কথাও ভাবুন। অবীমেলকও ধনী ছিলেন। অব্রাহামও ধনী ছিলেন। কিন্তু আশীর্বাদপ্রাপ্ত কে ছিলেন? সেটি ছিলেন অব্রাহাম। লাবনেরও যাকোবের মতো অনেক সম্পত্তি ছিল, কিন্তু যাকোব আশীর্বাদপ্রাপ্ত ছিলেন। শৌলও দাউদের মতো রাজা ছিলেন, কিন্তু দাউদ আশীর্বাদপ্রাপ্ত ছিলেন।

যারা আশীর্বাদপ্রাপ্ত ছিলেন তারা সবাই ছিলেন প্রার্থনাশীল ব্যক্তি: অব্রাহাম, যাকোব, দাউদ। আমরা দানিয়েল, হিষ্কিয়, কর্নেলিয় এবং পৌলের কথা মনে করি। তারা সকলেই প্রচুর আশীর্বাদপ্রাপ্ত ছিলেন কারণ তারা ব্যক্তিগত প্রার্থনার সাথে পরিচিত ছিলেন। সুতরাং, প্রার্থনার সঙ্গে প্রচুর প্রতিশ্রুতি যুক্ত রয়েছে। প্রভু অভাবীদের শুনেন যখন তারা তাঁর কাছে ক্রন্দন করে। কতবার দায়ূদ গভীর প্রয়োজনে ক্রন্দন করেছেন; এবং কতবার মোশি অসম্ভব পরিস্থিতির সামনে দাঁড়িয়েছিলেন—লোহিত সাগরের সামনে দাঁড়িয়েছিলেন, অভিযোগকারী জনগণের সামনে দাঁড়িয়েছিলেন, এমন পরিস্থিতিতে ছিলেন যেখানে কোনো খাদ্য ছিল না, কোনো পানীয় ছিল না, লোকেদের আক্রমণকারী শত্রুদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলেন—এবং প্রভু কি বারংবার তাঁকে উদ্ধার করেননি?

প্রেরিত পৌল, মণ্ডলীর প্রতি তাঁর দৈনন্দিন যত্নের মধ্যেও, ক্রমাগত বিপদের মধ্যে ছিলেন, ডাকাতি, জাহাজডুবি, মারধর, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, কারাবাস সহ্য করেছিলেন, এবং তবুও, প্রতিবারই প্রভু তাঁকে উদ্ধার করেছিলেন এবং কষ্টের মধ্য দিয়েও পরিচালনা দিয়েছিলেন। পৌল কষ্টের বিষয়ে অভিযোগ করেননি কারণ তার বিশ্বাস ছিল যে ঈশ্বর তাঁকে পরিচালিত করবেন, ঈশ্বর তাকে আশীর্বাদ করবেন, কারণ ঈশ্বর প্রার্থনা শোনেন। শাস্ত্রে বারবার এর উল্লেখ রয়েছে। গীতসংহিতা ৩৪ পদ ৬ স্মরণ করুন: "এই দুঃখী ডাকল, আর সদাপ্রভু শুনলেন; তিনি তাকে সমস্ত বিপদ থেকে রক্ষা করলেন।" এটি কি ঈশ্বরের প্রতিটি সন্তানের জীবনের জন্য লেখা যেতে পারে না? এই কারণেই প্রভু ইচ্ছাকৃতভাবে মাঝে মাঝে তাদের কিছু সংগ্রাম এবং কঠিন পরিস্থিতির দিকে নিয়ে যেতে পারেন যাতে তাঁরা তাদের নিজস্ব শক্তি থেকে হতাশ হয়ে পড়ে এবং তারা ঈশ্বরের কাছে ছুটে যায়, এবং প্রভু তাদের উদ্ধার করেন।

তাই, প্রভুও তাদের আগে থেকেই উৎসাহিত করেন। যোহন ১৫:৭, "তোমরা যদি আমাতে থাক, এবং আমার বাক্য যদি তোমাদের মধ্যে থাকে, তবে তোমাদের যাহা ইচ্ছা হয়, যাচ্ঞা করিও, তোমাদের জন্য তাহা করা যাইবে।" ঈশ্বর প্রার্থনা শোনেন, কারণ তিনি ভাববাদী যিশাইয় কে ৬৫:২৪ পদে বলেন, "আর তাহাদের ডাকিবার পূর্বে আমি উত্তর দিব, তাহারা কথা বলিতে না বলিতে আমি শুনিব।" আপনি নিশ্চিত হতে পারেন যে ব্যক্তিগত, সৎ প্রার্থনার মাধ্যমে প্রভু আপনাকে শুনবেন। প্রার্থনায় আপনি বলতে পারেন, "নিশ্চয়ই, হে প্রভু যীশু, তোমার নম্রতার জন্য আমরা তোমাকে অনুসরণ করব। আমরা জানি যে তুমি দরিদ্র পাপীকে উপেক্ষা কর না, যেমন তুমি ক্রুশের উপর অনুতপ্ত চোরকে উপেক্ষা করনি, তেমনি তুমি কান্নারত পাপী নারীকে, অনুনয়কারী কনানীয় নারীকে, বা ব্যভিচারে ধৃত নারীকে উপেক্ষা করনি। তুমি প্রার্থনাকারী শুল্কগ্রাহককে, অস্বীকারকারী শিষ্যকে, বা শিষ্যদের উপর নির্যাতনকারীকে প্রত্যাখ্যান করনি। এই সুগন্ধি তেলের সৌরভে, আমরা তোমায় অনুসরণ করব এবং বিশ্বাস করব যে তুমি আমাদেরও উপেক্ষা করবে না, যখন আমরা তোমার অনুগ্রহের জন্য তোমার সম্মুখে ভিক্ষা প্রার্থনা করব।"

ঈশ্বর প্রার্থনা শুনেন, তবে প্রার্থনার মাধ্যমেই তিনি আপনাকে তাঁর কাছে টেনে নেন। প্রেরিত পৌল কোথাও তীমথি কে বলেছেন, "নিজেকে ভক্তিপরায়ণ হতে প্রশিক্ষিত করে তোলো।" তীমথি তা কীভাবে করতে পারতেন? প্রার্থনার মাধ্যমে। অবিরাম প্রার্থনার মাধ্যমে,

আপনি ঈশ্বরের নিকটবর্তী হোন। সেখানে, প্রার্থনার মধ্যে, আপনি প্রভুর মঙ্গল, অনুগ্রহ এবং করুণা অনুভব করবেন। প্রভুর সান্নিধ্যে থাকা হল পৃথিবীতে সর্বোত্তম বিষয়। তাহলে, আপনি তাঁর শক্তিতে দাঁড়াতে পারবেন। প্রভুর সান্নিধ্যে থাকার এই পদ্ধতিতে, পরিচর্যার কাজ আরও উজ্জীবিত হবে। আপনার ব্যক্তিগত জীবন প্রচুরভাবে আশীর্বাদপ্রাপ্ত হবে। মানুষ লক্ষ্য করে যখন আপনি ঈশ্বরের সান্নিধ্যে থাকেন। তা আপনার জীবনে, আপনার কার্যাবলীতে, আপনার আচরণে প্রতিফলিত হবে। এইভাবেই ঈশ্বর আপনার কাঁধে যে দায়িত্ব অর্পণ করেছেন তা পূরণ করার জন্য আপনি আত্মিক শক্তি এবং সহোনশীলতা লাভ করেন।

প্রার্থনার মাধ্যমে আপনি ঈশ্বরের মঙ্গলের স্বাদ গ্রহণ করেন। এমনকি মাঝে মাঝে এটি স্বর্গের পূর্বাভাস, ব্যক্তিগত প্রার্থনার সাথে সম্পর্কিত মিষ্টতা, এমন মিষ্টতা যা আপনি অন্য কোথাও উপভোগ করতে পারেন না। প্রার্থনার সময় স্বর্গ আপনার এত কাছে থাকতে পারে যে একজন প্রভুর সাথে সত্যিকারের অভ্যন্তরীণ শান্তি অনুভব করে, প্রভু আপনার হৃদয়ে নিজের প্রতি ভালোবাসা বৃদ্ধি করেন। তোমার আত্মিক জীবনের উপর একটি প্রভাব পড়বে। প্রভু আপনাকে এগিয়ে যেতে সক্ষম করবেন, আপনাকে অনুগ্রহ এবং সাহস প্রদান করবেন। এছাড়াও, কঠিন দিনগুলিতে, আপনি জানতে পারবেন যে আপনার দিন যেমন, আপনার শক্তিও তেমনই হবে (দ্বিতীয় বিবরণ ৩৩:২৫)। প্রার্থনায় আপনি ঈশ্বরের মঙ্গলের স্বাদ গ্রহণ করেন।

প্রার্থনা আপনার দুর্বলতাগুলিকেও প্রকাশ করে। প্রার্থনার মাধ্যমেই আপনি আপনার ত্রুটি-বিচ্যুতি সম্পর্কে সচেতন হোন। আমরা এটি আগের একটি বক্তৃতায় উল্লেখ করেছি, কিন্তু এখন আমরা এটিকে বিশেষভাবে তুলে ধরতে চাই। কারণ যদি আপনার জীবনে পাপগুলি অব্যাহত থাকে এবং যাচাই করা না হয়, তাহলে তা আপনার কাজকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে। তথাকথিত ছোট পাপও আপনার কাজের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর হয়ে উঠতে পারে। আপনি মানুষের প্রয়োজনের প্রতি শীতল, উদাসীন হয়ে উঠতে পারেন। আপনি মানুষের সাথে কঠোর আচরণ করতে পারেন, যদিও আপনি এমন হতে চান না, তবু আপনি তা করে চলেছেন। এই ছোট ছোট শিয়ালগুলি—তারা দ্রাক্ষাক্ষেত্র নষ্ট করে। তারা আপনার কাজের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর প্রমাণিত হবে।

আপনার ব্যক্তিগত দুর্বলতা এবং অভ্যাসগত পাপ সম্পর্কে সচেতন হওয়া খুবই ভালো, এবং প্রার্থনার মাধ্যমেই প্রভু আপনার কাছে তা প্রকাশ করেন, কারণ প্রার্থনার মাধ্যমে ঈশ্বরের আত্মা আপনাকে পরিচালিত করেন এবং আপনার ত্রুটিগুলি আপনাকে দেখিয়ে দেন। তখন, প্রার্থনার মধ্যে আপনার পাপ স্বীকার করার এবং সেই পাপের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য অনুগ্রহ চাওয়ার সুযোগ থাকে। এখন, প্রার্থনার আশীর্বাদ হলো, প্রার্থনা ঈশ্বরের সন্তানদের নিরাপত্তা প্রদান করে। এটি তাদের সুরক্ষা দেয়, কারণ আপনি সর্বশক্তিমান ঈশ্বরকে ডাকেন, যিনি তাঁর লোকদের আহ্বান শুনেন, এবং তাঁদের ডাক তাঁদের কল্যাণ ও সুরক্ষার জন্য তাঁর শক্তি ও দয়া সক্রিয় করে। আপনার এগিয়ে চলার জন্য ঈশ্বরের প্রয়োজন। আপনার জীবনে প্রভুর শক্তিশালী রূপ প্রকাশ হওয়ার প্রয়োজন। আপনি তাঁর প্রতিরক্ষার দুর্গের মতো তাঁর নামের কাছে ছুটে যানা, এবং তাঁর চিরস্থায়ী বাহুগুলির উপর নির্ভর করেন। আপনার তাঁর শক্তি, তাঁর নিরাপত্তা, তাঁর সুরক্ষা প্রয়োজন। যদি ঈশ্বর আপনার পক্ষে, তবে কে আপনার বিপক্ষে দাঁড়াতে পারে (রোমীয় ৮:৩১)?

তারপর তিনি আপনাকে এমন কিছু করার শক্তি দেবেন যা আপনি কখনোই আশা করেননি যে আপনি তা করতে পারবেন, আপনি তা করতে সক্ষম ছিলেন না, কিন্তু ঈশ্বর আপনার মাধ্যমেই তা করান। তিনি আপনাকে বাকশক্তি দেন। তিনি আপনাকে সহোনশীলতা দেন। তিনি আপনাকে নিরাপত্তা দেন। তখন, জগতের শক্তি সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের অনুগ্রহ ও শক্তির তুলনায় ক্ষীণ হয়ে পড়ে। পৃথিবী অনেক আনন্দ এবং মোহ নিয়ে গর্ব করতে পারে, কিন্তু একজন খ্রীষ্ট বিশ্বাসী সেগুলি প্রতিরোধ করার শক্তি লাভ করে। ঈশ্বর আপনাকে ঈশ্বরের সন্তান হিসেবে দত্তক নেওয়ার বিশেষাধিকার দান করেন, কারণ আপনি ইতিমধ্যেই অনন্তকালের গৌরব, আনন্দের পূর্ণতা এবং চিরকালের জন্য আনন্দের পূর্বাভাসে পরিপূর্ণ হচ্ছেন। জগতের সমস্ত মোহর সাথে ঈশ্বরের ডান হাতের সুখের কীভাবে তুলনা হতে পারে? যখন প্রভু আপনার কাছে থাকেন, তখন আপনি আর এই জগতের আকাঙ্খা করবেন না। আপনি জগতের দিকে ঘৃণার সাথে তাকাবেন এবং সেইসব মানুষদের প্রতি দুঃখ অনুভব করবেন, কারণ আপনি অমূল্য মণিটি খুঁজে পেয়েছেন। আপনি বিশ্বের প্রলোভন ও মোহর হাত থেকে নিরাপদ থাকবেন, কারণ প্রার্থনা আপনাকে সুরক্ষা প্রদান করে।

প্রার্থনা শয়তানের কাজকেও দুর্বল করে দেয়। শয়তান একজন বড় প্রতিপক্ষ। আন্তরিক প্রার্থনা শয়তানের কাজকে ব্যর্থ করে দেয়। নরকের শক্তিগুলি প্রার্থনার প্রভাব অনুভব করেছে। এই কারণেই খ্রীষ্ট তাঁর শিষ্যদের আদেশ দিয়েছিলেন যেন তারা প্রার্থনা করে, যাতে তারা প্রলোভনের মধ্যে না পরে। শয়তানের আক্রমণের মধ্যে আমাদের খ্রীষ্টের দিকে চেয়ে থাকতে হবে। প্রার্থনার মাধ্যমে আমাদের পাপ স্বীকার করতে হবে। প্রার্থনার মাধ্যমে, আমরা শয়তানকে প্রতিরোধ করার জন্য ঈশ্বরের অনুগ্রহ পেতে পারি। যদি আমরা পাপে পতিত হই, তবে তা যত দ্রুত সম্ভব তা স্বীকার করে নিতে হবে, কারণ তাহলে শয়তানের দোষারোপকারী মুখ বন্ধ হয়ে যায়, এবং আমরা সমস্ত অধার্মিকতা থেকে শুচি হয়ে ঈশ্বরের সাথে শান্তি ফিরে পাই। প্রার্থনার মাধ্যমে প্রভু আমাদের অনুগ্রহ ও শক্তি নতুন করে দেন, যাতে আমরা শয়তানের প্রলোভনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ করতে পারি। প্রভু আমাদের নিশ্চিত করেন যে, তাঁর অনুগ্রহই যথেষ্ট, এবং কারণ তাঁর শক্তি আমাদের দুর্বলতায় সিদ্ধিলাভ করে (২ করিন্থীয় ১২:৯)।

প্রার্থনা আমাদের শান্তির ঈশ্বরের কাছে নিয়ে যায়, যিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে তিনি শীঘ্রই শয়তানকে আমাদের পায়ের নিচে পদদলিত করবেন (রোমীয় ১৬:২০)। প্রার্থনায় আমরা শয়তানের প্রতারণা বোঝার জন্য প্রজ্ঞা লাভ করি। প্রার্থনার মাধ্যমে প্রজ্ঞা বৃদ্ধি পাবে। প্রভুর প্রতি ভালোবাসা লালিত হবে, এবং আমাদের হৃদয় প্রভুর সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত থাকবে, এবং তাই আমরা প্রলোভন থেকে রক্ষা পাব, এবং শয়তানের লোভনীয় শক্তিকে দুর্বল হবে।

প্রার্থনা শরীরকেও দুর্বল করে, কারণ এখনও আমাদের শরীর ও শরীরের পাপাচার এবং কামনার প্রবৃত্তি বিদ্যমান। এই কামনাগুলি আমাদের আত্মার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। দায়ূদ তার কামনা-বাসনার উপর জয়লাভ করার জন্য কী করেন? তিনি এর বিরুদ্ধে প্রার্থনা করেন— "আমাকে গোপন ত্রুটিগুলি থেকে শুচি করো, এবং অহংকারী পাপ থেকে তোমার দাসকে বিরত রাখো।" প্রার্থনা দুর্নীতি বিনাশ করবে। প্রার্থনার মাধ্যমে, পবিত্রকরণ, পবিত্রতা, [এবং] ঈশ্বরের প্রতি উৎসর্গীকরণ ঘটবে। গোপন প্রার্থনার মাধ্যমেই অনুগ্রহ লাভ করা হয়, এবং দেহের অবসান সাধিত হয়।

আমরা প্রার্থনার আশীর্বাদ লাভের জন্য ধৈর্য ধরে প্রার্থনা করার বিভিন্ন উপদেশ সম্পর্কে বিবেচনা করি। কিছু উপদেশ, কিছু নির্দেশিকা— কীভাবে প্রার্থনা করতে হবে। সাহসের সাথে প্রার্থনা করুন। আমাদের প্রার্থনায় আশীর্বাদ পেতে, সাহসের সাথে প্রার্থনা করুন, কারণ কারণ ঈশ্বর আপনার অনুরোধ পূরণ করতে সক্ষম এবং ইচ্ছুক। এই এইগুলি তাঁর মহিমা বৃদ্ধি করে। সুতরাং, সাহসের সাথে প্রার্থনা করুন। জেনে রাখুন যে আপনি অস্তিত্বের সর্বশ্রেষ্ঠ শক্তিকে ডাকছেন, এবং তিনি তাঁর পুত্রের মাধ্যমে আপনার জন্য একজন পরম করুণাময় ঈশ্বর এবং পিতা হওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

আমরা শাস্ত্রে বহু উদাহরণ দেখি যেখানে মানুষে প্রার্থনা করেছেন। ভেবে দেখুন, শিম্‌শোন যখন দুটি স্তম্ভের মাঝে দাঁড়িয়ে প্রার্থনা করেছিলেন। তিনি ঈশ্বরের কাছে মিনতি করলেন— "হে প্রভু সদাপ্রভু, অনুগ্রহ করিয়া আমাকে স্মরণ করুন; হে ঈশ্বর, অনুগ্রহ করিয়া কেবল এই একটি বার আমাকে বলবান করুন," (বিচারকর্তৃগণ ১৬:২৮), যাতে ইস্রায়েলের বিচারক হিসেবে তাঁর আহ্বান পূর্ণ করতে পারেন। শাস্ত্রে প্রার্থনা করার আরও অনেক উদাহরণের কথা ভাবুন। নহিমিয় প্রার্থনা করছেন যে ঈশ্বর যেন তাকে যিরূশালেম এবং এর লোকেদের সন্‌বল্লট এবং টোবিয়র আক্রমণ থেকে রক্ষা করতে সক্ষম করেন, এবং তিনি নিজেও বিশ্বস্তভাবে লোকদের নেতৃত্ব দেন। ভেবে দেখুন, এমনকি অব্রাহামের দাসও প্রার্থনা করেছিলেন, যখন তিনি এক অদ্ভুত অভিযানে বেরিয়েছিলেন ইসহাকের জন্য পদ্দন্-অরামে স্ত্রী খুঁজতে। তিনি কীভাবে এটি করলেন? তিনি প্রার্থনা করলেন, এবং সাহসের সাথে প্রার্থনা করলেন। সাহসের সাথে প্রার্থনা করুন! দানিয়েল, যাকোব— আমরা ইতিমধ্যেই সেই উদাহরণগুলি দেখেছি এবং মোশি কীভাবে নম্রতার সাথে ঈশ্বরের নৈকট্যের জন্য মিনতি করেছিলেন।

এছাড়াও, বিশ্বাসের সঙ্গে প্রার্থনা করুন। বিশ্বাস করুন যে আপনার প্রার্থনা পরিবর্তন আনতে পারে। "যাচ্ঞা কর, তোমাদিগকে দেওয়া যাইবে" (মথি ৭:৭)। তিনি তাঁর মহিমার জন্য আপনার অনুরোধ মঞ্জুর করতে ইচ্ছুক। প্রভু যীশু মথি ৯:২৯ পদে বলেছেন, "তোমাদের বিশ্বাস অনুসারে তোমাদের প্রতি হউক।" বিশ্বাস ছাড়া প্রার্থনা করা ঠিক যেমন একটি ভোঁতা ছুরি দিয়ে কাটার চেষ্টা করা—এটি কার্যকর হয় না। এই কারণেই মার্ক ১১:২৪ পদে বলা হয়েছে, "আমি তোমাদিগকে বলি, যাহা কিছু তোমরা প্রার্থনা ও যাচ্ঞা কর, বিশ্বাস করিও যে, তাহা পাইয়াছ, তাহাতে তোমাদের জন্য তাহাই হইবে।" বিশ্বাসের সঙ্গে প্রার্থনা করুন।

এছাড়াও, সর্বদা প্রার্থনা করুন। আবারও, আমাদের প্রার্থনাকে অবহেলা না করে সর্বদা প্রার্থনায় নিযুক্ত থাকার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেওয়া উচিত। এর বিভিন্ন কারণ রয়েছে, কেন আমাদের সর্বদা প্রার্থনা করা উচিত। ঈশ্বর সর্বদা শুনতে প্রস্তুত। তিনি এই পৃথিবীর দিকে তাকান। যারা তাঁকে অধ্যবসায়ের সাথে খুঁজছেন, তিনি তাদের শোনেন। তিনি তাদের কথা শুনছেন যারা অন্তরে তাঁকে অনুসন্ধান করছে। আমরা যা কল্পনা করি বা আশা করি তার চেয়েও অধিকতর তিনি দান করতে পারেন। যোহন ৪:২৩, " প্রকৃত ভজনাকারীরা আত্মায় ও সত্যে পিতার ভজনা করিবে; কারণ বাস্তবিক পিতা এইরূপ ভজনাকারীদেরই অন্বেষণ করেন।" যিশাইয় ৫৯:১, "দেখ, সদাপ্রভুর হস্ত এমন খাটো নয় যে, তিনি পরিত্রাণ করিতে পারেন না; তাঁহার কর্ণ এমন ভারী নয় যে, তিনি শুনিতে পান না।" আমাদের সর্বদা প্রার্থনা করা উচিত কারণ খ্রীষ্ট সর্বদা মধ্যস্থতা করেন। তিনি স্বর্গে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা তুলে বিশ্বাসীদের সাহায্য করেন। ইব্রীয় ৭:২৫, "এই জন্য, যাহারা তাঁহা দিয়া ঈশ্বরের নিকটে উপস্থিত হয়, তাহাদিগকে তিনি সম্পূর্ণরূপে পরিত্রাণ করিতে পারেন, কারণ তাহাদের নিমিত্ত অনুরোধ করণার্থে তিনি সতত জীবিত আছেন।"

আমাদের সর্বদা প্রার্থনা করা উচিত, কারণ পবিত্র আত্মা আমাদের দুর্বলতায় সাহায্য করতে প্রস্তুত। তিনি অনুগ্রহ এবং প্রার্থনা করার ক্ষমতা দান করেন। অতএব, সর্বদা প্রার্থনায় থাকুন কারণ আত্মা সর্বদা আমাদের নির্দেশ দিতে, আমাদের প্রাণবন্ত করতে প্রস্তুত। তিনি আমাদের নিষ্প্রাণতা থেকে মুক্ত করতে ইচ্ছুক। অনুগ্রহের ঈশ্বরের সামনে আমাদের আকাঙ্খাগুলি উপস্থাপন করতে তিনি আমাদের হৃদয় সম্প্রসারিত করেন। আশীর্বাদের জন্য সংগ্রাম করতে তিনি আমাদের শক্তিশালী করেন । যা শব্দে ব্যক্ত করা যায় না তা তিনি আমাদের সঙ্গে আর্তনাদে মিনতি করেন (রোমীয় ৮)।

আমাদের সর্বদা প্রার্থনা করা উচিত, কারণ শয়তান সর্বদা আমাদের আক্রমণ করতে প্রস্তুত। তাকে একটি সিংহের সাথে তুলনা করা হয়েছে। আর যখন একটি সিংহ পশ্চাদ সরে, তখন সে সর্বদা পিছনের দিকে সরে যায়। সে তার চোখ আপনার উপর নিবদ্ধ রাখে। এভাবেই সে পশ্চাদ সরে—যেকোনো সময় পুনরায় আক্রমণ করতে প্রস্তুত। আপনি জানেন, এভাবেই শয়তান সর্বদা কার্যরত থাকে। শয়তানের আক্রমণের প্রতি সতর্ক থাকুন— "কেননা রক্তমাংসের সহিত নয়, কিন্তু আধিপত্য সকলের সহিত, কর্তৃত্ব সকলের সহিত, এই অন্ধকারের জগৎপতিদের সহিত, স্বর্গীয় স্থানে দুষ্টতার আত্মাগণের সহিত আমাদের মল্লযুদ্ধ হইতেছে।" (ইফিষীয় ৬:১২)। এই সমস্ত উপাধির মাধ্যমে, প্রেরিত পৌল শয়তানের শক্তিগুলির কথা উল্লেখ করেছেন— শয়তান ও তার অধঃপতিত আত্মারা সর্বদা আক্রমণের জন্য প্রস্তুত। সুতরাং সর্বদা প্রার্থনায় থাকুন।

আমাদের সর্বদা প্রার্থনায় থাকা উচিত, কারণ আমাদের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি সহজেই পাপের দিকে উত্থিত হয়, এবং তারা আমাদের বিরুদ্ধে। যখন আমরা প্রার্থনাকে অবহেলা করি, তখন ভেতরের দুর্নীতির কুৎসিত মাথাটি জেগে ওঠে। এটি পুনরায় শক্তি অর্জন করে।দাউদের উচিত ছিল তার বাড়ির ছাদে হেঁটে ওই মহিলার দিকে তাকানোর পরিবর্তে প্রার্থনা করা। যদি সে সবসময় প্রার্থনা করত, তাহলে সে এবং তার পরিবার অনেক দুর্দশা থেকে রক্ষা পেত, কিন্তু সে প্রার্থনা করল না। সে তাকিয়ে রইল।

যখন ইসরায়েল আমালেকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছিল, মোশি যতক্ষণ স্বর্গের দিকে হাত উঁচিয়ে রেখেছিলেন, ততক্ষণ পর্যন্ত ইস্রায়েল জয়লাভ করেছিল। কিন্তু যখন মোশির হাত নিচে নেমে এল, তখন আমালেক বিজয় লাভ করল। এটি নিরন্তর প্রার্থনার প্রয়োজনীয়তা এবং কেন প্রার্থনা অপরিহার্য তার একটি উদাহরণ। আমরা এটি সম্পূর্ণরূপে শব্দে প্রকাশ করতে পারি না, তবে আসুন সত্যকে স্বীকার করি, এমনকি যখন এটি সম্পূর্ণরূপে ব্যাখ্যা করা আমাদের পক্ষে কঠিন মনে হয়। আমরা কি সত্যিই মনে করি যে খ্রীষ্টের মহাযাজকের প্রার্থনা ছাড়া মন্ডলী এখন যেমন আছে তেমনই থাকত? তিনি সর্বদা প্রার্থনা করেন। সে আমাদের আদর্শ হোক।

এছাড়াও, আপনার প্রার্থনাকে ধ্যানের সাথে একত্রিত করুন। ঈশ্বরের পরিত্রাণের অলৌকিক ঘটনাগুলি নিয়ে চিন্তা করার জন্য আপনার প্রার্থনায় নিজেকে প্রশিক্ষিত করুন। আমাদের পাপের কারণে আমাদের উপর যে অভিশাপ নেমে এসেছে, আমরা দূষিত, আমাদের আত্মা পাপ দ্বারা প্রভাবিত, আমাদের ইচ্ছা পাপ দ্বারা ধ্বংসপ্রাপ্ত, সেই অভিশাপের কথা চিন্তা করুন। এবং আমাদের দুর্নীতির বিরুদ্ধে ঈশ্বরের প্রেম, পিতার প্রেম বিবেচনা করুন, পিতা অনন্তকাল ধরে আপনাকে ভালোবাসেন, তিনি তাঁর সমস্ত সন্তানদের উপর তাঁর দৃষ্টি রেখেছেন, এবং

ঈশ্বর তাঁর ধার্মিকতাও ভালোবাসেন, এবং তিনি চান যে তাঁর ধার্মিকতা পূর্ণ হোক, আপনার দুষ্টতার জন্য যথাযথ মূল্য প্রদান না করা পর্যন্ত তিনি আপনার সাথে কোনও সম্পর্ক রাখতে পারবেন না। সুতরাং, ঈশ্বর তাঁর পুত্রকে আপনার পরিবর্তে মৃত্যুবরণ করতে দিতে ইচ্ছুক ছিলেন।

কী মহান প্রেম পিতা ঈশ্বরের, এবং কী অপার প্রেম পুত্র ঈশ্বরের, যে তিনি আসতে ইচ্ছুক ছিলেন! তিনি ছিলেন ঐশ্বর্যশালী ঈশ্বর। তবুও, তিনি নিজেকে এত গভীরভাবে এত দূর পর্যন্ত নত করেছিলেন। তিনি সবকিছুর অধিকারী ছিলেন, তবুও তিনি এত বড় অপমান বেছে নিলেন। পৃথিবীতে তাঁর জীবদ্দশায়, তাঁর নিজের বলে কিছু ছিল না—না কোনো দোলনা, না মাথা রাখার স্থান। এমনকি তাঁর নিজস্ব কবরও ছিল না। শেষ যে জিনিসটি তাঁর ছিল—তাঁর পোশাক—সেটিও তাঁর থেকে কেড়ে নেওয়া হয়েছিল। এমন প্রেম, যাতে আপনি উদ্ধার পেতে পারেন, ঈশ্বরের সাথে মিলিত হতে পারেন।

ভেবে দেখুন পবিত্র আত্মা ঈশ্বরের প্রেম—যে তিনি মরিয়মের গর্ভে খ্রীষ্টের দেহ গঠন করেছিলেন, যে তিনি প্রভু যীশুকে অভিষেক করেছিলেন এবং তাঁর কাজ সম্পাদনের জন্য তাঁকে সজ্জিত করেছিলেন। এবং তিনি একজন পাপীর হৃদয়ে খ্রীষ্টের কাজ প্রয়োগ করেন। এবং তিনি এই পাপীকে খ্রীষ্টের কাছে নিয়ে আসেন এবং তাঁকে সর্বদা পরিচালিত করেন। হে, এই ত্রিত্ব ঈশ্বরের অপার প্রেমের উপর ধ্যান করুন! তাড়াহুড়ো করে সেগুলো নিয়ে চিন্তা করবেন না, বরং সেগুলো নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করুন। সেগুলো নিয়ে ধ্যান করুন। তাহলে আপনি অনুভব করবেন কিভাবে আপনার হৃদয়ে ঈশ্বরের ভালোবাসা জ্বলতে শুরু করে। কারণ, পৃথিবী কোরহ, দাথন ও আবীরামের মতো আমাদের গিলে ফেলার জন্য মুখ খুলে দিলে — যেমনটি তাদের ক্ষেত্রে ঘটেছিল — সেটাই আমাদের প্রাপ্য ছিল; কিন্তু তার পরিবর্তে, ঈশ্বরের এই মহান প্রেমের দ্বারা স্বর্গ তার দ্বার খুলে দেয়। তিনি নরকের পরিবর্তে জীবন প্রদান করেন। তিনি প্রেম দেন, স্বর্গ দেন। তিনি অনুগ্রহের পর অনুগ্রহ প্রদান করেন।

পুত্র আপনার ভাই হয়েচেন। পবিত্র আত্মা আপনার সহায় হয়েচেন। ঈশ্বর আপনার পিতা হয়েচেন। হে, পবিত্র ত্রিত্বের প্রেমে আচ্ছন্ন হয়ে যান! এটাই বিশ্বাসের শান্তি। এটিই শহীদদের শক্তি গঠনের করেছিল। এটিই প্রবীণ শিমোনের আনন্দ ছিল। এটিই ঈশ্বরের গৌরব। ঈশ্বর কে, সেই বিষয়ে প্রার্থনায় ধ্যান করা খুবই উত্তম।

প্রার্থনার মাধ্যমে আমরা ঈশ্বরের অনুগ্রহও লাভ করি, কারণ—"পিতার নিকটে যদি তোমরা কিছু যাচ্ঞা কর, তিনি আমার নামে তোমাদিগকে তাহা দিবেন।" (যোহন ১৬:২৩)। ঈশ্বর প্রার্থনার উত্তর দিয়ে আনন্দিত হোন। আবারও, আমরা এটি তুলে ধরছি। এলিয় প্রার্থনা করেছিলেন যাতে বৃষ্টি বন্ধ হয়, এবং তিন বছর ছয় মাস বৃষ্টি বন্ধ ছিল। তারপর, তিনি আবার প্রার্থনা করলেন, এবং বৃষ্টি শুরু হল। প্রার্থনার মাধ্যমে, যিহোশূয়ের সময়ে সূর্য স্থির হয়ে গিয়েছিল। হিষ্কিয়র সময় সূর্যঘড়ির ছায়া ১০ ডিগ্রি পিছনে চলে গিয়েছিলো কারণ ঈশ্বরের সর্বশক্তিমান শক্তি সবকিছু করেছিল। প্রার্থনার মাধ্যমে স্বর্গ থেকে বজ্রপাত ও বিদ্যুৎ নেমে এসে শত্রুদের বিভ্রান্ত করেছিল। প্রার্থনার মাধ্যমে ঈশ্বর যখন প্রয়োজনের সময় বৃষ্টি প্রদান করেছিলেন। তাঁদের প্রার্থনার মাধ্যমে লোহিত সাগর বিভক্ত হয়েছিল। প্রার্থনার মাধ্যমে প্রভু পৃথিবীতে ফলন ও আশীর্বাদ প্রদান করেছেন।

কিছু লোক বলেন, যদি স্তিফান প্রার্থনা না করতেন যে ঈশ্বর তাদের পাপ ক্ষমা করুন, তবে তার্ষ নগরীয় শৌল কখনও পরিবর্তন হতেন না। প্রার্থনার মাধ্যমে কারাগারের দরজা খুলে দেওয়া হয়েছে। রাজা আসার সময়ে, প্রার্থনার মাধ্যমে দশ লক্ষ সৈন্য পরাজিত হয়েছিল। ভেবে দেখুন, রানী ইষ্টের যে সুযোগ পেয়েছিলেন রাজ্যের রাজা সামনে উপস্থিত হওয়ার জন্য। কিন্তু আমাদের আরও বড় সুযোগ রয়েছে—রাজাদের রাজা, যিনি পৃথিবীতে সমস্ত শক্তি ও ক্ষমতার অধিকারী, তাঁর সামনে উপস্থিত হওয়ার। সুতরাং, ক্রমাগত শক্তিশালী হয়ে উঠবে (গীতসংহিতা ৮৪:৭)।

একজন ইংরেজ ঈশ্বরের সেবক একবার লিখেছিলেন— "একজন সত্য খ্রীষ্ট বিশ্বাসী তার বিজয়ের সন্ধানে কার্যকরভাবে অগ্রসর হচ্ছেন। তিনি তার শত্রুকে নজরে রাখেন। তিনি সতর্ক। তিনি সচেতন। সে বার্তাবাহকদের পাঠায়, তাঁর প্রার্থনা, তাঁর দীর্ঘশ্বাস, তাঁর অশ্রু— উপর থেকে নতুন সাহায্য নিয়ে আসার জন্য। তাঁর প্রার্থনা কথা বলে। তাঁর দীর্ঘশ্বাস আর্তনাদ করে। তাঁর অশ্রুরও একটি ভাষা আছে, এবং তারা সবাই একই বার্তা নিয়ে উর্ধ্বগামী হয়।" এটি ১৭শ শতকের ইংরেজ পিউরিটান, রিচার্ড আলেইনের একটি উক্তি।

দেখুন, এটি এক অপার আশ্চর্য যে ঈশ্বর আমাদের প্রার্থনার সুযোগ দিয়েছেন, এবং তিনি আমাদের তাঁর বাক্য প্রদান করেছেন। তাঁর বাক্যের উপর নির্ভরশীল হোন। তাঁর বাক্য অধ্যয়ন করুন। এটিকে প্রার্থনার সাথে যুক্ত করুন, কারণ আমাদের জীবনের প্রতিটি অংশে, বিশেষ করে যারা পালদের জন্য ঈশ্বরের আত্মার নিঃশ্বাস আমাদের মাধ্যমে প্রবাহিত হওয়া অত্যন্ত প্রয়োজন। । তখন আপনি বিশ্বস্ত হবেন। তখন আপনি প্রস্তুত হবেন।

একটি বীণার উদাহরণ ভাবুন। যে ব্যক্তি বীণা বাজায় সে এসে বীণার পাশে বসে। সে বাজাতে শুরু করে, তারগুলি স্পর্শ করে, এবং পুরো বাদ্যযন্ত্রটিই প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। এখন, আপনি সেই বীণা। ঈশ্বরের আত্মা পাশে এসে দাঁড়ান, এবং তিনি আপনার আত্মাকে জাগ্রত করেন। তিনি অনুভূতিগুলি স্পর্শ করেন। তিনি হৃদয়ের সুরকে বাহিরে আনেন, এবং সংগীত উর্ধ্বগামী হতে শুরু করে। এটি আত্মার সংগীত এবং আত্মার ঈশ্বরের প্রতি প্রেম। তাই, আমরা প্রার্থনা করি যে "অনুগ্রহ ও প্রার্থনার আত্মা আমাদের উপর এবং আমাদের জাতির মধ্যে ঢালিয়া দেওয়া হউক (সখরিয় ১২:১০)।"

যখন আমরা প্রার্থনা করি, তখন শুধুমাত্র কিছু বাহ্যিক রূপ বা সহজ শব্দে সন্তুষ্ট হবেন না। বরং চেষ্টা করুন, সংগ্রাম করুন, এবং ঈশ্বরের অনুগ্রহ ও পবিত্র আত্মার সাহায্যের জন্য প্রার্থনা করুন। তিনি আপনাকে শেখাবেন। তিনি আপনাকে পালক হিসেবে, খ্রীষ্ট বিশ্বাসী হিসেবে, আপনার জীবনযাত্রায় পরিচালিত করবেন। এবং তিনি আপনাকে সেই স্থানে নিয়ে যাবেন, যেখানে একদিন আর কোনো প্রার্থনা থাকবে না—বরং সেখানে কেবলই আরাধনা থাকবে। তখন ঈশ্বর অনন্তকাল সমস্ত মহিমা, প্রশংসা, কৃতজ্ঞতা, সম্মান ও বন্দনা পাবেন। সেখানে আমরা প্রার্থনার সৌন্দর্যের পূর্ণতম উপলব্ধি লাভ করবো। প্রভু আপনাদের সকলকে আশীর্বাদ করুন এবং আপনাদের তাঁর সেবায় ফলবান করুন। এই সাধারণ বক্তৃতাগুলি 'প্রার্থনার সৌন্দর্য' সম্পর্কে দেখার এবং শুনার জন্য ধন্যবাদ।